BanglaBook.org

ফাইভ লিটল পিগস

আগাথা ক্রিস্টি

অনুবাদ : প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার

ফুরিয়ে যাওয়া একটি তদন্ত, তাও আবার ষোল বছর আগের। স্বামী হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হয় ক্যারোলাইন ক্রেল, পায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ভয়ংকর সাজা। আজ সে মৃত। কিন্তু, বহুদিন আগে নিজের দোষ অস্বীকার করে লিখে যাওয়া একটি চিঠি পৌঁছে গেল তারই একমাত্র সন্তানের হাতে।

চিঠির লেখাগুলো কি সত্যি? নাকি শুধুই প্রহসন? ব্যাকুল হয়ে উঠল ক্যারোলাইনের একমাত্র মেয়ে। যদি মা দোষী না হয়, তবে বাবার আসল খুনি কে?

তুখোড় গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারোই সত্য উদ্ধারের একমাত্র ভরসা। বহু অতীতের বিস্মৃত প্রায় দুর্ঘটনা, প্রমাণিত সত্য, বিরোধী ইতিহাস সবকিছুর ভিড় থেকে প্রকৃত বাস্তবতা খুঁজে বের করার কাজটি কি আদৌ সম্ভব? জানা নেই গোয়েন্দার। তবে নিজের বুদ্ধির উপর বিশ্বাস আছে শতভাগ।

শুরু হল হারানো অতীত উদ্ধারের এক অভূতপূর্ব তদন্ত...

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

গোয়েন্দা গল্পে আগাথা ক্রিস্টির প্রতিভা অতুলনীয়। বিশ্বব্যাপী তাঁর জনপ্রিয়তা বিস্ময়কর, গল্পে তাঁর চরিত্রগুলো আকর্ষণীয়, পরিকল্পনাগুলো যেমন মনোমুগ্ধকর, তেমনি অসাধারণ।

মানব হৃদয় অথবা তাকে স্তব্ধ করে দেয়া রহস্যময় আবেগকে আগাথা ক্রিস্টির চেয়ে ভাল করে কেউ উপলব্ধি করতে পারেননি।

১৮৯০ সালে ইংল্যান্ডে ক্রিস্টি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২০ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস দ্য মিস্টেরিয়াস অ্যাফেয়ার অ্যাট স্টাইলস প্রকাশিত হয়। এরপর অ্যান্ড দেন দেয়ার ওয়্যার নান, মার্ডার অ্যাট দ্য ভাইকারেজ, এন্ডলেস নাইট, দ্য মার্ডার অফ রজার অ্যাকরয়েড, টুওয়ার্ডস জিরো বইগুলো দিয়ে তিনি সাহিত্যের ইতিহাসে নিজের আসন পাকাপোক্ত করে নেন।

১৯৭৬ সালে মারা যান ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ খেতাবপ্রাপ্ত এই লেখিকা।

www.BanglaBook.org

আগাথা ক্রিস্টি

==========

ফাইভ লিটল পিগস

==========

অনুবাদ: প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

BOOK STREET

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ফাইভ লিটল পিগস

আগাথা ক্রিস্টি

Five Little Pigs by Agatha Christie

অনুবাদ: প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার

প্রকাশক: সৈয়দ মোহাম্মদ রেজওয়ান
বুক স্ট্রিট
স্যুট - ১১, লেভেল - ৩,
সার্কেল আম্বিয়া পয়েন্ট শপিং মল,
পূর্ব রামপুরা, ঢাকা-১২১৯
০১৮৪৭-১২৯২৬৫

অনুবাদস্বত্ব · বুক স্ট্রিট

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট'২০১৮

প্রচ্ছদ : বুক স্ট্রিট

মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স,
গ্রাফিক্স : বুক স্ট্রিট
কম্পোজ : অনুবাদক

একমাত্র পরিবেশক : উত্তরণ, ৩৯/১,
বাংলাবাজার, ঢাকা। ০১৯২৪-০০০৮৮৮
অনলাইন: www.rokomari.com,
www.facebook.com/bookstreetbd

মূল্য : ৩০০ টাকা
Price : Tk. 300

উৎসর্গ

মুহম্মদ আরিফুর রহমান রুশো-কে

বিদেশের শেষ দিনগুলো শান্তির হবার অন্যতম কারণ আমার এই বন্ধু। আমার মতো তৎকালীন গৃহহীন একজনকে মাসব্যাপী নিজের বাড়িতে রেখেছে, খাইয়েছে, সিনেমা দেখিয়েছে, ঘুরতে নিয়ে গেছে এবং স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসেছে তোড়জোড় করে।

ওর মতো মহৎ-হৃদয় মানুষ পৃথিবী ক'টা আছে জানি না। তবে, আমার দেখা অল্প কিছু নিবেদিত-প্রাণ চমৎকার মানুষের মধ্যে ও একজন।

The best liars are those who tell the truth most of the time.

-Brandon Sanderson [Mistborn: The Final Empire]

ভূমিকা

প্রথমে খাবার-দাবার দিয়েই শুরু করি বরং! কিছু খাবার আছে গপাগপ খেয়ে ফেলতে হয়। যেমন ধরা যাক ধোঁয়া ওঠা মোগলাই পরোটা। ভেতরে ডিম-কিমার সুস্বাদু আয়োজন। ঠাণ্ডা হয়ে গেলেই মজা কমে যায় অনেকগুণ। সুতরাং, পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়াই শ্রেয়। আবার অন্য ধরণের খাবারও আছে অহরহ। বিশেষত আইসক্রিম প্রজাতির খাবার, যা কিনা যত ধীরে খাওয়া যাবে, ততই উপভোগ্য। আগাথা ক্রিস্টির 'ফাইভ লিটল পিগস' উপন্যাসটি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদ্যের মতোই। এবং ব্যাপারাটা বোঝা যাবে শুরুর কয়েকটি অধ্যায় পরেই।

ষোল বছর আগের এক ইতিহাস চাপা পড়ে আছে বিস্মৃতির অতলে, আর তা ঘেঁটে বের করতে হবে সত্যের সূত্র! সন্দেহভাজন আছে আবার নেইও। তথ্য আছে, আবার নেইও। যুক্তি বলে খুনির যথার্থ শাস্তি হয়েছে। তবে আগাথা ক্রিস্টি আর এরকুল পোয়ারোর রহস্য উদ্ধারের দায় কীসের? পাঠক এই প্রশ্নের জবাব হুট করে পাবেন না। কারণ এটি মোগলাই পরোটার মতো চটজলদি হজম করার জিনিস নয়, এ-যে আইসক্রিম! সুতরাং, ধৈর্য অবশ্য কর্তব্য।

উপন্যাসটা অনুবাদে হাত দিয়ে আমাকেও যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয়েছে। এর আগে ক্রিস্টির যে কয়টি গল্প বা উপন্যাস অনুবাদ করেছি, নিঃসন্দেহে এটিই সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং ছিল। কথোপকথন তো আছেই, তার সঙ্গে আছে ধারাবাহিকতা রক্ষার দায়। যা শেষমেশ এসে এমন ভয়ংকর পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে মনে হয়েছে সত্যিই মহাসমুদ্র থেকে সামান্য এক নুড়ি পাথর তুলে আনতে এরকুল পোয়ারো'র সঙ্গে নেমে পড়েছি আমিও। সন্দেহ নেই, অভিযান আখেরে তৃপ্তি এনে দিয়েছে এবং যথেষ্ট উপভোগ করেছি গল্পের পরিণতি। অবশ্য এ ক্ষেত্রে একটি বিষয়ে সাবধান করে দেওয়া ভাল। অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, এমন কিছু পাঠক আছেন যারা গল্পের বই হাতে নিয়েই শেষ পৃষ্ঠা পড়ে ফেলতে পছন্দ করেন। নাহ, এই অভ্যাস ভাল কী খারাপ সেই তর্কে যাব না। শুধু বলব এই বইটি এভাবে পড়ার চেষ্টা না করলেই উত্তম। সেক্ষেত্রে মজার অনেকটাই বরবাদ হয়ে যাবে। তাই অনুরোধ রইল, শুরু থেকে পড়ুন, বই খুলেই পেছনে উঁকি মারবে না। কারণ- পাঠের আনন্দ মাটি করে কী লাভ? তাছাড়া লেখিকা যেভাবে চেয়েছেন সেভাবেই তো পড়া কর্তব্য। তাহলে তার প্রতিও সঠিক সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

ইংরেজি সাহিত্য থেকে অনুবাদে কিছু বিষয় ভাল রকমের চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়ায়। তার একটি হচ্ছে 'আপনি-তুমি-তুই' এর ব্যবহার। যেহেতু ইংরেজি ব্যাকরণে এই তিনটিই একটি শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়, বাংলায় এসে তা বড় বিড়ম্বনার কারণ হয়ে যায়। মূলত 'ভয়েজ টোন' বা 'টেক্সচার' দিয়ে সম্মানের পার্থক্য ধরা যায় ইংরেজি ভাষায়, অথচ বাংলায় সেজন্য রয়েছে নির্দিষ্ট শব্দ 'ফাইভ লিটল পিগস' প্রচুর কথোপকথন এবং বর্ণনার অবতারণা করেছে, সুতরাং অনুবাদে এই অস্বস্তি জ্বালাও দিয়েছে প্রচুর। তবে হ্যাঁ, কিছু নির্দিষ্ট সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে ভাষা গ্রহণযোগ্য করার স্বার্থে। যেমন- কারও সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনে তাকে 'আপনি' এবং যে কোনও তৃতীয় পক্ষকে 'তুমি' সম্পর্কে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্ণনায়, সাধারণত 'তুমি' সম্বোধনের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, সম্মানের অবস্থান ওই পর্যায়ে রাখা হয়েছে। এর একমাত্র সচেতন ব্যতিক্রম 'সিসিলিয়া উইলিয়ামস' চরিত্রটি। কেননা, তৎকালীন সমাজে গৃহকর্মী আয়া/গভর্নেস-এর জন্য মালিকপক্ষ কিংবা তার বন্ধুদের 'আপনি' সম্পর্ক কিংবা সম্বোধনে রাখাটাই বেশি যৌক্তিক। তবে, 'এলসা গ্রিয়ার' বয়সে ছোট, এবং অপছন্দের বিধায় ভদ্রমহিলা তাকে 'তুমি' পর্যায়েই রেখেছেন। এতকিছু অবশ্য বলার প্রয়োজন ছিল না, তবুও বললাম। ভাষার সামান্য এই ধাঁধাঁটুকুও কতটা যন্ত্রণা দেয় তা কিছু হলেও বোঝা যাবে আশাকরি। অন্যরা কীভাবে ব্যাপারটা দেখে জানি না। আমার চোখে প্রতিটি অনুবাদই একজন অনুবাদক গল্পটি কতটা বুঝতে পেরেছে তার একপ্রকার বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং, এই উপন্যাস কিংবা ঘটনাক্রম নিজে যেভাবে বুঝেছি, সেভাবেই লিখেছি। তাতে ভুল-ভ্রান্তি কিঞ্চিৎ থাকতে পারে, কেননা প্রত্যেকের বুঝ-ব্যবস্থা সমান নয়। তবে আশাকরি মূল গল্প উপভোগ করতে কোনও অসুবিধা হবে না।

আগাথা ক্রিস্টির গল্প অনুবাদে আরও একটা বিষয় নিয়ে বিপদে পড়তে হয়, তা হল কবিতা। এই বইতেও লেখিকা রীতিমত উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের কবিতা এবং 'নার্সারি রাইম' ধরিয়ে দিয়েছেন। সে 'নার্সারি রাইম' অর্থাৎ ছড়ার প্রতি লাইন দিয়ে করেছেন বিভিন্ন অধ্যায়ের শিরোনাম। একেবারে সাড়ে-সর্বনাশ অবস্থা! যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি এসবের রূপান্তর যৌক্তিক এবং প্রাণবন্ত রাখতে। কতটা পেরেছি, তা পাঠক বুঝবেন।

দৈনিক কর্মজীবন থেকে সময় বের করে কাজ করতে যথেষ্ট যন্ত্রণায় পড়তে হয়েছে বৈকি! কখনওবা শারীরিক যন্ত্রণার কাছে হার মেনে নিতে হয়েছে বিশ্রাম। কিংবা মানসিক অশান্তিতে জল ঢালার চেষ্টায় লেখা থেকে দূরে থাকতে হয়েছে দীর্ঘ সময়। তবুও শেষ করতে পেরেছি কেবলমাত্র কিছু

মানুষের তাগিদ এবং সহযোগিতা ছিল বলে। যাদের মধ্যে অফিসের দু'একজন সহকর্মী এবং বইটির প্রকাশক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা আস্থা রেখেছে কাজটা আমার পক্ষে শেষ করা সম্ভব এবং তাগিদ দিয়ে গেছে ক্রমাগত।

সুতরাং, এই কাজ শেষ হল। পৌঁছে গেল আপনাদের হাতে। আশাকরি ধৈর্য ধরে পড়বেন গল্পের শেষ পর্যন্ত। একই ঘটনাক্রমের পুনরাবৃত্তিতে থমকে যাবেন না। কারণ, গল্পের স্বার্থে প্রয়োজন আছে এর, যাত্রা শেষে বুঝবেন। মনে রাখবেন- শেষ ভাল যার, সব ভাল তার।

প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার
২৫/৬/২০১৮

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্রথম অঙ্ক

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

১.
অতীতের ডাক

মেয়েটাকে প্রশংসার চোখে লক্ষ্য করল এরকুল পোয়ারো। ক'দিন আগেই চিঠি পাঠিয়ে দেখা করতে চেয়েছিল। সাদামাটা অনুরোধ, বাড়তি কোনও কারণ দেখায়নি। তবে স্পষ্ট হাতের লেখা দেখে বোঝা গিয়েছিল বয়স খুব বেশি না। আজ একেবারে মূর্তিমান হাজির হয়েছে পোয়ারোর সামনে। লম্বাটে গড়ন, বয়স কুড়ি ছুঁয়েছে সবে। চেহারার আকর্ষণ যে কাউকে দু'বার তাকাতে বাধ্য করবে।

পোশাক পরিচ্ছদেও বেশ পরিপাটি কার্লা লেমার্চেন্ট। কাঁধ, নাক, ভুরু, চোয়াল সবকিছুতেই রয়েছে নান্দনিকতার ছাপ। বড্ড প্রাণবন্ত; সৌন্দর্যের চেয়েও এই ব্যাপারটা চোখে বাঁধে বেশি।

একটু আগেও নিজেকে বুড়ো মনে হচ্ছিল পোয়ারোর। অথচ এখন? সতেজ লাগছে বেশ।

সানন্দে অভ্যর্থনা জানাতে আগে বাড়ল এরকুল পোয়ারো।

আগন্তুকের ধূসর চোখ জোড়া সতর্কভাবে পরখ করল গোয়েন্দাকে।

পোয়ারোর এগিয়ে দেওয়া সিগারেট খুশি মনে গ্রহণ করে বসে পড়ল মেয়েটা। দু-এক মিনিট সময় নিল ধূমপানে। সেই ফাঁকে একমনে দেখে চলল গোয়েন্দাকে।

পোয়ারোই মুখ খুলল প্রথম, "সিদ্ধান্ত নিতে কষ্ট হচ্ছে?"

এবারে সচেতন হল মেয়েটা, "মানে?" চমৎকার কণ্ঠ ওর। একটু খসখসে; তবে, ওটুকুই বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে।

"সম্ভবত এখনও ঠিক করতে পারছেন না, আমি আনাড়ি, নাকি সত্যিকারের যোগ্য লোক।"

এবারে হাসল ও। "ঠিক তাই! আসলে, আপনাকে যেমনটা ভেবেছিলাম, দেখে তেমন মনে হচ্ছে না," সাফ জানাল।

"কিছুটা বুড়োও বটে, তাই তো? আমার বয়স আরও কম ভেবেছিলেন বোধহয়।"

"একদম," কিছুটা ইতস্তত করল কার্লা। "রাখঢাক না করেই বলি বরং, আমার আসলে- আসলে- একদম সেরাটা চাই।"

"আমিই সেরা," নির্দ্বিধায় ঘোষণা দিল গোয়েন্দা।

BanglaBook.org

"বিনয়ের ধার ধারেন না দেখছি!" বলল ও। "এক্ষেত্রে অবশ্য আপনার আত্মপ্রশংসাই বিশ্বাস করে নিতে হচ্ছে।"

"জানেনই তো, এসব ক্ষেত্রে কেবল পেশী দিয়ে কাজ হয় না। তাছাড়া পায়ের ছাপ দেখে, কিংবা আধখাওয়া সিগারেটের টুকরো পরখ করে তদন্তের প্রয়োজনও নেই আমার। কেবল বসে বসে ভাবনা চিন্তা করতে পারলেই চলে। আসল বস্তু হচ্ছে এটা"- ডিম্বাকৃতির মাথাটায় টোকা দিল পোয়ারো- "এখানেই যতসব কেরামতি।"

"জানি," বলল কার্লা লেমার্চেন্ট। "তাই তো আপনার কাছেই ছুটে এসেছি, একটা বিশেষ কাজের দায়িত্ব নিয়ে।"

"বিশেষ কাজ? ব্যাপার গুরুতর মনে হচ্ছে।" আশা চকচক করে উঠল পোয়ারোর দুই চোখে।

লম্বা দম টানল কার্লা। "আসলে আমার নাম কার্লা না, ক্যারোলাইন। মায়ের নামেই রাখা হয়েছে নামটা।" সামান্য বিরতি নিল ও। "তাছাড়া লেমার্চেন্ট পদবী ব্যবহার করলেও আমার সত্যিকারের পারিবারিক নাম ক্রেল।"

কপালে ভাঁজ পড়ল গোয়েন্দার। "ক্রেল? দাঁড়ান দাঁড়ান, এক ক্রেল-এর কথা মনে পড়ছে বটে..."

"বিখ্যাত চিত্রকর ছিলেন আমার বাবা। অনেকেই বলে সেরা আঁকিয়েদের দলে ছিল সে। আমারও তাই মনে হয়।"

"আমায়াস ক্রেল?"

"হ্যাঁ," সায় দিল মেয়েটা। "তার মৃত্যুর দায়েই দোষী করা হয়েছিল আমার মা'কে।"

"আ-হা! এখন মনে পড়ছে কিছুটা। অনেকদিন আগের কথা সেসব, এখানে থাকতাম না তখন।"

"ষোল বছর," জানাল কার্লা। চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে ওর, আরও ফ্যাকাসে হয়ে পড়েছে চেহারা। "শেষমেশ অবশ্য ফাঁসি হয়নি মায়ের, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা জুটেছিল কপালে। কিন্তু, মামলা নিষ্পত্তির এক বছরের মাথায় মারা যায় মা। বুঝতে পারছেন? সব- সব শেষ হয়ে গেছে..."

"তাহলে?"

দু'হাত এক করল কার্লা। থেমে থেমে কথাগুলো বলে চলল ও, "আপনাকে আসলে বুঝতে হবে পুরো ব্যাপারটা। ঘটনার সময় আমার বয়স মাত্র পাঁচ। সেসময় কিছুই জানা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। মা-বাবার কথা মনে আছে সামান্য। আর মনে পড়ে বাড়ি ছেড়ে হুট করে চলে যাবার স্মৃতি। অন্যত্র গিয়ে দেখা হল চমৎকার ভদ্রমহিলার সঙ্গে, এক কৃষকের স্ত্রী। মোটাসোটা হলেও

BanglaBook.org

বেশ দরদী। মনে পড়ে নতুন পরিবেশে পাওয়া শুয়োরগুলোকে। সবাই খুব ভাল ছিল ওখানে, কিন্তু আমার দিকে কেমন করে যেন তাকাতো। ছোট হলেও ঠিক বুঝেছিলাম কিছু একটা গণ্ডগোল আছে। তবে সমস্যাটা ঠিক কী, তা ধরতে পারিনি।

"তারপর চাপলাম গিয়ে জাহাজে। দিনের পর দিন সমুদ্র পথে যাত্রা! দারুন লেগেছিল। একসময় পৌঁছে গেলাম কানাডা। ওখানে নামতেই সিমন চাচা বুঝে নিল আমার দায়িত্ব। এরপর শুরু হল চাচা আর লুইস চাচীর সঙ্গে মন্ট্রিয়েল-এ বসবাস। মা-বাবার ব্যাপারে জানতে চাইলে ওঁরা বলত- এসে পড়বে ক'দিনের মধ্যে। তারপর একসময় ভুলে গেছি ওসব। আসলে মনে মনে বুঝে নিয়েছিলাম মা-বাবা আর বেঁচে নেই। যদিও কেউ স্পষ্ট করে জানায়নি কোনও দিন। তখন এসব নিয়ে ভাবতামই না। বরং সুখেই ছিলাম চাচা-চাচীর আদরে। নতুন স্কুলে ভর্তি হয়েছি, বন্ধু জুটেছে। সেই সঙ্গে নামটাও বদলে হয়ে গেল লেমার্চেন্ট। চাচী বলেছিল, ওটা আমার কানাডীয় নাম। ওটুকু বয়সে অতো সাত-পাঁচ ভাবিনি, বিশ্বাস করে নিয়েছি। কিছুদিনের মধ্যে ভুলে গেছি আমার অন্য নামও ছিল!"

সামান্য মাথা উঁচু করল কার্লা। বলে চলল, "আজ হয়তো আমাকে দেখে মনে হচ্ছে ঝাড়া হাত-পা। শারীরিক অসুস্থতা নেই, দেখতেও একেবারে মন্দ নই। জীবনটা উপভোগ করার মতো সব সুযোগই আছে আমার। কিন্তু, এর মধ্যেই হানা দিল কিছু দ্বন্দ্ব, কিছু প্রশ্ন। জিজ্ঞাসাগুলো বাবা-মাকে ঘিরে। কে ছিল ওঁরা? কী ছিল ওঁরা? আমাকে শেষ পর্যন্ত জানতেই হতো। জবাবও পেয়েছি কিছু। একুশে পা দিতেই বাবার সম্পত্তি আমার ভাগে এসেছে। তাছাড়া চিঠিটা এসে হাজির হল দোরগোড়ায়। মৃত্যুর আগে মা আমাকে লিখেছিল।"

এই পর্যন্ত বলে ঘোলাটে হয়ে গেল কার্লার দৃষ্টি। "ঠিক তখনই জানলাম সত্যিটা। আমার মা'কে খুনের দায়ে সাজা দেওয়া হয়েছে। কী ভয়ংকর!"

সামান্য বিরতি নিল মেয়েটা।

"আরেকটা বিষয় আপনার জানা দরকার," বলল ও। "আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে। চাচা-চাচী বলেছিল বয়সটা একুশ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। এখন বুঝতে পারছি কেন।"

এতক্ষণে মুখ খুলল পোয়ারো। "এ ব্যাপারে পাত্রের বক্তব্য কী? জানে সবটা?"

"জন? ও পরোয়া করে না। ওর জন্য আমরা দু'জনে মিলেই বর্তমান-অতীতটা মূল্যহীন।"

BanglaBook.org

সামনে ঝুঁকল কার্লা লেমার্চেন্ট।

"বিয়ে ভাঙেনি। কিন্তু, আমি চিন্তিত। জনের গায়ে না লাগলেও আমার লাগে। হয়তো ওরও লাগে। আসলে, ভবিষ্যতের জন্যও অতীতটা জানা প্রয়োজন।" মুঠো শক্ত হয়ে এল ওর। "আমরাও সন্তান নিতে চাই একদিন। অনাগত সন্তানদের চোখে কোনও ভাবেই ভয়ের ছাপ দেখতে চাই না, মসিয়ো।"

"প্রত্যেকের পূর্বপুরুষদের মাঝে কোনও না কোনও নৃশংসতার ইতিহাস পাওয়া যাবে খুঁজলে," বলল পোয়ারো।

"আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না," বাঁধা দিল কার্লা, "কথাটা সত্যি হলেও, সেসব ঘটনা তো কেউ জানতে পারে না। অথচ আমি জেনে ফেলেছি। তাছাড়া মাঝে মাঝে জন এমন ভাবে তাকায়! মুহূর্তের চাহনি- বুঝলেন? যদি বিয়ের পর কখনও ঝগড়া হয়, আর তখন যদি ও সন্দেহের চোখে আমাকে দেখে?"

"আচ্ছা, আপনার বাবার মৃত্যুটা ঠিক কীভাবে হয়েছিল?" জানতে চাইল পোয়ারো।

"বিষক্রিয়ায় মৃত্যু," স্পষ্ট জবাব দিল কার্লা।

"হুম।"

সামান্য নীরবতার পর ফের মুখ খুলল ও। "তাও ভাল আপনি ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছেন। মিথ্যা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছেন না।"

"আপনার অবস্থা বুঝতে পারছি," বলল পোয়ারো। "কিন্তু এক্ষেত্রে আমার ভূমিকাটা ঠিক কী, বুঝতে পারছি না।"

সোজা-সাপটা কথা বলল কার্লা, "জনকে বিয়ে করতে চাই আমি। দুটো করে ছেলে-মেয়ের মা হতে চাই। আর সেটা হতে পারে কেবল আপনার সাহায্যে।"

"তার মানে- আপনার হবু বরের সঙ্গে কথা বলে ঘটকালি পাকা করতে হবে? উঁহু! নাহ কী সব বাজে বকছি! আপনার চাহিদা সম্পূর্ণ ভিন্ন। নিজেই বলুন বরং।"

"আমার দাবিটা পরিষ্কার মসিয়ো পোয়ারো- বাবার হত্যা রহস্য তদন্তের দায়িত্ব আপনাকে দিতে চাই আমি।"

"তার মানে-?"

"খুন তো খুনই, তা দু'দিন আগেই হোক, আর ষোল বছর আগেই হোক।"

"কিন্তু-"

BanglaBook.org

"দাঁড়ান মসিয়ো, এখনও পুরোটা বলিনি। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা এখনও বলা বাকি।"

"কী?"

"আমার মা সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিল," বলল কার্লা লেমার্চেন্ট।

নাক ঘষল অভিজ্ঞ গোয়েন্দা। "বুঝতে পারছি- ব্যাপারটা মেনে নেওয়া-"

"না, নিছক আবেগ নয়। মায়ের চিঠিটা আছে আমার কাছে। একুণে পা দেওয়া মাত্র হাতে পেয়েছি। মা চিঠিটা লিখেছিল আমাকে নিশ্চিত করতে, যেন ভুল ধারণা নিয়ে না বাঁচতে হয়। নির্দোষ ছিল মা, কেবল সেটুকুই জানিয়েছে স্পষ্ট করে।"

কার্লার উৎসাহী মুখের দিকে তাকিয়ে পোয়ারো ধীরে বলল, "ওই হল-"

হাসল মেয়েটা। "না, আবেগি হয়ে মিথ্যা বলার মতো মানুষ ছিল না মা," জোর দিয়ে বলল ও। "মন দিয়ে শুনুন। বাচ্চারা কিছু জিনিস খুব ভাল বুঝতে পারে। মায়ের কথা কিছু কিছু মনে আছে আমার। অন্তত, কেমন মানুষ ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কাউকে সান্ত্বনা দিতেও মিথ্যা বলার স্বভাব ছিল না মা'র। ডাক্তার দাঁত তুললে ব্যাথা করবে না, কিংবা আঙুলে কাঁটা ফুটলে কোনও কষ্ট হবে না কখনও দেয়নি এমন আশ্বাস। বরং, সত্যি বলার একটা সহজাত স্বভাব ছিল। তখন বিরক্ত হতাম বটে, কিন্তু বিশ্বাস করতাম শতভাগ। মৃত্যুর আগে একমাত্র মেয়েকে চিঠি লিখে মিথ্যা কথা জানিয়ে যাবার মতো মানুষ সে না। মা যখন লিখেছে বাবাকে খুন করেনি, তখন করেনি।"

ধীরে ধীরে সম্মতিতে মাথা নোয়াল এরকুল পোয়ারো।

কার্লা বলে চলল, "ঠিক এই কারণেই জনকে এখন বিয়ে করাটা ঠিক হবে না। আমি জানি মা ঠিক বলছে। কিন্তু ও তো জানে না। জন ভাবে আমার পক্ষে মা'কে নির্দোষ ভাবাটাই স্বাভাবিক। তাই পুরোপুরি নিশ্চিত হতে হবে। প্রমাণ করতে হবে খুনটা মা করেনি। আর এই কাজটা আপনি করবেন মসিয়ো পোয়ারো।"

"যদি ধরেও নিই আপনার কথা ঠিক, তবুও, কেটে গেছে ষোলটা বছর!" বলল গোয়েন্দা।

"কাজটা কঠিন। আপনি ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব হবে না।" নিশ্চিতভাবে বলল কার্লা লেমার্চেন্ট।

হাসি খেলা করল পোয়ারোর চোখে, "ভালই মাখন লাগাচ্ছেন ম্যাডাম!"

"অনেক শুনেছি আপনার ব্যাপারে," বলে চলল ও, "যা যা করেছেন, আর যেভাবে করেছেন তার অনেকটাই জেনেছি। মনস্তত্ত্ব বিষয়ে তো আপনি যথেষ্ট আগ্রহী, তাই না? অন্তত সেটুকু সময়ের সঙ্গে বদলে যায় না। আধ খাওয়া

BanglaBook.org

সিগারেট, পায়ের ছাপ, বাঁকানো ঘাস গায়েব হয়ে যেতে পারে, কিন্তু মানুষের মানসিকতা বেঁচে থাকে, টিকে থাকে ঘটনার সত্যতা। তাই ইতিহাস ঘেঁটে দেখতে কোনও অসুবিধা হবে না আপনার। হয়তো সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলেও দেখতে পারবেন। তারপর কেবল চেয়ারে বসে ভাববেন, ঠিক কীভাবে ঘটেছিল পুরো বিষয়টা...”

উঠে দাঁড়াল পোয়ারো, এক হাত তুলে তা দিল গোঁফের প্রান্তে।

“আমি সম্মানিত বোধ করছি ম্যাডাম! আপনার আস্থা বিফলে যাবে না। ঘটনাটা আমি তদন্ত করে দেখব। ষোল বছর আগের তথ্যসূত্র ঘেঁটে উদ্ধার করব প্রকৃত সত্য।”

কার্লাও আর বসে রইল না। চোখ দুটো আশায় জ্বলজ্বল করছে ওর।

“ভাল,” ছোট্ট করে বলল ও।

“ওহ একটা কথা,” বলল পোয়ারো। “আমি কিন্তু কেবল সত্যিটাই উদ্ধারের জন্য কাজ করব। আপনার মা-এর ব্যাপারে কোনও বাড়তি সহানুভূতি থাকবে না তাতে। যদি সে দোষী হয়, তখন?”

গর্বের সঙ্গে মাথা উঁচু করল কার্লা। “আমিও তার মেয়ে, সত্যিটা আমার চাই।”

“বেশ। তবে সে কথাই রইল। যাওয়া যাক ষোল বছর অতীতে!” ঘোষণা দিল গোয়েন্দা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

২.
আসামী পক্ষের কথা

"ক্রেলদের কেসটা?" ভুরু তুলল স্যার মন্টেগু ডেপ্লিচ। "দিব্যি মনে আছে। চটকদার ছিল বটে ভদ্রমহিলা। কিন্তু, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না বেচারার।" আড়চোখে পোয়ারোকে দেখল সে। "হঠাৎ ওর ব্যাপারে জানতে চাইছেন যে?"

"নির্দোষ কৌতূহল," সাদামাটা জবাব দিল গোয়েন্দা।

"উঁহু, আমার চোখে ধুলো দিতে পারবেন না মসিয়ো," বলল ডেপ্লিচ। শেয়ালের মতো ধূর্ত ভঙ্গিতে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে লোকটার, চোখে দুষ্টু হাসি। প্রতিপক্ষকে এই হাসি দিয়েই কাবু করে ফেলে আদালত মঞ্চে। "আমার ক্যারিয়ারের ব্যর্থ একটা মামলা। ভদ্রমহিলাকে বাঁচাতে পারিনি শেষতক।"

"জানি।"

কাঁধ তুলল ডেপ্লিচ। বলল, "তখন অবশ্য অতটা অভিজ্ঞ ছিলাম না। তবে চেষ্টার ত্রুটি করিনি। খোদ আসামীর সহযোগিতা ছাড়া কতটুকুই বা করা সম্ভব বলুন! যদিও, ফাঁসি হয়নি, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রফা হয়েছিল। যথেষ্ট সহানুভূতি পেয়েছিল মিসেস ক্রেল।"

সোজা পা-টান করল লোকটা, পেশাদারিত্বের ছাপ ফুটে উঠেছে চোখে-মুখে। "যদি ছুরি মারত, কিংবা গুলি করত- তাহলে হয়তো ব্যাপারটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু, বিষ দিয়ে খুন- এসব ক্ষেত্রে মামলা অনেক জটিল হয়ে যায়।"

"আত্মপক্ষ সমর্থনে কী বলা হয়েছিল?" জানতে চাইল এরকুল পোয়ারো। অবশ্য পত্রিকা ঘেঁটে এর মধ্যেই ধারণা হয়ে গেছে তার। আপাতত উকিল সাহেবের কাছে বোকা সেজে থাকলে ক্ষতি নেই।

"দাবি করা হয়েছিল, ব্যাপারটা আত্মহত্যা। এছাড়া আর উপায় ছিল না। কিন্তু, সুবিধা হয়নি বিশেষ। আসলে, ব্যাপারটা মিস্টার ক্রেলের সঙ্গে ঠিক যায় না। প্রাণবন্ত মানুষ ছিল আমায়াস ক্রেল। মদপ্রেমী, প্রচণ্ড রকমের নারীবাজ। অমন একটা লোক হুট করে আত্মহত্যা করে নেবে, ঠিক মেনে নেওয়া যায় না। অন্তত ব্যাপারটা জুরিদের বোঝানো সম্ভব হয়নি। শুরু থেকেই টের পেয়েছিলাম কেসটা দুর্বল। তাছাড়া, ভদ্রমহিলাও বিশেষ সহায়তা করেনি। আসামীরূপে কাঠগড়ায় উঠতেই বুঝলাম- হার কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র!

BanglaBook.org

তবে কাঠগড়ায় না তুলে উপায়ই বা কী ছিল বলুন? তাহলে জুরিরা আবার অন্যকিছু ভেবে বসতো।

"আসামী সহযোগিতা করেনি বলছেন?" সন্দেহের সুরে বলল পোয়ারো।

"তবে আর বলছি কী! আমরা তো জাদুকর নই। বিচার যুদ্ধের অর্ধেকটাই নির্ভর করে আসামী জুরিদের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে তার উপর। বহুবার দেখেছি জুরিরা বিচারকের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে গিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। তবে, আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যাপারে তেমন আগ্রহই ছিল না ক্যারোলাইন ক্রেলের। বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি নিজেকে বাঁচাতে।"

"কেন?"

ফের অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল স্যার মণ্টেগু। "কে জানে! স্বামীকে ভালবাসত ভদ্রমহিলা। হয়তো খুন করে দারুণ অনুতাপ হয়েছিল। প্রিয় মানুষটাকে হারানোর ধাক্কা শেষ পর্যন্ত সামলে উঠতে পারেনি।"

"ওহ! তাহলে আপনি বলছেন, সে দোষী?"

থতমত খেয়ে গেল স্যার মণ্টেগু ডেপ্লিচ। "ইয়ে মানে- ভেবেছিলাম ওই ব্যাপারটা নিয়ে অন্তত আমাদের মধ্যে কোনও দ্বিমত নেই।"

"ক্যারোলাইন ক্রেল নিজের দোষ স্বীকার করেছিল?"

"না। আমাদেরও একটা নীতি আছে জনাব- মক্কেলকে দোষী ভেবে লড়ার রীতি নেই। আসলে বুড়ো মেহিউ'র সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভাল হতো আপনার। ওরাই প্রথম কেসটার ব্যাপারে আমাকে জানায়। আফসোস লোকটা বেঁচে নেই। জর্জ মেহিউ আছে অবশ্য, কিন্তু ঘটনার সময় ওর বয়সই বা কত! নেহাত বাচ্চা ছিল তখন।"

"জানি," বলল পোয়ারো। "তবে আপনার কাছ থেকে যেটুকু জানলাম তাও অনেক! এতদিন আগের ঘটনাগুলো কী স্পষ্ট মনে রেখেছেন। আশ্চর্য!"

প্রশংসায় খুশি হল লোকটা। "আসলে, গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো তো মনে থাকেই। তাছাড়া পত্রপত্রিকাতেও ফলাও করে ছেপেছিল ক্রেলদের খবর। বুঝতেই পারছেন, প্রেম-হিংসা-হত্যা, এসব ওদের কাছে বেশ মুখরোচক।"

"কিছু মনে করবেন না, একটু নিশ্চিত হতে চাই," সামান্য থমকে বলল পোয়ারো, "ক্যারোলাইন ক্রেলের ব্যাপারে আপনার মনে কোনও দ্বিধা নেই? মানে, খুনটা যে করেছে, তাতে সন্দেহ নেই তো কোনও?"

"যদি সরাসরি জানতে চান- নাহ, কোনও সন্দেহ নেই। খুনটা সে-ই করেছে।" সাফ জানাল স্যার মণ্টেগু ডেপ্লিচ।

"তার বিরুদ্ধে কী কী প্রমাণ ছিল?"

BanglaBook.org

"ছিল অনেকগুলো। প্রথমত, মোটিভ। আমায়াস ক্রেলের সঙ্গে দীর্ঘ বিবাদ ছিল ভদ্রমহিলার। লোকটা নারীসঙ্গ পছন্দ করত। মেয়েদের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে যেত অনায়াসে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয় যদিও। অনেকাংশে মেনেও নিয়েছিল ভদ্রমহিলা। চমৎকার আঁকিয়ে ছিল আমায়াস। পেইন্টিংগুলো বিক্রি হতো চড়া দরে। যদিও আঁকার ধরণ একেবারেই পছন্দ হয় না আমার। মনে হয় জোর করে কদর্য দিকটা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তবে, ছবি ভাল এতে কোনও সন্দেহ নেই।

"যাই হোক, যা বলছিলাম- বহুবার মেয়েদের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে লোকটা। তাছাড়া মিসেস ক্রেলও চুপচাপ সহ্য করার মতো মানুষ ছিল না। তবে মোহ ফুরিয়ে গেলে স্ত্রী'র কাছেই ফিরত মিস্টার ক্রেল। তারপর সব আবার হয়ে যেত আগের মতো। কিন্তু, শেষবারের সম্পর্কটা একটু আলাদা। এবারের তরুণী মাত্র কুড়িতে পা দেওয়া একটা মেয়ে।

"এলসা গ্রিয়ার। ইয়র্কশায়ারের জনৈক শিল্পপতির একমাত্র মেয়ে। টাকা আর জিদ দুটোই সমান ছিল ওর। চাহিদা হাসিল করে নিতে জানত বেশ। ধনীর দুলালীর চোখ আটকে গেল আমায়াস ক্রেলের উপর। মেয়েটার ছবি আঁকতে রাজি হল ক্রেল। আর সেই থেকেই প্রেমের সূত্রপাত। তখন লোকটার বয়স চল্লিশের কোঠায়, বহুদিন হয়ে গেছে বিয়ের। তাই হয়তো নতুন প্রেমের স্বাদ উপেক্ষা করতে পারেনি। বরং ব্যাকুল হয়ে উঠল স্ত্রী-কে তালাক দিয়ে এলসাকে বিয়ে করতে।

"এবারে খেপে গেল ক্যারোলাইন। সোজা হুমকি দিল। অন্তত দু'জন শুনেছে হুমকিটা- ওই মেয়েকে না ছাড়লে আমায়াসকে খুন করে ছাড়বে। এর ঠিক একদিন আগেই এক প্রতিবেশীর বাড়িতে চায়ের দাওয়াত ছিল ক্রেল দম্পতির। ভদ্রলোক আবার শখের গবেষক। জড়ি-বুটি দিয়ে ওষুধ বানায়। তার কিছু আবিস্কারের মধ্যে হেমলক লতা থেকে তৈরি 'কোনাইন' বিষও ছিল। জিনিসটার ভয়াবহতা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ হয়েছিল সেদিন।

"পরদিন দেখা গেল বিষের শিশি অর্ধেক ফাঁকা। বাতাসে খবরটা ছড়াতেও বেশিক্ষণ লাগেনি। পরে, মিসেস ক্রেলের ঘরে, একটা ড্রয়ারের একেবারে নিচের দিকে হদিস মিলেছিল প্রায় খালি একটা শিশির।"

"জিনিসটা অন্য কেউও তো রাখতে পারে ওখানে?" সন্দেহের সুর ফুটল পোয়ারোর কণ্ঠে।

"উঁহু। ক্যারোলাইন ক্রেল পুলিশের কাছে স্বীকার করেছিল শিশিটা সে-ই সরিয়েছে। একেবারে কাঁচা কাজ করেছিল ভদ্রমহিলা। কিন্তু, তখন মুখ বন্ধ

BanglaBook.org

রাখতে বলার মতো কোনও উকিল ছিল না ওখানে। তাই জিজ্ঞেস করতেই সরাসরি জানিয়ে দিয়েছে আসল ঘটনা।"

"নিয়েছিল কেন?" জানতে চাইল পোয়ারো।

"আত্মহত্যা করার ইচ্ছা ছিল নাকি! অন্তত তেমনটাই বলেছে পুলিশকে। যদিও শিশিটা কীভাবে ফাঁকা হল, তা বলতে পারেননি। শিশিতে কেবলমাত্র তার আঙুলের ছাপ মিলেছিল। এই ব্যাপারটাই ফাঁসিয়ে দিয়েছে পুরোপুরি। মহিলা বার বার দাবি করেছে তার স্বামী ওই বিষ দিয়েই আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু, শিশিতে আমায়াসের আঙুলের ছাপা পাওয়া যায়নি।"

"বিষটা তো বিয়ারে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নাকি?"

"হ্যাঁ। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বোতলটাও সে-ই ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিল স্বামীর কাছে। তখন বাগানে বসে ছবি আঁকছিল আমায়াস ক্রেল। পুরোপুরি পান করা পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করে মিসেস ক্রেল। এরপর সবাই চলে যায় দুপুরের খাবার খেতে। বাগানেই থাকে একমাত্র আমায়াস ক্রেল। রোজ সময় করে খাবার অভ্যাস ছিল না লোকটার। পরবর্তীতে মিসেস ক্রেল আর বাড়ির গভর্নেস দু'জন এসে আবিস্কার করে আমায়াস ক্রেলের মৃতদেহ। ক্যারোলাইন অবশ্য দাবি করেছেন বিয়ারে কিছু মেশায়নি সে। আমরা আদালতে বলেছি- হঠাৎ হতাশা আর অনুতাপের চাপ সইতে না পেরে বিয়ারে বিষ মিশিয়ে আত্মহত্যা করেছে মিস্টার ক্রেল। কিন্তু, দাবিটা ধোপে টেকেনি। এখানেও সেই এক কথা- নিজের জীবন স্বেচ্ছায় ত্যাগ করার মতো মানুষই ছিল না সে। তাছাড়া আঙুলের ছাপটুকু শেষ পেরেক ঠুকে দিল কফিনে।"

"বোতলে ভদ্রমহিলার আঙুলের ছাপ পেয়েছিল নাকি?"

"না, তা পায়নি, কেবল মিস্টার ক্রেলের আঙুলের ছাপ ছিল ওখানে। ব্যাপারটা পুরো সাজানো মনে হয়েছে। কারণ মৃত্যুর পর কিছুটা সময় স্বামীর সঙ্গে একা ছিল মিসেস ক্রেল। গভর্নেস ভদ্রমহিলাকে পাঠানো হয়েছিল ডাক্তার ডাকতে। সে সময়টুকু নিজের হাতের ছাপ মুছে ওতে স্বামীর আঙুলের ছাপ বসানোর জন্য যথেষ্ট। ইচ্ছা ছিল, বোতলটার ব্যাপার পুরো অস্বীকার করবে। কিন্তু, চেষ্টাটা ব্যর্থ হয় শেষমেশ। বিরুদ্ধ পক্ষের অভিজ্ঞ উকিল প্রমাণ করে দেয় যেভাবে মৃতের হাতের ছাপ বোতলের গায়ে ছিল, তা অবাস্তব। ওভাবে কোনও বোতল ধরা সম্ভব নয়। আমরা অবশ্য বলেছিলাম, ব্যাপারটা যথেষ্টই সম্ভব, মৃত্যুর সময় আঙুল বেঁকে গিয়েছিল ভদ্রলোকের, ইত্যাদি, ইত্যাদি। লাভ হয়নি।"

"তাহলে, বোতলটা বাগানে নিয়ে যাবার আগেই ওতে বিষ মেশানো হয়েছিল," বলল পোয়ারো।

BanglaBook.org

"উঁহু। বোতলে তো বিষ-ই ছিল না। কেবল গ্লাসে ছিল। বুঝেছেন?"

গম্ভীর হয়ে গেল গোয়েন্দা। "ভদ্রমহিলা যদি সত্যিই নির্দোষ হয়ে থাকেন, তবে বিয়ারে বিষ মেশাল কে? যদিও আসামী পক্ষ দাবি তখন করেছিল কাজটা খোদ আমায়াস ক্রেলের, কিন্তু আপনার মতে ব্যাপারটা অসম্ভব। আমিও এক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে একমত হতে চাই। কিন্তু, অন্য কার পক্ষে করা সম্ভব কাজটা?"

অধৈর্য হয়ে পড়ল ডেপ্লিচ। "ছাড়ুন তো। কবেকার ঝঞ্ঝাট, চুকেবুকে গেছে। কাজটা মহিলা নিজেই করেছে। সেসময় ওখানে থাকলে আপনিও বুঝতেন। মিসেস ক্রেলের চেহারায় লেখা ছিল সত্যিটা। আমার তো মনে হয় এই রায়ে যথেষ্ট খুশিও হয়েছিল সে! ভয়ের লেশমাত্র দেখিনি তার ভেতর, দারুণ সাহসী ছিল বটে।"

"অথচ," বাধ সাধল পোয়ারো, "সেই একই ব্যক্তি মরার আগে মেয়েকে চিঠি লিখে জানিয়ে গেল, তার কোনও দোষ ছিল না।"

"জানাতেই পারে," বলল স্যার মণ্টেগু ডেপ্লিচ। "ওই জায়গায় আপনি হলেও হয়তো তাই করতেন।"

"মেয়ে বলেছে- তার মা নাকি এমন করার মানুষ ছিল না।"

"মেয়ে বলেছে- ধুর! ধুর! কী জানে সে? বিচারের সময় নেহাত শিশু ছিল মেয়েটা। কতই বা বয়স হবে তখন- চার- পাঁচ? নাম বদলে ওকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল কোনও এক আত্মীয়র কাছে।"

"অনেক সময় বাচ্চারা বড়দের থেকেও ভাল বুঝতে পারে।"

"হয়তো, তবে এক্ষেত্রে নয়। বোঝাই যাচ্ছে, মায়ের অপরাধ মেনে নিতে পারছে না মেয়ে। তা না মানুক। যা ভাবছে ভাবতে দিন না। ক্ষতি তো নেই।"

"কিন্তু, ওর যে নিরেট প্রমাণ চাই," জানাল এরকুল পোয়ারো।

"প্রমাণ! ক্যারোলাইন ক্রেল খুন করেনি, এই প্রমাণ?"

"হুম।"

"পাবে না।" সাফ জানিয়ে দিল ডেপ্লিচ।

"তাই মনে হয় আপনার?"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গোয়েন্দাকে দেখল লোকটা। "আপনাকে অন্তত সৎ বলেই জানতাম মসিয়ো। একটা সরল মেয়ের বিশ্বাসের সুযোগ নেবার চেষ্টা করছেন নাকি? বলুন তো?"

"মেয়েটাকে দেখেননি বলে একথা বলছেন। এক ধরণের দৃঢ়তা আছে ওর ভেতর।"

"তা থাকতেই পারে, কাদের মেয়ে দেখতে হবে তো! ঠিক কী চায় ও?"

BanglaBook.org

"প্রকৃত সত্য।" জানাল গোয়েন্দা।

"সত্যিটা ওকে সন্তুষ্ট করবে না। আমি তো বললাম, ভদ্রলোককে তার স্ত্রী-ই খুন করেছে, কোনও সন্দেহ নেই।"

মুচকি হাসল এরকুল পোয়ারো। "ক্ষমা করবেন বন্ধু, এই ব্যাপারটায় নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমি অন্তত একমত হচ্ছি না।"

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল স্যার মণ্টেগু। "কী-ই বা করবেন আপনি? পুরনো পত্রিকার খবরগুলো পড়তে পারেন। বিপক্ষের উকিল হামফ্রে রুডলফ তো মরেই গেছে- হুম ওর একজন জুনিয়র ছিল বটে। কী যেন নাম- হ্যাঁ, ফগ। তার সাথে আলাপ করে দেখতে পারেন। এছাড়া সেসময় যারা উপস্থিত ছিল তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। যদিও এতদিন বাদে আপনার নাক গলানো তারা খুব একটা পছন্দ করবে বলে মনে হয় না। সহযোগিতা না পাওয়াই স্বাভাবিক। তবে আপনার ব্যাপার আলাদা, পেট থেকে কথা বের করতে জুড়ি নেই আপনার!"

"হুম, অবশ্যই। সবার সঙ্গে আলাপ করতে হবে," বলল পোয়ারো। "আচ্ছা, আপনার মনে আছে, কেসটার সঙ্গে ঠিক কারা কারা জড়িত ছিল?"

সামান্য ভাবল ডেপ্লিচ। "সে তো বহুদিন আগের কথা- দাঁড়ান একটু ভেবে দেখি। হু- মোটামুটি পাঁচজন জড়িত ছিল। চাকরদের বাদ রাখছি যদিও- ওরা কিছুই জানে না, শুধু শুধু সন্দেহ করে লাভ নেই।"

"পাঁচজন? বেশ। ওদের ব্যাপারে বলুন।"

"প্রথমত, ফিলিপ ব্লেক। আমায়াস ক্রেলের প্রাণের বন্ধু। ঘটনার দিন ওই বাড়িতেই ছিল। এখনও জীবিত আছে ভদ্রলোক। লিঙ্কস এর ওদিকে গেলে দেখা হয় মাঝে মধ্যে। সেইন্ট জর্জ'স হিলে থাকে। শেয়ার ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। যথেষ্ট সাফল্যও আছে ঝুলিতে।"

"বাকিরা?"

"আর আছে, ব্লেকের বড় ভাই- সাধারণত বাড়িতেই থাকে লোকটা।"

সহসা একটা ছন্দ খেলা করল পোয়ারোর মনে। শিশুতোষ ছড়া। ইদানিং এই বদভ্যাসটা জুড়ে বসেছে, ছন্দরা জ্বালাতন করে।

পোয়ারো বিড়বিড় করে আওড়ে গেল ছড়ার দু-লাইন। "ছোট্ট শূকর বাজারে যায়, ছোট্ট শূকর ঘরে..." তারপর সামলে নিয়ে প্রশ্ন করল, "লোকটা ঘরেই ছিল সেদিন?"

"ওর ব্যাপারেই তো বলছিলাম তখন- লতাপাতা, জড়িবুটি, ওষুধ তৈরির ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী ভদ্রলোক। শখের রসায়নবিদ বলতে পারেন। কী যেন

BanglaBook.org

ছিল নামটা? ও হ্যাঁ- মেরেডিথ। মেরেডিথ ব্লেক। এখনও বেঁচে আছে কি না, জানি না সঠিক।"

"এছাড়া কে ছিল?"

"এছাড়া? ওই তো, সব ঝামেলার মূল যে ছিল- মানে এলসা গ্রিয়ার।"

"মাংস খেকো ছোট্ট শূকর," ছন্দে বিড়বিড় করল গোয়েন্দা।

সামান্য দ্বিধা নিয়ে পোয়ারোকে দেখল ডেপ্লিচ। বলল, "মাংস খেকো? তা বলতে পারেন! ওই ঘটনার পর তিন তিনবার স্বামী বদল করেছে মেয়েটা। তাতে অবশ্য উন্নতিই হয়েছে প্রতিবার। এখন নামের সঙ্গে জুটেছে 'ডিট্রিশ্যাম' পদবী। পত্রিকা খুললেই ওর খবর পাবেন।"

"আর বাকি দু'জন?"

"একজন ওই গভর্নেস মহিলা। নামটা ঠিক খেয়াল নেই, থম্পসন- কিংবা, জোন্স, জাতীয় কিছু হবে। চমৎকার কর্মঠ। আর ছিল ক্যারোলাইন ক্রেলের সৎ বোন। সে সময় আর কতই বা ছিল ওর বয়স- হবে পনের মতো! ইদানিং খুব নাম কামিয়েছে। নানান অভিযানে যাচ্ছে, উদ্ধার করছে হারানো জিনিস। ওয়ারেন- ওর নাম অ্যাঞ্জেলা ওয়ারেন। এইতো সেদিনও দেখা হল।"

"হুম। তাহলে তো ওকে অবশ্যই ছন্দ মিলিয়ে- 'কান্না শূকর করে'- বলা যায় না। জীবনের দুঃখগুলোকে জয় করতে পেরেছে বলুন!"

বিভ্রান্তের মতো পোয়ারোকে একঝলক দেখল স্যার মণ্টেগু ডেপ্লিচ। তারপর সহজ কণ্ঠে বলল, "কান্না, হুম। দুঃখের একটা ব্যাপার ওর জীবনেও আছে। মেয়েটার চেহারা খানিকটা বিকৃত। মুখের একপাশে বিরাট একটা ক্ষত আছে। ওর- থাক, বাদ দিন। ও আপনি এমনিতেই জানতে পারবেন।"

উঠে দাঁড়াল এরকুল পোয়ারো। "আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। যদি মিসেস ক্রেল সত্যিই তার স্বামীকে খুন না করে থাকে-"

তাৎক্ষণিক বাঁধা দিল ডেপ্লিচ, "খুনটা অবশ্যই করেছে। আমি বলছি, কোনও সন্দেহ নেই।"

পাত্তাই দিল না পোয়ারো। বলে চলল, "তাহলে, ধরে নেওয়া যেতে পারে বাকি পাঁচজনের কেউ এই খুনের সঙ্গে জড়িত।"

"তা অসম্ভব না," কণ্ঠে খানিকটা সন্দেহ নিয়ে বলল ডেপ্লিচ। "কিন্তু, কাজটা করার মতো যথেষ্ট কারণ নেই কারও। আমার মনে হয় না অন্য কেউ এর সঙ্গে জড়িত। ওই চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন।"

মৃদু হেসে মাথা দোলাল এরকুল পোয়ারো। সন্দেহটা এখনই ঝেড়ে ফেলতে নারাজ সে।

BanglaBook.org

৩.
বিপক্ষের বক্তব্য

"আলবৎ দোষী," এক কথায় জানিয়ে দিল ফগ।

বিপক্ষ দলের ব্যারিস্টারকে দৃঢ় দৃষ্টিতে লক্ষ্য করল এরকুল পোয়ারো। লোকটার সুচলো চেহারায় বিরক্তির ছাপ। মন্টেগু ডেপ্লিচের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এর ধরন-ধারন।

ডেপ্লিচের স্বভাবে ব্যক্তিত্বের দিকটা জোরালো। কথায় কথায় খুব সহজেই প্রভাব বিস্তার করতে পারে মানুষের উপর, তারপর এক সময় হুট করে পাল্টে যায় শিকারি নেকড়েতে। দুর্বল মুহূর্তে ঘায়েল করে প্রতিপক্ষকে।

অন্যদিকে, কোয়েন্টিন ফগকে দেখলে খুব একটা ব্যক্তিত্ববান বলে মনে হয় না। তবে, দৃঢ়তা তার হাতিয়ার। লক্ষ্যে স্থির থেকে একের পর এক প্রশ্ন করে যাওয়াই লোকটার রীতি। পেশায় খুব বেশি নাম না কামালেও ব্যর্থতাও বড় একটা নেই ঝুলিতে।

"আপনি নিশ্চিত?" ছোট করে জানতে চাইল পোয়ারো।

সম্মতিতে মাথা নাড়ল লোকটা। "কাঠগড়ায় যদি দেখতেন ওকে, বুঝতেন। বুড়ো রুডলফ (তার নেতৃত্বেই কেস লড়েছিলাম আমরা), কিমা বানিয়ে ছেড়েছে।"

কিঞ্চিৎ ভুরু বাঁকাল গোয়েন্দা। "আপনার কথাটা ঠিক পরিষ্কার হল না। একটু বুঝিয়ে বলবেন?"

কপাল কুঁচকে এল ফগের। ঠোঁটের উপর আঙুল চলে গেল অজান্তেই। "এক কথায় বলতে গেলে- ডালে বসা পাখিকে আরামসে শিকার করেছে রুডলফ।"

"কিন্তু, আমি যতদূর জানি, আদালত আসামীকেও লড়াইয়ের সমান সুযোগ দেয়।"

"তা তো বটেই। তবে, এক্ষেত্রে কোনও সুযোগ পায়নি। আসামীকে নিয়ে স্রেফ খেলা করেছে হাম্পি রুডলফ," বলল ফগ। "প্রথমটায়, প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু করেছিল ডেপ্লিচ। তখন, মিসেস ক্রেল শেখানো তোতার মতো আওড়ে গেছে নির্দিষ্ট জবাবগুলো। একটা কথাও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি শুনে। দোষটা অবশ্য ডেপ্লিচকে দেওয়া যায় না। যথেষ্ট চেষ্টা করেছে বেচারা। কিন্তু, এসব ক্ষেত্রে আসামীকেও ভাল অভিনয় জানতে হয়। উকিলের একার পক্ষে সবকিছু

BanglaBook.org

করা অসম্ভব। ফলাফল, জুরিদের মনে অসন্তোষ। এরপরই শুরু হয় রুডলফের সওয়াল-জবাব।

"ওই যা বললাম আরকি! স্রেফ কিমা বানিয়েছে। প্রতিবার কথার ফাঁদে পা দিয়েছে মহিলা। এমনকী নিজের বক্তব্যগুলোর ত্রুটি সম্পর্কেও সম্মতি আদায় করে ছেড়েছে। প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গে অতলে তলিয়ে গেছে মুক্তির সম্ভাবনা। সবটা গুছিয়ে নিয়ে রুডলফ গর্জে উঠেছিল আদালতে- 'আমি বলছি, অন্য কারও পক্ষে বিষ চুরি করে ওনার পানীয়তে মেশানোর ধারণাটা বাজে চিন্তা ছাড়া আর কিছুই না! ঈর্ষা, ক্রোধ- মানুষকে ঠিক থাকতে দেয় না। যেই দেখেছেন, স্বামী অন্য মেয়ের প্রতি আসক্ত, বিবাহ বিচ্ছেদে প্রস্তুত- আর সহ্য হয়নি। খুন করেছেন আপনার স্বামীকে।'

"ঠিক তখন। সেই সময়টুকুর জন্য গর্বিত ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করেছিল মিসেস ক্রেল। বলেছিল- 'না, আমি এ কাজ করিনি।' একদম বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি কথাটা। আসামী পক্ষের উকিলও চুপসে গিয়েছিল চেয়ারে। কেসের আর কিছু বাকি নেই বুঝতে পেরেছিল ডেপ্লিচ।"

সামান্য একটু থেমে দম নিল ফগ। ফের বলে চলল, "কিন্তু, তারপরও- কেন জানি না ওটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের মতো কাজ হয়েছিল বোধহয়! জুরিদের মনে একটু হলেও প্রভাব ফেলে আসামীর অসহায় পরিস্থিতি। বুঝতে পেরেছিল মেয়েটার পক্ষে আর নিজের হয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। সেই দুর্বলতাটুকুই ছিল ওর নিজের জন্য সেরা উপহার। আধঘণ্টা আলোচনার পর জুরিরা জানায়- মিসেস ক্রেল দোষী, তবে শাস্তি কম করার ব্যাপারে দৃষ্টি দিলে ভাল।

"আসলে, মামলায় উপস্থিত অন্য মেয়েটার তুলনায় মিসেস ক্রেলের স্বভাবটা অন্তত বেশি ভাল লেগেছিল সবার। অন্য মেয়েটার বেলায় জুরিরা শুরু থেকেই নাখোশ ছিল। অতি আধুনিকা এলসা গ্রিয়ার, কাউকে পাত্তা দেবার ধারেপারেও নেই। দেখে মনে হয়েছিল সংসার ভাঙাই ওর কাজ। তবে, আদালতে প্রতিটি ব্যাপারে সদুত্তর দিয়েছে। বলেছে- আমায়াস ক্রেলের প্রেমে পড়েছিল ও, ইচ্ছে ছিল বিয়ে করবে। তার জন্য সাজানো সংসার ভাঙতেও বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না।

"এই দিক দিয়ে এলসার প্রশংসা করতে হয়। সাহস ছিল বটে! ডেপ্লিচ যথেষ্ট নোংরা ঘাঁটাঘাঁটি করে কাবু করার চেষ্টা করেছিল, কাজ হয়নি। কিন্তু, ওই যে বললাম, আদালতের কারও মনে ধরেনি ওকে। এমনকী বিচারকও নাখোশ ছিল। সেসময় বিচারক ছিল অ্যাভিস। মানুষের স্বভাবের ব্যাপারে

BanglaBook.org

যথেষ্ট স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তার। সমস্ত প্রমাণ আসামীর বিরুদ্ধে থাকায় তার পক্ষে ভিন্ন রায় দেওয়া সম্ভব হয়নি যদিও।"

"আচ্ছা, উনি তো আত্মহত্যার তত্ত্বটা মেনে নেননি, নাকি?" জানতে চাইল পোয়ারো।

ঘাড় নাড়ল ফগ। "ওই দাবির কোনও ভিত্তি ছিল না। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল ডেপ্লিচ। এমনভাবে সব ঘটনা সাজিয়ে বলেছিল, যাতে মনে হয়- মহৎ হৃদয় আবেগি শিল্পী এক মোহময়ীর প্রেমে পাগল হয়ে সংসার ত্যাগের জন্য মেতে ওঠে। পরে, নিজের উপর এতটাই বিরক্ত হয় যে ঘৃণা এবং অপরাধবোধ থেকে বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ। উফ সে কী জ্বালাময়ী ভাষণ! চোখে জল এনে দেয় যেন! তবে, কথা শেষ হতেই ফুরিয়ে গিয়েছিল জাদু। কারণ আত্মহত্যা করার মতো মানুষ ছিল না আমায়াস ক্রেল। সমাজের সবাই তাকে চিনত, জানত। তাছাড়া, দাবির স্বপক্ষে উপযুক্ত কোনও প্রমাণও হাজির করতে পারেনি ডেপ্লিচ।

"একরোখা মানুষ ছিল আমায়াস ক্রেল। লক্ষ্যে অটল, স্বার্থপর। নিজের সবটুকু দিয়েই আঁকত এক একটা ছবি। যে কোনও মূল্যেই যেমন-তেমন দায়সারা ছবি আঁকার পক্ষপাতি ছিল না সে। আর, প্রচণ্ড রকম ভালবাসত জীবনকে। আত্মহত্যা? উঁহু, অসম্ভব।"

"অর্থাৎ, আসামীর স্বপক্ষের যুক্তিটা দুর্বল হয়ে গেছে," বলল পোয়ারো।

সরু কাঁধজোড়া উপরে তুলল ফগ। "এছাড়া অন্য উপায়ই বা ছিল কই? সরাসরি তো দোষ স্বীকার করা যায় না। বিপক্ষে এতগুলো জোরালো প্রমাণ। বিষটা ধরে দেখার কথাও স্বীকার করেছে আসামী। ছিল খুন করার মতো যথেষ্ট কারণ আর সুযোগ।"

"পুরো ঘটনাটা সাজানো বলে দাবি করতে পারত," বলল পোয়ারো।

"আগেভাগেই তো অনেকগুলো দোষ স্বীকার করে ফেলেছিল," বলল ফগ। "তাছাড়া, এই মামলার ক্ষেত্রে দাবিটা অতিকল্পনা হয়ে যেত। আপনি হয়তো বলতে চাইছেন ভদ্রলোককে অন্য কেউ খুন করে তার স্ত্রীকে ফাঁসানোর চেষ্টা করেছে। তাই না?"

"ব্যাপারটা কি অসম্ভব?"

"তাই নয় কি? যদি কোনও রহস্যময় খুনি থেকেও থাকে, তাকে খুঁজব কই?"

"নিশ্চিত ভাবেই ঘনিষ্ঠ মানুষগুলোর মধ্যে," বলল পোয়ারো। "আমি তো শুনেছি এই ঘটনার সঙ্গে অন্তত পাঁচ জন লোক জড়িত ছিল।"

BanglaBook.org

"পাঁচ জন?" চিন্তায় ডুব দিল ফগ। "দাঁড়ান একটু ভেবে দেখি। জড়িবুটি নিয়ে মত্ত এক গবেট ছিল। ভয়ংকর শখ! কিন্তু, লোকটা মন্দ না। ওকে দোষী বলা যায় না। তাছাড়া ছিল ওই মোহিনী। তবে ওর পক্ষে ক্যারোলাইনকে মারতে চাওয়া বেশি যৌক্তিক হতো, আমায়াসের কোনও ক্ষতি করার কথা না। আছে ক্রেলের প্রাণের বন্ধু- ওই শেয়ার পাগল লোকটা। নাহ, তাকেও সন্দেহ হয় না। এসব আসলে রহস্য গল্পেই সম্ভব, বাস্তবে এমনটা ঘটে না। ও হ্যাঁ, আর একজন ছিল- ছোট বোনটার কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু, ওর কথা ভেবে কী লাভ! ওকে যোগ করে মোটমাট চারজন হয়। আপনি পাঁচজন লোক পেলেন কই?"

"গভর্নেসের কথা ভুলে গেছেন আপনি," মনে করিয়ে দিল গোয়েন্দা।

"আহ! ঠিক, একদম ঠিক। আসলে এ ধরণের মানুষের কথা খুব একটা মনে থাকে না। এখন খেয়াল পড়েছে। সাদামাটা ছিল ভদ্রমহিলা। মাঝবয়সী। হয়তো তর্কের খাতিরে বলতে পারেন, আমায়াস ক্রেলের প্রতি গোপন প্রেমের জের ধরে তাকে খুন করেছে ভদ্রমহিলা। তবে সেটাও অতিকল্পনা হয়ে যায়। যতদূর মনে পরে মহিলা আর যাই হোক তেমন উন্মাদ ছিল না।"

"অনেক দিন আগের কথা এসব," মনে করিয়ে দিল পোয়ারো। "স্মৃতি বিভ্রম করতে পারে।"

"অন্তত পনের-ষোল বছর তো হবেই," স্বীকার করল ফগ। "হয়তো আপনার কথাই ঠিক, সবকিছু স্পষ্ট মনে নেই আমার।"

"তারপরও যথেষ্ট খেয়াল আছে আপনার। কথা শুনে মনে হয়েছে সব যেন চোখের সামনে ঘটছে।"

"ঠিকই বলেছেন," ধীরে ধীরে বলল ফগ। "যেটুকু মনে আছে, ভালই আছে।"

"কিন্তু, কেন? এতদিন আগের কথা আপনার মনে আছে কী করে?"

"কেন?" প্রশ্নটা যেন নিজেকে নিজেই করল লোকটা। "এতদিন পরও কেন?"

জোর দিল পোয়ারো, "সবচেয়ে স্পষ্ট কী মনে আছে- প্রত্যক্ষদর্শীদের? বিচারক? শুনানি? নাকি কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামীকে?"

উজ্জ্বল হয়ে উঠল ফগের চেহারা। "একেবারে ঠিক ধরেছেন! আসামী। প্রেমও ভারি অদ্ভুত! ক্লান্ত শ্রান্ত ছিল, বয়সও একেবারে কম নয়, যুবতী বলা চলে না কিছুতেই। দুশ্চিন্তায় কালি পড়ে গিয়েছিল চোখের নিচে। পুরো নাটকটা তাকে ঘিরেই চলেছে, অথচ ভদ্রমহিলা সেখানে থেকেও নেই। যেন হারিয়ে গেছে দূরে কোথাও, কেবল শরীরটা পড়ে ছিল আদালতের মঞ্চে। আর

BanglaBook.org

ঠোঁটে ছিল একচিলতে মার্জিত হাসি। অতগুলো মানুষের ভিড়েও যেন ওটুকু দিয়েই সবচেয়ে জীবন্ত। অবশ্যই এলসা গ্রিয়ার সাহসী ছিল, দেখতে শুনতেও যথেষ্ট সুন্দরী। কিন্তু, আমার চোখে অন্য উচ্চতা পেয়েছে ক্যারোলাইন ক্রেল, কারণ সে লড়াইয়ের কোনও চেষ্টা করেনি। বরং আপন আলোছায়ার দুনিয়ায় নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছিল সযত্নে। কোনও যুদ্ধেই সে যায়নি, তাই তাকে পরাজিতও বলা চলে না।"

সামান্য থামল ফগ। তারপর বলল, "একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, স্বামীকে ভালবাসত ও। এতটাই ভালবাসত যে তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিজের অর্ধেকটাও মরে গিয়েছিল।" চশমার কাঁচ পরিষ্কার করল ফগ। "ধ্যাত! তখন থেকে কী সব বকে যাচ্ছি।" নিজেকে সামলে নিতে চাইল লোকটা। "সত্যি বলতে তখন বয়স কম, আবেগ ছিল বেশি। আর এসব ঘটনা মনে দাগ ফেলে যায়। তবে, যত যাই হোক, ক্যারোলাইন একজন চমৎকার মানুষ ছিল সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। আমি ওর কথা কখনও ভুলব না। উঁহু- কক্ষনো না।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৪.
নবীন আইনজীবি

জর্জ মেহিউর ভাবভঙ্গিতে কৌতূহলের ছাপ স্পষ্ট। মামলার ব্যাপারটা ভাসা-ভাসা মনে আছে তার। সেসময় বয়সই বা কত! উনিশ মতো হবে। তবে বাবাকে এ নিয়ে দৌড়-ঝাঁপ করতে দেখেছে।

বলল- তখন বেশ আলোড়ন তুলেছিল পুরো বিষয়টা। যেহেতু ক্রেল বড় মাপের আঁকিয়ে ছিল, তাই আলোচনা হওয়াটাই স্বাভাবিক।

লোকটা অবাক হল, এতদিন পর কেন এরকুল পোয়ারোর মতো গোয়েন্দা মামলাটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে? তারপর ক্রেলের মেয়ের কথা শুনতেই স্মৃতি হাতড়ে চলল- "মেয়ে? ছিল একটা। কোথায় যেন থাকে? কানাডা? হুম। আমি তো শুনেছিলাম নিউজিল্যান্ড।"

ক্রমশ আরও স্বাভাবিক হয়ে এল নবীন আইনজীবী। ক্রেল কন্যার দুর্ভাগ্য নিয়ে আক্ষেপ করল- "সত্যিই তো, এমন কপাল হয় কারও! সত্যিটা কোনও দিন না জানলেই বোধহয় ওর ভাল হতো। কিন্তু, এখন এসব নিয়ে ঘাঁটছে কেন? কী জানতে চায়? যা তথ্য সব তো কাগজপত্রেই আছে। মিসেস ক্রেল যে দোষী ছিল এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। আসলে শিল্পীদের সঙ্গে সংসার করা চাট্টিখানি কথা না। আর, আমায়াস ক্রেলের নারী আসক্তিও নেহাত কম ছিল না। কোনও না কোনও মেয়ে সবসময় থাকত আশেপাশে। সম্ভবত, মিসেস ক্রেল যথেষ্ট স্বামীপ্রেমী ছিল, নিজের সম্পদ ভেবে তাকে আগলে রাখতে চাইত। আজকালকার দিন হলে কবেই ডিভোর্স দিয়ে দিত।" তারপর সাবধানে বলল, "হুম, মামলায় আরেকটা মেয়ে জড়িত ছিল- লেডি ডিট্রিশ্যাম।"

মাথা নেড়ে সায় দিল পোয়ারো।

বলে চলল মেহিউ, "মহিলার নাম প্রায়ই খবরের কাগজে আসে। বিয়ে করেছে কয়েকটা, ডিভোর্স কোর্টে চক্করও দিয়েছে একাধিকবার। আপাতত ডিট্রিশ্যামের ঘর করছে। পয়সা-পাতির অভাব নেই, বুঝলেন। নিজের উপর থেকে মানুষের নজর সরতেই দেয় না। হয়তো বাড়তি মনোযোগ পছন্দ করে বলেই ঘন ঘন স্বামী বদলায়।"

"অথবা মানুষের শিল্পী সত্ত্বার প্রেমে পড়ে যায়," বলল পোয়ারো।

কথাটা পছন্দ না হলেও মেনে নিল মেহিউ, "হতেও পারে।"

BanglaBook.org

"আপনাদের সংস্থা থেকে এর আগেও কি মিসেস ক্রেলকে সাহায্য করা হয়েছিল?"

ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানাল নবীন আইনজীবী। "না। আসলে ক্রেল পরিবারের আইনি উপদেষ্টা ছিল জনাথন অ্যান্ড জনাথন-ফার্ম। হত্যার ঘটনাটার পর ফার্মের মালিক মিস্টার জনাথনের মনে হয় মিসেস ক্রেলের হয়ে তাদের পক্ষে লড়াই করা সম্ভব নয়। তখন আসে আমার বাবার কাছে- দায়িত্বটা তাকে দেয়। আপনি বরং একবার মিস্টার জনাথনের সঙ্গে দেখা করুন, কাজে দেবে। লোকটা অবসরে আছে। বয়স সত্তরের উপর। কিন্তু, ক্রেল পরিবারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। আমার থেকে ওদের ব্যাপারে অনেক ভাল বলতে পারবে। আমার তখন কতই বা বয়স! যতদূর মনে আছে, আদালতেও যাইনি বড় একটা।"

উঠে দাঁড়াল পোয়ারো। দ্রুত আসন ছাড়ল মেহিউও। বলল, "আপনি এডমণ্ডসের সঙ্গেও আলাপ করতে পারেন। লোকটা সেসময় আমাদের সংস্থার দলিল পত্র লেখার কাজ করত। যথেষ্ট আগ্রহী ছিল এই কেস নিয়ে।"

***

এরপর পোয়ারোর দেখা হল এডমণ্ডস এর সাথে।

সাবধানী মানুষ, ধীরে সুস্থে কথা বলে। মন দিয়ে পোয়ারোর সব কথা শুনল নিজে কিছু বলার আগে। তারপর মুখ খুলল, "হুম, ক্রেলদের মামলাটা। জঘন্য ঘটনা। এতদিন বাদে সেসব ঘেঁটে কী লাভ!"

"আদালতের বিচারই তো সবসময় শেষ কথা নয়," বলল গোয়েন্দা।

"তাতে দ্বিমত করব না।"

প্রশ্রয় পেয়ে, বলে চলল পোয়ারো, "মিসেস ক্রেলের এক মেয়ে আছে।"

"আহ! মেয়েটার কথা মনে আছে। ওকে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ওদের কোনও এক আত্মীয়ের কাছে। তাই না?"

"হুম। মেয়ের বিশ্বাস তার মা নির্দোষ।"

এডমণ্ডসের বিরাট ভুরুটা উপরে উঠল। "ও, তাহলে এই ব্যাপার?"

"এই ধারণার স্বপক্ষে কোনও তথ্য দিতে পারেন?"

মাথা নাড়ল লোকটা। "উঁহু। তবে, মিসেস ক্রেলকে নিখাদ ভদ্রমহিলা বলতে কোনও আপত্তি নেই আমার।"

"অথচ, খুনি বলতেও দ্বিধা নেই, তাই তো?"

এবারে দ্বিধা ঝেড়ে মুখ খুলল এডমণ্ডস, "নিজেকেই অনেকবার করেছি প্রশ্নটা। কী শান্ত ভঙ্গিতে ছিল সারাটা সময়। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অথচ

BanglaBook.org

কোনও সংকোচ নেই, অপরাধবোধ নেই। মনে হয়েছে- নাহ এ খুনি হতেই পারে না। কিন্তু, তা বলে তো সত্যিটা পাল্টে যায় না। আমায়াস ক্রেলের বিয়ারে বিষ তো আর এমনি এমনি মেশেনি। ব্যাপারটাকে কেবল দুর্ঘটনা বলে উড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব। আর যদি মিসেস ক্রেল সেখানে বিষ না মিশিয়ে থাকে, তবে কে করেছিল কাজটা?"

"প্রশ্ন তো সেটাই, কে করেছিল?"

"ওহ, তাই খুঁজতেই বেরিয়েছেন?" পাল্টা প্রশ্ন এল গোয়েন্দার উদ্দেশ্যে।

"খোঁজাই তো উচিত," সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল এরকুল পোয়ারো।

"অন্য কাউকে খুনি ভাবার মতো কোনও সূত্রই ছিল না। একটাও না," জোর দিয়ে বলল লোকটা।

"মামলার শুনানির সময় আপনি ওখানে ছিলেন?"

"প্রতিদিন।"

"তাহলে নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষদর্শীদের কথাগুলোও শুনেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, ওদের কারও কথা শুনে খটকা লাগেনি? সন্দেহ হয়নি?" সাবধানে জানতে চাইল গোয়েন্দা।

"কেউ মিথ্যা বলেছে, বলছেন? ওদের কারও স্বার্থ জড়িত ছিল খুনের পিছে?" মাথা নাড়ল এডমণ্ডস। "মাফ করবেন মসিয়ো, ব্যাপারটা বড্ড নাটুকে শোনাচ্ছে।"

"আহা! একবার মনে করেই দেখুন না," জোর করল পোয়ারো।

মন দিয়ে ভাবল লোকটা। তারপর ঘাড় নাড়ল। "এলসা মেয়েটা খুব তর্জন গর্জন করেছিল। মনে ক্ষোভও ছিল অনেক। কিন্তু, ক্রেলকে মারতে চাইত না। মরা প্রেমিক কোন কাজে লাগত ওর? বরং মিসেস ক্রেলের মৃত্যু কামনা করত। তখন যদি দেখতেন ওকে, যেন সাক্ষাৎ বাঘিনী! ফিলিপ ব্লেকও মিসেস ক্রেলের বিপক্ষে ছিল। কথার ছুরি চালিয়েছে ইচ্ছা মতো। কিন্তু, তদন্তের আলোকে তাকেও মিথ্যাবাদী বলে মনে হয়নি। তাছাড়া আমায়াস ক্রেলের সেরা বন্ধু ছিল সে। ভাইয়ের মতো আপন।"

সামান্য বিরতি নিয়ে ফের বলে চলল এডমণ্ডস, "আর ছিল ব্লেকের বড় ভাই, মেরেডিথ ব্লেক। সাক্ষী হিসাবে একেবারে যাচ্ছেতাই। একটা কথারও স্পষ্ট জবাব দিতে পারেনি। কেবল আমতা আমতা করে কাটিয়েছে। এসব সাক্ষী সত্যি বললেও তা মিথ্যার মতো শোনায়। তবে মিথ্যা বলেনি। বাকি থাকল গভর্নেস। কঠিন ভদ্রমহিলা। একেবারে মেপে মেপে দিয়েছে প্রতিটি জবাব। বাড়তি কোনও কথা বলেনি। শুনে স্পষ্ট বোঝা গেছে ওর আনুগত্য

BanglaBook.org

ঠিক কোন দিকে। হয়তো আরও অনেক কিছু জানত ভদ্রমহিলা। যাকগে। সেসব ভেবে কী লাভ?”

“এর মধ্যে ভাবাভাবির কিছু নেই,” বলল পোয়ারো।

শেষবারের মতো লোকটাকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করল গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারো। কথাগুলো বিশেষ কিছু ইঙ্গিত করল কি? কে জানে!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৫.
প্রবীণ আইনজ্ঞ

প্রবীণ আইনজীবী কেলেব জনাথন এসেক্স-এর বাসিন্দা। চিঠি চালাচালির পর ওখানে গিয়ে একদিন থাকা-খাওয়ার নিমন্ত্রণ জুটল এরকুল পোয়ারোর কপালে।

চমৎকার ভদ্রলোক। নিজের মতামত রয়েছে তার প্রতিটি বিষয়ে। নবীন জর্জ মেহিউ'র থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ব্যক্তিত্ব।

রাত পর্যন্ত চলল আড্ডা। পোয়ারো চুপচাপ অপেক্ষা করল আসল প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপের জন্য। অবশেষে মাঝরাতে এল সুযোগ। ভদ্রলোক ব্রান্ডির গ্লাসে চুমুক দিয়ে কৌতূহল মেটানোর সিদ্ধান্ত নিল।

"ক্রেল পরিবারের সঙ্গে আমাদের সংস্থার সম্পর্ক বহুদিনের। কয়েক প্রজন্ম ধরে আমাদের সেবা নিচ্ছে ওরা। আমায়াস ক্রেল-এর বাবা রিচার্ড, কিংবা দাদু ইনখ ক্রেলের সঙ্গেও আলাপ ছিল আমার। প্রত্যেকেই সম্ভ্রান্ত, জমিদার। মানুষের থেকে ঘোড়া নিয়ে চিন্তায় থাকত বেশি। বিষয় সম্পত্তি, প্রেম ইত্যাদি নিয়েই কাটিয়ে দিত জীবনটা। অন্য কোনও বিষয়ে চিন্তাভাবনার বালাই ছিল না। কিন্তু, রিচার্ডের স্ত্রী হল ব্যতিক্রম। তার মাথায় ভরপুর বুদ্ধি, কিংবা বলা যায় তার চিন্তা-ধারায় ছিল ভিন্নতা। শিল্পী ছিল ভদ্রমহিলা। কবিতা লিখত, হার্প বাজাতে পারত। শারীরিক অসুস্থতা থাকলেও দেখতে শুনতে নেহাত মন্দ ছিল না। সে-ই শখ করে ছেলের নাম রাখল আমায়াস। নাম পছন্দ না হলেও শেষমেশ মেনে নেয় রিচার্ড ক্রেল।

"মা-বাবা দু'পক্ষের ঐশ্বর্যই জুটল আমায়াসের ভাগ্যে। বাবার থেকে পেল একরোখা আর নারীবাজ স্বভাব, আর মায়ের দিক থেকে মিলল শিল্পচর্চার আশীর্বাদ। স্বভাবে অবশ্য ক্রেলরা বরাবরই একগুঁয়ে, বড্ড বেশি স্বার্থ-সচেতন। অন্যরা কী ভাবল না ভাবল তার থোড়াই পরোয়া করত ওরা।"

চেয়ারের হাতলে মৃদু টোকা বসাল বিজ্ঞ আইনজ্ঞ। চোখ রাখল পোয়েন্দার দিকে। "আপনি সম্ভবত ওদের চরিত্রের দিকগুলো নিয়ে বেশি আগ্রহী। ঠিক তো?"

মুখ খুলল পোয়ারো, "একদম ঠিক। আমার প্রতিটি কেসের ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা সত্যি।"

"বেশ বুঝতে পারছি। আসামীর স্বভাব সম্পর্কে জানা অবশ্যই জরুরি। আমাদের ফার্ম অবশ্য এই বিষয়টা নিয়ে কখনও ভাবেনি। সবদিক বিচার করে

BanglaBook.org

আমাদের পক্ষে মিসেস ক্রেলের সাহায্যে এগিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। কাজটা তাই মেহিউ-দের ঘাড়ে তুলে দিয়েছিলাম। ওরাই নিয়োগ করেছিল ডেপ্লিচকে। ব্যাপারটা কতটা কাজে লেগেছিল জানি না, তবে মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক নিয়েছিল ডেপ্লিচ। আদালতে বড্ড নাটুকেপনা দেখিয়েছিল লোকটা। কিন্তু, হিসাবে ভুল ছিল ওর। বুঝে উঠতে পারেনি, নাটকে তাল দেওয়া ক্যারোলাইনের কম্মো নয়।"

"মিসেস ক্রেল। আচ্ছা, কেমন মানুষ ছিল সে?" জানতে চাইল পোয়ারো।

"কেমন মানুষ ছিল? হুম। কী করেই বা আগ্রহী হল খুনটা করতে? প্রশ্নগুলো বেশ জটিল। বিয়ের আগে থেকেই ওকে চিনতাম। ক্যারোলাইন স্পালডিং। প্রাণবন্ত একটা মেয়ে, কিন্তু দুঃখ কখনও ওর পিছু ছাড়েনি। মায়ের খুব ভক্ত ছিল মেয়েটা। ওর মা খুব অল্পবয়সেই বিধবা হয়। তারপর আবার বিয়ে করে, একটা সন্তান হয় নতুন সংসারে। সত্যিই ঘটনাটা দুর্ভাগ্যজনক, দুঃখজনক। আসলে বাচ্চাদের মনে তো ঈর্ষা জেগে উঠতেই পারে।"

"ঈর্ষা?"

"হুম, ঈর্ষা নয় তো কী? একটা দুর্ঘটনা ঘটে। ক্যারোলাইন কখনও নিজেকে ক্ষমা করতে পারেনি তার জন্য। তবে আমি বলছি মসিয়ো পোয়ারো, এমন ঘটনা অস্বাভাবিক নয়। কিছু বোধ তৈরি হয় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, শৈশবে সেগুলো থাকবেই এমন কোনও কথা নেই। অতটুকু বয়সে কারও থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ আশা করা ভুল।"

"ঠিক কী হয়েছিল?"

"বাচ্চাটার দিকে একটা পেপারওয়েট ছুঁড়ে মেরেছিল ক্যারোলাইন। তাতে বরাবরের মতো একচোখের আলো নিভে যায় শিশুটার। সেই চিহ্ন চিরতরে আস্তানা গাঁড়ে চেহারায়।" এই পর্যন্ত বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল বুড়ো জনাথন। "আদালতের বিচারসভায় এই তথ্য কী রকম প্রভাব ফেলেছিল বুঝতেই পারছেন আশাকরি। প্রমাণ করেছিল, কোনও আত্মনিয়ন্ত্রণ নেই ক্যারোলাইনের। কিন্তু কথাটা একেবারে সত্যি না। উঁহু।"

সামান্য বিরতি নিয়ে ফের বলে চলল বৃদ্ধ আইনজীবী, "ক্যারোলাইন স্পালডিং প্রায়ই হাজির হতো অ্যালডারব্যারিতে। জানার আগ্রহ ছিল ওর, ঘোড়া চালাতে পারত। মেয়েটাকে পছন্দ হয়ে গিয়েছিল রিচার্ড ক্রেলের। তার স্ত্রীরও ভাল লেগে গিয়েছিল ওকে। নিজের বাসায় যে সুখ খুঁজে পায়নি, তারই সন্ধান যেন অ্যালডারব্যারিতে পেয়েছিল ক্যারোলাইন। আমায়াসের বোন ডায়ানা'র সঙ্গে বন্ধুত্ব জমে উঠেছিল দ্রুতই।

BanglaBook.org

"পাশের এলাকা থেকে অ্যালডারব্যারিতে আনাগোনা করত ফিলিপ আর মেরেডিথ ব্লেক। টাকাপয়সার জন্য বরাবর একটা পাগলামি ছিল ফিলিপের মধ্যে। সত্যি বলতে, ছেলেটাকে খুব একটা পছন্দ হয়নি কখনও। তবে বন্ধু হিসাবে মন্দ ছিল না; ভাল গল্প বলতে জানত। অন্যদিকে মেরেডিথ ছিল ননীর পুতুল। লতাপাতা আর প্রজাপতি নিয়ে ব্যস্ত থাকত ছেলেটা, পশু পাখির সঙ্গে কাটিয়ে দিতে পারত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আজকাল অবশ্য একটা গালভরা নাম আছে ব্যাপারটার- পরিবেশবিদ। তবে মা-বাবার চোখে অন্যতম ব্যর্থতা ছিল মেরেডিথ। কোথায় শিকার করবে, মাছ মারবে- তা নয়, পশু পাখি দেখে সময় কাটায়! আবার ফিলিপকে নিয়েও পুরোপুরি সন্তুষ্ট ছিল না অভিভাবকেরা। ছেলের গ্রামের থেকে শহরের দিকে আগ্রহ বেশি। সেখানে গিয়ে ব্যবসা করতে চায়, টাকা বানাতে চায় অনেক। অন্যদিকে ডায়ানাও মা-বাবাকে হতাশ করেছিল একটা চালচুলোহীন ছেলেকে বিয়ে করে। যুদ্ধে অস্থায়ী অফিসার ছিল ওর স্বামী। বাকি রইল আমায়াস। সুদর্শন, সমর্থ যুবক, সে কিনা হয়ে গেল আঁকিয়ে! সম্ভবত এই ধাক্কা সহ্য করতে না পেরেই মারা যায় রিচার্ড ক্রেল।

"এরপর এক পর্যায়ে বিয়ে হয়ে গেল ক্যারোলাইন আর আমায়াসের। ঝগড়াঝাটি লেগেই থাকত দু'জনের, কিন্তু তাই বলে প্রেমের কোনও অভাব ছিল না। একে অন্যের জন্য পাগল ওরা। তবে ক্রেল বলেই হয়তো আমায়াসের স্বভাবটা ছিল বাপ-দাদার মতো। ভালবাসা থাকলেও খুব বেশি পাত্তা দিত না ক্যারোলাইনকে। যা খুশি তাই করত। আর ওর জন্য স্ত্রী'র থেকেও বড় ছিল আঁকাআঁকির নেশা। মেয়েদের সঙ্গে যত সম্পর্কেই জড়াক না কেন, ছবি আঁকার থেকে জরুরি কেউ হয়নি জীবনে। নারীসঙ্গ ওকে আঁকার খোঁড়াক যোগাত, কিন্তু, সম্পর্ক বেশিদিন টানত না আমায়াস। অনুপ্রেরণা ফুরিয়ে গেলেই ভুলে যেত মেয়েগুলোকে। সত্যিকার অর্থে ওকে প্রেমিকপুরুষ বলা চলে না। মনে যেটুকু জায়গা দিয়েছিল, তা বোধহয় নিজের স্ত্রীকেই। আর ব্যাপারটা জানত বলেই স্বামীর হালচাল মেনে নিয়েছিল ক্যারোলাইন। চমৎকার প্রতিভা ছিল লোকটার, দারুণ চিত্রকর। বিষয়টা শ্রদ্ধার চোখে দেখত ক্যারোলাইন। প্রতিবার হারিয়ে গিয়েও ফিরে আসত আমায়াস, স্ত্রীর কাছে। সঙ্গে থাকত এক একটা আনকোরা, চমৎকার ছবি।

"লোকটার জীবনে এলসা না এলে বোধহয় এতটা ঝামেলা হতো না। এলসা গ্রিয়ার-"

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল বুড়ো জনাথন।

"কেমন মেয়ে ছিল এলসা?" জানতে চাইল পোয়ারো।

"আহা, বেচারি!"

BanglaBook.org

"এতটা সহানুভূতি!"

"হয়তো বুড়ো হয়েছি বলেই খাপখোলা যৌবনের ভুলগুলো ভাবায়। তারুণ্যেরও দুর্বলতা আছে মসিয়ো পোয়ারো। সব ব্যাপারেই তখন নিশ্চিত লাগে, সবকিছু পাবার অদম্য আগ্রহ বাসা বাঁধে মনে।"

উঠে দাঁড়াল বৃদ্ধ। পাশের বুকশেলফ থেকে তুলে নিল একটা বই। খুলে পড়তে শুরু করল সেখান থেকে-

"যদি সত্যি হয় প্রেমের আমন্ত্রণ,
সম্পর্কের বার্তা যদি চলে আসে দ্বারে-
তবে, একবাক্যে ধরতে পারি তোমার দু-হাত,
মুহূর্তেই সঙ্গী হতে পারি তোমার অহংকারে।
আমার ভাগ্য রেখে দেব তোমার পদতলে-
তোমার সঙ্গে ভেসে যাব মহাকাশ থেকে অতলে।"

"এই হল যৌবনের স্বরূপ। কথাগুলো জুলিয়েটের জবানীতে লেখা হয়েছে। কোনও বাঁধা নেই, দ্বিধা নেই, নেই আত্মসম্মানের পরোয়া। কেবল আছে সাহস, আর চাহিদা। দুরন্ত যৌবন। ব্যাপারটা চমৎকার ধরতে পেরেছিলেন শেক্সপিয়ার। ঠিক এই কারণেই জুলিয়েট জিতে নিতে পারে রোমিওকে, ডেসডিমোনা অধিকার করে ওথেলোর প্রেম। ওদের কোনও সঙ্কোচ নেই, ভয় নেই, অহংকার নেই; আছে কেবল তারুণ্যের দাবি, চাহিদা।"

"অর্থাৎ, এলসার মাঝে আপনি জুলিয়েটের ছায়া দেখেছেন?" ভুরু তুলল পোয়ারো।

"হুম। বড়লোকের আদুরে মেয়ে। আমায়াসকে দেখেই প্রেমে পড়েছিল। তবে রোমিও মতো যুবক ছিল না আমায়াস, ছিল রীতিমত মাঝবয়সী বিবাহিত পুরুষ। তবুও আকৃষ্ট হল এলসা। আর ওর নীতি- জীবন তো একটাই। যা চাও নিজের করে নাও।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারে ফিরে এল বৃদ্ধ। ফের টোকা বসাল হাতলে। "শিকারি এলসা। যৌবনের শক্তিতে শক্তিমান, আবার একই সঙ্গে দুর্বল। ভাগ্যকে বাজি ধরে জিতে নিতে চাইল আমায়াসের প্রেম। সফলও হয়েছিল বলা যায়... কিন্তু ঠিক তখনই- একদম শেষ মুহূর্তে উঁকি দিল মৃত্যু। সেইদিন মৃত্যু হয়েছিল হাসিখুশি এলসারও। কেবল বেঁচে ছিল শীতল, কঠোর সত্ত্বাটুকু। যে শুধু প্রতিহিংসা পুঁজি করে রেখেছিল মনের ভেতর। আপ্রাণ ঘৃণা করেছিল যার জন্য ওর ভাগ্য শেষ পর্যন্ত প্রতারণা করতে বাধ্য হল, তাকে।"

BanglaBook.org

দ্রুত নিজেকে সামলে নিল অভিজ্ঞ আইনজীবী। "যাকগে। নাটুকেপনাটুকু ক্ষমা করবেন মসিয়ো। অমন একটা মেয়ে, জীবন সম্পর্কে উদ্দাম দৃষ্টিভঙ্গি। সেই উচ্ছ্বাসটুকু কেড়ে নিলে আর কিই বা বাকি থাকে? সুতরাং, সন্ধান চালিয়ে গেল অন্য কোনও নায়কের, জীবনের শূন্যস্থানটুকু পূরণের জন্য।"

মুখ খুলল পোয়ারো, "যদি আমায়াস ক্রেল অতো চমৎকার আঁকিয়ে না হতো, তা হলে-"

দ্রুত সম্মত হল কেলেব জনাথন, "একেবারে ঠিক ধরেছেন। এই পৃথিবীর এলসারা সন্ধানে থাকে উপযুক্ত প্রতিভার, নায়কের। এই দিক থেকে ক্যারোলাইন ব্যতিক্রম। মানুষ আমায়াসকে শিল্পী আমায়াসের থেকে বেশি ভালবাসত মেয়েটা। এলসার মতো উশৃঙ্খল ছিল না ওর প্রেম। তবে রূপ যৌবন তারও ছিল। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে মেয়েটাকে যথেষ্ট হতভাগ্য বলে মনে হয় আমার।"

আলাপ শেষ হবার কিছুক্ষণ বাদে বিছানায় গেল এরকুল পোয়ারো। মনে একগাদা ভাবনার ঝড়। ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত চরিত্রগুলো ভারি অদ্ভুত। এডমন্সের চোখে এলসা সাক্ষাৎ বাঘিনী, বেহায়া মেয়েমানুষ। অন্যদিকে বৃদ্ধ জনাথন তার মাঝে দেখেছে চিরায়ত জুলিয়েটের স্বরূপ।

আর ক্যারোলাইন ক্রেল? প্রত্যেকের চোখেই তাঁর ভিন্ন রূপ। মণ্টেগু ডেপ্লিচের কাছে সে নীরব আসামী। ফগের চোখে প্রেমের স্বরূপ। এডমণ্ডস তাকে মনে রেখেছে সম্ভ্রান্ত নারীরূপে। অন্যদিকে কেলেব জনাথন স্মরণ করেছে হতাশ সত্ত্বার ইতিহাস।

এরকুল পোয়ারোর চোখে কীভাবে ধরা দেবে সে? তা নির্ভর করে তদন্তের সাফল্যের উপর। তবে এযাবৎ কেউই দ্বিমত করেনি যে খুনটা ক্যারোলাইন-ই করেছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৬.
পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট

প্রাক্তন সুপারিন্টেনডেন্ট হেইল জোরেশোরে টান দিল পাইপে। "অদ্ভুত নেশা আপনার মসিয়ো," বলল সে।

"কিছুটা ব্যতিক্রম তো বটেই," একমত হল পোয়ারো।

"অনেকদিন আগের ঘটনা!"

প্রত্যেকের কাছে একই কথা শুনতে শুনতে কান পচে গেছে এরকুল পোয়ারোর। "তা তো বটেই," দ্রুত সামাল দিতে চাইল সে, "আর সেজন্যই কেসটা একটু জটিল।"

"এভাবে অতীত খুঁচিয়ে কী লাভ?" ঠোঁট উল্টাল পুলিশ কর্তা। "তাছাড়া এই কেস থেকে নতুন করে পাওয়ার কিছু থাকলে না হয়..."

"আছে তো।"

"কী?"

"সত্যি খোঁজার আনন্দই বা কম কীসে? তাছাড়া মেয়েটার কথাও ভুলে গেলে চলবে না," মৃদু হেসে বলল গোয়েন্দা।

খানিকটা একমত হল হেইল। "হ্যাঁ, মেয়েটার কথা মাথায় রাখতে হবে। কিন্তু- আপনার যা বুদ্ধি, তাতে বানিয়ে কিছু একটা বলে দিতে পারতেন দিব্যি।"

"মেয়েটাকে দেখেননি বলে একথা বলছেন," কাটাকাটা জবাব দিল পোয়ারো।

"ধ্যাত! কী যে বলেন। আপনার মতো একজন অভিজ্ঞ মানুষ-"

ঝট করে উঠে দাঁড়াল পোয়ারো। "আপনার হয়তো আমাকে খুব উন্নত মানের মিথ্যাবাদী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটা আমার নীতি বিরুদ্ধ।"

"আমি দুঃখিত মসিয়ো পোয়ারো। আপনাকে আঘাত করতে চাইনি, সত্যি বলছি," তড়িঘড়ি বলল হেইল। "আসলে মেয়েটার ভালর জন্যই বলছিলাম আরকি।"

"ভাল? সত্যিই কী এতে লাভ হবে কিছু?"

"আপনিই বলুন না, অমন একটা প্রাণোচ্ছল, যুবতী। আবার বিয়ে করত চলেছে শীঘ্রই। ওর পক্ষে কি নিজের মাকে খুনি হিসেবে মেনে নেওয়াটা সহজ হবে? আপনার জায়গায় আমি হলে সাফ জানিয়ে দিতাম, আসলে ব্যাপারটা

BanglaBook.org

আত্মহত্যাই ছিল। বলতাম- ডেপ্লিচের গাফিলতির কারণে সেসময় কেসটা হেরে যায় ওর মা; এতে কোনও সন্দেহই নেই।"

"কিন্তু, আমার তো সন্দেহ আছে। ক্রেলের আত্মহত্যার তত্ত্বটা এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস হয়নি। সত্যি করে বলুন তো, আপনার আসলেই বিশ্বাস হয়?"

ঘাড় নাড়ল হেইল।

"আমি আসলে সত্যিটাই উদ্ধার করতে চাই, বুঝলেন? কাছাকাছি কোনও মিথ্যার আশ্রয় নিতে চাই না," স্পষ্ট জানিয়ে দিল এরকুল পোয়ারো।

লজ্জিত চোখে পোয়ারোর দিকে তাকাল হেইল। চৌকোণা লাল মুখটা আরও লাল হয়ে উঠেছে তার। কোনও মতে সামাল দিয়ে বলল, "সত্যি চাই আপনার? তাহলে জেনে রাখুন, ক্রেলের কেসের সম্পূর্ণ সত্যিটাই উদ্ধার করেছিলাম আমরা।"

দ্রুত কথার রেশ ধরল পোয়ারো, "আপনাকে যতদূর চিনি, তাতে মিথ্যা বলবেন না জানি। ঠিক করে বলুন তো, কেসটা নিয়ে কি কোনও দ্বিধা ছিল না? মিসেস ক্রেলকে সত্যিই কি খুনি বলে মনে হয়েছিল?"

চটপট জবাব দিল সুপারিন্টেনডেন্ট, "বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পরিস্থিতি সরাসরি নির্দেশ করেছিল তার দিকে, আর প্রতিটি সূত্র প্রমাণ করেছে ঘটনার সত্যতা।"

"আচ্ছা, তার বিরুদ্ধে কি কি প্রমাণ ছিল, মনে আছে?" জানতে চাইল পোয়ারো।

"আপনার চিঠি পাবার পর পুরো কেসটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছি আবার," বলল হেইল। "প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সব টুকে রেখেছি কাগজে।"

"অনেক ধন্যবাদ, বন্ধু! এবার চটপট বলে ফেলুন দেখি।"

ছোট্ট একটা কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল লোকটা। পেশাদারী ভঙ্গীতে পড়তে শুরু করল তথ্যগুলো-

"আঠারোই সেপ্টেম্বর, দুপুর দুটো পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ফোন আসে ইন্সপেক্টর কনওয়ে'র কাছে। ফোনটা করেছিল ডক্টর অ্যাড্রু ফসেট। সে বলে, আমায়াস ক্রেল মৃত। আরও জানায়, ঘটনাস্থলে উপস্থিত মিস্টার ব্লেকের কথা শুনে আর মৃত্যুর ধরণ দেখে তার মনে হয়েছে ব্যাপারটাতে পুলিশি তদন্ত প্রয়োজন।

"এক পুলিশ সার্জন আর সার্জেন্টকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত অ্যালডারব্যারিতে হাজির হয় ইন্সপেক্টর কনওয়ে। সেখানে আগে থেকেই ছিল ডক্টর ফসেট।

BanglaBook.org

সে-ই ওদের নিয়ে যায় লাশের কাছে। মৃত আমায়াস ক্রেলের আশেপাশেও কাউকে আসতে দেওয়া হয়নি বলে জানায় সে।

"বাড়ি সংলগ্ন একটা ছোট্ট বাগানে বসে ছবি আঁকছিল আমায়াস ক্রেল। মূল বাড়ি থেকে মিনিট চারেক লাগে ওখানে হেঁটে যেতে। খাবার জন্য মিস্টার ক্রেল ঘরে ফিরতে চায়নি সেদিন দুপুরে। ব্যাপারটা যদিও নতুন কিছু না, প্রায়ই এমন করত। কাজে ডুব দিলে ভুলে যেত ক্ষুধা-তৃষ্ণা। কখনও-সখনও বাড়ি থেকে স্যান্ডউইচ যেত তার কাছে, কিন্তু বেশিরভাগ সময় বিরক্ত না করলেই খুশি হতো। লোকটাকে শেষ জীবিত অবস্থায় দেখেছিল এলসা গ্রিয়ার আর মেরেডিথ ব্লেক। সেসময় ওই বাড়িতেই ছিল এলসা। ওরা দু'জনেই একসঙ্গে ঘরে ফিরেছিল লাঞ্চের জন্য। লাঞ্চের পর কফি খেতে দেওয়া হয় সবাইকে। কফির কাপ খালি হতেই মিসেস ক্রেল উঠে দাঁড়ায়, খবর নিতে চায় আমায়াস ক্রেলের। এসময় মিস সিসিলিয়া উইলিয়ামস, মানে তৎকালীন গভর্নেসও যায় তার সঙ্গে। ভদ্রমহিলা উদ্দেশ্য অবশ্য ছিল মিস অ্যাঞ্জেলা ওয়ারেন-এর একটা হারিয়ে যাওয়া সোয়েটার খুঁজে বের করা। মিস অ্যাঞ্জেলা, অর্থাৎ মিসেস ক্রেলের ছোটবোনই গভর্নেসকে বলেছিল ওটা সম্ভবত জলাশয়ের ধারে ফেলে এসেছে।

"বাড়ি থেকে ঢালু পথটা ধরে একত্রে গিয়েছিল ওরা। গাছপালার ভিড় দিয়ে পথটা এসে ঠেকেছে বাগানের দরজায়। সেখান থেকে আরও একটু সামনে এগুলেই তট। মিসেস ক্রেইল বাগানে গিয়েছিল দরজা দিয়ে। মিস উইলিয়ামস চলে গিয়েছিল হ্রদের কাছে। অবশ্য, একটু বাদেই আর্তনাদ শুনে বাগানে হাজির হয় গভর্নেস। ওখানেই পাওয়া যায় আমায়াস ক্রেলের নিস্তেজ শরীর।

"এরপর মিসেস ক্রেলের অনুরোধে দ্রুত ডাক্তারকে ফোন করতে যায় মিস উইলিয়ামস। যাবার পথে মেরেডিথ ব্লেকের সঙ্গে দেখে হয় তার। ফোন করার দায়িত্বটা তাকে বুঝিয়ে দিয়ে দ্রুত মিসেস ক্রেলের কাছে ফিরে আসে গভর্নেস। ভেবেছিল, নিশ্চিতভাবেই এই সময়টা একা থাকতে চাইবে না স্বামীহারা ভদ্রমহিলা। প্রায় মিনিট পনের পরে হাজির হয় ডক্টর ফসেট। সহজেই বুঝতে পারে আমায়াস ক্রেল আর এ-জগতে নেই। মৃত্যুর সম্ভাব্য সময়টাও লিখে রাখে, দুপুর দু'টো। তবে মৃত্যুর কোনও অস্বাভাবিক কারণ তার চোখে পড়েনি সেসময়। অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল আমায়াস ক্রেলের লাশ। কিন্তু, যেহেতু কোনও অসুখ ছিল না, আর শরীর স্বাস্থ্যও ইতিপূর্বে স্বাভাবিক ছিল- তাই মৃত্যুর ব্যাপারটায় সন্দেহ জাগে ডাক্তারের। এরপর সন্দেহটা দৃঢ় হয় মেরেডিথ ব্লেকের কথা শুনে।"

BanglaBook.org

সামান্য বিরতি নিল সুপারিন্টেনডেন্ট হেইল। দম টেনে শুরু করল আবার। এবারে ঘটনার দ্বিতীয় অধ্যায়-

"কথাটা পরে পুলিশকে নিশ্চিত করে ফিলিপ ব্লেক। তার ভাই, মেরেডিথ শখের রসায়নবিদ। গবেষণার কাজ চালায় হ্যান্ডক্রস ম্যানরে বসেই। জায়গাটা ক্রেলদের বাড়ি থেকে আধমাইল দূরে। সেদিন সকালেই নাকি হঠাৎ দেখে তার হেমলকের শিশি বেশ খানিকটা ফাঁকা। অথচ আগের দিনও ভরপুর ছিল! দেখেই টেলিফোনে যোগাযোগ করে ভাইয়ের সঙ্গে। ফিলিপ ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করার জন্য ভাইকে অ্যালডারব্যারিতে চলে আসার পরামর্শ দেয়। খানিকটা হেঁটে দু-ভাই একত্রেই ঢোকে বাড়িতে। তবে বিষ হারানোর ব্যাপারটা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারে না ওরা। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আবার আলোচনায় বসবে।

"বিস্তারিত তদন্তের পর আরও কয়েকটা বিষয় নিশ্চিত করেছে ইন্সপেক্টর কনওয়ে- ঘটনার আগের দিন এক চা-চক্রে যোগ দিতে পাঁচ জন অ্যালডারব্যারি থেকে হ্যান্ডক্রসে হাজির হয়। তারা হল- আমায়াস ক্রেল ও তার স্ত্রী, মিস অ্যাঞ্জেলা ওয়ারেন, এলসা গ্রিয়ার আর ফিলিপ ব্লেক। সেদিন ঘটনাক্রমে নিজের গবেষণাগারে ওদের নিয়ে যায় মেরেডিথ ব্লেক। তার মুখেই বাকিরা জানতে পারে নির্দিষ্ট ওষুধ এবং বিষের দোষ-গুণের ব্যাপারে। কোনাইন বিষ সম্পর্কে বিস্তারিত জানায় সে। বলে জিনিসটা সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করলে হুপেংকাশি আর শ্বাসকষ্ট থেকে উপশম মিলতে পারে। তবে, মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগে হবে প্রাণহানি। ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝাতে এক গ্রিক লেখকের বর্ণনা সরাসরি সবাইকে পড়ে শোনায় সে।"

ফের বিরতি নিয়ে পাইপে তামাক ভরল সুপারিন্টেনডেন্ট হেইল। আগুন ধরিয়ে শুরু করল তৃতীয় অধ্যায়।

"তৎকালীন প্রধান কনস্টেবল, কর্ণেল ফ্রেয়ার, কেসটা আমার কাছে পাঠায়। ময়না তদন্তের পর প্রমাণ হয়ে যায় মৃত্যুর কারণ, কোনাইন বিষ। আসলে, এই বিষ কোনও ছাপ রাখে না। তবে, যেহেতু আমরা জানতাম ঠিক কী খুঁজতে হবে, তাই ধরতে পেরেছিলাম। সংশ্লিষ্ট ডাক্তাররা জানান মৃত্যুর দুই থেকে তিন ঘণ্টা আগে প্রচুর পরিমানে বিষ দেওয়া হয়েছিল তাকে। যেখানে আমায়াস ক্রেলের লাশ পাওয়া যায়, তার কাছেই টেবিলের উপর রাখা ছিল একটা খালি বিয়ারের বোতল, আর গ্লাস। সে দুটোই পাঠানো হয় পরীক্ষার জন্য। বোতলে কোনও বিষের হদিস মেলেনি। বিষ পাওয়া গিয়েছিল গ্লাসে। ঘটনার দিন মিসেস ক্রেল ঘর থেকে বরফ শীতল তাজা বিয়ার নিয়ে এসেছিল খোদ মিসেস ক্রেল। ছবি আঁকার সময় আমায়াসের গলা শুকিয়ে গেলে

BanglaBook.org

ভেজানোর ব্যবস্থা তৈরি রাখতে হতো। ক্যারোলাইন যখন ওখানে পৌঁছায় তখন এলসা'র ছবি আঁকায় ব্যস্ত ছিল ক্রেল। মেয়েটা ওর সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট ভঙ্গীতে বসে ছিল দেওয়ালের কিনারে।

"বিয়ারের বোতল খুলে নিজের হাতের গ্লাসে ঢালে ক্রেল গিন্নি। ধরিয়ে দেয় স্বামীর হাতে। বরাবরের অভ্যাস মতো এক ঢোঁকে পুরোটুকু গিলে নেয় আমায়াস। মুখ ভেংচে বলে-'আজ সব কেমন বিচ্ছিরি লাগছে খেতে!' এলসা ফোঁড়ন কেটে বলে- 'লিভার পচে গেছে।' ক্যারোলাইন বলে- 'তাও অন্তত ঠাণ্ডা তো ছিল, নাহলে আরও বাজে লাগত।' "

"এই ঘটনা ঠিক কখনকার?" জানতে চাইল পোয়ারো।

"সওয়া-এগারটা নাগাদ," জানাল হেইল। তারপর বলে চলল বাকি ঘটনা, "এরপর ছবি এঁকে চলে আমায়াস। এলসার ভাষ্যমতে কিছুক্ষণ বাদে নাকি অভিযোগ করে মিস্টার ক্রেল। বলে, হাত-পা কেমন অসাড় লাগছে, যন্ত্রণা হচ্ছে খানিকটা। তবে অসুখকে খুব একটা পাত্তা দেবার পক্ষপাতী ছিল না লোকটা। তাই, বাকিদের বলে তাকে ছাড়াই দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে।

"তাই, আমায়াসকে বাগানে রেখেই খেতে চলে যায় সবাই। সবাই চলে যেতেই নিঃসন্দেহে বসে পড়ে লোকটা। আর ওখানেই থেমে যায় অসাড় দেহ।"

মাথা নেড়ে সায় দিল গোয়েন্দা।

হেইল বলল, "আমি অবশ্য নিয়ম ধরেই এগিয়েছি। দুইয়ে-দুইয়ে চার করতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি। ঘটনার একদিন আগে কথা কাটাকাটি হয় ক্যারোলাইন আর এলসার। ব্যাপারটা শুরু হয় এলসার কথার জের ধরে। বাড়ির আসবাবপত্র রাখার ব্যাপারে কিছু পরিবর্তন আনতে চেয়েছিল এলসা। বলেছিল- 'যখন আমি এখানে থাকব, জিনিসগুলো এভাবেই থাকবে।' ক্যারোলাইন অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল- 'মানে?' ঝাঁঝের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল এলসা- 'বোকা বোকা ভাবটা ছাড়বে কি? এমন ভাব করছ যেন, তুমি একটা অস্ট্রিচ পাখি। বালিতে মুখ গুঁজে বাইরের দুনিয়াটা আর দেখতে পাচ্ছ না। খুব ভাল করেই জানো, আমি আর আমায়াস খুব শীঘ্রই বিয়ে করতে চলেছি।' কথাটা শুনে মিসেস ক্রেল বলেছিল- 'তেমন তো কিছু শুনিনি।' 'না শুনলে শুনে রাখো,' বলেছিল এলসা।

"এই ঘটনার পর সোজা স্বামীর কাছে হাজির হয়েছিল ক্যারোলাইন। প্রশ্ন করেছিল- 'এলসার সঙ্গে তোমার বিয়ের গুজবটা কি সত্যি?'"

BanglaBook.org

"জবাবে কি বলেছিল আমায়াস ক্রেল?" আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইল এরকুল পোয়ারো।

"উল্টো রাগারাগি করেছিল এলসার সঙ্গে- 'মাথাটা কি খারাপ হয়ে গেছে তোমার? ওসব কথা বলতে গেলে কেন? মুখটা একটু বন্ধ রাখতে পারো না?' বলেছিল ওকে।

"এলসা বলেছিল- 'আমার মনে হয়েছে সত্যিটা ওর জানা উচিত।'

"'কথাটা কি সত্যি, আমায়াস?' চেঁচিয়ে ওঠে ক্যারোলাইন।

"এর উত্তরে বিড়বিড় করে কিছু বলছিল আমায়াস ক্রেল। তাকিয়ে ছিল অন্যদিকে।

"এবারে জোর করে তার স্ত্রী- 'চুপ করে থেকো না। আমার জানা প্রয়োজন।'

"জবাবে আমায়াস বলে বসে- 'কিছুটা তো সত্যি বটেই- কিন্তু সেসব নিয়ে এখন কথা বলতে চাই না।' তারপর ঝট করে চলে যায় ঘর থেকে।

"ও চলে জেতেই এলসা বলে- 'শুনলে তো?' আর ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো হাড্ডি আঁকড়ে যেন বসে না থাকে সে ব্যাপারে উপদেশ দেয় মিস ক্রেলকে। বলে, স্বাভাবিক মানুষের মতো ব্যাপারটাকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে। কারণ, পুরো ঘটনাটা মিটে যাবার পরও নাকি আমায়াস আর ক্যারোলাইনকে নিখাদ বন্ধু হিসেবেই দেখতে চায় ও।"

আরও আগ্রহী হল এরকুল পোয়ায়ো। "এরপর কী বলেছিল মিসেস ক্রেল?"

"প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য মতে, হেসে ফেলে মিসেস ক্রেল। বলে, 'তোমার স্বপ্ন সত্যি হবে না, এলসা।' সোজা দরজার দিকে হাঁটা লাগায় এরপর।

"পেছন থেকে ডাক দেয় এলসা গ্রিয়ার। জানতে চায় কথাটার মানে কী? জবাবে ক্যারোলাইন জানায়, স্বামীকে অন্য নারীর হাতে তুলে দেবার আগে প্রয়োজনে খুন করে ফেলবে ও।"

এই পর্যন্ত বলে থামল হেইল। "ভয়ংকর অবস্থা। কি বলেন মসিয়ো?"

"হুম," গম্ভীর হয়ে গেল পোয়ারো। "কথাটা কে শুনেছিল?" জানতে চাইল।

"সেসময় ও ঘরেই ছিল মিস উইলিয়ামস, আর ফিলিপ ব্লেক। বড্ড অস্বস্তিতে পড়ে যায় ওরা।"

"দু'জনের কথায় মিল ছিল?"

"মিস উইলিয়ামস আর ফিলিপের? হ্যাঁ মোটামুটি মিল ছিল। আপনি তো জানেন, প্রত্যক্ষদর্শীরা সাধারণত হুবহু এক কথা বলে না।"

BanglaBook.org

একমত হল পোয়ারো। "হ্যাঁ, ব্যাপারটা অদ্ভুত। আরও খতিয়ে দেখা-" কথাটা মাঝপথে থামিয়ে দিল গোয়েন্দা।

হেইল বলে চলল, "ওদের বাড়িটাও তল্লাশি করা হয়েছিল। মিসেস ক্রেলের শোবার ঘরে পাওয়া যায় জিনিসটা। নিচের ড্রয়ারে, শীতের কাপড়-জামার নিচে লুকানো ছিল ছোট্ট একটা বোতল। অবশ্য বোতলে লেখা ছিল- 'জুঁই ফুলের নির্যাস'। ফাঁকা ছিল শিশিটা। জিনিসটা পরীক্ষার জন্য পাঠিয়ে আবিস্কার হয়- কেবলমাত্র ক্যারোলাইন ক্রেলের হাতের ছাপ ছিল ওতে। আরও খতিয়ে দেখার পর নিশ্চিত হয় ওতে সামান্য পরিমানে জুঁই সুগন্ধি থাকলেও অনেক বেশি মাত্রায় ছিল কোনাইন হাইড্রোব্রোমাইড।

"মিসেস ক্রেলকে বোতলটা দেখাতেই সাফ জবাব মিলেছিল। বলে, সেদিন নাকি মানসিকভাবে যথেষ্ট দুর্বল ছিল সে। তাই মেরেডিথ ব্লেকের কাছে বিষটার কথা শুনে মাথার ঠিক থাকে না। চুপিচুপি গবেষণাগার থেকে সরায় জিনিসটা। সুগন্ধির বোতলটা ফাঁকা করে তাতেই ভরে নেয় উপযুক্ত পরিমানে বিষ। উদ্দেশ্য ছিল, নিজেই আত্মহত্যা করা। সব কথা ভেঙে বলতে না চাইলেও এটুকু নিশ্চিত করেছে, স্বামীর কথা সহ্য করতে না পেরেই এই সিদ্ধান্ত।"

সুপারিন্টেনডেন্ট হেইল থামতেই মুখ খুলল গোয়েন্দা পোয়ারো, "সেটাই তো স্বাভাবিক।"

"হয়তো, মসিয়ো পোয়ারো। কিন্তু সবটা তো খুলে বলেনি আমাদের। তাছাড়া পরদিন সকালে ওদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়েছিল আবার। যার কিছুটা শোনে ফিলিপ ব্লেক, আর বাকিটা এলসা গ্রিয়ার। ঝগড়ার সূত্রপাত হয় লাইব্রেরীতে। সেসময় হলঘর ধরে হাঁটছিল মিস্টার ব্লেক, টুকরো টুকরো কথা আসে তার কানে। আর এলসা বসে ছিল লাইব্রেরীর খোলা জানালার বাইরে। বেশ কিছু কথা শুনতে পায় সেও।"

"কী শুনেছিল ওরা?"

"ফিলিপ মিসেস ক্রেলকে হুমকি দিতে শুনেছিল। ভদ্রমহিলা বলছিল, 'ওই নষ্টা মেয়েটা, আর তোমাকে একদিন খুন করব আমি। দেখে নিও, ঠিক খুন করব।'"

"আত্মহত্যার কোনও কথা তোলেনি?" প্রশ্ন করল গোয়েন্দা।

"উঁহু। একবারও না। এলসার কথা থেকেও অনেকটা তেমনই জানা যায়। ওর কথা মতো- আমায়াস বলেছিল, 'পাগলামি করো না ক্যারোলাইন। তোমার আর আমাদের সন্তানের প্রয়োজনে সবসময় পাশে পাবে আমাকে। কিন্তু,

BanglaBook.org

এলসার সঙ্গে আমার বিয়েটা হচ্ছেই। আগেই তো এমনটা কথা ছিল তোমার সঙ্গে, পরস্পরকে স্বাধীন থাকতে দেবো আমরা।'

"'ঠিক আছে, পরে বলো না তোমাকে সাবধান করিনি,' বলে ক্যারোলাইন। কথাটার মানে জানতে চাইলে স্বামীকে জানায়-'তোমাকে ভালবাসি আমি। কিছুতেই অন্যের হাতে তুলে দিতে পারব না। তার চেয়ে বরং খুন করব, তাও ভাল।'"

গালে হাত দিল পোয়ারো। "আমার তো মনে হয় এলসা গ্রিয়ার কথাটা না তুললেই পারত। কারণ, খুব সহজেই মিস্টার ক্রেলের ডিভোর্সের আবেদন অস্বীকার করার ক্ষমতা ছিল ক্যারোলাইনের।"

"এই ব্যাপারটা নিয়েও কিছু কথা জানা আছে আমাদের," বলল হেইল। "এ নিয়ে ক্যারোলাইন আর মেরেডিথ ব্লেকের মধ্যে আলাপ হয়। লোকটা পুরনো বন্ধু, তাই বিশ্বাস করেছিল। সব শুনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে মেরেডিথ। কথা বলে আমায়াস ক্রেলের সঙ্গে। বলে, ওদের সম্পর্কটা ভেঙে গেলে ওর নিজেরও খুব খারাপ লাগবে। সঙ্গে এও বলে, এলসার বয়স কম। এই বয়সের একটা মেয়েকে টেনে আদালতে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। জবাবে আমায়স ক্রেল জানায়- ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবেই কেবল দু'জনার মধ্যে নির্ধারিত হবে। এলসাকে কোর্টে যেতে হবে না।"

"ওহ! তার মানে এলসার পক্ষে আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠাটাই স্বাভাবিক।"

"মেয়েমানুষ! বুঝতেই পারছেন। একজন আরেকজনের গলা চেপে না ধরলে শান্তি পায় না। তবে পরিস্থিতি যথেষ্ট ঘোলাটে হয়ে উঠেছিল। আমি বুঝতে পারি না, ঠিক কেন আমায়াস ক্রেল বাঁধা দেয়নি। মেরেডিথ ব্লেকের মতে এলসার ছবিটা শেষ করতে চাইছিল। আপনার কি মনে হয়, কারণটা যথেষ্ট?" গোয়েন্দার দিকে প্রশ্ন ছুড়ল সুপারিন্টেনডেন্ট।

"হুম, তাই তো মনে হয়," ছোট করে বলল পোয়ারো।

"আমার কিন্তু মনে হয় না। লোকটা স্রেফ বিপদ ডেকে আনছিল।"

"সম্ভবত এলসার উপরেও রেগে গিয়েছিল লোকটা। ঝামেলা পাকানোর জন্য।"

"অবশ্যই। মেরেডিথ ব্লেকও তেমনটাই জানিয়েছে। আমি বুঝি না কেন এলসাকেই লাগবে? ওঁর একটা ছবি তুলে নিলেই তো চলত! পরে সেটা দেখে আঁকতে পারত। আমি এক ছেলেকে চিনি, বিভিন্ন জায়গার জলরঙা ছবি আঁকে এভাবেই।"

BanglaBook.org

এবারে অসম্মত হল গোয়েন্দা। "নাহ- ক্রেলের শিল্পী সত্ত্বাকে বুঝতে পারছি আমি। একটা কথা আপনাকেও মেনে নিতে হবে বন্ধু, ওই সময় হয়তো ছবিটাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল আমায়াস ক্রেলের কাছে। বিয়ের তাগিদ থাকুক বা না থাকুক, ছবির তাগিদ ছিল সবার আগে। ঠিক সেজন্যই বিয়ের কথাটা ছবি শেষ হবার আগে উঠতেই খেপে গিয়েছিল। তবে মেয়েটা এভাবে ভাবেনি। মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রেম সবসময় বেশি গুরুত্ব পায়।"

"সেসব বেশ জানা আছে আমার," আবেগের সঙ্গে বলল সুপারিন্টেনডেন্ট।

বলে চলল পোয়ারো, "পুরুষ, বিশেষ করে শিল্পীরা একটু ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ।"

"শিল্পী! আঁকিয়ে! এই ছবির ব্যাপার স্যাপার কোনও দিন আমার মাথায় ঢুকবে না মসিয়ো। আপনি আমায়াস ক্রেলের ছবিটা দেখেছেন? ভারসাম্যহীন ছবি। দেখে মনে হয় ছবির মেয়েটার দাঁতে ব্যাথা হয়েছে, আর ছাদের দেওয়াল হেলে পড়েছে একপাশে। বিচ্ছিরি মন খারাপ করা দৃশ্য। দীর্ঘদিন মনে গেঁথে ছিল দৃশ্যটা। এখনও মাঝে মাঝে হানা দেয় দুঃস্বপ্নে। ওটা দেখার পর থেকে বাস্তব জীবনেও দেওয়াল আর মেয়েদের দেখলে অনেকটা ওই আদল ভেসে ওঠে চোখে!"

পোয়ারো হেসে ফেলল। "না বুঝেও দিব্যি ভদ্রলোকের ছবির মহিমা বলে যাচ্ছেন।"

"ধুর ধুর। বাজে বকবেন না তো। একটা সুন্দর প্রাণোচ্ছল ছবি আঁকলে কী ক্ষতি হতো লোকটার? জোর করে ছবিতে কদর্য দিকটা ফুটিয়ে তোলা কি খুব দরকার?"

"কেউ কেউ অদ্ভুত সব আঙ্গিকে সৌন্দর্য খুঁজে পায়।"

"মেয়েটা দেখতে চমৎকার ছিল, কোনও সন্দেহ নেই," বলল হেইল। "চেহারা ঢেকে রাখত ভারী প্রসাধনে। পোশাকও ছিল খোলামেলা। ভেবে দেখুন একবার, যোল বছর আগে অমন পোশাক পরিচ্ছদ! আজকালকার দিনে অবশ্য এসব কোনও ব্যাপারই না। কিন্তু, তখন বেশ অবাক হয়েছিলাম।"

"এসব খুঁটিনাটি বেশ ভালই মনে আছে দেখছি," ফোঁড়ন কাটল পোয়ারো।

চেহারা লাল হয়ে গেল সুপারিন্টেনডেন্টের। "আমার মতামতগুলো আপনাকে জানাচ্ছি কেবল। এছাড়া বিশেষ কোনও কারণ নেই," তড়িঘড়ি বলল সে।

BanglaBook.org

"বেশ-বেশ," শান্ত কণ্ঠে একমত হল পোয়ারো। তারপর বলে চলল, "সুতরাং, ব্যাপারটা দাঁড়াল, ক্যারোলাইন ক্রেলের বিরুদ্ধে দু'জন প্রধান সাক্ষী- ফিলিপ ব্লেক আর এলসা গ্রিয়ার।"

"হ্যাঁ। দু'জনেই। কিন্তু বিচারের সময় মিসেস উইলিয়ামসকেও ডাকা হয়েছিল সাক্ষী কাঠগড়ায়। ওদের দু'জনের থেকেও তার কথাগুলো বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। পুরো ঘটনার সময় মিসেস ক্রেলের সঙ্গেই ছিল ভদ্রমহিলা। কিন্তু সততার স্বার্থে একচুল পিছে হটেনি। সব কথা সত্যি সত্যি জানিয়েছে আদালতকে।"

"আর মেরেডিথ ব্লেক? সে কি সত্যি বলেছিল?"

"পুরো বিষয়টা নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিল লোকটা। কেমন যেন করছিল সারাটা সময়। নিজেকে দোষী করছিল বিষটা সংগ্রহের জন্য। তাছাড়া ময়নাতদন্ত করা ডাক্তারও দোষটা পুরোপুরি চাপাতে চেয়েছিল ওর ঘাড়ে। বিষটা ভয়ানক। তাছাড়া ভদ্রলোক দু'পক্ষেরই মিত্র। তাই মৃত্যু এবং বিচার দুটোই গভীরভাবে আঘাত করেছিল তাকে। মানুষের চোখেও যথেষ্ট ছোট হয়েছিল। কুঁকড়ে গিয়েছিল অপরাধ বোধে।"

"আচ্ছা, ক্যারোলাইনের ছোট বোন আদালতে কোনও সাক্ষী দেয়নি?"

"না। তার প্রয়োজন হয় নি। ওর মুখ থেকে নতুন কোনও কথা জানার সম্ভাবনা ছিল না। তাছাড়া স্বামীর সঙ্গে মিসেস ক্রেলের কথোপকথনের সময় সেখানে ছিল না মেয়েটা। তবে হ্যাঁ, ক্যারোলাইনকে ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা বিয়ার বের করতে দেখেছিল ও। যদিও আসামীপক্ষ দাবি তুলতে পারত বোতলে কিছু মেশাতে দেখেনি মেয়েটা। কিন্তু তাতে লাভ হতো না বিশেষ। কারণ, বিষটা বোতলে পাওয়া যায়নি।"

"কিন্তু বাকিদের চোখ এড়িয়ে জিনিসটা গ্লাসে মেশাল কী করে?" প্রশ্ন তুলল এরকুল পোয়ারো।

"প্রথমত, ওরা ভাল করে লক্ষ্য করেনি। আমায়াস ক্রেল ডুবে ছিল ছবি আঁকায়। আর, এলসা ক্যারোলাইনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসেছিল। মেয়েটার নজর সোজাসুজি ছিল আমায়াস ক্রেলের কাঁধের উপর।"

বুঝদারের মতো মাথা নাড়াল পোয়ারো। আশ্বস্ত হয়ে বলে চলল হেইল, "যা বলছিলাম, কেউ দেখেনি মিসেস ক্রেলের দিকে। তাছাড়া সরু একটা পিপেটে (রসায়ন গবেষণাগারে ব্যবহৃত এক প্রকার ধারক) করে বিষটা রেখেছিল। জিনিসটা দিয়ে সাধারণত ফাউন্টেনপেনে কালি ভরা হতো। বাগান থেকে বাড়ি ফেরার পথে ভাঙা পিপেটটার হদিস পেয়েছিলাম আমরা।"

BanglaBook.org

"আপনার কাছে দেখি সব প্রশ্নের জবাব হাজির," বিড়বিড় করল গোয়েন্দা।

"আপনি এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না! একবার ঠাণ্ডা মাথায় ভাবুন তো- ভদ্রমহিলা স্বামীকে খুন করার হুমকি দিল। চুরি করল বিষটা। যে বোতলে করে বিষ সরিয়েছিল তা একমাত্র সে ছাড়া আর কেউ ধরেনি। নিজে থেকে যেচে স্বামীর জন্য বরফ শীতল বিয়ার নিয়ে হাজির হয়েছে বাগানে। অথচ, তখন দু'জনের মধ্য বিরাট ঝামেলা চলছে। কথা পর্যন্ত বন্ধ-"

"হুম, এই ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত। আমারও খটকা লাগছে।"

"সেটাই। হঠাৎ করে স্বামীর জন্য এতো দরদ কীসের? আমায়াস ক্রেল অভিযোগও তুলেছিলেন বিয়ারের স্বাদ নিয়ে। কোনাইন খুবই বিস্বাদ একটা জিনিস। তারপর ধরুন মৃতদেহ খুঁজে পাবার ব্যাপারটা। সেটাও সাজানো। কৌশলে গভর্নেসকে পাঠিয়ে দিল ফোন করতে। কেন? যাতে গ্লাস আর বোতল থেকে নিজের আঙুলের ছাপগুলো ঘসে তুলে ফেলতে পারে সেই সুযোগে। তারপর কেবল বলে দিলেই চলত ব্যাপারটা নিছক অপরাধ বোধ থেকে আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। চমৎকার গল্প।"

"উঁহু, গল্পে ফাঁক ছিল প্রচুর।"

"অবশ্যই ছিল। আমার ধারণা পুরো বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবে ভাবার চেষ্টা করেনি ক্যারোলাইন ক্রেল। ঈর্ষা আর ঘৃণায় পাগল হয়ে গিয়েছিল তখন। খুন চেপেছিল মাথায়। কিন্তু কাজটা শেষ হয়ে যেতেই রাতারাতি উপলব্ধিটুকু গভীর ভাবে ধাক্কা দেয়। হত্যা! খুন করেছে সে। আর খুনের শাস্তি হয় মৃত্যুদণ্ড। তখন খড়কুটোর মতো একটা সম্ভাবনাকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে- তার স্বামী আত্মহত্যা করেছে। সবাই সেটা বিশ্বাস করে নিলেই বাঁচতে পারত ক্যারোলাইন।"

"হয়তো আপনার কথাই ঠিক," সায় দিল পোয়ারো।

"একভাবে দেখতে গেলে হত্যাটা পূর্বপরিকল্পিত। আবার, অন্যভাবে দেখলে হুট করে খুন," বলল হেইল। "আমার মনে হয় রাগে-দুঃখে পাগল হয়ে অন্ধের মতো কাজ করেছিল ক্যারোলাইন ক্রেল।"

"কে জানে!" বিড়বিড় করল পোয়ারো।

কৌতূহলভরে গোয়েন্দাকে দেখল সুপারিন্টেনডেন্ট হেইল। "এবারে আপনার বিশ্বাস হয়েছে তো? বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই কেসটাতে কোনও ঘাপলা নেই?"

"অনেকটা। কিন্তু, পুরোপুরি নয়। দু-একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে কেসটাতে...!"

BanglaBook.org

"ঘটনার অন্য কোনও ব্যাখ্যা আপনার কাছে আছে কি? থাকলে বলুন।"

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ল পোয়ারো, "ঘরের বাকিরা কী করছিল সেদিন সকালে?"

"সবার খবর নিয়েছি। কাজটা করার পেছনে অন্য কারও কোনও স্বার্থ ছিল না। হয়তো ভাবছেন, কেউ একজন ভদ্রলোকের হাতে বিষের ক্যাপসুল ধরিয়ে দিয়ে বলেছে- জিনিসটা খাবার আগে খেলে হজমে সুবিধা হবে। তারপর সুযোগ বুঝে পালিয়ে গেছে ইংল্যান্ডের অন্য প্রান্তে।"

"এক্ষেত্রে তেমন হয়নি বলছেন?"

"হজমে কোনও গোলমাল ছিল না ভদ্রলোকের। তাছাড়া এরকম ঘটার সম্ভাবনা একেবারে নেই বললেই চলে। যদিও মেরেডিথ ব্লেক নানা সময়ে নিজের তৈরি হাতুড়ে ওষুধ খেতে পরামর্শ দিত, কিন্তু আমার মনে হয় না আমায়াস ক্রেল কখনও ওসব খেয়ে দেখেছে। যদি খেয়েই থাকত, তাহলে ব্যাপারটা নিয়ে রসিকতা করতে ভুলত না। তাছাড়া, মিস্টার ক্রেলকে খুন করে মেরেডিথের কী লাভ? সব সূত্র প্রমাণ করে আমায়াসের সঙ্গে চমৎকার ছিল তার সম্পর্ক। সবার সঙ্গেই খাতির ছিল লোকটার। ফিলিপের সেরা বন্ধু ছিল ক্রেল, আর এলসার প্রেমিক।

"একমাত্র মিস উইলিয়ামসের ওর ভাবভঙ্গি পছন্দ হতো না। যদিও সেই অসন্তোষ খুন করার মতো যথেষ্ট নয়। ক্যারোলাইনের ছোট বোনের সঙ্গে খুনসুটি হতো বটে, কিন্তু তাও ছিল মধুর সম্পর্ক। তাছাড়া তখন স্কুল নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকত মেয়েটা। বয়সই বা ছিল কত! সবাই ওর একটু বেশিই যত্ন নিত। কারণটা জানেন নিশ্চয়ই? ছোটবেলায় দারুণ আহত হয়েছিল মেয়েটা। পুরো দোষ ছিল ক্যারোলাইন ক্রেলের। ওই অল্প বয়সেই অতো রাগ মহিলার, তার থেকেও তো প্রমাণ হয় কেমন আত্মনিয়ন্ত্রণহীন মানুষ ছিল সে। একবার ভাবুন- অতটুকু একটা শিশুর এক চোখ বরাবরের মতো কানা করে ফেলল!"

"ঘটনাটা থেকে এটাও বোঝা যায়, ছোট্ট অ্যাঞ্জেলা ওয়ারেন-এর মনে ক্যারোলাইনের প্রতি ক্ষোভ পুষে রাখার মতো যথেষ্ট কারণ ছিল," বাড়তি যোগ করল পোয়ারো।

"হয়তো- কিন্তু আমায়াস ক্রেলের উপর তো কোনও রাগ ছিল না। তাছাড়া বোনের যথেষ্ট যত্ন নিত মিসেস ক্রেল। মা-বাবার মৃত্যুর পর বোনকে নিজের কাছে এনে রেখেছিল। সবাই বলে, অনেক প্রশ্রয় দিত। মেয়েটাও ভালবাসত বোনকে। তাই শুনানির সময়ও ওকে যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে ক্যারোলাইনের ইচ্ছা ছিল তেমনটাই। মেয়েটা অবশ্য বার বার জেলে যেতে চেয়েছিল বোনকে দেখতে। কিন্তু, ক্যারোলাইন রাজি হয়নি।

BanglaBook.org

বলেছিল, এতে নাকি ওর বোন মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। বরং, অ্যাঞ্জেলাকে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল পড়ালেখা করতে।" একটু থেমে ফের যোগ করল হেইল, "এখন অবশ্য গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছে মেয়েটা। উদ্ভট সব জায়গায় অভিযানে যায়। বিভিন্ন বিষয়ে লেকচার দিয়ে বেড়ায়।"

"আদালতের ব্যাপারটা নিয়ে কেউ মাতামাতি করে না?"

"নাহ। আসলে ওদের পদবী তো এক ছিল না। তাছাড়া বাবাও ভিন্ন। ক্যারোলাইনের পদবী ছিল স্পালডিং।"

"আচ্ছা, মিস উইলিয়ামস ঠিক কার গভর্নেস ছিল? ক্যারোলাইনের মেয়ের, নাকি অ্যাঞ্জেলার?"

"অ্যাঞ্জেলার। মেয়েটার জন্য একটা বাড়তি নার্সও রাখা হয়েছিল। কিন্তু, লেখা-পড়ার জন্য সাধারণত মিস উইলিয়ামসের কাছেই আসত প্রতিদিন।"

"ঘটনার সময় কোথায় ছিল ও?" জানতে চাইল পোয়ারো।

"নার্সকে সঙ্গে নিয়ে নানীর কাছে বেড়াতে গিয়েছিল। বিধবা ভদ্রমহিলা, ইতিমধ্যেই নিজের দুই মেয়েকে হারিয়েছে। কার্লাকে অনেক ভালবাসত তাই।"

"ও আচ্ছা," ছোট্ট করে বলল পোয়ারো।

হেইল বলে চলল, "বাকিদের সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা দিতে পারব। এলসা গ্রিয়ার সকালের নাস্তা শেষে বসেছিল লাইব্রেরীর জানলার কাছেই। দু'জনের ঝগড়া সেখান থেকেই শুনতে পায়। তারপর আমায়াসকে সঙ্গে নিয়ে বাগানে হাজির হয় মেয়েটা। সেখানেই ছবির জন্য বিশেষ ভঙ্গীতে বসে থাকে লাঞ্চের আগ পর্যন্ত। মাঝে কয়েকবার বিরতি দেওয়া হয় ওকে, হাত-পা নেড়ে স্বাভাবিক হবার জন্য।

"ফিলিপ ব্লেক বাড়িতে আসে নাস্তার পরে। সেও ঝগড়াটা শোনে। এর একটু বাদে আমায়াস আর এলসা বাগানে চলে গেলে সে খবরের কাগজ পড়তে ব্যস্ত হয়ে যায়। ব্যস্ততা ভাঙে ভাইয়ের টেলিফোন পেয়ে। এরপর লোকটা লেকের ধারে যায় ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে। দু'ভাই ওখান থেকে বাগান ঘেঁষা রাস্তাটা দিয়ে বাড়ির পথ ধরে। এর মধ্যে মিস গ্রিয়ার একবার বাড়িতে ফেরে একটা পুলওভার আনতে, বাইরের বাতাসে নাকি শীত করছিল ওর। এই ফাঁকে ক্যারোলাইন স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে আসে অ্যাঞ্জেলার স্কুলে যাবার ব্যাপারটা নিয়ে।"

"আহ! এই আলোচনাটা নিশ্চয়ই শান্তিপূর্ণ ছিল?" কথার মাঝখানে বাঁধা দিল পোয়ারো।

BanglaBook.org

"উঁহু। উল্টো খেপে গিয়েছিল আমায়াস ক্রেল। আসলে গৃহস্থালি বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে মোটেই রাজি ছিল না লোকটা। আমার মনে হয়, সত্যিকার অর্থেই বিচ্ছেদ হলে আগেভাগেই অ্যাঞ্জেলার জন্য একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে ফেলতে চেয়েছিল ভদ্রমহিলা।"

পোয়ারো একমত হতেই বলে চলল হেইল, "ব্লেক ভাইয়েরা এসে এরপর কথা বলে আমায়াসের সঙ্গে। একটু বাদে এলসা হাজির হয় সেখানে। বসে পড়ে আগের জায়গায়, নির্দিষ্ট ভঙ্গীতে। এলসা বসার সঙ্গে সঙ্গে তুলি তুলে নেয় আমায়াস ক্রেল। স্পষ্ট নির্দেশ, বাকিরা বিদায় হলেই ভাল। তবে যাবার আগেই মিস্টার ক্রেল বিয়ার নিয়ে অভিযোগ করে ব্লেক ভাইদের কাছে। বলে, ওখানে কোনও ঠাণ্ডা বিয়ারের বোতল নেই। তখন ক্যারোলাইন বলে- বাড়ি থেকে ঠাণ্ডা বিয়ার পাঠাবে।"

"ওহ!"

"হুম। দেখলেন, বিয়ারের ব্যাপারে একেবারে বিনয়ের অবতার বনে গিয়েছিল ক্যারোলাইন। দুই ভাই বাড়ির দিকে যায় এরপর। গিয়ে বসে বাইরের সিঁড়িতে। সেখানেই ওদের জন্য বিয়ার নিয়ে হাজির হয় ক্যারোলাইন আর অ্যাঞ্জেলা।

"এরপর অ্যাঞ্জেলা চলে যায় লেকে স্নান করতে, ফিলিপও ওদিকেও যায় ওর সঙ্গে।

"একটু বাদে মেরেডিথ উঠে যায়। বাগানের কাছাকাছি একটা খোলা জায়গায় গিয়ে বসে সে। ওখান থেকে দিব্যি দেখতে পায় এলসাকে। ভাসা ভাসা কিছু কথাও আসে তার কানে। ওখানে বসেই হারিয়ে যাওয়া বিষের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে থাকে লোকটা। ভীষণ চিন্তিত ছিল। ওকে দেখতে পেয়ে দূর থেকে হাত নাড়ে এলসা। বাড়িতে খাবার বেল বাজতেই বাগানে চলে আসে মেরেডিথ, তারপর এলসাকে সঙ্গে করে ফেরে বাড়িতে। তবে, তখন নাকি আমায়াসকে বেশ অসুস্থ মনে হয়েছিল তার। যদিও সেসব নিয়ে বেশি কিছু ভাবেনি। আসলে অসুখ বিসুখ আমায়াসকে কখনও স্পর্শ করত না। তাই হুট করে অসুস্থ হয়ে গেছে তেমনটা বিশ্বাস হয়নি। তাছাড়া, ছবি মনের মতো না হলে ভীষণ খেপে যেত আমায়স ক্রেল। তেমনটা হলেও দেখে অসুস্থ মনে হতো। এমন অবস্থায় ওকে একা থাকতে দেওয়াটাই ছিল নিয়ম। এলসা আর মেরেডিথ ঠিক সেই কাজটাই করেছিল।

"পুরোটা সময় বাড়ির কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল বাড়ির চাকরের দল। মিস উইলিয়ামস স্কুলঘরে বসে বইখাতা গোছগাছ করছিল। তারপর চলে আসে উঠানে। অ্যাঞ্জেলা দিনের বেশিরভাগটাই কাটায় বাগানে ছুটোছুটি করে। গাছ

BanglaBook.org

বেয়ে উঠে, ফল পেড়ে। পনের বছরের মেয়ে, বুঝতেই পারছেন! গাছের আপেল, নাশপাতি ইত্যাদির দিকে ঝোঁক বেশি। এরপর মেয়েটা বাড়ি ফেরে। আর একটু বাদে ফিলিপ ব্লেকের সঙ্গে চলে যায় লেকের ধারে স্নান করতে। লাঞ্চের আগে পর্যন্ত সেখানেই সময় কাটায়।"

এবারে থামল সুপারিন্টেনডেন্ট। "এবারে বলুন," পোয়ারোকে প্রশ্ন করল, "পুরো ঘটনায় কোনও গোলমাল চোখে পড়ছে কি?"

"একটুও না," জানাল পোয়ারো। "তবুও, পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত হতে চাই। আমি-"

"কী করবেন আপনি?"

"ঘটনার সঙ্গে জড়িত পাঁচ জনের সঙ্গে দেখা করব। আর প্রত্যেকের থেকে জেনে নেব তাদের কথা।"

গভীরভাবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সুপারিন্টেনডেন্ট হেইল। "উন্মাদ হয়ে গেছেন আপনি! একটা গল্পও খাপে খাপে মিলবে না। বুঝতে পারছেন না? ঘটনাগুলো স্পষ্ট মনে নেই কারোই। তাছাড়া এতগুলো বছর পেরিয়ে গেছে। প্রত্যেকের কথা আলাদা আলাদা শুনে কী লাভ? পাঁচজন পাঁচ রকমের খুনের কাহিনী শোনাবে আপনাকে।"

"আমি তো সেটাই চাই," বলল পোয়ারো।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৭.
ছোট্ট শূকর বাজারে যায়...

ফিলিপ ব্লেক লোকটা ঠিক মন্টেগু ডেপ্লিচের বর্ণনা থেকে উঠে আসা চরিত্র যেন! ধনাঢ্য, প্রখর, আমুদে মানুষ। বয়সের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কিছুটা মুটিয়ে গেছে শরীর।

সন্ধে সাড়ে ছ'টা। ঘড়ি ধরে হাজির হয়েছে এরকুল পোয়ারো, লোকটার সঙ্গে দেখা করতে।

গলফ খেলায় মগ্ন ফিলিপ ব্লেক, এইমাত্র দারুণ এক স্কোর করেছে। জয় চলে এসেছে আরও কাছে। খোশমেজাজে আছে আজ।

লোকটাকে নিজের দায়িত্বের ব্যাপারটা খুলে জানাল পোয়ারো। তবে একটু ঘুরিয়ে বলল। শুনে ফিলিপ ভাবল, অপরাধ জগতের কিছু চমকপ্রদ কাহিনী নিয়ে বই লেখা হচ্ছে।

ভুরু তুলল ফিলিপ। "এসব ঘটনা লিখে কী লাভ?" সন্দেহের সুর ফুটল তার কণ্ঠে।

কাঁধ ঝাঁকাল পোয়ারো। পুরো ব্যাপারটা নিয়ে এক প্রকার উদাসীন ভাব ধরে রাখল। আজ কিছুটা তাচ্ছিল্যের শিকার হতে আপত্তি নেই তার, কাজ আদায় হলেই হল।

"মুখরোচক খাবার বলতে পারেন। লোকে এই ধরণের গল্প খুব পছন্দ করে," মন্তব্য করল এরকুল পোয়ারো।

"যতসব পিশাচের দল," কৌতুক করল ফিলিপ।

"মানুষের স্বভাব। আপনার আমার মতো যারা জগতটা চেনে তারা অবশ্য ধোঁকা খায় না।"

নিজের প্রশংসা শুনে খুশি হল ফিলিপ। বলল, "ধোঁকা! আমাকে দিতে পারবে না। বহু আগেই মরিচিকাগুলোকে বিদায় দিয়েছি জীবন থেকে।"

"মরিচিকা থেকে মুক্তি পেয়েছেন? বেশ, ভালই তো," পোয়ারো তাল দিল লোকটার কথায়। "আমি অবশ্য শুনেছিলাম, আপনি ভাল গল্পও বলতে পারেন।"

"আহ!" চিকচিক করে উঠল ফিলিপের চোখ দুটো। "এই গল্পটা শুনেছেন?" বলেই একটা গল্প শুরু করল ফিলিপ ব্লেক।

গল্পের একদম উপযুক্ত জায়গায় পৌঁছে হাসল পোয়ারো। গল্পটা মোটেই উপদেশমূলক নয়, বরং হাসির।

BanglaBook.org

চেয়ারে হেলান দিল লোকটা, চোখে তৃপ্তির ছাপ স্পষ্ট।

ওকে দেখে হঠাৎ পুরনো ছড়াটার কথা মনে পড়ে গেল গোয়েন্দার। একটা লাইনের সঙ্গে লোকটার স্বভাব হুবহু মিলে যায়- 'ছোট্ট শূকর বাজারে যায়'। পেশাদারী একটা শূকর ছানার মতো মনে হচ্ছে তাকে। ব্যবসা সফল আত্মতৃপ্ত শূকর।

কিন্তু ফিলিপের ভেতরে বাস করা সত্যিকারের মানুষটা আসলে কে? দেখে মনে হয় সংসারে কারও প্রতি কোনও দরদ নেই ওর। অতীতের কোনও স্মৃতি নিয়ে আক্ষেপ নেই। কেবল বাজারে গিয়ে যথেষ্ট টাকা কামিয়ে এনেছে শূকরের মতো। নিজের ন্যায্য দাম আদায় করে নিয়েছে কড়ায়-গণ্ডায়।

কিন্তু অতীতে হয়তো আরও বেশি ধনী ছিল লোকটা। যৌবনে ছিল রূপের প্রাচুর্য। চোখদুটো একটু বেশিই ছোট। তবে সেটা নিশ্চয়ই বড় খুঁত নয়। আচ্ছা, লোকটার বয়স এখন কত? সম্ভবত, পঞ্চাশ থেকে ষাটের মাঝামাঝি। অর্থাৎ, ক্রেলদের ঘটনার সময় বয়স ছিল চল্লিশের মতো। তখন কেমন মানুষ ছিল ও? হয়তো, এখনের থেকে সাবধানী। জীবন থেকে চাইত আরও অনেক বেশি। কারও কথায় পটে যেত না এখনকার মতো।

"আশাকরি আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছেন?" ছোট্ট করে বলল পোয়ারো।

"উঁহু! সত্যি বলতে, বুঝতে পারছি না।" চেয়ারে সটান হল মানুষটা। "আপনি তো লেখক নন, তাহলে কেন আপনাকে...?" বুদ্ধির ছাপ পড়ল কণ্ঠে।

"তা তো বটেই। আসলে, পেশাদার গোয়েন্দা আমি।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ খুব জানি," তাচ্ছিল্যের সুর ফুটল ফিলিপের কণ্ঠে, "আপনিই সেই সদা-বিখ্যাত গোয়েন্দা, এরকুল পোয়ারো।"

এই কথাটুকু দিয়েই ফিলিপ স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল- কোনও ভিনদেশীর আজগুবি কথায় পাত্তা দেবার মোটেই ইচ্ছে নেই তার।

এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে পোয়ারোর উদ্দেশ্য সফল- লোকটা তাকে তুচ্ছ করতে শুরু করেছে। সুতরাং, কথা আদায় করা সহজ হবে। তবে মনে মনে যথেষ্ট বিরক্তও হল- লোকটা তার গোয়েন্দাগিরির গুণটাকে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে। ভাবছে এসব মেয়েদের সস্তা আনন্দের খোঁড়াক। এ-তো রীতিমত ক্ষমার অযোগ্য।

"শুনে খুশি হলাম আপনি আমার ব্যাপারটা জানেন," কপট গুরুত্বের সঙ্গে বলল গোয়েন্দা। "আমার সাফল্য গড়ে উঠেছে মানুষের স্বভাব বিশ্লেষণ ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে। আজকালকার দিনে অপরাধ জগতে ওটাই সবথেকে বড় প্রশ্ন- কেন? আগে অবশ্য প্রেম নিয়ে মাতামাতি হতো বেশি। বিখ্যাত

BanglaBook.org

অপরাধের গল্পগুলোর সঙ্গে ভালবাসার একটা আঙ্গিক মিশিয়ে ব্যাপারটা একঘেয়ে করে ফেলা হতো। এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। এখনকার গল্পে স্ত্রীর বিরাট শরীরের পাশে নিজেকে নিছক বেমানান মনে হলেও তাকে খুন করে ফেলতে পারে স্বামী। আবার দেখা গেল শৈশবে বাবার বকা খেয়ে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত কোনও মেয়ে বদলে গেছে ভয়ংকর খুনিতে। বর্তমান অপরাধ জগতে- কেন'র ভূমিকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"

সামান্য হাই তুলল ফিলিপ। "এ আর এমন-কী ব্যাপার! বেশিরভাগ সময়েই সেই কেন'র উত্তর- টাকা।"

"উঁহু, টাকাই সব ক্ষেত্রে মূল কারণ না," জোর দিয়ে বলল পোয়ারো।

"ওহ, তাহলে এসব ক্ষেত্রেই আপনার কেরামতি?"

"ঠিক। আমার কেরামতি ওখানেই। অতীতের কিছু অপরাধের কাহিনী নতুন করে লেখার চেষ্টা হচ্ছে। এবারে বেশি করে লক্ষ্য রাখা হবে ঘটনার মনস্তাত্ত্বিক দিকটায়। অপরাধের পেছনে প্রধান কারণ উদ্ধার করাই আমার দায়িত্ব। তাছাড়া কাজটার জন্য কমিশনও পাচ্ছি।"

হাসি ছড়িয়ে পড়ল ফিলিপের ঠোঁটে।

"আশাকরি পারিশ্রমিকের অঙ্কটা ভালই?"

"আশা তো আছেই- দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কত দেয়!"

"অভিনন্দন! এবারে বলুন তো, পুরো ঘটনায় আমার ভূমিকা ঠিক কোথায়?"

"ক্রেলদের কেসটার ব্যাপারে কিছু জানার আছে আপনার কাছে।"

কথাটা শুনে মোটেই বিচলিত মনে হল না লোকটাকে। সামান্য ভাবনার ছাপ স্পষ্ট হল কপালে। বলল, "হুম। ক্রেলদের কেসটা। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই-"

"এতদিন বাদে ঘটনাটা নিয়ে ভাবতে নিশ্চয়ই খারাপ লাগবে আপনার?" চিন্তিত স্বরে বলল গোয়েন্দা।

"সে লাগতেই পারে," কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। "কিন্তু যে জিনিস আটকানো অসম্ভব, তা নিয়ে ভাবাও সময়ের অপচয়। তাছাড়া ক্যারোলাইন ক্রেলের মামলাটা তো কারও নিজের সম্পত্তি না। ওটা নিয়ে লেখার অধিকার সবার আছে। আপত্তি তুলে কী লাভ? তবে আপনাকে বলতে দ্বিধা নেই, মামলাটা বড় অস্বস্তিকর, অন্তত আমার জন্য। বুঝতেই পারছেন, আমার সেরা বন্ধুদের একজন ছিল আমায়াস। ভাবতে খারাপ লাগছে যে ওর অতীতটা আবার খুঁচিয়ে দেখা হবে। যাই হোক, যা হবার হবে। সমস্যা নেই।"

"আপনার কথাগুলো পুরোদস্তুর দার্শনিকের মতো। দর্শন-বিদ্যা চর্চা করেন নাকি?"

BanglaBook.org

"ধ্যাত! তবে কথার খোঁচা কীভাবে এড়াতে হয় জানা আছে আমার," বলল ফিলিপ। "আমার ধারণা, আপনি অন্যদের থেকে কম জ্বালাবেন।"

"আশাকরি মন থেকে সুন্দর করে গুছিয়ে লিখতে পারব সবটা," আশ্বস্ত করতে চাইল পোয়ারো।

মুখ দিয়ে জোর করে হাসির শব্দ তুলল ফিলিপ। "শুনে হাসি পাচ্ছে মসিয়ো," বলল বটে, কিন্তু চেহারায় বিন্দুমাত্র আনন্দের ছাপ নেই।

"একটা ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন," বলল পোয়ারো, "কাজটা নিজের আগ্রহ থেকে করছি। টাকার জন্য নয়। অতীতের ঘটনাগুলো আরও একবার সাজিয়ে নিতে চাই চোখের সামনে। অনুভব করতে চাই পুরো দৃশ্যপট। নিশ্চিত ঘটনার পেছনের সত্যগুলোকে উদ্ধার করে প্রত্যেকের অনুভূতিগুলোর আসল দৃশ্যটা দেখার ইচ্ছা আছে।"

ব্লেক বলল, "এর মধ্যে রহস্য খুঁজতে চাইলে হতাশ হবেন। সাধারণ নারীঘটিত ঈর্ষার মামলা। এছাড়া আর বিশেষ কিছু পাবেন না ওতে।"

"পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আপনার মতামতগুলো জানতে পারলে বড় উপকার হয়।"

হঠাৎ খেপে গেল ফিলিপ ব্লেক। চেহারায় রক্ত উঠে এল তার। চেঁচিয়ে বলল, "মতামত! অনুভূতি! বিরাট বিজ্ঞের মতো বলে দিলেন কথাগুলো? ওই সময় দাঁড়িয়ে মতামত দেবার মতো অবস্থা ছিল না আমার। আপনি কি বুঝতে পারছেন? আমার প্রিয় বন্ধুকে বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়েছে! একটু আগে আন্দাজ করতে পারলে হয়ত বাঁচানো যেত ওকে।"

"সে ব্যাপারে এত নিশ্চিত হচ্ছেন কী করে?"

"যথেষ্ট কারণ আছে। আশাকরি কেসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলো এর মধ্যেই জেনে নিয়েছেন আপনি?" মাথা নেড়ে সায় দিল পোয়ারো। "বেশ," বলে চলল লোকটা, "ঘটনার দিন সকালে আমার ভাই মেরেডিথের থেকে একটা ফোনকল পাই। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল বেচারা। জানাল ওর গবেষণাগার থেকে কিছুটা বিষ হারিয়ে গেছে। ভয়ংকর বিষ। আর সেসব শুনে আমি কী করলাম? ওকে ডেকে পাঠালাম বিস্তারিত আলাপ করার জন্য। যাতে ঠিক করতে পারি- কী করলে ভাল হয়। ভাবুন, কত বড় গাধামি করেছিলাম সেদিন। আমার বোঝা উচিত ছিল, আর এক মুহূর্তও দেরি করা ঠিক হবে না। তখনই গিয়ে সাবধান করা উচিত ছিল বন্ধুকে। বলে দেওয়া উচিত ছিল- ওরই স্ত্রী বিষ চুরি করেছে মেরেডিথের সংগ্রহ থেকে। সতর্ক করা উচিত ছিল- 'তুমি আর এলসা সাবধান হয়ে যাও'।"

উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ল ব্লেক।

BanglaBook.org

"সত্যিই মসিয়ো পোয়ারো! আপনার কি মনে হয়, ব্যাপারটা আমাকে দিনের পর দিন ভাবায়নি? মনে করিয়ে দেয়নি- একটা সুযোগ এসেছিল বন্ধুকে বাঁচানোর, অথচ কিছুই করতে পারিনি। বৃথা অপেক্ষা করেছি সেদিন মেরেডিথের জন্য। আরও আগে বোঝা উচিত ছিল ক্যারোলাইনের মতলব। জানা উচিত ছিল, মেয়েটা প্রথম সুযোগই কাজে লাগাতে চাইবে। হারিয়ে যাওয়া বিষের ব্যাপারটা কেউ বুঝে ফেলার আগেই মিটিয়ে ফেলতে চাইবে সমস্ত হিসাব। আমার বন্ধুর ঘাড়ে ঝুলছিল বিপদের তলোয়ার- আমি কিছুই করতে পারিনি ওকে বাঁচাতে!"

"আপনি শুধু শুধু নিজেকে দোষ দিচ্ছে। বোঝার মতো যথেষ্ট সময় ছিল না হাতে-"

পোয়ারোকে কথাটা শেষ করতে দিল না লোকটা। "সময়? যথেষ্ট সময় ছিল। ছুটে যেতে পারতাম বন্ধুর কাছে। তবে, ও হয়তো বিশ্বাস নাও করতে পারতো। আসলে নিজের উপর কখনও বিপদ আসতে পারে এমনটা ভাবতই না আমায়াস। কথাটা হয়তো হেসেই উড়িয়ে দিত। তাছাড়া ক্যারোলাইনের স্বরূপটা কখনও বুঝতে উঠতে পারেনি ও। কিন্তু, সোজা মেয়েটার কাছেই চলে যেতে পারতাম সেদিন। শাসিয়ে দিতে পারতাম- প্ল্যানটা ধরে ফেলেছি বলে। বলতাম- বিষের প্রভাবে আমায়াসের মৃত্যু হলে ওর গলায় ফাঁসির দড়ি ঝুলবে। কথাগুলো শুনে নিশ্চয়ই মত বদলাতো ক্যারোলাইন। তাছাড়া পুলিশকেও জানানো যেত। সেসব না করে আমি করলাম কী? বসে থাকলাম মেরেডিথের জন্য, বেছে নিলাম ঝামেলাহীন সতর্কতার পথ। আমার ভাই জীবনে কোনও দিন হুট করে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। কপাল ভাল পরিবারের বড় সন্তান হিসাবে কিছুটা জায়গা জমি জুটেছে ভাগে। থাকা খাওয়ার কষ্ট হচ্ছে না। নিজে থেকে কামাই রোজগারের চেষ্টা করলে নির্ঘাত সব হারাতো।"

কথার এই পর্যায়ে প্রশ্ন করল পোয়ারো, "বিষটা কে সরিয়েছিল সে ব্যাপারে তাহলে আপনার মনে কোনও সন্দেহ নেই?"

"এক বিন্দুও না। ঘটনাটা শুনেই বুঝেছিলাম ওটা ক্যারোলাইনের কাজ। মেয়েটাকে হাড়ে হাড়ে চিনতাম আমি।"

"তাই নাকি?" কৌতূহলী হয়ে উঠল এরকুল পোয়ারো। "আমিও জানতে চাই ঠিক কেমন মেয়ে ছিল ক্যারোলাইন ক্রেল।"

"কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ভোলাভালা মুখোশটা ওর আসল রূপ নয়," তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানিয়ে দিল ফিলিপ ব্লেক।

"তাহলে?"

BanglaBook.org

"আপনি সত্যিই জানতে চান?" গম্ভীর শোনাল লোকটার কণ্ঠস্বর। এর মধ্যেই চেয়ারে বসে পড়েছে আবার।

"অবশ্যই।"

"আগাগোড়া নষ্টা মেয়ে ছিল ক্যারোলাইন। তবে হ্যাঁ, একটা চটক ছিল ওর মাঝে। স্বীকার করতে হবে। মিষ্টি কথায় মানুষের মন জিতে নেবার গুণ ছিল ওর। দেখে শুনে বেশ অসহায় আর দুর্বল মনে হতো, তাই মানুষের সহানুভূতি কাজ করত মেয়েটার উপর। কিন্তু তলে তলে ও ছিল ধূর্ত আর কূট। তাছাড়া রাগও ছিল প্রচণ্ড।

"কেউ আপনাকে বলেছে কী না জানি না- ক্যারোলাইন ওর ছোট বোনের সঙ্গে কী করেছিল। ঈর্ষা, বুঝলেন? ওর মা দ্বিতীয়বার বিয়ে করার পর অ্যাঞ্জেলার জন্ম হল। মায়ের ভালবাসার অনেকটা দখল করে নিল অ্যাঞ্জেলা। ব্যাপারটা সহ্য হয়নি ওর। লোহার রড দিয়ে বাড়ি মেরে খুন করতে চেয়েছিল ছোট বোনকে। কপাল ভাল সে যাত্রা বেঁচে যায় অ্যাঞ্জেলা। কিন্তু, ভয়ংকর আহত হয়েছিল। কী রোমহর্ষক, ভেবে দেখুন!"

"তা আর বলতে," সায় দিল পোয়ারো।

"সেটাই ওর আসল রূপ। সবসময় সবথেকে বেশি গুরুত্ব পাওয়া চাই ওর। দ্বিতীয় হওয়া মোটেই সহ্য করতে পারত না ক্যারোলাইন। অহংকার আর ঘৃণাবোধ ওকে খুন খারাপির অন্ধকার পর্যন্ত টেনে নামাতে সক্ষম ছিল।

"অতিরিক্ত আবেগি মনে হলেও আসলে খুব হিসেবি মেয়ে ছিল ক্যারোলাইন। উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল অ্যালডারব্যারিতে। তারপর সবদিক বিবেচনা করে সাজিয়েছিল ছক। টাকা পয়সা তেমন কিছুই ছিল না ওর। তাই বড়লোক হবার একমাত্র উপায় ছিল আমাদের কাউকে হাত করা। আমার ভাগ্যে সুযোগ জোটেনি- কারণ তখন আমিই ছিলাম ওদের মধ্যে সবচেয়ে গরীব। (আজকের দিন হলে অবশ্য ব্যাপারটা অন্যরকম হতে পারত!) কিছুটা সময়ের জন্য মেরেডিথকে নিয়ে মেতে উঠতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষমেশ আমায়াসের উপর লক্ষ্য স্থির করে। প্রথমত, সব ঠিক থাকলে আমায়াস হবে অ্যালডারব্যারির ভবিষ্যৎ মালিক। তাছাড়া, আমায়াসের শিল্পী সত্ত্বাও ছিল সেরার সেরা। সুতরাং, ক্যারোলাইনের জন্য কেবল আর্থিক নিরাপত্তাই নয়, বরং গুণী স্বামী পাবার ব্যাপারটাও একেবারে পাকা।

"ভাগ্য নিয়ে হিসেবি জুয়া খেলেছিল বলতে পারেন। সফলও হয়েছিল। দ্রুতই সমাজে স্বীকৃতি পায় আমায়াসের চিত্রকলা। গতানুগতিক আঁকিয়েদের মতো ছিল না ওর ছবিগুলো- কিন্তু, কদর বুঝে ঠিকই কিনত লোকে। ওর আঁকা কোনও ছবি দেখেছেন আপনি? চলুন, দেখাই।"

BanglaBook.org

পোয়ারোকে খাবার ঘরে নিয়ে চলল ফিলিপ। সেখানে পৌঁছে আঙুল দিয়ে দেখাল বা-দিকের দেওয়াল বরাবর।

"ওই দেখুন আমায়াসের আঁকা ছবি।"

"পোয়ারোর দৃষ্টি আটকে গেল দেওয়ালে। অবাক হয়ে দেখল, শিল্পী কী অদ্ভুত দক্ষতায় সাধারণ একটা বিষয়কে ব্যাখ্যা করেছে নিজের দৃষ্টিভঙ্গির জাদুতে রাঙিয়ে। সাধারণ দৃশ্যপট- মেহগনি কাঠের টেবিলে একটা ফুলদানি রাখা। কিন্তু ফুলগুলো যেন বিদ্রোহ করে আগুন হয়ে জ্বলছে। টেবিলটা প্রতিবাদ তুলে জেগে উঠেছে। বড্ড বেশি জীবন্ত ছবিটা। টেবিলের অসামঞ্জস্যতা নিশ্চিতভাবেই সুপারিন্টেনডেন্ট হেইলকে বিব্রত করত। লোকটা হয়তো অভিযোগ তুলতো- ফুলের ধরণ, রঙ, কিংবা টেবিলের মাপ ঠিক নেই। পরে হয়তো বুঝতে উঠতে পারত না, কেন ছবিটা দেখে ওর মনে অস্বস্তি হচ্ছে। ঠিক কেন!"

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল পোয়ারো। "হুম- বেশ বুঝতে পারছি," ধীরে ধীরে বলল সে।

গোয়েন্দাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলল ফিলিপ। বলল, "ছবির বিরাট কোনও বুঝদার না আমি। তবুও কেন জানি না ওই ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে এত ভাল লাগে। ছবিটা আসলেই চমৎকার।"

সহানুভূতির সঙ্গে মাথা নাড়ল গোয়েন্দা।

অতিথির দিকে সিগারেট বাড়িয়ে দিল ব্লেক। নিজেও ধরিয়ে নিল একটা। বলল, "এবার বুঝলেন তো। এমন একটা চমৎকার শিল্পীকে নিজের সেরা সময়টাতে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে পৃথিবী থেকে। কতটা প্রতিহিংসা থাকলে এমন কাজ করা সম্ভব একজন মেয়ের পক্ষে!"

সামান্য বিরতি নিয়ে ফের বলে চলল ফিলিপ, "আপনি হয়তো বলতে পারেন একপেশে অভিযোগ করছি। স্বীকার করতে দোষ নেই- মেয়েটা আকর্ষণীয় ছিল যথেষ্টই। কিন্তু, তলে তলে ছিল সাক্ষাৎ শয়তান। ওর আসল রূপটা অনেক আগেই বুঝে ফেলেছিলাম। নিষ্ঠুর, ভয়ংকর, লোভী মানুষ ছিল ক্যারোলাইন।"

"অথচ, কেউ কেউ বলে বৈবাহিক জীবনে নানান ঝামেলা পোহাতে হয়েছে তাকে।"

"তেমনটাই রটিয়ে বেড়িয়েছে। ভাবটা এমন যেন ভাজা মাছও উল্টো খেতে জানে না। আহারে, বেচারা আমায়াস। বন্ধু আমার! বিবাহিত জীবনটা সাক্ষাৎ বিভীষিকা ছিল ওর জন্য। অন্তত শিল্পগুণ কিছুটা স্বস্তির জায়গা ধরে রেখেছিল। চিত্রকলা ছিল ওর পালিয়ে বাঁচার একমাত্র রাস্তা। আঁকার সময় হুঁশ

BanglaBook.org

থাকত না আমায়াসের। ক্যারোলাইনও বিশেষ পাত্তা পেত না তখন। তবে ঝগড়া যথেষ্টই চালাত মেয়েটা। এমন কোনও সপ্তাহ যায়নি যখন কথা কাটাকাটি হয়নি ওদের। ব্যাপারটা দারুণ উপভোগ করত ক্যারোলাইন। মনের ভেতর পুষে রাখা ক্ষোভগুলো উগড়ে দিত ইচ্ছা মতো। অথচ বরাবর একটা শান্ত জীবন কামনা করেছিল আমায়াস। এধরণের শিল্পীদের আসলে বিয়েই করা উচিত না। সংসার ধর্ম ওদের জন্য নয়। সম্পর্কের বন্ধনে জড়াতে নেই ওদের, কেবল প্রেমের অনুপ্রেরণা পেলেই যথেষ্ট।"

"আপনাকে সরাসরি কোনও দিন বলেছে এসব কথা?"

"না। মানে- সেভাবে বলেনি। তবে আমাকে ভাল বন্ধু হিসেবেই জানতো। কিছু কিছু বিষয় চোখে আঙুল দিয়ে দেখাত। যদিও কোনও দিন সজ্ঞানে অভিযোগ করেনি। তেমন মানুষই ছিল না আমায়াস। হয়তো বলত, 'মেয়েমানুষ নিপাত যাক,' অথবা উপদেশ দিত, 'কক্ষনো বিয়ে করো না, বুঝলে? নাহলে নরকের স্বাদ পৃথিবীতে বসেই পাবে।'"

"এলসার গ্রিয়ারের ব্যাপারে বন্ধুর দুর্বলতার কথাটা আপনি জানতেন?"

"হ্যাঁ- জানতাম বৈকি। আগেই বুঝতে পেরেছি। আমায়াস বলেছিল, চমৎকার একটা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে ওর। সবার থেকে নাকি আলাদা মেয়েটা। তখন অবশ্য তেমন পাত্তা দিইনি। এরকম 'আলাদা' মেয়ে কম আবিস্কার করেনি ও। তবে মাস গড়াতেই ভুলে যেত ওদের কথা। এলসার ব্যাপারটা ভিন্ন। ঘটনাটা স্পষ্ট বুঝেছিলাম অ্যালডারব্যারিতে এসে। নিজের ফেলা বড়শিতে মাছের মতো আমায়াসকে গেঁথে ফেলেছিল এলসা। বুদ্ধুটা মজে গিয়েছিল ওর প্রেমে।"

"তাহলে এলসাকেও পছন্দ নয় আপনার?"

"নাহ, একদম ভাল লাগেনি। শিকারি পশুর মতো মেয়ে একটা। শুরু থেকেই আমায়াসকে দখল করার চেষ্টা চালিয়েছে। তবে হয়তো ক্যারোলাইনের তুলনায় ওর সঙ্গ ভাল ছিল আমায়াসের জন্য। ওকে নিজের করা নিশ্চিত হলে হয়তো শিল্প নিয়েই থাকতে দিত এলসা। অথবা একদিন ক্লান্ত হয়ে নিজেকে সরিয়ে নিত আমায়াসের জীবন থেকে। আসলে নারীসঙ্গ থেকে পুরোপুরি দূরে থাকতে পারলেই মঙ্গল হতো আমায়াসের।"

"কিন্তু, সেটা তো ওর স্বভাবের সঙ্গে ঠিক যায় না। কি বলেন?"

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ফিলিপ। "বোকার হদ্দ একটা। সব সময় কোনও না কোনও মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলত নিজেকে। তবে অধিকাংশ সম্পর্কের কোনও মূল্য ছিল না ওর কাছে। কেবল দুটো মেয়ে বিশেষ ছিল আমায়াসের জীবনে- ক্যারোলাইন আর এলসা।"

BanglaBook.org

পোয়ারো বলল, "আর বাচ্চাটা? ওকে পছন্দ করত না মিস্টার ক্রেল?"

"অ্যাঞ্জেলা? ওকে আমরা সবাই পছন্দ করতাম। চমৎকার মেয়ে। দারুণ প্রাণবন্ত। সব কাজেই সদা রাজি। ওই গভর্নেস অবশ্য অনেক চাপে রাখত মেয়েটাকে। আহা বেচারা! হ্যাঁ, আমায়াসও অ্যাঞ্জেলাকে পছন্দ করত; কিন্তু, মাঝে মধ্যে খেপে যেত খুব। তখন ক্যারোলাইন বোনের পক্ষ নিয়ে রুখে দাঁড়াত। কখনও বোনের বিপক্ষে যেত না মেয়েটা। দু'জন মিলে একসঙ্গে কথার তুবড়ি ছোটাত আমায়াসের দিকে। স্ত্রীর এই ব্যাপারটা একেবারে পছন্দ করত না আমায়াস। হয়তো এটাও একধরনের ঈর্ষা। বোনকে ছেড়ে কখনও ওকে বেশি গুরুত্ব না দেবার আক্ষেপ।

"হিংসা অবশ্য অ্যাঞ্জেলার পেটেও ছিল আমায়াসের জন্য। প্রতিবাদও করেছে যথেষ্ট। আসলে মেয়েটাকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আমায়াস। ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি অ্যাঞ্জেলার। আবাসিক স্কুলের ধারনাটাই মনে ধরেনি ওর। অথবা হয়তো ঠিকই যেত- কিন্তু, আমায়াসের হম্বিতম্বি সহ্য করতে না পেরে বেঁকে বসেছিল। প্রতিশোধের যথেষ্ট চেষ্টাও করেছিল অ্যাঞ্জেলা। একবার গোটা দশেক শামুক ছেড়ে দিয়েছিল আমায়াসের বিছানায়। তবে আমার মতে আমায়াসের সিদ্ধান্তে কোনও ভুল ছিল না। মিস উইলিয়ামস যথেষ্ট শক্ত হাতে পালন করত অ্যাঞ্জেলার দায়িত্ব। তবে, একটা পর্যায়ে গিয়ে সেও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল- মেয়েটা ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।"

লোকটা থামতেই মুখ খুলল পোয়ারো, "আসলে বাচ্চা বলতে আমায়াস ক্রেলের নিজের সন্তানের কথা বোঝাতে চেয়েছিলাম।"

"ওহ! ছোট্ট কার্লার কথা বলছেন? দারুণ মেয়ে ছিল। মন মেজাজ ভাল থাকলে মেয়ের সঙ্গে খেলত আমায়াস। তবে ওটুকু আবেগ কখনও বাঁধা হতো না এলসাকে গ্রহণের পথে। অতটাও দরদ ছিল না মেয়ের জন্য।"

"মেয়ের প্রতি ক্যারোলাইনের ভালবাসা কেমন ছিল?"

প্রশ্নটা শুনে সামান্য কুঁচকে গেল ফিলিপের চেহারা। বলল, "নাহ, ওকে অন্তত মা হিসাবে বাজে বলতে পারব না। ওই একটা জিনিস-"

"কী, মিস্টার ব্লেক?"

চেহারায় যন্ত্রণা নিয়েই বলল ফিলিপ, "ওই একটা জিনিস নিয়েই আফসোস হয় বুঝলেন! বাচ্চাটা। অতটুকু বয়সে কী ভয়ংকর অভিজ্ঞতা জুটেছে ওর কপালে। ওকে শেষ পর্যন্ত পাঠিয়ে দেওয়া হয় আমায়াসের এক কাজিনের পরিবারে। আমি মনে প্রাণে কামনা করি সত্যিটা যেন ও কোনওদিন জানতে না পারে।"

BanglaBook.org

হতাশ ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারো। "সত্যি নিজের পথ খুঁজে নেবেই, যতই সময় কেটে যাক না কেন।"

"কে জানে!" ঠোঁট উল্টাল ফিলিপ ব্লেক।

পোয়ারো বলে চলল, "আসল সত্যিটা উদ্ধার করতে আপনার একটা বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন।"

"কী সাহায্য?"

"সেদিন অ্যালডারব্যারিতে ঠিক কী কী ঘটেছিল তার একটা লিখিত বিবরণ আমাকে দিতে পারবেন?"

"কিন্তু, এতদিন বাদে, ঠিক করে কি লিখতে পারব? কতকিছু মনেও নেই। অনেক ভুল হতে পারে লেখায়।"

"তেমনটা জরুরি না।"

"বলছেন?"

"হুম। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক ছেঁটে ফেলে সব অপ্রয়োজনীয় ঘটনাগুলো। সংগ্রহে কেবল রেখে দেয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটুকু," বলল পোয়ারো।

"ওহ! তাহলে আপনার একটা আবছা ধারণা পেলেই চলবে পুরো ঘটনার?"

"উঁহু। প্রতিটি ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা চাই। যা যা মনে করতে পারবেন, সব লিখবেন।"

"যদি ভুল করি স্মৃতি?"

"যতটুকু সম্ভব নির্ভুল লেখার চেষ্টা করবেন। কিছু ফাঁক ফোঁকর তো থাকবেই। অসুবিধা নেই।"

সন্দেহের চোখে পোয়ারো দেখল ফিলিপ ব্লেক। "তাতে লাভ কী হবে? পুলিশ ফাইল ঘাঁটলেই তো পুরোটা ঠিকঠাক জানতে পারবেন।"

"না। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাটা জানা প্রয়োজন। আসল সত্য জেনে কাজ নেই। আপনার যা যা মনে আছে, ঠিক সেগুলোই জানতে চাই। হয়তো এমন কিছু মনে পড়ে যাবে যা পুলিশের ফাইলে নেই। এমন তো হতেই পারে, তখন বিশেষ জরুরি না দেখে অনেক কথাই উঠে আসেনি আলোচনায়। কিংবা অপ্রাসঙ্গিক ভেবে এড়িয়ে গেছেন।"

এবারে কঠোর হল ব্লেকের কণ্ঠ, "ছাপার অক্ষরে তথ্যদাতা হিসাবে আমার নামও দেখাবে নাকি?"

"আরে, না না। এটুকু শুধু আমার জন্য। আমার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবে লেখাটা।"

"আমার অনুমতি ছাড়া কোনও কথা ব্যবহার করবেন না?"

"উঁহু।"

BanglaBook.org

"হুম," চিন্তায় ডুব দিল ফিলিপ ব্লেক। "যথেষ্ট ব্যস্ত থাকি, বুঝলেন?"

"সময় বের করতে একটু কষ্ট তো হবেই। তবে যদি কাজটার জন্য পারিশ্রমিক চান, ব্যবস্থা করতে পারি।"

সামান্য বিরতির পর মুখ খুলল ফিলিপ। "না, থাক। পারিশ্রমিক লাগবে না।"

"লিখছেন তা হলে?"

"মনে রাখবেন, ভুল তথ্যের জন্য আমি দায়ী না। সব কথা স্পষ্ট মনেও নেই এখন," সাবধান করে দিতে চাইল ফিলিপ।

"ঠিক আছে। বুঝেছি।"

"বেশ," বলল ফিলিপ ব্লেক। "আমায়াসের জন্য এটুকু তো করতেই পারি। এটুকু ওর প্রাপ্য।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

৮.
ছোট্ট শূকর ঘরে...

খুঁটিনাটি বিষয় এড়িয়ে যাবার লোক নয় এরকুল পোয়ারো।

সুতরাং, মেরেডিথ ব্লেকের সঙ্গে দেখা করার কাজটাও রীতিমত আটঘাট বেঁধে করল সে। আগে থেকেই বুঝে নিয়েছিল লোকটা ওর ভাই থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ। তাড়াহুড়ো করে কথা আদায় করা যাবে না। কাজটা করতে হবে কৌশলে।

ভেবে-চিন্তে উপযুক্ত কৌশল বেছে নিল পোয়ারো। কাজের সূত্রে অনেকের সঙ্গেই বন্ধুত্ব হয়েছে তার, দেশে-বিদেশে। ডেভনশায়ারেও হদিস মিলল তেমন কয়েকজনের। তাদের মধ্যে দু'জনের খাতির আছে মেরেডিথ ব্লেকের সঙ্গে। সেই দু'জন থেকেই অস্ত্র সংগ্রহ করল পোয়ারো, দুটো চিঠি। একটা চিঠি লেডি মেরি লেটন-গোর এর পক্ষ থেকে, আর অন্যটা এক অবসর প্রাপ্ত নৌ-প্রধানের থেকে পেল।

বাসার দরজায় পোয়ারোকে দেখে অবাকই হল মেরেডিথ ব্লেক। গোয়েন্দা! ইদানিং অবশ্য বদলে গেছে সমাজের রকম-সকম। কিছুই আর আগের মতো নেই। আগেকার দিনে পেশাদার গোয়েন্দাদের ভাড়া করা হতো- রিসিপশনে বসে বিয়ের উপহার পাহারা দেবার জন্য। কিংবা কোনও বিপদ থেকে গোপনে উদ্ধার করার ব্যাপারে সাহায্য করত ওরা। অন্তত, মেরেডিথ তেমনটাই জানে।

অথচ লেডি মেরি লেটন-গোর এর মতো রাশভারি ভদ্রমহিলা লিখেছে- 'এরকুল পোয়ারো আমার খুব ভাল বন্ধু। ওকে যথাসম্ভব সাহায্য করবেন। ধন্যবাদ।' কিন্তু, ভদ্রমহিলার সঙ্গে কোনও গোয়েন্দার যোগাযোগই থাকার কথা না। অদ্ভুত!

আবার প্রাক্তন নৌ-প্রধান কর্ণ-শ লিখেছে, 'চমৎকার ভদ্রলোক। গল্পের কোনও অভাব নেই ওর ঝুড়িতে। আশাকরি তোমার থেকে উপযুক্ত সাহায্যটুকু পাবে। কোনও ঝামেলা হবে না, নিশ্চিন্ত থেকো।' লোকটা চার প্রজন্ম ধরে আছে এ তল্লাটে, চট করে ফেলে দেওয়া যায় না তার অনুরোধ।

পোয়ারোকে দেখে রীতিমত কপাল কুঁচকে এল মেরেডিথের। অবিশ্বাস্য লোক একটা! ভুলভাল পোশাক পরে আছে, জুতোগুলোও অদ্ভুত। আর সবচেয়ে অস্বাভাবিক পোয়ারোর গোঁফ-জোড়া। লোকটাকে দেখে মনে হয় না কখনও শিকার করেছে, কিংবা গুলি ছুঁড়েছে। খেলাধুলাতেও নিতান্ত আনাড়ি বলেই ধারণা করল মেরেডিথ। তাছাড়া, মানুষটা ভিনদেশী।

BanglaBook.org

ওদিকে পোয়ারোর মনেও চিন্তা চলছে। ওর সম্বন্ধে মেরেডিথ ব্লেক কী কী ভাবতে পারে তার একটা তালিকা তৈরি করে চলেছে মনে মনে। তবে আরও একটা ব্যাপারে কিছুটা উত্তেজনা বোধ করছে পোয়ারো, এতদিনে মূল ঘটনার জায়গাটা স্বচক্ষে দেখার সুযোগ মিলবে।

এই হ্যান্ডক্রস ম্যানর থেকেই দুই ভাই দল বেঁধে যেত অ্যালডারব্যারিতে। সেখানেই হাসি-ঠাট্টা আর খেলাধুলায় মত্ত হতো আমায়াস আর ক্যারোলাইনদের সঙ্গে। এখান থেকেই মেরেডিথ ঘটনার দিন রওনা হয়েছিল ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে। ষোলটা বছর পেরিয়ে গেছে তারপর। এতদিন বাদে সেই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বিস্মৃত অতীতের সাক্ষীকে যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে লক্ষ্য করল গোয়েন্দা।

লোকটা সম্পর্কে যেটুকু ভেবে এসেছিল, প্রাথমিকভাবে তার অনেকটাই মিলে গেছে। আর দশটা ইংরেজ ভদ্রলোকের মতোই তার বেশভূষা। চেহারায় পড়েছে মাঝ-বয়সের ছাপ। পরনে সাধারণ একটা কোট। লোকটার চেহারায় দুর্বলতার স্পষ্ট নিদর্শন। নাকের নিচে যেমন-তেমন একখানি গোঁফ। চোখদুটো নীল।

সার্বক্ষণিক একটা ইতস্তত ভাবে ওর মধ্যে। এই ব্যাপারটায় ভাইয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরেডিথ। সময়ের সঙ্গে বেড়ে গেছে ফিলিপ ব্লেকের গতি আর আত্মবিশ্বাস, আর তারটা কমেছে।

পোয়ারো একদম ঠিকঠাক অনুমান করেছিল। এর সঙ্গে তাড়াহুড়ো করে লাভ নেই। অশহুরে ধীর জীবনের প্রভাব পুরোমাত্রায় ছড়িয়ে গেছে লোকটার হাড়-মাংসে।

দুই ভাই অনেকটা একই রকম দেখতে। তবে বয়সের একটা তফাৎ আছে চেহারায়।

আসলে এর সঙ্গে স্থানীয় হিসাবে মিশলে চলবে না। বরং নিজের অতিথি ভাবটাকে তুলে ধরতে হবে। আচরণ করতে হবে বিদেশীর মতো। ইংরেজ রীতি-নীতির তোয়াক্কা না করে নিজের মতো থাকতে হবে।

দ্রুত নিজের কাজ শুরু করল পোয়ারো। কথা চালিয়ে গেল লেডি মেরি লেটন-গোর আর কর্ণ-শকে নিয়ে। আরও কয়েকটা নাম চলে এল কথায় কথায়। পোয়ারোর ভাগ্য ভাল, তাই নামগুলোর মধ্যে দুই একটা পরিচিত লোক খুঁজে পেল। ধীরে ধীরে পোয়ারোকে ভরসা করতে শুরু করল মেরেডিথ ব্লেক।

এরপর কথার ছলে আসল উদ্দেশ্যটার প্রসঙ্গ তুলল গোয়েন্দা। কিছুটা সহানুভূতিও দেখাতে ভুলল না। ভাবটা এমন করল কোনও কিছুই হাতে নেই

BanglaBook.org

তার- বইটা শেষ পর্যন্ত লেখা হবেই। বলল মিস ক্রেল- মানে লেমার্চেন্ট-এর বিশেষ অনুরোধে সম্পাদকের ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে তাকে। পুরো ঘটনাটাই অবশ্য সবার জন্য উন্মুক্ত সত্য, তবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কিছুটা সতর্কতা রাখলে ক্ষতিকারক বিষয়গুলো বাদ দেওয়া সম্ভব। এসব কাজে বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে পোয়ারোর, সে কথা জানাতে ভুলল না।

সব শুনে রীতিমত খেপে গেল মেরেডিথ। রাগে হাত কেঁপে উঠল তার। পাইপে কোনও রকমে খানিকটা তামাক ঠেসে বলল, "পি-পিশাচের মতো কাজ কারবার। কোনও মা-মানে আছে! ষোল বছর পর অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি। সত্যিটা মেনে নিলেই তো পারে।"

কাঁধ ঝাঁকাল পোয়ারো। "আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু, উপায় কী বলুন? বাজারে এসবের চাহিদা আছে। অতীত অপরাধগুলোর সূত্র ঘেঁটে নিজের মতো সেসব নিয়ে মন্তব্য করার অধিকার আছে সবার।"

"নাহ, এ ঘোর অন্যায়।"

"যুগটাই বদলে গেছে," বলল পোয়ারো, "এর আগে যেসব ঘটনা নিয়ে কাজ করেছি জানলে অবাক হবেন। তবে মিস ক্রেলের ব্যাপারটা মাথায় রেখেই কাজ করছি এবার। আশাকরি, মনে আঘাত পাবে এমন কিছু বইতে থাকবে না।"

গুজন তুলল মেরেডিথ, "ছোট্ট কার্লা, বড় হয়ে গেছে। ভাবাই যায় না।"

"তবেই বলুন! সময় কোথা থেকে কেটে যায় টেরই পাওয়া দায়।"

"তা তো বটেই। খুব দ্রুত চলে যায় সময়।"

কথা আগে বাড়াল পোয়ারো, "মিস ক্রেলের চিঠিটা তো দেখলেন। অতীতের ঘটনাগুলো জানার জন্য মুখিয়ে আছে। যত দ্রুত সম্ভব ব্যবস্থা করতে হবে।"

বিরক্তি চাপার কোনও চেষ্টাই করল না মেরেডিথ। "কেন? কী লাভ পুরনো ক্ষতগুলো খুঁচিয়ে ঘা করার। সবকিছু ভুলে থাকলেই বরং ভাল হতো।"

"অতীতটা জানেন বলেই কথাগুলো বলতে পারছেন। কিন্তু মিস ক্রেলের দিকটা একবার ভেবে দেখুন। বেচারি কিছুই জানে না। অর্থাৎ, কেবল পৃথিবীর সবার জন্য সাজানো তথ্যটুকুই তার সামনে এসেছে, পুরো ঘটনার ব্যাপারে জানার সুযোগ হয়নি।"

"হুম। আসলে ওর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। বেচারি। সত্যিই দুঃখজনক। সত্যিটা জেনে কষ্ট পাবে। শুনানির দায়সারা একপেশে রিপোর্টগুলোও বিশেষ শান্তি দেবে না।"

BanglaBook.org

"সত্যিকে কখনও গুটিকতক আইনের কাগজে ব্যাখ্যা করা যায় না," বলল পোয়ারো। "সত্যির আসল মহত্ত্ব লুকিয়ে থাকে ফেলে আসা বিষয়গুলোতে। সেই আবেগ, সেই অনুভূতিতে- নাটকের চরিত্রদের মাঝে- এড়িয়ে যাওয়া ঘটনাক্রমে-"

সহসা পোয়ারোর মুখের থেকে কথা ছিনিয়ে নিল মেরেডিথ। "এড়িয়ে যাওয়া ঘটনা! একদম তাই। এই মামলায় আসলেই কিছু ঘটনা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। বিশেষ করে আমায়াসের নারীঘটিত ব্যাপারটা। আমায়াসের পরিবার আমাদের অনেকদিনের পারিবারিক বন্ধু। তাছাড়া ওর সঙ্গেও ছিল অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। তাই বলে তো আর চোখ বুজে থাকতে পারি না। শিল্পী ছিল বটে। হয়তো সেটাই পাগলামির অন্যতম কারণ। সাধারণ কোনও মানুষ এভাবে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার কথা ভাবতেও পারবে না।"

"তাই নাকি! ভদ্রলোকের কথা শুনে আমিও অবাক হয়েছি যথেষ্টই। স্বাভাবিক কোনও মানুষ পরিবারকে দূরে রেখে এসব করবে না নিশ্চয়ই," কথায় তাল দিল পোয়ারো।

চেহারায় রঙ বাড়ল যেন মেরেডিথের। উজ্জ্বল হল চোখ দুটো। "তবে আর বলছি কী! সাধারণের কাতারে ফেলা যাবে না ওকে। ছবি আঁকাটা সবসময় বেশি প্রাধান্য দিত আমায়াস। আসলে শিল্পীদের আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। বাদবাকি সব বিষয়ে আমায়াস সাধারণ মানুষের মতো হলেও, একমাত্র ছবির ক্ষেত্রে বদলে যেত ওর হিসাব নিকাশ। লোকে বলে- অনন্য প্রতিভা ছিল ওর। অসাধারণ ছিল আঁকার হাত। ঠিকই বলত। সেজন্যই কিছুটা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছিল ক্রেলের স্বভাব। কাউকে পাত্তা দিত না কাজের সময়। তখন তার পুরোটা জুড়ে থাকত ছবির প্রতি মমতা। আর বাকি দুনিয়া পড়ে থাকত পিছে। যেন স্বপ্নের এক পৃথিবীতে ভেসে বেড়াত আমায়াস। ছবি আঁকা সম্পূর্ণ হলেই কেবল বেরিয়ে আসত স্বপ্নের সেই মায়ারাজ্য থেকে, বাস্তব পৃথিবীতে। তখন আবার ধরতে চাইত সাধারণ জীবনের ছেড়ে দেওয়া সুতোটা।"

এরকুল পোয়ারো মাথা উপর-নিচ করে বুঝিয়ে দিল কথাগুলোর গুরুত্ব ধরতে পেরেছে।

"আপনি বুঝতে পারছেন। বেশ বেশ। এদিক দিয়ে দেখলে তৎকালীন পরিস্থিতির কিছুটা ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। মেয়েটাকে ভালবেসে ফেলেছিল আমায়াস। চেয়েছিল বিয়ে করতে। ওর জন্য নিজের স্ত্রী-সন্তানকেও ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু, ছবি আঁকা শেষ না করে কিছুই করত না আমায়াস। কাজটুকু শেষ করাই ছিল তখনকার মতো ওর প্রধান লক্ষ্য। অথচ, ওর

BanglaBook.org

হঠকারিতা নারী মহলে ঠিক কতটা ঝড় তুলেছে, কোনও ধারনাই ছিল না সে ব্যাপারে।"

"মেয়েদের কেউ ওর ব্যাপারটা বোঝেনি?" জানতে চাইল পোয়ারো।

"এলসা কিছুটা বুঝতে পেরেছিল বোধহয়। আমায়াসের ছবি নিয়ে দারুণ আগ্রহী ছিল মেয়েটা। কিন্তু, পরিস্থিতি যথেষ্ট কঠিন হয়ে উঠেছিল ওর জন্য। আর রইল বাকি ক্যারোলাইন-"

বক্তাকে থামতে দেখে প্রশ্ন করতে বাধ্য হল পোয়ারো। "হ্যাঁ হ্যাঁ, কেমন ছিল ক্যারোলাইন ক্রেলের অবস্থা?"

সামান্য ইতস্তত করল মেরেডিথ ব্লেক। ধীরে ধীরে বলল, "ক্যারোলাইন-আমার বরাবরই ভাল লাগত ওকে। একটা সময় বিয়েও করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু, সে আশা উবে যেতে বেশি সময় লাগেনি। তবুও, বরাবর ওর দলেই ছিলাম।"

সামান্য কথা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে মেরেডিথ ব্লেকের চরিত্রের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক। লোকটা প্রেমের জন্য অনেককিছু করতে পারে। এবং তার জন্য শেষ পর্যন্ত কোনও প্রতিদানও হয়তো চাইবে না।

খুব সাবধানে প্রশ্ন করল পোয়ারো, "নিশ্চয়ই আপনি মেয়েটার ভালর জন্য এসব বিষয় চেপে গিয়েছিলেন?"

"হুম। তবে আমায়াসের খামখেয়ালীর স্বভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম।"

"কখন?"

"ঘটনার আগের দিন। ওরা সবাই চা খেতে এখানে এসেছিল। এক ফাঁকে ক্রেলকে সরিয়ে নিয়ে কথাগুলো বলেছিলাম। বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলাম ওর সিদ্ধান্ত এলসা কিংবা ক্যারোলাইন, কারও জন্যই ভাল হচ্ছে না।"

"ঠিক এই কথাই বলেছিলেন?"

"হ্যাঁ। আমার মনে হয় কথাটা ওর মাথাতেও ঢুকেছিল কিছুটা।"

"না বোধহয়।"

"বলেছিলাম, সত্যিই যদি এলসাকে বিয়ে করতে চায়, তাহলে আপাতত ওকে ক্যারোলাইনের থেকে দূরে রাখা উচিত। বাড়িতে রেখে শুধু শুধু স্ত্রীকে অপমান করা হচ্ছে।"

"জবাবে কী বলেছিল, আমায়াস ক্রেল?"

"সবটা সহ্য করতে হবে ক্যারোলাইনকে।"

ভুরু তুলল গোয়েন্দা। "সহানুভূতির ছিটেফোঁটাও ছিল না দেখছি," বলল সে।

BanglaBook.org

"আমারও মেজাজ চড়ে গিয়েছিল সপ্তমে। রেগেমেগে বলেছিলাম- বউয়ের কথা না হয় না-ই ভাবলে, কিন্তু এলসা? সেও তো বাজে পরিস্থিতিতে পড়েছে। শুনে বলল- এলসাকেও সইতে হবে যন্ত্রণা।

"তারপর বলেছিল- তুমি বুঝতে পারছ না বন্ধু। চমৎকার একটা ছবি নিয়ে কাজ করছি। সম্ভবত আমার সেরা সৃষ্টি। দু-একজন ঝগড়াটে মহিলার জন্য কিছুতেই বরবাদ হতে দেবো না। কিছুতেই না।

"ওই সময় ওর সঙ্গে কথা বলা মানেই সময়ের অপচয়। তবুও কড়া ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলাম, মানবিকতার লেশমাত্রও আর নেই ওর ভেতর। কেবল ছবি, আর ছবি! ছবিই কি জীবনের সব নাকি? আমাকে বাঁধা দিয়ে বলেছিল- ওর জন্য ছবিই জীবনের সব।

"আমার রাগ তখনও পড়েনি। ওকে দোষারোপ করলাম ক্যারোলাইনকে জীবনে একবিন্দুও স্বস্তি না দেবার জন্য। বললাম, এমন জঘন্য জীবন কোনও মেয়ের কাম্য নয়। আমায়াস কি বলেছিল জানেন? বলেছিল- সেজন্য ও দুঃখিত। দুঃখিত! ভাবতে পারেন? আমার অবাক ভাব দেখে বলেছিল- ও বুঝতে পারছে কথাটা আমার একেবারেই বিশ্বাস হয়নি। যদিও যথার্থই বলেছে নাকি! জানে, নিজের জীবনের জন্য কখনও উচ্চবাচ্য করেনি ক্যারোলাইন, সহ্য করেছে যথেষ্টই। তবে আমায়াস নাকি বিয়ের আগেই নিজের স্বভাব সম্পর্কে সবটা খোলসা করে বলেছে ক্যারোলাইনকে। সুতরাং, মেয়েটার জানা আছে ঠিক কেমন স্বামীর ঘর বেছে নিয়েছে।

"তখন অন্য পথ ধরলাম। জোর দিয়ে বললাম, অন্তত সন্তানের জন্য হলেও সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখা প্রয়োজন। তাছাড়া এলসার বয়স কম। এই ব্যাপারটা নিয়ে হয়তো ঠিকভাবে ভেবেও দেখেনি। পরে আফসোস করবে। সবটা সামলে নিয়ে যদি সম্পর্কটা এখনই ভেঙে দেওয়া যায়, তাহলে এলসারও ভাল হবে। আমায়াসের উচিত স্ত্রীর কাছে ফিরে আসা।"

"শুনে কী বলল?"

"কিছুটা লজ্জিত মনে হল ওকে। কাঁধে হাত রেখে বলেছিল, 'তোমার আবেগটা বড্ড বেশি মেরি। ছবিটা শেষ হতে দাও, দেখবে আমার কথাই ঠিক।'

আমি বলেছিলাম- 'তোমার ছবির নিকুচি করি।' হেসে বলেছিল সমগ্র ইংল্যান্ডের মাথা খারাপ মেয়েরা একজোট হয়েও ওর ছবিকে খাটো করতে পারবে না। তখন তর্ক করেছিলাম, বিষয়টা ছবি শেষ হবার আগে ক্যারোলাইনকে না জানালেই ভাল হতো। তবে এ ব্যাপারেও দায় নিতে রাজি হয়নি আমায়াস। খবরটা ফাঁস করার পুরো দায় এলসার ঘাড়ে চাপিয়ে দিল।

BanglaBook.org

আমি জানতে চেয়েছিলাম, এলসার কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য আছে কিনা? বলেছিল- আগেভাগে সবকিছু না জানালে নাকি স্বস্তি পাচ্ছিল না এলসা। তাতে নাকি অবিচার করা হতো ক্যারোলাইনের প্রতি।

"সব শুনে ব্যাপারটা অবশ্য অযৌক্তিক মনে হয়নি আমারও। বাদবাকি সবকিছু ছেড়ে দিলে কেবল সততার জন্য শ্রদ্ধার দাবিদার এলসা।"

"সততার ফলাফল যদিও বিশেষ ভাল হয়নি," মতামত জানাল পোয়ারো।

সন্দেহের চোখে গোয়েন্দাকে দেখল মেরেডিথ। কথাটা পছন্দ হয়নি তার। ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে বুঝিয়ে দিল। "সময়টা খুব খারাপ ছিল সবার জন্যই।"

"একমাত্র একজন সবকিছুর উর্ধ্বে ছিল। সাংসারিক জটিলতা স্পর্শ করতে পারেনি মিস্টার ক্রেলকে," বলল পোয়ারো।

"কিন্তু তার কারণটা তো ভাবতে হবে, নাকি? প্রচণ্ড স্বার্থপর ছিল ও। এখনও স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন যেতে যেতে হাসছিল। বলেছিল- 'কিচ্ছু ভেবো না বন্ধু, সব ঠিক হয়ে যাবে!'"

"অসুস্থ আত্মবিশ্বাস," বিড়বিড় করল পোয়ারো।

"মেয়েদের একদমই পাত্তা দিত না। অথচ, ততদিনে মরিয়া হয়ে উঠেছিল ক্যারোলাইন।"

"মিস ক্রেল নিজে স্বীকার করেছে আপনার কাছে?"

"বাড়াবাড়ি কিছু বলেনি। তবে সেদিন ওর চেহারা দেখেই বুঝেছিলাম। ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল সুন্দর মুখটা। জোর করে হাসছিল। অথচ দু-চোখ বলেছে অন্য কথা। সেখানে গভীর বিষাদের ছায়া। আহারে, বড় ভাল মেয়ে ছিল।"

মিনিটখানেক ভদ্রলোকের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইল পোয়ারো। ক্যারোলাইনের ব্যাপারে নিঃশর্ত কিছু তথ্য দিচ্ছে মেরেডিথ ব্লেক। ভাল ছিল নাকি মেয়েটা। অথচ, এর পরের দিনই ভালমানুষ থেকে বদলে গেল খুনি আসামীতে!

এতক্ষণে পোয়ারোর উপর থেকে সন্দেহ কেটে গেছে মেরেডিথ ব্লেকের। অন্যের কথা শুনে যাবার মতো বিশেষ গুণে গুণী এরকুল পোয়ারো। তাছাড়া মেরেডিথ ব্লেকের মতো মানুষেরা স্মৃতিচারণ করতে ভালবাসে। এখন যেন নিজেকেই নিজে কাহিনী শোনাচ্ছে সে। পোয়ারোর উপস্থিতি তার কাছে স্বাভাবিক হয়ে গেছে অনেকটাই।

"নাহ! বোঝা উচিত ছিল আমার। অন্তত ক্যারোলাইন যখন আলোচনাটা ঘুরিয়ে আমার শখের দিকে নিয়ে গেল, তখন সন্দেহ করা দরকার ছিল।

BanglaBook.org

আসলে আমারই দোষ। এসব ব্যাপারে নিজেকে সামলাতে পারি না। জড়িবুটি, শেকড়-বাকড় ইত্যাদি নিয়ে পড়ালেখা করতে দারুণ লাগে, বুঝলেন? কত শত গাছ-গাছাড়া গায়েব হয়ে গেছে বইয়ের পাতা থেকে। অথচ একসময় নানান ওষুধ তৈরি হতো সেগুলো দিয়ে। আপনি জানলে অবাক হবেন, সামান্য লতা-পাতা দিয়ে কত অসুখ সারিয়ে ফেলা সম্ভব। বেশিরভাগ সময়েই ডাক্তারের প্রয়োজন পড়ে না। এসব খুব ভাল জানে ফ্রেঞ্চরা। ওদের কিছু মিশ্রণ একেবারে চমৎকারী।"

কথা বলতে বলতে আলোচনার বাইরে চলে এসেছে মেরেডিথ ব্লেক। নিজের শখ নিয়েই চালিয়ে যাচ্ছে বকবকানি। আপাতত বাঁধা না দেবার সিদ্ধান্ত নিল পোয়ারো।

"যেমন ধরুন ড্যান্ডেলায়ন ফুলের চা- চমৎকার জিনিস। সেদিন আরেকটা পাঁচনের রেসিপি দেখলাম। আজকাল তো আধুনিক চিকিৎসাতেও এসবের প্রয়োগ শুরু হয়েছে। সত্যি বলতে, এসব নিয়ে গবেষণা করতে দারুণ লাগে। সঠিক সময়ে শেকড় সংগ্রহ করে সেগুলো শুকিয়ে-ভিজিয়ে বাদবাকি কাজগুলো করতে আনন্দ পাই। কখনও আবার কুসংস্কারে পাত্তা দিয়ে চাঁদনি রাতে নেমে পড়ি শেকড় সন্ধানে। কিংবা প্রাচীন সব শর্ত মেনে হাজির হই উপযুক্ত জিনিস সংগ্রহে। সেদিন কথা বলেছিলাম হেমলক নিয়ে। প্রতি জোড় বছর বয়সে ফুল ধরে এই বৃক্ষলতায়। ফল পুরোপুরি পেকে যাবার আগেই সংগ্রহ করার নিয়ম। আর ওই থেকেই তৈরি হয় কোনাইন। দারুণ ঔষধি গুণ এর। কিন্তু ইদানিং আর ব্যবহার করা হয় না চিকিৎসার ক্ষেত্রে। কোনও বইতেও লেখা পাইনি জিনিসটা নিয়ে। ঠিক যেন গায়েব হয়ে গেছে জিনিসটা। অথচ হুপেংকাশি আর শ্বাসকষ্টে ভাল কাজ দেয় জিনিসটা।"

"আলাপটা আপনার গবেষণাগারে বসেই হয়েছিল?" জানতে চাইল পোয়ারো।

"হ্যাঁ। ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলাম ওদের। বেশ কিছু ওষুধ সম্পর্কে বলেছি। যেমন ভ্যালেরিয়ান ফুলের নির্যাস বিড়ালদের আকৃষ্ট করে। একবার নাকে গন্ধ গেলেই হয়েছে! প্রশ্ন উঠেছিল বিষাক্ত লতা বিষয়ে। তখন বলেছিলাম- বেলাদোনা আর অ্যাট্রোপিন-এর কথা। খুব আগ্রহ নিয়ে শুনেছিল ওরা।"

"ওরা? ঠিক কে কে ছিল মনে আছে?"

প্রশ্নটা অবাক করল মেরেডিথকে। লোকটা ধরেই বসে ছিল পুরো ঘটনা পোয়ারোর জানা।

"ওহ! ওরা বলতে, সবাই। ফিলিপ আর আমায়াস ছিল। ক্যারোলাইন, অ্যাঞ্জেলা আর এলসাও ছিল।"

BanglaBook.org

"আর কেউ?"

"নাহ। আর কারও কথা তো মনে পড়ছে না," ভুরু কুঁচকে মনে করার চেষ্টা করল লোকটা। একটু বাদে বলল, "উঁহু, আর কেউ ছিল না। আমি নিশ্চিত। আপনি বিশেষ করাও কথা জানতে চাইছেন কি?"

"হয়তো অ্যাঞ্জেলার গভর্নেস-"

"ওহো। না, ছিল না। কী যেন নাম ছিল ভদ্রমহিলার? মনে পড়ছে না। কাজে পাকা ছিল। সবসময় চিন্তায় থাকত অ্যাঞ্জেলাকে নিয়ে।"

"কেন?"

"কারণ আছে। এমনিতে ভালই অ্যাঞ্জেলা। কিন্তু, বেশ দুরন্ত ছিল। সারাক্ষণ মেতে থাকত কিছু না কিছু নিয়ে। একবার তো ছবি আঁকার সময় আমায়াসের শার্টের পেছন দিয়ে একটা শামুক ছেড়ে দিয়েছিল। প্রচণ্ড খেপেছিল আমায়াস। গালির তুবড়ি ছুটিয়ে দিয়েছে। এই ঘটনার পরই মেয়েটাকে আবাসিক স্কুলে পাঠিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লাগে।"

"আবাসিক স্কুলে পাঠাতে চেয়েছিল, সামান্য এইটুকু কারণে?"

"মেয়েটাকে যথেষ্ট আদর করত আমায়াস। কিন্তু ওর জন্য রীতিমত অসহ্য হয়ে ওঠে অ্যাঞ্জেলা। আর আমার মনে হয়- আসলে-"

"কী?"

"কিছুটা ঈর্ষা করত ও অ্যাঞ্জেলাকে। অ্যাঞ্জেলাকে নিয়ে সবসময় ব্যতিব্যস্ত থাকত ক্যারোলাইন। সবকিছুতেই বোনকে প্রাধান্য দিত। ব্যাপারটা ওর স্বামীর মনে ধরেনি। অতিরিক্ত ভালবাসার পিছে একটা কারণ অবশ্য আছে। তবে সেসব কথা থাক। কিন্তু-"

এবারে বাঁধ সাধল পোয়ারো। "ভালবাসার প্রধান কারণ অ্যাঞ্জেলাকে ছোটবেলায় চিরতরে আহত করে ফেলার অপরাধবোধ?" প্রশ্ন ছুড়ল গোয়েন্দা।

অবাক হয়ে মেরেডিথ বলল, "ওহ, আপনি জানেন ব্যাপারটা? আমি অবশ্য বলতে চাইছিলাম না। একদম ঠিকই ধরেছেন। সারাক্ষণ অপরাধবোধে ভুগত ক্যারোলাইন। কিছু একটা করতে চাইত মেয়েটার জন্য। কিন্তু, ক্ষতি তো আর পূরণ হবার নয়। যা গেছে তা কি আর আসে?"

সম্মত হল এরকুল পোয়ারো।

"সৎ বোনের উপর কি রাগ পুষে রেখেছিল অ্যাঞ্জেলা?"

"আরে ধ্যাত! ওকথা মাথতেও আনবেন না। বোনের জন্য পাগল ছিল অ্যাঞ্জেলা। পুরনো বিষয়টা কোনও দিন ওদের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়নি। সম্ভবত নিজেকে কখনও পুরোপুরি ক্ষমা করে উঠতে পারেনি ক্যারোলাইন।"

BanglaBook.org

"আবাসিক স্কুলে পড়ার প্রস্তাবটা অ্যাঞ্জেলার কেমন লেগেছিল?"

"মোটেই ভাল লাগেনি। প্রচণ্ড খেপেছিল আমায়াসের উপর। ক্যারোলাইনকেও পেয়েছিল দলে। কিন্তু গোঁ ধরে বসে রইল আমায়াস। মেয়েটাকে পাঠিয়েই ছাড়বে। আমায়াসের স্বভাবটাই এমন। এমনিতে ঠাণ্ডা, কিন্তু একবার কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে ভিন্ন করে বোঝানো প্রায় অসম্ভব।"

"কবে নাগাদ নতুন স্কুলে যাবার দিন ঠিক হয়েছিল?"

"শরতের সময়। গোছগাছ চলেছে সেই মতোই। দুর্ঘটনাটা না ঘটলে চলে যেত ক'দিন বাদেই। ঘটনার দিন সকালে ওর স্কুলে যাওয়া নিয়ে কিছু আলাপ হয়েছিল।"

"এ ব্যাপারে গভর্নেস-এর মতামত কী ছিল?"

"গভর্নেসের মতামত?"

"স্বাভাবিকভাবেই মেয়েটা না থাকলে তাকেও প্রয়োজন ছিল না ক্রেল পরিবারের। তাই না? এই ব্যাপারটা কীভাবে নিয়েছিল ভদ্রমহিলা?"

"হুম, চাকরি চলে যেত নিশ্চয়ই। ছোট্ট কার্লা অবশ্য মাঝে-মধ্যে একটু আধটু পড়তে বসতো। কিন্তু বেচারার বয়স মাত্র ছয় তখন। তার উপর একজন আলাদা নার্স রাখা হয়েছিল কার্লার জন্য। মিস উইলিয়ামসকে নিশ্চয়ই ওর জন্য রেখে দেওয়া হতো না। ওহ, উইলিয়ামস! নামটা মনে পড়ে গেছে! কথায় কথায় আসলে অনেক কিছু স্মরণে চলে আসে।"

"ভালই হল। এতক্ষণে নিশ্চয়ই ফেলে আসা অতীতটা আরও স্পষ্ট হয়েছে? সে সময়ের দৃশ্য-শব্দ-ভঙ্গিমাগুলো মনে পড়ছে। দেখতে পাচ্ছেন ওদের চেহারায় চিন্তার হেরফের। তাই না?"

"এক অর্থে- ঠিক ধরেছেন। কিন্তু বড় বড় ফাঁকফোঁকর আছে স্মৃতিতে। যেমন ধরুন আমার খেয়াল আছে ক্যারোলাইনের সঙ্গে বিয়েটা ভেঙে দিতে চেয়েছিল আমায়াস। কিন্তু প্রসঙ্গটা প্রথম কে তুলেছিল সেটা মনে নেই। সম্ভবত আমায়াস কিংবা এলসা, দু'জনের একজন। তবে বিষয়টা নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল এলসার সঙ্গে, এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। কী জঘন্য একটা কাজ করতে চলেছিল মেয়েটা, ভাবুন দেখি! উল্টো মুখের উপর বলে দিল- আমি নাকি সেকেলে চিন্তাধারার লোক। তা হলামই বা পুরনো ধ্যান-ধারণার মানুষ। তবে জোর দিয়ে বলতে পারি, আমায়াসের উচিত ছিল স্ত্রী-সন্তানের কাছেই থাকা।"

"নির্দিষ্ট করে এই ভাবনাটাকেই সেকেলে বলেছে মিস গ্রিয়ার?"

BanglaBook.org

"হুম। কিন্তু, মনে রাখতে হবে ঘটনাটা ষোল বছর আগের। ডিভোর্সের ব্যাপার স্যাপার তখনকার দিনে আজকের মতো সহজ ছিল না। সমাজ ভুরু বাঁকা করত। অথচ, এলসা অতি আধুনিকা। ওর ধারণা, নারী-পুরুষ পরস্পরের সঙ্গে সুখী না হলে সংসার চালিয়ে যাওয়া অর্থহীন। সেক্ষেত্রে বিচ্ছেদই শ্রেয়। আরও বলেছিল, ছোট্ট কার্লার জন্যও ভাল হবে এই বিচ্ছেদে। সব দেখেশুনে ওর মনে হয়েছে ক্যারোলাইনের সঙ্গে কখনই পুরোপুরি বনিবনা হবে না আমায়াসের। এই ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে থাকলে বাচ্চাটার ক্ষতি হবে।"

"স্বাভাবিকভাবেই আপনার নিশ্চয়ই পছন্দ হয়নি ওর কথাগুলো?"

"তখন মনে হয়েছিল ভুলভাল বকছে মেয়েটা," ধীরে জানাল মেরেডিথ ব্লেক। "দুটো বই পড়া বিদ্যা ঝেড়ে মনে করছে উদ্ধার করে ফেলেছে! শেখানো তোতার মতো মনে হয়েছে কথাগুলো। বড্ড আত্মকেন্দ্রিক ছিল মেয়েটা।" মেরেডিথ পোয়ারোর দিকে চোখ তুলল, "যৌবন! বুঝলেন তো? কোনও বাঁধ মানে না।

চোখে মুখে আগ্রহ ফুটিয়ে তুলল পোয়ারো। "বুঝতে পেরেছি আপনার কথা..."

আগন্তুকের থেকে বেশি নিজের সঙ্গেই আলাপ করে চলেছে যেন ব্লেক। "সে যাই হোক। আমি আমায়াসকে বাঁধা দিয়েছিলাম কেবল মাত্র একটা কারণে। মেয়েটার সঙ্গে ওর প্রায় কুড়ি বছর তফাৎ ছিল বয়সে।"

"এসব ব্যাপারে কেউ একবার মনস্থির করে ফেললে তাকে কি এত সহজে ফিরিয়ে আনা যায়?" আফসোসের সুর ফুটল পোয়ারোর কণ্ঠে।

"শতভাগ সত্যি বলেছেন মসিয়ো," তেঁতো শোনাল লোকটার উক্তি। "বাঁধা দিয়ে কোনও লাভ হয়নি সেদিন। তবে এসব বিষয়ে আমার দক্ষতা বরাবরই কম।"

নিজের ব্যক্তিত্বের অভাব নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই লোকটার। সত্যিই মেরেডিথ ব্লেকের নম্র স্বভাব তাকে কখনও বেপরোয়া হতে দেয় না, জোর করতে সাহস যোগায় না। এসব ক্ষেত্রে কোনও বড় ধরণের ভূমিকা রাখা তার পক্ষে অসম্ভব।

প্রসঙ্গ বদলাতে চেষ্টা করল পোয়ারো, "আপনার গবেষণাগারটা এখনও আছে?"

"না।" ঝটপট জবাব দিল মেরেডিথ। "ওই ঘটনার পর এসব নিয়ে আর থাকা যায়! বলুন? তাই গবেষণা বন্ধ করে দিয়েছি। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে সেদিনের পুরো ঘটনাটাই ঘটেছে আমার দোষে।"

"না না, মিস্টার ব্লেক। নিজেকে এতটা দোষ দেবার কোনও মানে নেই।"

BanglaBook.org

"বুঝতে পারছেন না? বিষটা যদি সংগ্রহ না করতাম, যদি জিনিসটা সম্পর্কে সবাইকে গর্ব করে না জানাতাম, তাহলে? অথচ, সেদিন একবারও ভাবিনি কোনও বিপদ হতে পারে- আমার কল্পনাতেও ছিল না- ভাবতাম কী করে-"

"সেটাই।"

"প্রচুর বকবক করেছি সেদিন। বিদ্যের নমুনা দেখাতে রীতিমত ব্যস্ত ছিলাম। মাথামোটা গর্দভের মতো সোজা দেখিয়ে দিয়েছি কোনাইনের শিশিটা। আবার, পড়ে শুনিয়েছি ওই বিষে আক্রান্ত হয়ে সক্রেটিসের মৃত্যুর ইতিবৃত্তান্ত। চমৎকার লিখেছিল বটে ফিডো। অথচ, সেই লেখাগুলোই এখন দুঃস্বপ্নের অংশ হয়ে গেছে।"

"কোনও আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছিল, আপনার কোনাইনের শিশিতে?"

"হুম।"

"কার? ক্যারোলাইন ক্রেলের?"

"হ্যাঁ।"

"আপনার হাতের ছাপ পাওয়া যায়নি?"

"নাহ। আমি তো ধরিনি সেদিন। কেবল আঙুল দিয়ে কোথায় রাখা আছে দেখিয়ে দিয়েছিলাম।"

"তা হলেও, কখনও না কখনও তো ধরেছেন শিশিটা। নাকি?"

"সে আর বলতে! তবে মাঝে মাঝে ঝেড়েপুছে পরিষ্কার করতাম। কাজটা অবশ্য নিজের হাতেই করতাম, চাকরদের দায়িত্ব দেইনি কখনও। চুরি যাবার দিন চার-পাঁচ আগেই একবার পরিস্কার করেছিলাম।"

"গবেষণা ঘরের দরজা সবসময় বন্ধ থাকত কি?"

"অবশ্যই।"

"বোতলটা কখন সরানো হয়েছিল?" জানতে চাইল গোয়েন্দা।

তৎক্ষণাৎ জবাব দিল মেরেডিথ ব্লেক, "সেদিন ঘর থেকে সবশেষে বের হয়েছিল ক্যারোলাইন। আমি ডেকেছিলাম দেরি দেখে, হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে আসে ও। ওর চোখে ছিল প্রকাশ্য উত্তেজনা। গালদুটোতে বাড়তি রঙ চড়েছিল যেন। দৃশ্যটা এখনও ভাসে চোখের সামনে।"

"সেদিন মিসেস ক্রেলের সঙ্গে আপনার আর কোনও কথা হয়েছে?" জানতে চাইল পোয়ারো। "মানে বলতে চাইছি, স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়নের ব্যাপারে কিছু বলেছিল আপনাকে?"

"উঁহু, সেভাবে সরাসরি আলাপ হয়নি। আগেই বলেছি- প্রচণ্ড মন খারাপ ছিল ওর। তাই একটু একা হতেই কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম। জানতে চেয়েছিলাম ওকে এত মনমরা লাগছে কেন? বলেছিল- সব শেষ। পুরোপুরি

BanglaBook.org

নিঃস্ব হয়ে গেছে ও। বেচারার চেহারাটা যদি দেখতেন সেদিন! মেয়েটার পুরো পৃথিবী জুড়ে ছিল আমায়াস, অথচ সে-ই কিনা সরে যাচ্ছে জীবন থেকে। তারপর হুট করেই হেসে উঠল ও। অন্যদের দিকে চলে গেল গল্প করতে।"

ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়ল পোয়ারো। নাকের নিচে জোড়া গোঁফে চেহারাটা একেবারে চীনে কমলালেবুর মতো দেখাচ্ছে। "হুম- বুঝলাম।"

সহসা কণ্ঠে জোড় বাড়ল মেরেডিথের। প্রায় চেঁচিয়ে বলল, "আমি আপনাকে বলছি মসিয়ো পোয়ারো- সেদিন আদালতে দাঁড়িয়ে এক বিন্দুও মিথ্যা বলেনি ক্যারোলাইন। বিষটা আত্মহত্যা করার জন্যই চুরি করেছিল ও। সেসময় ওর মাথায় অন্য কোনও চিন্তা ছিল না। খুনের ভাবনাটা পরে এসেছিল মনে।"

"আপনি নিশ্চিত? পরেই এসেছিল?"

একটু বিভ্রান্ত হল মেরেডিথ ব্লেক, "আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন? বুঝতে পারছি না-"

"বলছি যে, আপনি নিশ্চিত যে খুনের চিন্তাটা ক্যারোলাইনের মনে আদেও এসেছিল? খুনটা ক্যারোলাইন করেছিল এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই?"

নিঃশ্বাস ঘন হল লোকটার। "কিন্তু, যদি- যদি- ও না করে থাকে- আপনি বলেছেন ব্যাপারটা একটা দুর্ঘটনা ছিল?"

"উঁহু। দুর্ঘটনা জরুরি না।"

"অদ্ভুত কথা বললেন বটে!"

"তাই কি? একটু আগেই ভদ্রমহিলার ব্যাপারে যা যা বললেন তাতে করে তাকে অন্তত নরম মনের মানুষ বলেই মনে হয়। অমন একজনের পক্ষে কি খুন করা সম্ভব?"

"নরম মন? তা ছিল। কিন্তু ভয়ংকর সব ঝগড়াও হতো স্বামীর সঙ্গে ওর।"

"অর্থাৎ, মনটা খুব নরমও না?"

"না, ঠিক তাও না। উফ! আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না।"

"চেষ্টা করুন।"

"মুখের লাগাম ছিল না ওর। ফটফট কথা বলত। কিন্তু, তার মানে এই না যে কাউকে খুন করবো বললেই মেরে ফেলবে।"

"তার মানে, আপনার মতে, খুনে স্বভাব ছিল না ক্যারোলাইন ক্রেলের?"

"আপনি তো দেখছি মুখে কথা বসাতে ওস্তাদ! হ্যাঁ- সেটাই- খুন করার মতো মেয়ে নয় ও। তবে ঐ যে- প্রেম। স্বামীর প্রতি অন্ধ ভালবাসা তো যে কোনও মেয়েকে খুনি বানাতেই পারে।"

"সম্পূর্ণ একমত," সায় দিল পোয়ারো।

BanglaBook.org

"রীতিমত তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম খবরটা পেয়ে। একদম বিশ্বাস হয়নি। নাহ, খুন করতে পারে না ও। ব্যাপারটা এক অর্থে অবশ্য সত্যি- যে ক্যারোলাইনকে আমি চিনতাম, খুনটা সে করেনি। আমায়াসকে হত্যা করেছে ওর বদলে যাওয়া সত্ত্বা।"

"সে যাই বলুন, আইনের চোখে তো ক্যারোলাইন-ই খুনি।"

কয়েক মুহূর্ত ঠায় তাকিয়ে রইল লোকটা। যেন স্বীকার করতে কষ্ট হচ্ছে তার। শেষমেশ বলল, "ও ছাড়া আর কাকেই বা খুনি ভাবা যায়!"

"হুম, তাইতো। খুনি যদি ক্যারোলাইন না হয়, তবে কে?"

"ব্যাপারটাকে তো স্রেফ দুর্ঘটনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

"উঁহু। অসম্ভব।"

"আত্মহত্যার গল্পটাও একেবারে বিশ্বাস হয়নি। ক্রেলকে যারা ভাল করে চিনত, তারা কেউই বিশ্বাস করেনি।"

"হুম।"

"তাহলে আর বাকিই বা থাকল কী?" গোয়েন্দাকে প্রশ্ন করল মেরেডিথ ব্লেক।

ঠাণ্ডা মাথায় জবাব দিল এরকুল পোয়ারো, "তাহলে বাকি থাকে একমাত্র সম্ভবনাটুকু- অন্য কেউ আমায়াসের মৃত্যুর জন্য দায়ী।"

"অসম্ভব! অবাস্তব!"

"তাই মনে হয় আপনার?"

"আমি নিশ্চিত। কে খুন করতে চাইবে ওকে? কার পক্ষে সম্ভব ছিল এ কাজ করা?"

"সেটা তো আমার থেকে আপনার ভাল জানার কথা।"

"আপনিও নিশ্চয়ই কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করেন না-"

"হয়তো না। তবে সম্ভাবনাটা খতিয়ে দেখতে তো দোষ নেই। ভাল করে ভেবে বলুন তো, আপনার কী মনে হয়?"

পোয়ারোর দিকে কয়েকটা মিনিট ঠায় তাকিয়ে রইল লোকটা। তারপর চোখ নামিয়ে নিল নিচে। কী সব ভাবল। দ্রুত মাথা নেড়ে বাতিল করে দিল চিন্তাগুলো।

"নাহ, অন্য কিছু মাথায় আসছে না। যদিও আর কাউকে দোষী ভাবতে পারলে আমার থেকে খুশি কেউ হতো না। ওকে খুনি ভাবতে মোটেই ভাল লাগেনি সেদিনও। প্রথমটায় তো বিশ্বাসই হয়নি। কিন্তু, আর কে-ই বা করবে খুন? ফিলিপ? প্রাণের বন্ধুকে মারবে? নাহ। নাকি এলসা? অসম্ভব! বাকি রইলাম আমি? আমাকে দেখে কি খুনি মনে হয় আপনার?" পোয়ারোকে প্রশ্ন

BanglaBook.org

করল মেরেডিথ। এবং জবাবের অপেক্ষা না করে নিজেই বলে চলল, "আত্মমর্যাদা সম্পন্ন গভর্নেস, সেও মারবে না নিশ্চিত। বাকি রইল বিশ্বস্ত চাকরেরা, আর ছোট্ট অ্যাঞ্জেলা। ওরা খুন করবে? না না, তা কী করে হয়? ক্যারোলাইন ছাড়া আর কারও পক্ষেই ওকে হত্যা করা সম্ভব ছিল না। তবে এই করুন পরিনতির জন্য আমায়াস নিজেই দায়ী। সেই অর্থে ব্যাপারটাকে আত্মহত্যা বললেও খুব একটা ভুল হবে না।"

"অর্থাৎ, নিজের হাতে না হলেও নিজের দোষেই মরেছে আমায়াস ক্রেল?"

"খুব বেশি বলে ফেললাম কি? হবে হয়তো! কিন্তু- বুঝতেই পারছেন- যেমন কর্ম তেমন ফল।"

"আসলে, খুনের কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিহতর ব্যাপারে সঠিক খোঁজখবর করতে পারলেই পরিষ্কার হয়ে যায়," বলল গোয়েন্দা।

"তাই হবে হয়তো।"

"মৃত ব্যক্তির সম্পর্কে পুরোটা না জানলে ঘটনার স্বরূপ কখনও ধরা পড়ে না," বলে চলল পোয়ারো, "আর আমি ঠিক সেই চেষ্টাই করছি। আপনার ভাই এ ব্যাপারে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে। বলেছে আমায়াস ক্রেলের অতীত ঘটনাগুলো সম্পর্কে জানাবে।"

ভাইয়ের কথা শুনতেই মনযোগী হল মেরেডিথ ব্লেক। "ফিলিপ বলেছে?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি ওর সঙ্গেও কথা বলেছেন?"

"বলেছি।"

"আমার সঙ্গে আগে আলাপ করা উচিত ছিল," বিরক্তির সঙ্গে বলল মেরেডিথ।

এক চিলতে হাসি উপহার দিল এরকুল পোয়ারো। ভালমানুষের মতো বলল, "তা ঠিক, আপনি বড় ভাই, আপনার সঙ্গেই আগে কথা বলা উচিত। কিন্তু, যেহেতু মিস্টার ফিলিপ লন্ডনের কাছাকাছি থাকেন, ওনার সঙ্গে দেখা করাটা সহজ ছিল।"

ভুরু দুটো এখনও কুঁচকে আছে লোকটার। বিড়বিড় করল একই কথা, "আমার সঙ্গে আগে কথা বলা উচিত ছিল।"

এবারে কোনও জবাব না দিয়ে অপেক্ষা করল পোয়ারো। একটু বাদে মেরেডিথ নিজেই মুখ খুলল আবার। "ফিলিপ বড্ড একচোখা।"

"মানে?"

"বরাবরই ক্যারোলাইনের বিরুদ্ধে ছিল ও। আপনাকেও নিশ্চয়ই খারাপ কোনও ধারনাই দেবে ওর ব্যাপারে।"

BanglaBook.org

"এত বছর পরে নিশ্চয়ই পুরনো রাগ পুষে রাখবে না। তাতে লাভ কী?" বলল পোয়ারো।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেরেডিথ। "আসলেই, এখন তো ক্যারোলাইন সব দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে। কিন্তু, একটা মানুষ সম্পর্কে ভুল ধারণা পাওয়াও তো ঠিক না, হোক সে মৃত।"

"আপনার ধারণা মিস্টার ফিলিপ আমাকে ভুল ধারণা দিয়েছে?"

"সত্যি বলতে, একদম তাই। আসলে, ওদের মধ্যে বরাবরই বনিবনা ছিল না।"

"কেন?"

প্রশ্নটা শুনে বিরক্ত হল ব্লেক। বলল, "কেন? কীভাবে বোঝাই আপনাকে? এমনই ছিল পরিস্থিতি। আমার ধারণা আমায়াসের সঙ্গে ক্যারোলাইনের বিয়েটা ঠিক মেনে নিতে পারেনি ও। বিয়ের পর দীর্ঘ এক বছর তো ধারে-কাছেও যায়নি ওদের। তবুও বন্ধুত্বে ঘাটতি হয়নি আমায়াস আর ফিলিপের। আমার মনে হয় বন্ধুর জন্য উপযুক্ত পাত্রি হিসাবে কখনও ক্যারোলাইনকে মেনে নিতে পারেনি ফিলিপ। ওটাই রাগের একমাত্র কারণ। সম্ভবত ভেবেছিল, মেয়েটা ওদের এতদিনের পুরনো বন্ধুত্ব নষ্ট করে দেবে।"

"সত্যিই বন্ধুত্ব নষ্ট করেছিল নাকি?"

"আরে না না। শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল দু'জনের বন্ধুত্ব। আমায়াস বরাবর ওকে খোঁচা দিত অর্থলোভী বলে। বলত- রক্তচোষা ব্যবসায়ী। এসব খুনসুটি গায়েই মাখত না ফিলিপ। উল্টো মজা করে বলত- আমায়াসের ভাগ্য যে ওর মতো সম্মানী একজন ব্যবসায়ীকে বন্ধু হিসেবে পেয়েছে।"

"এলসা গ্রিয়ারের ব্যাপারে কী মত ছিল আপনার ভাইয়ের?"

"ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা একটু কঠিন। এলসাকে নিয়েও খুব একটা সন্তুষ্ট ছিল না ও। বরং মেয়েটার পেছনে লেগে থাকার জন্য খেপেছিল আমায়াসের উপর। বেশ কয়েকবারই বন্ধুকে সাবধান করেছে- সম্পর্কটা টিকবে না, বলে। কিন্তু কেন জানি না, আমার মনে হয়, ক্যারোলিনের দুর্ভাগ্যে কিছুটা খুশিই হয়েছিল ফিলিপ।"

"আসলেই?" ভ্রুকুটি করল পোয়ারো।

"দয়া করে ভুল বুঝবেন না। আমি বলতে চাচ্ছি, সম্ভবত অবচেতন মনে সন্তুষ্ট হয়েছিল ও। তবে ব্যাপারটা হয়তো নিজেও ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেনি ফিলিপ। সত্যি বলতে, ভাইয়ের সঙ্গে আমার স্বভাবে তেমন একটা মিল নেই। তবে রক্তটা তো এক! তাই আমাদের মধ্যে অদ্ভুত একটা বন্ধন আছে। একজন কী ভাবছে তা অন্যজন কিছুটা হলেও বুঝতে পারি।"

BanglaBook.org

"দুর্ঘটনার পরে কেমন ছিল মিস্টার ফিলিপের অবস্থা?"

"বেচারা। ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল পুরো। বরাবরই আমায়াসের প্রতি একটা অন্যরকম মুগ্ধতা কাজ করত ওর মধ্যে। ফিলিপ ওর থেকে কিছুটা ছোট ছিল বয়সে। তাই এক অর্থে ওকে আদর্শ ভাবত। নিজের আদর্শকে হারিয়ে একেবারে ভেঙে পড়েছিল। ভয়ংকর খেপে গিয়েছিল ক্যারোলাইনের উপর।"

"তাহলে তার মনে কোনও দ্বিধা ছিল না খুনির ব্যাপারে?"

মেরেডিথ বলল, "আমাদের কারও মনেই সন্দেহ ছিল না।"

সামান্য নীরবতার পর দুর্বল কণ্ঠে ব্লেক বলল, "সবকিছু ভুলেই গিয়েছিলাম আমরা। এতদিন বাদে আবার আপনি এসে খুঁচিয়ে তুলছেন-"

"আমি না," শুধরে দিল এরকুল পোয়ারো। "ক্যারোলাইন ক্রেল।"

অবাক হল মেরেডিথ। "ক্যারোলাইন? মানে?"

"আমায়াসের সন্তান।"

স্বাভাবিক হয়ে এল লোকটার চেহারা। সন্দেহ কেটে গেছে। "ও! ছোট্ট কার্লার কথা বলছেন? এক মুহূর্তের জন্য ভুল বুঝেছিলাম!"

"কী ভেবেছিলেন? ক্যারোলাইন ক্রেলের ভূত ফিরে এসেছে জবাব চাইতে?"

আঁতকে উঠল মেরেডিথ ব্লেক। "দয়া করে ওকথা বলবেন না!"

"আপনি জানেন ভদ্রমহিলা মরার আগে মেয়েকে কি লিখে গেছে? বলেছে- সে সম্পূর্ণ নির্দোষ।"

অবাক হল লোকটা। "ক্যারোলাইন লিখেছে?"

"হ্যাঁ," বলল পোয়ারো। "অবাক লাগছে?"

"সেসময় ওকে কোর্টে দেখলে আপনিও অবাক হতেন মসিয়ো পোয়ারো। বিন্দুমাত্র বাঁধা দেয়নি, প্রতিবাদ করেনি। অসহায় মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিল কাঠগড়ায়।"

"হার মেনে নিয়েছিল নাকি?"

"না না। হার মানার মেয়ে নয় ও। সম্ভবত অপরাধ বোধ। প্রাণের থেকে প্রিয় মানুষকে খুন করে কত বড় অন্যায় করেছে- সেই উপলব্ধি।"

"এখন আর এতটা নিশ্চিত মনে হচ্ছে না ব্যাপারটা। কি বলেন?"

"মরার আগে এমন কিছু লিখে গেছে- সত্যিই অদ্ভুত।"

"নির্দোষ মিথ্যা হয়তো," অনুমান করল গোয়েন্দা।

"হতে পারে।" সন্দেহ ফুটে উঠল মেরেডিথের কণ্ঠে। "কিন্তু, মিথ্যা বলার মেয়ে নয় ক্যারোলাইন। উঁহু।"

BanglaBook.org

মাথা নেড়ে একমত হল এরকুল পোয়ারো। ভদ্রমহিলার মেয়েও ঠিক এই কথা বলেছে। তবে তখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিল কার্লা। তাই ওর কথায় তেমন গুরুত্ব দেওয়া যায় না। কিন্তু, মেরেডিথ ব্লেকেরও সেই একই কথা। এতক্ষণে মেয়েটার ধারণার স্বপক্ষে একটা প্রমাণ পেল পোয়ারো।

"যদি- যদি ক্যারোলাইন সত্যিই নির্দোষ হয়- তাহলে... নাহ পুরোটাই পাগলামি! অন্য কোনও পথ দেখতে পাচ্ছি না। এছাড়া আর কোনও সমাধান নেই-"

ঝট করে পোয়ারোর দিকে ফিরল লোকটা। "আপনার কী মনে হয়?" সোজা প্রশ্ন করল।

"এখনও কিছু মনে হচ্ছে না," সাফ জানাল পোয়ারো। "আমি কেবল ধারণা সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছি। ক্যারোলাইন আর আমায়াস ক্রেল কেমন মানুষ ছিল জানার চেষ্টা করছি। সেসময় ওদের চারপাশের মানুষগুলোই বা কেমন ছিল? ঘটনার দুটো দিন ঠিক কী ঘটেছিল? সেসব জানতে হবে। তারপর একে একে মেলাতে হবে সূত্রের সুতো। এ ব্যাপারে আপনার ভাই সাহায্য করতে রাজি হয়েছে। কথা দিয়েছে সেদিনের ঘটনাগুলো সবিস্তারে লিখে পাঠাবে।"

"ওর থেকে বেশি তথ্য পাবেন না," ঝটপট জানাল মেরেডিথ। "ফিলিপ ব্যস্ত মানুষ। অতীতের ঘটনা খুব সহজেই ভুলে যায়। জড়িয়ে যায় নতুন কাজে। হয়তো কোনও কিছুই সঠিক ভাবে মনে করতে পারবে না শেষ পর্যন্ত। ভুলভাল তথ্য দেবে।"

"হুম। কিছু ফাঁকফোকর তো থাকবেই।" সহমত হল পোয়ারো।

"তারচেয়ে বরং এক কাজ করি-" লাল হয়ে উঠেছে মেরেডিথ ব্লেকের ফর্সা মুখটা। "আপনি চাইলে আমি- আমিও একইভাবে ঘটনাগুলোর বিবরণ লিখে পাঠাতে পারি। হয়তো ফিলিপের বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে সুবিধা হবে আপনার। কি বলেন?"

"তাহলে তো ভালই হয়।" এক কথায় রাজি হয়ে গেল গোয়েন্দা।

"বেশ। ওই কথাই রইল। আমার কিছু পুরনো ডায়েরি আছে। সেগুলো ঘেঁটে দেখতে পারব," অপ্রস্তুত হাসি দিল লোকটা। "যদিও খুব একটা প্রাঞ্জল হবে না লেখা। বানানেও ভুল থাকতে পারে। আশাকরি তাতে কোনও সমস্যা হবে না।"

"বেশি কারুকাজের প্রয়োজন নেই। সাদামাটা সত্যিটাই দরকার। কে কী বলেছিল, কী করেছিল, কেমন দেখাচ্ছিল, কীভাবে কী ঘটেছিল- সেগুলো জানালেই চলবে। প্রাসঙ্গিক মনে না হলেও কোনও ঘটনা বাদে দেবেন না। যে কোনও তথ্যই জরুরি।"

BanglaBook.org

"বুঝেছি। আসলে আগে থেকে দেখাশোনা না থাকলে কোনও মানুষের ব্যাপারে ধারনা করা সত্যিই কঠিন।"

একমত হল পোয়ারো। "আরেকটা ব্যাপারে সাহায্য দরকার ছিল। আচ্ছা অ্যালডারব্যারি তো আপনার বাড়ি থেকে কাছেই? আমাকে একবার ওখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব? ঘটনাস্থল একবার নিজের চোখে দেখতে চাই।"

"তা তো যাওয়াই যায়। কিন্তু, এতদিনে অনেক কিছু বদলে গেছে ওখানকার।"

"বাড়ি ভেঙে আবার বানানো হয়েছে নাকি?"

"আরে না না। এতটাও খারাপ হয়নি অবস্থা। জায়গাটা একটা সংস্থা কিনে নিয়েছে। এখন ওখানে একটা হোস্টেল মতো তৈরি হয়েছে। ঘরের মধ্যে মধ্যে ভাগ করে ছোট ছোট থাকার জায়গার ব্যবস্থা করেছে ওরাই। গ্রীষ্মের ছুটিতে ছেলে-মেয়েরা চলে আসে এখানে। ওদের সুবিধার জন্যই উঠোন আর বাগানের অংশগুলো বেশ করে ঢেলে সাজানো হয়েছে।"

"তাহলে এ ক্ষেত্রেও আপনার উপর নির্ভর করতে হবে। ঘটনার সময় কোথায় কী ছিল বলতে পারবেন নিশ্চয়ই?"

"চেষ্টা করব যথাসাধ্য। আহা, ষোল বছর আগে যদি দেখতে পেতেন জায়গাটা! এ তল্লাটে অমন চমৎকার বাড়ি আর একটাও ছিল না।"

একটু বাদে দু'জন বাইরের পথ ধরল।

"বাড়িটা বিক্রি করল কে?" যেতে যেতে প্রশ্ন করল পোয়ারো।

"ওদের সন্তানের পক্ষ হয়েই বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্রেলের সব সম্পত্তি মৃত্যুর পর স্ত্রী আর মেয়ের ভাগে যাবার কথা ছিল। তবে ক্যারোলাইন দলিল করে পুরোটা মেয়েকে দিয়ে গেছে।"

"সৎ বোনকে কিছু দেয়নি?"

"অ্যাঞ্জেলার জন্য ওর নিজের বাবাই অনেক টাকা রেখে গেছে। তাই বাড়তি দেবার প্রয়োজন পড়েনি।"

"ও আচ্ছা।"

যেতে যেতে অবাক হল পোয়ারো। "কোথায় যাচ্ছি আমরা? সামনে তো লেক!"

"ওহ! আপনাকে জায়গাটার ভূগোল সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। একটু বাদেই বুঝবেন। নদীমুখের মতো খাঁড়ি আছে একটা, লেক হয়ে সোজা ঢুকে গেছে শহরের দিকে। তবে জায়গাটা আসলে লেকেরই অংশ, ঠিক নদী বলা যায় না। হেঁটে অ্যালডারব্যারিতে যেতে হলে খাঁড়িটা টপকে যাওয়া যায় না, বরং ঘুরপথে যেতে হয়। তবে একটা শর্টকাট আছে আমাদের দুটো বাড়ির

BanglaBook.org

মধ্যে। তার জন্য ছোট লেকের উপর নৌকা করে পাড়ি দিতে হয় সামান্য পথ। ওই দেখুন না, ঠিক আমাদের বাড়ির উল্টো দিকেই অ্যালডারব্যারি, গাছ পাতার ফাঁক দিয়ে দিব্যি উঁকি মারছে।"

পোয়ারো লক্ষ্য করে দেখল ছোট্ট তট ছাড়িয়ে গাছপাতার ভিড়ে মাথা উঁচু করে আছে একটা সাদা দালান।

মেরেডিথ ব্লেক আর পোয়ারো মিলে তটে রাখা দুটো নৌকার একটাকে ঠেলে নামিয়ে দিল পানিতে। তারপর ধীরে সুস্থে দাঁড় টেনে চলল ওপাশে।

"আগে সবসময় পানিপথেই চলাচল করতাম," বলল মেরেডিথ ব্লেক। "তবে ঝড় বন্যা হলে এদিক দিয়ে যেতাম না। সেসব দিনে গাড়ি নিয়ে ঘুরপথে যেতে হতো। ঘুরে গেলে প্রায় তিন মাইলের মতো রাস্তা।"

খাঁড়ির ধার ঘেঁষে সুন্দর করে এগিয়ে চলল ওদের নৌকা। যেতে যেতে তাচ্ছিল্যের চোখে একধারের কয়েকটা কাঠ আর কংক্রিটের ঘর দেখাল লোকটা।

"ঘরগুলো নতুন," ব্যাখ্যা করল মেরেডিথ। "আগে একটা পুরনো ছাউনি ছিল নৌকা রাখার জন্য। আর ঐ যে ওখানে, পাথরের কাছে বসে স্নান করা যেত। দিব্যি হাঁটা যেত পাড় ধরে। এখন একগাদা বাড়ি বানিয়ে জায়গাটা পুরো নষ্ট করে ফেলেছে।"

অবশেষে পাড়ে ভিড়ল নৌকা। পোয়ারোকে নামতে সাহায্য করল মেরেডিথ।

খাড়া পথ ধরে উপরে উঠে এল ওরা।

"এখন কাউকে পাবেন না ও বাড়িতে," বলল মেরেডিথ। "এপ্রিলের দিকে সাধারণত কেউ থাকে না। কেবল ইস্টার সানডে'র সময় আসে। তবে আমরা গেলে অসুবিধা নেই। প্রতিবেশিদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল আমার। ঘটনার দিনটাও আজকের মতো সুন্দর ছিল। চমৎকার সূর্য ছিল আকাশে, আলো আর উত্তাপ ছিল ভালই। সেপ্টেম্বরে বসেই যেন উপভোগ করছিলাম জুলাইয়ের স্বাদ। সামান্য বাতাসও ছিল অবশ্য সাথে।"

পথটা উঠে এল গাছের ভিড়ে ছেড়ে সামনে। পাথর ঘেরা একটা অংশ দেখা গেল কিছুদূরে। মেরেডিথ আঙুল তুলে দিল সেদিকে। "ওই দেখুন। ওখানটায় বসেই ছবি আঁকছিল ক্রেল।"

আবার এগিয়ে এল গাছের আবছায়া। একটু বাদে পথ ঘুরল। ওরা হাজির হল বড় এক দেওয়াল ঘেরা জায়গায় বাইরে। দেওয়ালের গায়ে দরজা।

BanglaBook.org

রাস্তাটা অবশ্য দরজাকে পাশ কাটিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে উপরে। কিন্তু, মেরেডিথ ব্লেক দরজাটা খুলে পা রাখল ভেতরে। সঙ্গী হল এরকুল পোয়ারোও।

জায়গাটা দেখে এক মুহূর্তের জন্য হতবাক হয়ে গেল পোয়ারো। কৃত্তিমভাবে তৈরি করা হয়েছে জায়গাটা। উঁচুনিচু ধারগুলো বানানো হয়েছে যথেষ্ট যত্ন নিয়ে। সেখানে কিছু কামান বসানো। সবকিছু দেখে মনে হয় লেকের ধারে বিশাল এক বারান্দা ঝুলিয়ে দিয়েছে কেউ। চারিধারে গাছের সমারোহ, কেবল নদীর দিকটা ফাঁকা। সেখান দিয়ে দেখা যায় চোখ ধাঁধানো নীল জলরাশি।

"চমৎকার জায়গা," বলল মেরেডিথ ব্লেক। দেওয়াল ঘেঁষা একটা মঞ্চের দিকে দেখিয়ে বলল, "ওটা আগে ছিল না। শুধু ছোট্ট একটা ছাউনি ছিল। সেখানে ছবি আঁকার সরঞ্জাম আর বিয়ারের বোতল রাখত আমায়াস। কয়েকটা চেয়ারও রাখত। টেবিল আর বেঞ্চ রাখা ছিল- ব্যস আর কিছু ছিল না। জায়গাটা খুব বেশি বদলায়নি।"

"এখানেই ঘটেছিল ঘটনা?"

মাথা নেড়ে সায় দিল লোকটা।

"ছাউনির ধার ঘেঁষে ছিল বেঞ্চটা। ওখানেই এলিয়ে পড়েছিল আমায়াস। অবশ্য ছবি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মধ্যেই গিয়ে বসে পড়ত ও, ঘাড় কাত করে দেখত দৃশ্যপট। তারপর ঝট করে লাফিয়ে উঠে চলে যেত ক্যানভাসের কাছে। রঙের উপর রঙ চড়িয়ে এঁকে চলত পাগলের মতো।"

একটু বিরতি নিল মেরেডিথ। তারপর আবার বলে চলল, "ঠিক সেই কারণেই সেদিন ওর বসে থাকাটা তেমন অস্বাভাবিক লাগেনি। দেখে মনে হল ঘুমাচ্ছে। অথচ অসাড় হয়ে গিয়েছিল শরীরটা, কেবল চোখদুটো ছিল খোলা। জানেন তো, বিষটা শরীর অবশ করে ফেলার ক্ষমতা রাখে। তাই মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করার সুযোগ মেলে না- অন্তত এই একটা ব্যাপারে কিছুটা শান্তি..."

এবারে একটা জানা বিষয়ে প্রশ্ন করল পোয়ারো। "লাশটা প্রথম কে দেখেছে?"

"ক্যারোলাইন। খাবার পরে এসে পেয়েছিল। তবে সম্ভবত আমি আর এলসাই ওকে শেষ জীবিত অবস্থায় দেখেছি। ততক্ষণে বিষটা কাজ করা শুরু করেছিল বোধহয়। অসুস্থ লাগছিল ওকে। আসলে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে ভাল লাগছে না। আমি বরং লিখে জানাব পুরোটা।"

ঘুরে দাঁড়াল মেরেডিথ ব্লেক। পোয়ারোও কথা না বাড়িয়ে পিছু নিল।

BanglaBook.org

আঁকাবাঁকা পথ ধরে উপরে চলল ওরা। পৌঁছে গেল ছোট সমতলে। প্রচুর পরিমানে গাছে ঘেরা অঞ্চল, ছায়া সুনিবিড়। গাছের নিচেই একটা বেঞ্চ আর টেবিল পাতা।

মেরেডিথ বলল, "এখানটা একই রকম রেখে দিয়েছে নতুন মালিকপক্ষ। যদিও বেঞ্চটা বদলে ফেলা হয়েছে। পুরনো হয়ে গিয়েছিল। লোহার বেঞ্চ, জং পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। ওখানে বসে খুব ভাল দেখা যেত চতুর্দিক।"

জায়গাটা দেখে একমত হল পোয়ারো। সত্যিই এখান থেকে একেবারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আমায়াসের ঝুলবাগান কিংবা খাঁড়ির মুখ পর্যন্ত।

"এখানে কিছুক্ষণ বসে ছিলাম সেদিন," বলল লোকটা। "তখন অবশ্য গাছগুলো এতটা বেড়ে ওঠেনি। আমায়াসের ওদিকটা দিব্যি দেখাচ্ছিল। ওই যে, ওখানে-" আঙুল দিয়ে একটা জায়গা দেখাল মেরেডিথ ব্লেক। "-ছবির জন্য ঠায় বসে ছিল এলসা। ঘাড়টা ঘুরিয়ে রেখেছিল অন্যদিকে।"

সামান্য কাঁধ ঝাঁকাল মেরেডিথ ব্লেক। "গাছও কী তাড়াতাড়িই না বেড়ে ওঠে!" বিড়বিড় করল সে। "ধ্যাত, আমিও তো বুড়ো হয়ে গেছি!" তারপর পোয়ারোর দিকে ফিরে বলল, "চলুন, বাড়ির ভেতর যাওয়া যাক।"

এবারে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেল দু'জন। চমৎকার পুরনো একটা দালান, জর্জিয়ান ধাঁচে তৈরি। বাড়ি সাথে লাগান সুন্দর একটা উঠোন। তারই একপাশে প্রায় গোটা পঞ্চাশেক কাঠের তৈরি ঘর।

"এদিকটায় আসলে দেখার মতো কিছু নেই। ছেলেরা এখানে ঘুমায়," ঘরগুলো দেখিয়ে জানাল মেরেডিথ। "আর মেয়েরা বাড়ির ভেতর থাকে। এখানটায় আগে একটা সঙ্গীত ঘর ছিল। নতুন মালিক পক্ষ সেটা বাদ দিয়ে একটা খোলা গলি পথের মতো তৈরি করে দিয়েছে। আসলে, সব কিছু তো আর আগের মতো রাখা সম্ভব না। তাই নতুনদের সুবিধার জন্য বদলে ফেলা হয়েছে এটুকু।"

ফের দিক পাল্টে ফেলল মেরেডিথ ব্লেক। "চলুন ওদিক দিয়ে যাই। অতীতের ভূতগুলো ঘাড়ে ভর করতে চাইছে, বুঝলেন? আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে অজস্র স্মৃতি। এখানে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না।"

ঘুরপথে নিচে নেমে এল ওরা। এটুকু সময় কোনও কথা হল না দু'জনার।

হ্যান্ডক্রস ম্যানরে ফিরে তবেই মুখ খুলল মেরেডিথ ব্লেক। "ছবিটা কিন্তু আমি কিনে নিয়েছিলাম। ওই, মৃত্যুর সময় যেটা নিয়ে আমায়াস কাজ করছিল। অন্য কোথাও বিক্রি হয়ে গেলে ভাল লাগত না ব্যাপারটা। মানুষের কোনও ঠিক নেই, নোংরা কথা বলত হয়তো ছবিটা নিয়ে। তার থেকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছি। চমৎকার ছবি, জানেন? আমায়সের মতে ওর সেরা

BanglaBook.org

কাজ। আমারও ধারণা কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। মোটামুটি ভাবে আঁকা হয়েই গিয়েছিল, হয়তো আর এক-দু'দিন কাজ চলত ওটার উপর। দেখবেন নাকি একবার?"

প্রস্তাবটা লুফে নিল এরকুল পোয়ারো। "অবশ্যই।"

পোয়ারকে বাড়ির অন্দরে নিয়ে চলল ব্লেক। পকেট থেকে একটা চাবি উদ্ধার করে খুলে ফেলল মাঝারি আকৃতির একটা দরজা। ওপাশে উঁকি দিল বড়সড় ঘর।

ধুলো বালির গন্ধ ভেসে এল নাকে। ঘরের জানলা কপাট সব বন্ধ। মেরেডিথ কাঠের জানালাটা খুলে দিতেই বসন্তের বাতাস হানা দিল ঘরে।

"এবারে ঠিক আছে।" ঘোষণা দিল মেরেডিথ ব্লেক।

একবুক নিঃশ্বাস টেনে পোয়ারোর সঙ্গে যোগ দিল লোকটা। ঘরটা এর আগে কোনও কাজে ব্যবহার হতো এক দেখাতেই বুঝে গেল পোয়ারো। চতুর্দিকে রাসায়নিক গবেষণার জিনিসপত্র রাখা ছিল একসময়। এখন সব ফাঁকা। বোতল, কিংবা যন্ত্রপাতির দাগ পড়ে আছে শেলফগুলোতে। মেঝে সম্পূর্ণ ধুলোয় ঢাকা।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মেরেডিথ। বলল, "কত সহজেই অতীতটা সামনে চলে এল। সেদিন বাতাসে ছিল জুঁই ফুলের সুবাস। এইখানে দাঁড়িয়েই বোকার মতো বকে গিয়েছিলাম আমার আবিস্কার নিয়ে। বড় গলায় বলেছিলাম বিষের কথাগুলো! মানুষ কত বোকা হয়, তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ সম্ভবত আমি!"

আনমনে জানালা দিয়ে বাইরে হাত বাড়াল পোয়ারো। ওধারের জুঁই ফুলগাছ থেকে ছিঁড়ে নিল কয়েকটা পাতা।

ঘরের অন্যদিকে পৌঁছে গেল মেরেডিথ। পর্দা সরিয়ে দিল ঢেকে রাখা ছবিটার উপর থেকে।

দম বন্ধ হয়ে এল এরকুল পোয়ারোর। এর আগেও আমায়াস ক্রেলের কিছু ছবি দেখার সৌভাগ্য হয়েছে তার, কিন্তু এখন সে তাকিয়ে আছে শিল্পীর স্বঘোষিত সেরা ছবিটির দিকে। এবং এক নিমিষেই বুঝে গেল কতটা প্রতিভাবান চিত্রকর ছিল আমায়াস ক্রেল।

চমৎকার মসৃণ তুলির টান। দেখে মনে হয় কোনও ছাপানো পোস্টার। ছবিতে হলদে ছাপার শার্ট আর গাঢ় নীল রঙের পাজামা পড়ে আছে এক তরুণী। বসেছে ধূসর দেওয়ালের ধার ঘেঁষে। সূর্য পূর্ণ তেজে আলোকিত করে রেখেছে চারিধার। মেয়েটার পিছে পড়ে আছে নির্মম নীল জলরাশির ক্যানভাস। কী দারুণ!

BanglaBook.org

তবে প্রথম দেখার রেশ কেটে গেলে অদ্ভুত অসঙ্গতি চোখে পড়ে। প্রেক্ষাপট অতিরিক্ত উজ্জ্বল, অথচ কী স্বচ্ছ তার প্রকাশ। আর মেয়েটা-

হ্যাঁ, এই ছবিতে যেন প্রাণের উৎস ওই মেয়েটাই। তারুণ্যের প্রতিমূর্তি। অতিমাত্রায় জীবন্ত নারী। ওর চোখদুটো...

অদ্ভুত প্রাণশক্তি ওই দুটো চোখে! যৌবনের উদ্দীপ্ত চেতনা ভাসছে ওতে। ছবি আঁকার সময় এলসাকে ঠিক এমনটাই অনুভব করেছিল শিল্পী আমায়াস। এলসার তারুণ্যই অন্ধ করে দিয়েছিল তাকে। ছেড়ে যেতে উৎসাহ দিয়েছিল সাজানো সংসারের মোহ।

দুটো চোখ দিয়ে যেন বিজয় গর্ব উপভোগ করছে এলসা। তাকিয়ে আছে দর্শকের দিকে, অপেক্ষা করছে...

"দারুণ- সত্যিই চমৎকার!" বিস্মিত হল অভিজ্ঞ গোয়েন্দা।

মেরেডিথও যেন ফিরে পেল হারানো কণ্ঠস্বর, "কী অদ্ভুত তারুণ্য ছিল মেয়েটার ভেতর-"

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল পোয়ারো।

"তারুণ্য বলতে কী বোঝে লোকে? নির্দোষ, আকর্ষণীয়, অসহায় কোনও সত্ত্বা। অথচ ব্যাপারটা একেবারে ভুল। তারুণ্য নির্মম, ক্ষমতাধর, দুর্বার- আর অবশ্যই নিষ্ঠুর। আরও একটা ব্যাপার আছে তারুণ্যের- এতে দুর্বলতাও আছে।" বলল পোয়ারো।

মেরেডিথের সঙ্গে দরজা পর্যন্ত চলল পোয়ারো। এরপর যেতে হবে এলসার কাছে। এতগুলো বছর ঠিক কতটা পাল্টে দিয়েছে মেয়েটাকে? তারুণ্যের সেই আবেদন আজ হয়তো নেই। কিন্তু ঠিক কতটা বেঁচে আছে ওর সত্ত্বা?

যেতে যেতে পেছন ফিরে আরেকবার ছবিটাকে দেখে নিল গোয়েন্দা। চোখদুটো সদা সতর্ক, দেখে চলেছে তাকে... কিছু একটা বলতে চাইছে। কিন্তু কী?

এই প্রশ্নের উত্তর কি আছে আসল মানুষটার কাছে? নাকি সত্যিটা এলসাও জানে না।

যৌবনের মধুর নিমন্ত্রণে বাঁধ সেধেছে মৃত্যুর কালো হাত। ছিনিয়ে নিয়েছে ওই দু'চোখের সামনে থাকা আশার ডালি। আজ সেই চোখের দৃষ্টি কেমন? ঘোলাটে হয়ে গেছে কি?

অবশেষে বাড়ির বাইরে পা রাখল গোয়েন্দা পোয়ারো। "বড় জীবন্ত চোখদুটো।" ভাবল।

চিন্তাটা ভয় জাগাল মনে।

BanglaBook.org

৯.
মাংস খেকো ছোট্ট শূকর...

ব্রুক স্ট্রিটের বাড়িটা টিউলিপ ফুল দিয়ে সাজানো। হল ঘরের মাঝামাঝি একটা বড় ফুলদানীতে রাখা হয়েছে সাদা লাইলাক ফুল। সুবাসে ম-ম করছে ঘরটা। গন্ধ পৌঁছে গেছে সদর দরজা পর্যন্ত।

মাঝবয়সী এক বাটলার খুলে দিল দরজা। পোয়ারোর টুপি আর ছড়ির দায়িত্ব বুঝে নিল লোকটা। সেগুলো সরিয়ে নিয়ে বলল, "আমার সঙ্গে চলুন স্যার।"

লোকটার পিছে চলল পোয়ারো। হলঘর পেরিয়ে ওরা নামল আরও তিন ধাপ নিচে। পৌঁছে গেল একটা দরজার সামনে।

দরজা খুলে ফেলল বাটলার। জানাল পোয়ারোর আগমনের খবর। লোকটার কণ্ঠে শতভাগ বিশুদ্ধ উচ্চারণে নিজের নাম শুনে ভাল লাগল পোয়ারোর।

গোয়েন্দাকে ভেতরে রেখেই দরজা চেপে চলে গেল বাটলার।

ঘরের মধ্যে থাকা একমাত্র মানুষটা উঠে এল চেয়ার ছেড়ে।

এই প্রথম স্বচক্ষে লর্ড ডিট্রিশ্যামেকে দেখল এরকুল পোয়ারো। ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের নিচে। চেহারা মন্দ নয়। প্রশস্ত কপাল, উন্নত চোয়াল। ঠোঁট আর চোখজোড়াও বড় সুন্দর। প্রতিভাও আছে তার, কাব্য প্রতিভা। তার লেখা দুটো চমৎকার গীতিনাট্য ইতিমধ্যে মঞ্চস্থ হয়েছে নামিদামি মঞ্চে। ব্যয়বহুল সেই আয়োজন রীতিমত সফল।

পোয়ারোকে স্বাগত জানাল সে। "এদিকে বসুন," বলল।

চেয়ারে বসে গৃহস্বামীর বাড়িয়ে দেওয়া একটা সিগারেট গ্রহণ করল পোয়ারো। নিজের হাতে দেয়াশলাই কাঠিতে আগুন জ্বেলে পোয়ারোকে সিগারেট ধরাতে সাহায্য করল সে। তারপর চেয়ারে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করার চেষ্টা করল আগন্তুক গোয়েন্দাকে।

একটু বাদে মুখ খুলল লর্ড ডিট্রিশ্যাম, "শুনলাম আপনি আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?"

"হুম। দেখা করার অনুমতি পেয়েছি।"

"বেশ।"

কিছুক্ষণ নীরবতার পর সাবধানে কথা বাড়াল গোয়েন্দা, "আশাকরি এতে আপনার কোনও আপত্তি নেই?"

BanglaBook.org

লর্ড ডিট্রিশ্যামের ফিনফিনে চেহারায় স্বপ্নালু এক হাসি শোভা পেল। "আজকাল আর স্বামীদের আপত্তিতে কোনও পাত্তা দেওয়া হয় না। বুঝলেন?"

"তাহলে, আপনার আপত্তি আছে?"

"না। ব্যাপারটা তেমন নয়। সত্যি বলতে এই আলাপের প্রভাব আমার স্ত্রীর উপর কতটা পড়বে তা নিয়ে সামান্য চিন্তিত। যৌবনের আঘাত হয়তো এতদিনে কিছুটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে ও। হয়তো ভুলে গেছে ভয়ংকর দিনগুলোর কথা, দুঃখের কথা। এতদিন বাদে বাড়ি বয়ে সেই পুরনো প্রশ্নগুলো নিয়ে হাজির হয়েছেন আপনি। অতীত স্মৃতিগুলো আবার জেগে উঠবে নিশ্চয়ই।

"আমি দুঃখিত," আন্তরিকভাবে বলল পোয়ারো।

"কে জানে এই আলাপের ফলাফল কী হবে!"

"কথা দিচ্ছি, যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করব আলোচনা," বলল পোয়ারো। "লেডি ডিট্রিশ্যামের যেন বিশেষ অসুবিধা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখব। উনি বোধহয় একটু স্পর্শকাতর, তাই না?"

পোয়ারোকে অবাক করে দিয়ে জোরে হেসে উঠল ভদ্রলোক। "স্পর্শকাতর? এলসা! নাহ। বরং উল্টোটাই সত্যি।"

"তাহলে-" চালাকি করে কথাটা ঝুলিয়ে রাখল এরকুল পোয়ারো।

লর্ড ডিট্রিশ্যাম বলল, "আঘাত সইতে ওর কোনও দ্বিধা নেই। আপনি জানেন কেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছে?"

"কৌতূহল?"

গোয়েন্দার জন্য শ্রদ্ধার ছাপ পড়ল গৃহস্বামীর চোখে। "আহ! ঠিক ধরেছেন।"

"আসলে মেয়েরা পেশাদারী গোয়েন্দার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী থাকে। পুরুষদের কথা আলাদা, তার একশ হাত দূরে থাকতে পারলেই বরং বাঁচে!" সুযোগ পেয়েই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে দিল পোয়ারো।

"কিছু কিছু মেয়েরাও কিন্তু গোয়েন্দাকে তাড়িয়ে দিতে চায়।"

"সেটা অবশ্যই দেখা করার পর- আগে না।"

"হবে হয়তো," সামান্য বিরতি নিল লর্ড ডিট্রিশ্যাম। "আচ্ছা আপনার বইটার মূল লক্ষ্য কী?"

কাঁধ ঝাঁকাল গোয়েন্দা। "কেউ কেউ পুরনো নাটকের সুর খুঁজে ফেরে, খোঁজে বিস্মৃত মঞ্চের অলিগলি, অতীত পোশাকের রঙ-বাহার। কেউ খুঁজে ফেরে হারানো খুনের গল্প।"

"ধ্যাত!"

BanglaBook.org

"ধ্যাত? সে আপনি বলতেই পারেন। কিন্তু, বিরক্তি দেখালেই তো আর মানুষের স্বভাব বদলে যায় না। খুনও এক ধরণের নাটক। মানব জাতির নাটক করার আকাঙ্খা বড্ড বেশি।"

ভদ্রলোক বুঝদারের মতো বলল, "জানি জানি-"

"তাহলে বুঝতেই পারছেন," বলল পোয়ারো, "বইটা লেখা হচ্ছেই। আমার দায়িত্ব কেবল সত্যটুকু যেন এলোমেলো না হয়ে যায় সেদিকে নজর রাখা।"

"এই মামলার তথ্য তো সবার জন্য উন্মুক্ত, সত্য বদলাবে কী করে?"

"তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু, তথ্যের ব্যাখ্যা তো আর একটা নয়। অনেক হতে পারে।"

"মানে?"

"একটা ঐতিহাসিক ঘটনাকে নানান আঙ্গিকে দেখা সম্ভব। যেমন ধরুন স্কটস-এর মেরি কুইনের উপর অনেক বই লেখা হয়েছে। কোনটায় তাঁকে বলা হয়েছে শহীদ, কোনটায় দেখানো হয়েছে নীতিহীন নারী রূপে, কোনটাতে চরিত্রহীন, আবার অন্যটায় সাদামাটা সাধু। কিংবা দেখানো হয়েছে উনি রক্তপিপাসু ছিলেন, দাবি করা হয়েছে পরিস্থিতির শিকার অথবা ভাগ্য বিড়ম্বিত বলে। ইচ্ছা মতো ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাঁর চরিত্র।"

"আর এই মামলার ক্ষেত্রে? ক্রেল খুন হয়েছে তার স্ত্রীর হাতে। এতে কোনও সন্দেহ নেই। উল্টো আদালতে শুধু শুধু অপবাদ দেবার চেষ্টা হয়েছিল আমার স্ত্রীর নামে। যাচ্ছেতাই বলেছিল লোকে ওর সম্পর্কে।

"ইংরেজরা প্রচণ্ড নীতিবাদী," বলল পোয়ারো।

লর্ড ডিট্টিশ্যাম বলল, "বিভ্রান্ত হলে আর মাথার ঠিক থাকে না ওদের!" এরপর পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আর আপনি?"

"আমার জীবনও নীতির সূত্রে বাঁধা," বলল গোয়েন্দা। "তবে সাধারণ নীতিবাদিতার সঙ্গে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে তাতে।"

লর্ড ডিট্টিশ্যাম বলল, "একটা ব্যাপার নিয়ে অবশ্য অনেকবার ভেবেছি- ঠিক কেমন মানুষ ছিল মিসেস ক্রেল? সবাই ওকে অসহায় স্ত্রীর প্রতিমূর্তি ধরে নিয়েছিল- কিন্তু আমার মনে হয় এর পেছনে অন্য কোনও সত্যি লুকিয়ে আছে।"

"আপনার স্ত্রী হয়তো জানে সত্যিটা," বলল পোয়ারো।

"এই মামলার ব্যাপারে এলসার সঙ্গে কখনও আলাপ হয়নি আমার।"

ভুরু কুঁচকে গেল পোয়ারোর। "ওহ! তাই নাকি? বুঝতে পারছি-"

"কী বুঝলেন?"

BanglaBook.org

"আপনার উন্নত কবিসত্ত্বায় ধরা পড়েছে তার"

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে উঠে দাঁড়াল ভদ্রলোক। ছোট্ট একটা ঘণ্টা বাজিয়ে ফিরল পোয়ারোর দিকে। "আমার স্ত্রী আপনার জন্য অপেক্ষায় আছে।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খুলে গেল দরজাটা।

"আমাকে ডেকেছেন স্যার?"

"ওনাকে ম্যাডামের ঘরে নিয়ে যাও।" হুকুম দিল লর্ড ডিট্রিশ্যাম।

দুটো সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতেই পা ঠেকল নরম কার্পেটে। চতুর্দিকে চোখ ধাঁধানো আলোকরশ্মি। কেবল অর্থের প্রদর্শনী যেদিকে দু'চোখ যায়। তবে রুচিশীলতার ছাপও আছে তাতে। সেরা জিনিসটাই যোগ করা হয়েছে গৃহসজ্জায়; কেবল দামে নয়, মানেও তা অনন্য।

"গরুর রোস্ট? হুম, রোস্ট করা হচ্ছে নিশ্চয়ই।" মনে মনে ভাবল পোয়ারো।

অপেক্ষাকৃত ছোট একটা ঘরে হাজির করা হল পোয়ারোকে। আন্দাজ করা যায় বাড়ির মালকিনের বসার ঘর এটা।

এলসাকে ফায়ারপ্লেসের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। দেখেই ছোট্ট একটা বাক্য জেগে উঠল পোয়ারোর মনে। অতীতের যৌবনদীপ্ত এলসা আজ মৃত। চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা, কিন্তু সে যেন আগের এলসা না। ছবিতে তারুণ্যের প্রতিমূর্তি ছিল এলসা গ্রিয়ার। অথচ আজকের লেডি ডিট্রিশ্যাম তার থেকে অনেক তফাতে। যদিও সৌন্দর্য আছে এখনও। ভয়ংকর সুন্দরী এলসা। কতই বা বয়স ওর? ঘটনার সময় বিশ হয়ে থাকলে, এখন বড়জোর ছত্রিশ। চমৎকার প্রসাধনে সাজিয়ে রেখেছে চেহারা, কালো চুলগুলোও দারুণ লাগছে।

মনে একটা খোঁচার মতো টের পেল এরকুল পোয়ারো। বুড়ো জনথনকে নীরবে দুষল একচোট। জুলিয়েটের চিন্তাটা মাথায় গেঁথে দিয়েছে বুড়ো- নাহ এখানে কোনও জুলিয়েটের অস্তিত্ব নেই। যদি জুলিয়েটের রোমিওবিহীন জীবনের কথা কল্পনা করা যায়, তাহলে অবশ্য অন্য ব্যাপার।

মৃত্যু হয়েছিল জুলিয়েটের। কিন্তু, এলসা বেঁচে গেছে।

নিরস ভঙ্গীতে পোয়ারোকে স্বাগত জানাল এলসা। মুখে বলল অন্য কথা, "আপনার প্রস্তাব পেয়ে রীতিমত আগ্রহী হয়ে উঠেছি, মিস্টার পোয়ারো। বলুন, কী করতে পারি আপনার জন্য?"

আগ্রহী না ছাই!-ভাবল পোয়ারো।

মেয়েটার বড় ধূসর চোখদুটোতে জলহীন হ্রদের শূন্যতা।

BanglaBook.org

একটু নাটকীয়তার আশ্রয় নিল গোয়েন্দা। বলল, "সত্যি বলতে ম্যাডাম, পুরো বিষয়টা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত আমি!"

"কেন?" অবাক হল এলসা।

"আসলে, বেশ বুঝতে পারছি- অতীতের কচকচানি আপনার বিশেষ ভাল লাগবে না। কষ্ট পেতে পারেন।"

সহসা কৌতুক ফুটল এলসার চোখে। হ্যাঁ, মেয়েটা মজা পেয়েছে কথা শুনে, নিশ্চিত হল পোয়ারো।

এলসা বলল, "নিশ্চয়ই আমার স্বামী আপনার মাথায় এসব ঢুকিয়েছে? আপনার সাথে দেখা করেছে নিচে? নাহ, ভুল করেছে ও। আসলে যতটা দুর্বল ভাবে, ততটা নই আমি। ওর মাথায় এসব ঢুকবে না।"

মেয়েটা বলে চলল, "জানেন তো, খুব দরিদ্র অবস্থা থেকে বিরাট ধনী হয়েছিল আমার বাবা। কারখানার সামান্য কর্মী থেকে একেবারে শিল্পপতি। জগতের চাপ সহ্য করতে না পারলে এতটা করতে পারত না। আমিও হয়েছি ঠিক বাবার মতো।"

এবারেও মনে মনে কথা বলল পোয়ারো- তা তো হবেই। চামড়া মোটা না হলে কেউ ওই সময় ক্যারোলাইন ক্রেলের সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতে যায়?

"আপনি বরং বলুন কীভাবে সাহায্য করতে পারি?"

"অতীতের কথাগুলো ভাবতে সত্যিই আপনার কোনও কষ্ট হবে না?"

এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল এলসা। সহসা পোয়ারোর মনে হল মেয়েটা বেশ দিলখোলা। হয়তো প্রয়োজনে মিথ্যা বলে, কিন্তু স্বেচ্ছায় বলে না।

ভাবনা শেষ হতেই এলসা নিশ্চিত করল, "না না, কষ্ট কীসের! কষ্ট পেলে তো ভালই হতো।"

"কেন? একথা কেন বলছেন?"

"কষ্ট না পাওয়াটাও এক ধরণের যন্ত্রণা।"

কষ্ট না পাবার কারণটা আগেই বুঝে ফেলেছে পোয়ারো- পুরনো এলসার মৃত্যু হয়েছে, তাই নতুন এলসার কষ্ট পাবার কোনও মানেই নেই।

"সে যাই হোক, কষ্ট না পেলে তো আমারই সুবিধা হবে কাজ করতে," বলল পোয়ারো।

শুনে খুশি হল এলসা। বলল, "কী জানতে চান? বলুন।"

"আপনার স্মৃতি শক্তি কেমন?"

"মোটামুটি ভালই।"

"পুরনো দিনের কথা মনে করতে অসুবিধা হবে না?"

BanglaBook.org

"একেবারেই না। অসুবিধা কেবল ঘটনা ঘটার সময় হয়। একবার ঘটে গেলে আর অসুবিধা কীসের!"

"কারও কারও পরেও অসুবিধা হয়," বলল পোয়ারো।

লেডি ডিট্রিশ্যাম বলল, "ঠিক এই ব্যাপারটা নিয়ে আমার স্বামীর সমস্যা। ও বুঝতে চায় না। সেদিনের আদালত, শুনানি, আমার মনে ভীষণ চাপ ফেলেছে- এসব ভেবে বসে আছে।"

"চাপ ফেলেনি বলছেন?"

"নাহ। বরং উপভোগ করেছি যথেষ্টই," কণ্ঠে একটা প্রশান্তির ছাপ পড়ল এলসার। বলে চলল ও, "বদ ডেপ্লিচটা কম চেষ্টা করেনি আক্রমণের। সাক্ষাৎ শয়তান ব্যাটা। আমি অবশ্য ওর সঙ্গে লড়াইটা বেশ উপভোগ করেছি। জিততে পারেনি লোকটা।"

পোয়ারোকে এক চিলতে হাসি উপহার দিল ও।

"আশাকরি শুনে হতাশ হননি। ভাবছেন ওইটুকুন বয়সে নিশ্চয়ই ভেঙে পড়েছিলাম। রেগেমেগে উল্টোপাল্টা বকেছিলাম আদালতে দাঁড়িয়ে। নাহ, তেমন কিছুই হয়নি। ওরা কী বলেছে না বলেছে তাতে আমার কিছু দুঃখ হয়নি। মাথায় ছিল কেবল একটা চিন্তা।"

"কী?"

"ক্যারোলাইনকে ফাঁসিতে ঝুলাতে হবে," সাফ জানাল এলসা ডিট্রিশ্যাম।

মুহূর্তের জন্য এলসার নখগুলোর দিকে তাকিয়ে ওকে শিকারি জন্তুর মতো লাগল পোয়ারোর।

"নিশ্চয়ই ভাবছেন আমি শান্তি চাই না। পেটে পেটে অনেক হিংসা, মনে প্রতিশোধের আগুন। তা আগুন তো থাকবেই। আমাকে কেউ আঘাত করলে তাকে ছেড়ে দেবার মানুষ নই। আর আমার চোখে ওই মহিলা ছিল নারী জাতির কলঙ্ক। একজন নিকৃষ্ট মানুষ। জানতো আমায়াসকে আটকাতে পারবে না। তাই খুন করল। যাতে আমিও ওর সঙ্গে সংসার না করতে পারি সেটা নিশ্চিত করতে।"

পোয়ারোর চোখে চোখ রাখল মেয়েটা। বলল, "কি, আমাকে নিষ্ঠুর ভাবছেন তো?"

"ক্যারোলাইন ক্রেলের মনোভাবটা কি একটুও যৌক্তিক বলে মনে হয় না আপনার?" পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল গোয়েন্দা।

"না। হেরে গেলে হার স্বীকার করে নিতে জানতে হয়। স্বামীকে আটকে রাখতে না পারলে তাকে স্বেচ্ছায় চলে যেতে দেওয়া উচিত। শুধু শুধু আঁকড়ে রাখার চেষ্টা করে কী লাভ?"

BanglaBook.org

"হয়তো ক্রেলের সঙ্গে বিয়ে হলে বুঝতে পারতেন।"

"আমার মনে হয় না। আমরা-" নিজেকে সামলে নিয়ে সামান্য হাসল এলসা। "ব্যাপারটা নিয়ে বিভ্রান্তির কোনও সুযোগ নেই। মনে রাখবেন আমায়াস ক্রেল কোনও নিস্পাপ মেয়েকে বশ করেনি। পরিস্থিতি তেমন ছিল না মোটেই। বরং আমিই এক পার্টিতে ওকে দেখে প্রেমে পড়েছিলাম। ঠিক করে ফেলেছিলাম- ওকেই আমার চাই-"

শেক্সপিয়ারের লাইনগুলো মনে পড়ে গেল পোয়ারোর-

'আমার ভাগ্য রেখে দেব তোমার পদতলে-

তোমার সঙ্গে ভেসে যাব মহাকাশ থেকে অতলে।।'

"কিন্তু সে-তো বিবাহিত ছিল," বলল পোয়ারো।

"কেউ কারও জীবনে অনুপ্রবেশ করলেই সে দোষী, এমনটা জরুরি না। যে সুখ স্ত্রীর সঙ্গে পায়নি, তা আমার সঙ্গে পেলে ক্ষতি কী ছিল? জীবন তো একটাই।"

"শুনেছি, স্ত্রীর সঙ্গে বেশ সুখেই ছিলেন আমায়াস ক্রেল।"

জোরে মাথা নাড়ল এলসা। "না। তুমুল ঝগড়া হতো দু'জনের। জঘন্য মেয়েছেলে ছিল ক্যারোলাইন। পাক্কা ঝগড়াটে।"

উঠে সিগারেট ধরাল এলসা। "হয়তো ওর প্রতি একটু বেশিই ঘৃণা পুষে রেখেছি। কিন্তু, ক্যারোলাইনও আমাকে বিশেষ পছন্দ করত না।" সামান্য হেসে বলল মেয়েটা।

"ঘটনাটা দুর্ভাগ্যজনক," ধীরে সুস্থে বলল এরকুল পোয়ারো।

"ঠিক বলেছেন, ভয়ংকর একটা পরিণতি।" ঘুরে ফের পোয়ারোর মুখোমুখি হল এলসা ডিট্টিশ্যাম। পূর্বের অনাগ্রহী চেহারায় দেখা দিয়েছে নবচাঞ্চল্য।

"আমারও মৃত্যু হয়েছে সেদিনই- বুঝলেন? মরে গেছি আমি। ওই ঘটনার পর থেকে কিছুই নেই আমার জীবনে- কিচ্ছু না।" কণ্ঠ নিচে নামল ওর। "কেবল শূন্যতা!" অস্থির ভঙ্গীতে হাত নাড়ল এলসা। "ঠিক যেন বোতলবন্দী মরা মাছের মতো হয়ে গেছে জীবনটা!"

"সত্যিই আপনার এতটা জুড়ে ছিল আমায়াস ক্রেল?"

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল এলসা। বলল, "বরাবর একমুখী মানুষ আমি। হয়তো অন্য কেউ হলে জুলিয়েটের মতো নিজের বুকে ছুড়ি বসিয়ে মুক্তি পেতে চাইত। কিন্তু- সেটা করা মানেই জীবনের কাছে হেরে যাওয়া। আত্মসমর্পণ করা।"

"অন্যথা করলেই বা লাভ কী?"

BanglaBook.org

"শোক কাটিয়ে উঠতে পারলে সব আবার আগের মতো হয়ে যায়," বলল এলসা। "চেষ্টা করেছি যথেষ্ট। ভেবেছিলাম দুঃখ ভুলে ফিরে এসেছি জীবনের পথে। পা বাড়িয়েছি পরবর্তী গলিতে।"

পরবর্তী গলি! নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর এলসা। পোয়ারো বুঝতে চেষ্টা করল ওর অবস্থাটা। এতটা দৃঢ়তা, সৌন্দর্য, সম্পদ, রূপ- সবটুকু দিয়ে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেছে নতুন কোনও অবলম্বনকে। নতুন কোনও আদর্শকে। প্রথমে একজন বিমান চালককে বিয়ে করল। তারপর ঝুলে পড়ল আর্নল্ড স্টিভেনসনের সঙ্গে। হয়ে উঠল লেডি ডিট্রিশ্যাম। তবে সবকিছুর অন্তরালে আছে প্রতিভার প্রতি আকর্ষণ। আমায়সের মতো ছবি না আঁকলেও কাব্য সৃষ্টিতে সৃজনশীলতা ধরে রেখেছে লর্ড ডিট্রিশ্যাম।

এলসা বলে চলল, "একটা স্প্যানিশ নীতিকথা খুব পছন্দ আমার- ঈশ্বরের অনুমতি আছে তোমার সঙ্গে- যা চাও বুঝে নাও উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে। জীবনে কখনও ছলনার আশ্রয় নিইনি। উপযুক্ত লেনদেন মিটিয়েই বুঝে নিতে চেষ্টা করেছি প্রিয় জিনিসগুলো।"

"আপনি হয়তো জানেন না, সবকিছু কেনা যায় না।"

"কেবল টাকা দিয়ে কেনার কথা বলিনি মসিয়ো পোয়ারো," সাফ জানাল এলসা।

"তা বুঝেছি। আমি বলতে চাইছি পৃথিবীতে এমন জিনিসও আছে যা বিক্রির জন্য নয়।"

"বাজে কথা!"

আলতো করে হাসল অভিজ্ঞ গোয়েন্দা। আপাতত একজন সফল ধনী রমণীর মতোই শোনাচ্ছে এলসার আস্ফলন। সহসা ওর জন্য এক রকম করুনা হল পোয়ারোর। ওর বিভ্রান্ত দৃষ্টি, মসৃণ ত্বক মনে করিয়ে দিল আমায়াস ক্রেলের ছবিতে আঁকা এলসার কথা।

"আপনি বরং বইটার ব্যাপারে বলুন," তাড়া দিল এলসা। "হঠাৎ করে এমন এটা বিষয় নিয়ে লিখতে চাইছে কেন? কার বুদ্ধিতে শুরু হয়েছে কাজ?"

"বই লেখার উদ্দেশ্য? ওই তো- অতীতের কেচ্ছা ঘেঁটে বর্তমানের জন্য চাটনি তৈরি করার চেষ্টা।"

"কিন্তু, বইটা আপনি লিখছেন না। ঠিক?"

"আমি অপরাধ বিশেষজ্ঞ, লেখক নই।"

"তার মানে জটিল কোনও অপরাধের বই ছাপানর আগে ওরা আপনার মতামত নিতে আসে?"

BanglaBook.org

"সবসময় না। তবে এক্ষেত্রে নিচ্ছে। আমাকে প্রতিনিধি নিয়োগ করেছে।"

"কে?"

"মিস কার্লা লেমার্চেন্ট।"

"সেটা আবার কে?"

"আমায়াস ক্রেল আর ক্যারোলাইনের একমাত্র সন্তান।"

এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল এলসা। ভাবল সামান্য। "ও হ্যাঁ! মনে পড়েছে। এতদিনে নিশ্চয়ই অনেক বড় হয়ে গেছে মেয়েটা?"

"হুম। এইতো একুশে পা দিল।"

"মেয়ে হিসাবে কেমন ও?"

"দীর্ঘাঙ্গী, সুন্দরী। দারুণ সাহসী আর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন।"

"ওর সঙ্গে দেখা করতে পারলে ভাল হতো," মত জানাল এলসা।

"ও হয়তো আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে না," বলল এরকুল পোয়ারো।

এলসা অবাক হল। "কেন?" জানতে চাইল। "ওহ, বুঝেছি! যতসব বাজে চিন্তা। ওর বয়স মাত্র ছয় ছিল সেসময়। ঘটনার কিছুই মনে থাকার কথা না।"

"বাবার মৃত্যুর জন্য মায়ের বিচার হবার ব্যাপারটা স্পষ্ট মনে আছে কার্লার।"

"আর এর জন্য ও আমাকেই দায়ী ভাবে?"

"স্বাভাবিক ভাবেই।"

কাঁধ তুলল এলসা। "বড্ড বোকা! যদি ক্যারোলাইন স্বাভাবিক মানুষের মতো আচরণ করতো, তাহলে আর-"

"তাহলে আপনি কোনও দায় স্বীকার করছেন না?"

"কেন করব? লজ্জা পাবার মতো কোনও কাজ করিনি আমি। শুধু প্রেমে পড়েছিলাম। আমার সঙ্গে সত্যিকার অর্থেই সুখী হতো আমায়াস।" সহসা ছবিতে দেখা মেয়েটার মতো মনে হল এলসাকে। "যদি আমার দৃষ্টিকোণ থেকে পুরোটা আপনাকে দেখাতে পারতাম, তবেই বুঝতেন।"

"উত্তম প্রস্তাব," বলল অভিজ্ঞ গোয়েন্দা। "আমিও আসলে তাই চাই। মিস্টার মেরেডিথ আর ফিলিপ ব্লেক ঘটনার দিন ওখানে উপস্থিত ছিলেন। ওরা তখনকার পুরো অভিজ্ঞতা সবিস্তারে লিখে পাঠাচ্ছে আমার কাছে। যদি আপনিও-"

BanglaBook.org

লম্বা দম টানল এলসা ডিট্রিশ্যাম। বলল, "ওরা! ফিলিপটা বরাবরই বড্ড বোকা। আর মেরেডিথ তো ক্যারোলাইনের পিছে ঘুরত। তবে মানুষ খারাপ ছিল না মেরেডিথ ব্লেক। অবশ্য ওদের থেকে আসল সত্যিটা জানা যাবে না।"

মনোযোগ দিয়ে এলসাকে লক্ষ্য করল পোয়ারো। চোখের দ্যুতি ফিরে আসছে মেয়েটার, ক্রমশ। যেন মরা থেকে জেগে উঠছে জীবনের ডাকে। "সত্যিটা জানতে চান? তবে ছাপাতে পারবেন না, কথা দিতে হবে," দ্রুত বলল এলসা।

"আপনার অনুমতি ছাড়া কোনও তথ্য ছাপানো হবে না। কথা দিচ্ছি।"

"তাহলে আমিও লিখে জানাব।" মুহূর্তের জন্য থমকে গেল ও।

চোয়াল শক্ত হল এলসার। "অতীতে ফিরে যাব- লিখব সবকিছু বুঝিয়ে দেবো ঠিক কেমন ছিল ক্যারোলাইন ক্রেল-"

এলসার দুটো চোখ জ্বলজ্বল করল উত্তেজনায়। ভারী হল নিঃশ্বাসের গতি। "ও-ই খুন করেছে ক্রেলকে। অথচ বাঁচার অনেক সাধ ছিল আমায়াসের। জীবনকে প্রচণ্ড উপভোগ করতো মানুষটা। ভালবাসার চেয়ে ঘৃণা বড় হওয়া উচিত না। অথচ সেই সূত্র থোড়াই মানত ক্যারোলাইন! আমি ওকে ঘৃণা করি- অনেক ঘৃণা করি।"

টানা একাই বলে যাচ্ছে এলসা। এবারে এগিয়ে এল পোয়ারোর কাছে। বলল, "আপনার বুঝতে হবে- জানতে হবে আমার সাথে আমায়াসের সম্পর্কের কথা। আপনাকে একটা জিনিস দেখাব।"

কিছুটা হেঁটে গিয়ে একটা ছোট্ট ড্রয়ারের কাছে পৌঁছল এলসা। চাবি দিয়ে তালা খুলে টেনে বের করল ড্রয়ারটা। তারপর পোয়ারোর কাছে ফিরে এল একটা দোমড়ানো চিঠি হাতে। কালি ঝাপসা হয়ে এসেছে চিঠিতে।

চিঠিটা পোয়ারোর হাতে দিল এলসা। ভাবটা এমন যেন এতদিন ধরে নিজের কাছে গুপ্তধনের মতো আগলে রাখা একটা সূত্র তুলে দিয়েছে গোয়েন্দার হাতে। একরাশ গর্ব, ভয়, আশা নিয়ে তাকিয়ে রইল পোয়ারোর মতামতের অপেক্ষায়।

বিবর্ণ পাতাটা চোখের সামনে মেলে ধরল এরকুল পোয়ারো।

চিঠিতে লেখা-

এলসা- প্রিয় আমার। তোমার মতো রূপসী এ জগতে নেই। কিন্তু, আমাকে তো দেখছই। আধবয়সী বুড়ো হয়ে গেছি। তাছাড়া সবসময় শয়তানের মতো রাগ চেপে থাকে মাথায়। আমার ভেতর স্থিতির

BanglaBook.org

লেশমাত্র নেই। কাজটুকু সরিয়ে নিলে কী-ই বা মূল্য আছে আমার? সব খোলাসা করেই বলছি। পরে আবার বলো না, সত্যিটা চেপে গেছি।

প্রিয়ে- আমি শুধু তোমাকে চাই। প্রয়োজনে শয়তানের সঙ্গে লড়াই করে উদ্ধার করব তোমায়। তোমার এমন একটা ছবি আঁকব পুরো বিশ্ব হা-করে তাকিয়ে দেখবে শুধু। রাতে ঘুম হয় না আমার, কিচ্ছু খেতে পারি না। মনে কেবল তোমার জন্য পাগলামি। এলসা-এলসা-এলসা-এলসা- আমি তোমার। আমৃত্যু তোমার।

ইতি আমায়াস।

ষোল বছর আগের ছোট্ট একটা চিঠি। কুঁকড়ে গেছে কাগজ, ঝাপসা হয়ে এসেছে কালির আঁচড়। অথচ কত জীবন্ত কথাগুলো!

চিঠি পাওয়া মেয়েটাকে খুঁজতে এলসার দিকে চোখ রাখল পোয়ারো।

হ্যাঁ, ওইতো- দেখা যাচ্ছে সদ্য প্রেমে পড়া এক যুবতীকে!

গল্পের জুলিয়েটের কথা মনে পড়ে গেল গোয়েন্দার।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১০.
সব হারানো ছোট্ট শূকর...

"কারণটা জানতে পারি, মসিয়ো পোয়ারো?"

প্রশ্নকর্তার ধূসর চোখদুটো সোজা পোয়ার দিকে তাক করা। উত্তর দেবার আগে ভাবনায় ডুব দিল গোয়েন্দা।

একটু আগেই ৫৮৪ নম্বর গিলেস্পি বিল্ডিংস এর বাড়িটাতে হাজির হয়ে সে। একেবারে উপরের তলায় উঠে টোকা দিয়েছে দরজায়। কর্মজীবী নারীদের নির্ভরযোগ্য আস্তানা জায়গাটা। এখানেই ছোট্ট একটা ঘরে বাসা বেঁধেছে সিসিলিয়া উইলিয়ামস। একটা ঘরেই শোয়া, বসা, রান্নার বন্দোবস্ত। ঘরের বিবর্ণ ধূসর রঙ। দেওয়ালের দৈন্যতা ঢাকতে এখানে সেখানে ঝুলছে পুরনো ছবি। একপাশে একটা ছোট চেস্ট-অফ-ড্রয়ার রাখা। তার উপর শোভা পাচ্ছে বেশ কতগুলো পুরনো ফটোগ্রাফ। ছবির চরিত্রদের চুলের ঢঙ আর পোশাক দেখে বোঝা যায় সেগুলো অন্তত বছর বিশ-ত্রিশেক আগের।

অন্যদিকে মেঝেতে বিছানো কার্পেটের সুতো উঠে এসেছে, আসবাবগুলোরও ভগ্নদশা। সবকিছু দেখে পোয়ারোর মনে দ্বিধা নেই, আর্থিক দিক দিয়ে বেশ অসুবিধায় আছে সিসিলিয়া উইলিয়ামস। তাকে খুব সহজেই সব হারানো ছোট্ট শূকরের কাতারে ফেলা যায়।

"এতদিন পর আবার ক্রেলদের মামলার ব্যাপারে জানতে চাইছেন কেন?"

ভদ্রমহিলার প্রশ্ন শুনে বাস্তবে ফিরে এল এরকুল পোয়ারো। বন্ধুদের অনেকেই তাকে একটু অন্যভাবে চেনে। ভাবে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যা খুশি করতে পারে সে, প্রয়োজনে বানিয়ে কথা বলতেও ছাড়ে না। আবার সাধারণ সত্যিটা বিশ্বাস না করে বরং ঘোরানো পেঁচানো মিথ্যাটাকেই বেশি প্রাধান্য দিতে পছন্দ করে!

এবারে অবশ্য খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারল পোয়ারো। বেলজিয়ামে কিংবা ফ্রান্সে অনেক ধনী পরিবার আছে, যারা বাড়িতে আলাদা গভর্নেস পালার সাধ্য রাখে। তবে পোয়ারোর মা-বাবার সে সামর্থ্য ছিল না। তবুও সিসিলিয়া উইলিয়ামসের সামনে নিজেকে অসহায় শিশুর মতোই মনে হল তার। হুকুম দেবার অনায়াস ক্ষমতা আছে ভদ্রমহিলার। যেমনটা সফল শিক্ষক কিংবা প্রতিপালকদের থাকে। তার কোনও নির্দেশ শিশুরা গুরুত্বের সঙ্গে পালনে রীতিমত বাধ্য হবে কথার জোরেই। আবার কোনও সত্য তার থেকে গোপন

BanglaBook.org

করাও প্রায় অসম্ভব, পেট থেকে সত্যিটা বেরিয়ে আসবে আপনা-আপনি। তাই তারও একরকম আত্মবিশ্বাস জন্মেছে নিজের দক্ষতার উপর।

সুতরাং, বই লেখার আজগুবি গল্প না ফেঁদে সোজাসুজি কার্লা লেমার্চেন্টের প্রস্তাবের কথাটাই জানিয়ে দিল পোয়ারো।

মনোযোগ দিয়ে শুনল ভদ্রমহিলা। "কেমন আছে ও?" ছোট্ট করে জানতে চাইল। "মেয়ে হিসাবে কেমন হয়েছে খুব জানতে ইচ্ছা করছে।"

"দেখতে শুনতে চমৎকার। ব্যবহারও ভাল," জানাল পোয়ারো। "নিজের মতবাদের প্রতি শতভাগ আত্মবিশ্বাসী। সাহসী।"

"বেশ," ছোট্ট করে বলল মিস উইলিয়ামস।

"তবে বড্ড একরোখা। আমি ওর প্রস্তাব ফিরিয়ে দিতে পারিনি।"

গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ল প্রাক্তন গভর্নেস। জানতে চাইল, "আঁকাআঁকির ঝোঁক আছে নাকি?"

"না বোধহয়।"

জবাবটা শুনে আশ্বস্ত হল ভদ্রমহিলা, "তাও ভাল!"

ছোট্ট জবাবটায় শিল্পীদের সম্পর্কে ভদ্রমহিলার দৃষ্টিভঙ্গি মোটামুটি স্পষ্ট হল। সে বলল, "আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে মেয়েটা মায়ের স্বভাব পেয়েছে।"

"তাই হবে হয়তো। সামনাসামনি দেখলে নিশ্চিত হতে পারবেন। দেখা করতে চান?"

"অবশ্যই। কতদিন আগে দেখেছি! ছোটদের বেড়ে উঠতে দেখলে ভালই লাগে।"

"শেষবার ওকে অনেক ছোট দেখেছিলেন নিশ্চয়ই?"

"পাঁচ-সাড়ে পাঁচ বছর মতো ছিল বোধহয় বয়স। চমৎকার মেয়ে, হয়তো একটু বেশিই চুপচাপ। একা একা খেলতে পছন্দ করত, বাইরে যেত না খুব একটা। বাইরের কারও সঙ্গে খেলাধুলার ব্যাপারে আগ্রহও ছিল না বিশেষ। শান্ত-শিষ্ট।"

পোয়ারো বলল, "ওর কপাল ভাল। বয়স কম ছিল, তাই বেশি কিছু বোঝার ক্ষমতা হয়নি তখনও।"

"সেটাই। বয়স আরেকটু বেশি হলেই দুর্ঘটনাটা বড় মন্দ প্রভাব ফেলত ওর মনে। তাতে হিতে বিপরীত হতো।"

"সে যাই হোক," বলল পোয়ারো, "কিছু জানতে না দিলেও একটা রহস্যের আভাস পেয়েছিল মেয়েটা। এসব ব্যাপারও বাচ্চাদের জন্য তেমন ভাল হয় না।"

BanglaBook.org

খানিকটা ভেবে জবাব দিল সিসিলিয়া উইলিয়ামস, "যতটা ভাবছেন অতটা ক্ষতিকরও না বোধহয়।"

বাড়তি তর্কে জড়াতে চাইল না অভিজ্ঞ গোয়েন্দা। বলল, "আচ্ছা, কার্লার ব্যাপারে একটা জিনিস নিয়ে কৌতূহল আছে। সম্ভবত আপনিই ভাল বলতে পারবেন এ বিষয়ে।"

"বলুন।" ভদ্রমহিলার কণ্ঠে খুব একটা আগ্রহের ছোঁয়া নেই।

কথাটার গুরুত্ব বোঝাতে রীতিমত হাত নেড়ে শুরু করল পোয়ারো। "এ পর্যন্ত যত-জনের সঙ্গেই আলাপ হয়েছে সবাই কার্লার কথা শুনে রীতিমত অবাক হয়েছে। দেখে মনে হয় ভুলেই গিয়েছিল যে ক্রেলদের একটা মেয়েও আছে! ব্যাপারটা অদ্ভুত না, বলুন দেখি? ওইটুকু বয়সের একটা বাচ্চার কথা তো সবার আগে মনে থাকা উচিত। আমায়াস ক্রেল স্ত্রীর সঙ্গে সংসার করবে কী করবে না সেটা ছিল তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু, এসব বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে বাচ্চার ব্যাপারটা অনেক বড় হয়ে দাঁড়ায়। অথচ কার্লার বিষয়ে সবাই উদাসীন! যথেষ্ট খাপছাড়া লেগেছে আমার।"

এবারে দ্রুত জবাব দিল মিস উইলিয়ামস, "একেবারে ঠিক জায়গায় হাত দিয়েছেন মসিয়ো পোয়ারো। সত্যি বলতে কার্লাকে অন্যত্র পাঠানোতে বরং ভালই হয়েছিল ওর। বড় হলে অবশ্য একটা শূন্যতা টের পাবার সম্ভাবনা ছিল তাতে। তবুও।"

আরও খানিকটা সামনে ঝুঁকে পড়ল ভদ্রমহিলা। চেষ্টাটা এমন যেন খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি জানিয়ে দিচ্ছে গোয়েন্দাকে।

"কর্মজীবনে এমন অনেকগুলো ঘটনা দেখার সুযোগ হয়েছে, যেখানে সন্তানের সঙ্গে বাবা-মা'র একটা দূরত্ব তৈরি হয়। অনেক ক্ষেত্রেই অসুবিধা সৃষ্টি করে বাড়তি যত্নের ব্যাপারটা। বেশি ভালবাসতে গিয়ে সন্তানের স্বাভাবিক স্বাধীনতায় বাঁধা দেয় অভিভাবকেরা অনেকটা অজান্তেই। আর সন্তান স্বভাবতই চেষ্টা করে মুক্তির উপায় খোঁজার। একমাত্র সন্তানের বেলায় এসব ঘটনা বেশি ঘটে। আর মায়েরাই সাধারণত দায়ী থাকে এজন্য। বিয়ের পর বিরাট এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় স্ত্রীর সন্তানপ্রীতি। স্বামীর গুরুত্ব কমে আসে ক্রমশ, ফলে ঘটনা গড়ায় বিচ্ছেদের দিকে। আমার মতে শিশুদের জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক পরিস্থিতি তৈরি হয় বাবা-মায়ের যথেষ্ট পরিমাণ উপেক্ষা থাকলে। পরিবারে বাচ্চা-কাচ্চার পরিমাণ বেশি আর টাকার যোগান কম হলেই সাধারণত এই ধরণের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তখন নজরদারির বাইরে গিয়ে একটু স্বস্তির জীবন পায় ওরা, কারণ এসব ক্ষেত্রে সংসারের নানান অসুবিধা

BanglaBook.org

সামাল দিয়ে মায়ের সময় হয় না বাচ্চাদের দিকে নজর দেবার। আর ওরাও জানে, তাদের প্রতি ভালবাসার কোনও কমতি নেই পরিবারে।

"অবশ্য এর ব্যতিক্রমও হয়! কখনও কখনও স্বামী-স্ত্রী'র ভেতর ভালবাসার পরিমাণ এত বেশি হয়ে যায়, যে সন্তানের কথা তাদের মনেই থাকে না। এসব ক্ষেত্রে ওদের মনে জন্ম নেয় হীনমন্যতা। ক্রমশ নিজেকে গুটিয়ে নিতে শুরু করে ওরা। আমি কিন্তু এখানে পুরোপুরি উপেক্ষা করার কথা বলছি না।

"ক্যারোলাইন ক্রেলের ব্যাপারটা একটু ভিন্ন। একেবারে আদর্শ মা বলতে যা বোঝায়, তাই ছিলেন তিনি। খেয়াল রাখতেন সন্তানের, সঠিক সময় ওকে সঙ্গ দিতেন, যত্ন নিতেন। কিন্তু, যত যাই করুক না কেন, ভদ্রমহিলার পুরোটা জুড়েই ছিল তাঁর স্বামী। আমায়াস ক্রেলকে বাদ দিয়ে কোনও অস্তিত্ব ছিল না তাঁর।" সামান্য বিরতি নিয়ে ফের বলল প্রাক্তন গভর্নেস, "সম্ভবত অতবড় অপরাধ করার পেছনে সেটাই সবথেকে বড় কারণ।"

"অর্থাৎ, ওরা স্বামী-স্ত্রী'র হলেও প্রেমিক-প্রেমিকার মতো ছিল সম্পর্কটা?" জানতে চাইল পোয়ারো।

"তাও বলতে পারেন।"

"আমায়াস ক্রেলও কি স্ত্রীকে ঠিক অতটাই ভালবাসাত?"

"ভালবাসার কোনও কমতি ছিল না। তবে, পুরুষ মানুষ বলে কথা!" বাড়তি বিরতি নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ভদ্রমহিলা। "পুরুষ মানুষ-" বলে থেমে গেল আবার।

একজন অভিজ্ঞ গৃহবাসিনীর দীর্ঘশ্বাস, নারীবাদি চেতনা, আর ভাবনার বহিঃপ্রকাশ এটুকু নিশ্চিত করে দেয়, পুরুষ মাত্রই ভদ্রমহিলার শত্রু বিশেষ!

"আপনি দেখছি পুরুষ জাতিকে কোনও প্রকার ছাড় দিতে নারাজ!" ফোঁড়ন কাটল পোয়ারো।

সচেতন জবাব দিল ভদ্রমহিলা, "পৃথিবীর সেরাটাই তো পুরুষের কব্জায়। ব্যাপারটা পাল্টে গেলে মন্দ হতো না।"

মনে মনে ভাল করে ভদ্রমহিলাকে মেপে নিল পোয়ারো। তার পরিস্থিতি বেশ বুঝতে পারছে। খুব বেশি না ঘাঁটিয়ে সরাসরি প্রশ্নে চলে গেল অতঃপর, "আমায়াস ক্রেলকে তাহলে আপনার খুব একটা পছন্দ ছিল না?"

"ঠিক ধরেছেন। মিসেস ক্রেলের জায়গায় আমি থাকলে বহুদিন আগেই ওনাকে ছেড়ে চলে যেতাম। সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে।"

"অথচ, মিসেস ক্রেল সবকিছু সহ্য করে নিত?"

"হ্যাঁ।"

"আপনার মতে কাজটা সে ঠিক করেনি?"

BanglaBook.org

"অবশ্যই না। নারী হিসাবে সবারই একটা আত্মমর্যাদা থাকা উচিত। মুখ বুজে অপমান সহ্য করার কোনও মানেই নেই।"

"এসব কথা তাকে সরাসরি বলেছিলেন কখনও?"

"নাহ। আমার দায় কীসের? অ্যাঞ্জেলার দেখাশোনার জন্য চাকরি পেয়েছিলাম। বাড়তি নাক গলাতে যাওয়াটা ঠিক হতো না।"

"মানুষ হিসাবে কেমন লাগত ক্যারোলাইন ক্রেলকে?"

"চমৎকার।" জবাবটায় এক ধরণের প্রশান্তি অনুভব করল এরকুল পোয়ারো। "খুব ভাল লাগত। ওঁর পরিণতিতে কষ্ট পেয়েছি।"

"আর অ্যাঞ্জেলা? কেমন ছিল মেয়েটা?"

"অদ্ভুত মেয়ে- এ পর্যন্ত যতগুলো মেয়ের দায়িত্ব নিয়েছি, তার মধ্যে সবচেয়ে আলাদা। মেধা আছে, অথচ দুরন্ত। সহজেই রেগে যায়, কখনও কখনও সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়তো। কিন্তু, মেয়ে খারাপ না।"

একটু বাদে ফের বলে চলল সিসিলিয়া উইলিয়ামস, "জানতাম জীবনে বড় কিছু করবে। করেওছে! ওর সাহারা'র উপর লেখা বইটা পড়েছেন? ফাউমের আশ্চর্য সব কবরে ঘুরে দেখার অভিজ্ঞতার উপর লিখেছে বইটা। সত্যি বলতে, ওকে নিয়ে গর্বিত আমি। অ্যালডারব্যারিতে খুব বেশি দিন কাজ করার সুযোগ হয়নি, বড়জোর আড়াই বছর হবে। বরাবর আশা ছিল ওটুকু সময়েই হয়তো মেয়েটার মনে প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট ভালবাসা ছড়িয়ে দিতে পেরেছি। আশাটা বৃথা যায়নি।"

"শুনেছি ওকে পড়ালেখার জন্য বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেবার কথা চলছিল। আপনি কি বাঁধা দিয়েছিলেন নাকি?" সাবধানে জানতে চাইল পোয়ারো।

"না তো। বরং এ বিষয়ে একমত ছিলাম।" বলেই বাড়তি ব্যাখ্যায় গেল ভদ্রমহিলা, "অনেক আদরে মানুষ হয়েছিল অ্যাঞ্জেলা। মেয়ে হিসেবেও চমৎকার- সব বিষয়ে আগ্রহী, মনটাও ভাল। তারপরেও একটু জটিল ছিল ওকে নিয়ন্ত্রণ করা। হয়তো বয়সের দোষ! ওই বয়সে নিজেকে নিয়ে কিছুটা দ্বিধায় থাকাই স্বাভাবিক। অ্যাঞ্জেলাও যথেষ্ট দ্বন্দ্বে থাকত। এই মুহূর্তে ও শিশুতোষ, আবার পরের মুহূর্তেই রীতিমত পূর্ণ নারী। কখনও কখনও বুঝদার, আবার হুট করে শয়তানি খেলা করতো মনে। রেগে যেত আচমকা। আর রেগে গেলেই যাচ্ছেতাই ব্যবহার করতো অন্যদের সাথে। কারও কথা মানতে চাইত না তখন। এমন একটা বয়স, যখন ওকে শিশুর মতো আদর করলে বিরক্ত হতো, আবার বড়দের মতো ভাবতে গেলেও লজ্জা পেত। খেপে গেলে হুট করে এদিক সেদিক চলে যেত মেয়েটা। মুখ গোমড়া করে বসে থাকত পরের কয়েক দিন। আবার একদিন সহসাই হয়ে যেত আগের মতোই চঞ্চল।

BanglaBook.org

গাছ বাইত, ছেলেদের সঙ্গে ছুটে বেড়াত বাগানে। কারও কোনও কথা শুনতে চাইত না তখন।"

বলে চলল ভদ্রমহিলা, "এই বয়সে স্কুল বেশ কাজে লাগে। সেখানকার নিয়ন্ত্রণ, অন্যদের সঙ্গে মেলামেশা সমাজে চলার পথ বুঝিয়ে দেয়। তাছাড়া বাড়ির অবস্থা তো বিশেষ ভাল ছিল না। প্রথমত, ক্যারোলাইন ক্রেল লাই দিয়ে মাথায় তুলতেন ওকে। কোনও কথা বললে সবসময় অ্যাঞ্জেলার পক্ষ নিতেন। এই ব্যাপারটা বেশ বুঝে ফেলেছিল অ্যাঞ্জেলা। ফলে আমায়াস ক্রেলের সঙ্গে বিবাদের সময়গুলোতে বোনের ভালবাসা অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করত ও। অ্যাঞ্জেলাকে তেমন একটা অপছন্দ ছিল না মিস্টার ক্রেলের। কিন্তু, স্ত্রীর কাছে গুরুত্বের ক্ষেত্রে নিজেকে সবসময় আগে দেখতে চাইতেন। পুরুষ মানুষ বলে কথা! যখন অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে তাঁর ঝামেলা হতো, মিসেস ক্রেল স্বাভাবিকভাবেই দাঁড়িয়ে যেতেন বোনের পক্ষে। ফলে আরও খেপতেন আমায়াস ক্রেল। আর এই সময়গুলোকে কাজে লাগিয়ে অ্যাঞ্জেলা শিশুতোষ দুষ্টুমিগুলো করে যেত। একবার তো একগাদা লবন মিশিয়ে দিল মিস্টার ক্রেলের পানীয়তে। ভদ্রলোক রেগে আগুন! তবে সেবার বেশি ঝামেলা হয়নি। গণ্ডগোল চূড়ান্ত হল যেদিন অ্যাঞ্জেলা চুপিচুপি শামুক ছেড়ে দিল আমায়াস ক্রেলের বিছানায়। জিনিসটা রীতিমত ঘৃণা করতেন ভদ্রলোক। সুতরাং, রাগ চলে গেল নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এবং সিদ্ধান্ত হল, অ্যাঞ্জেলাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে আবাসিক স্কুলে।

"ব্যাপারটা অবশ্য একেবারেই পছন্দ হয়নি মেয়েটার। যদিও আগে কয়েকবার নিজে থেকেই এরকম স্কুলে যাবার কথা তুলেছিল। কিন্তু, এবারে রীতিমত বেঁকে বসল। প্রথমটায় মিসেস ক্রেলও রাজি ছিলেন না। পরে আমার কথা শুনে মত বদলান। তাঁকে বুঝিয়েছিলাম, ওখানে গেলে ভালই হবে মেয়েটার। অবশেষে ঠিক হল ওকে দক্ষিণ উপকূলের চমৎকার এক স্কুলে পাঠানো হবে, শরতের সময়। যদিও ব্যাপারটা নিয়ে শেষ পর্যন্ত কিছুটা মন খারাপ ছিল মিসেস ক্রেলের। অন্যদিকে অ্যাঞ্জেলা মনে মনে ফুঁসতে থাকে মিস্টার ক্রেলের উপর। তবে সেসব কোনও গুরুতর ব্যাপার না। এর থেকেও বড় নাটক তখন চলছিল অ্যালডারব্যারিতে।"

"আপনি নিশ্চয়ই এলসা গ্রিয়ারের কথা বলছেন?"

"ঠিক।" কথাটা বলেই ঠোঁট বন্ধ করল ভদ্রমহিলা।

"এলসাকে কেমন লাগত আপনার?"

"কেমন আর লাগবে! কোনও আত্মসংযম নেই মেয়েটার।"

"বয়সই বা কত ছিল তখন!"

BanglaBook.org

"ভাল-মন্দ বোঝার মতো যথেষ্ট ছিল। ওর ব্যাপারে কোনও যুক্তিই যৌক্তিক নয়।"

"প্রেমে পড়েছিল, তাই হয়তো-"

কথার মাঝপথে বাঁধ সাধল মিস উইলিয়ামস, "ভালবাসা। তা ছিল। তবে, যতই প্রেম থাক, নিজের উপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণও থাকা উচিত। ইচ্ছা করলে নিজেকে সামলে নেওয়া যায়। তবে ওই মেয়েটার নীতিবোধ বলে কিছুই ছিল না। মিস্টার ক্রেলের যে বিবাহিত একজন পুরুষ, সে কথা আমলেই নেয়নি। কেবল নির্লজ্জ বেহায়ার মতো গোঁ ধরে থেকেছে। হয়তো ছোটবেলায় ঠিকঠাক শিক্ষাদীক্ষা পায়নি! এছাড়া অন্য কোনও যুক্তি মাথায় আসে না।"

"ভদ্রলোকের মৃত্যুতে নিশ্চয়ই কষ্ট পেয়েছে অনেক।"

"তা পেয়েছে। দোষটা অবশ্য পুরোপুরি তাঁর। যদিও নিজের হাতে খুন করেননি, কিন্তু খুব একটা তফাৎও নেই। আমি বলছি মসিয়ো পোয়ারো, সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলেন ক্যারোলাইন ক্রেল। এক একটা সময় তো আমারই মনে হয়েছে দু'জনকে মেরে পুঁতে ফেলি। অমন একটা মেয়েকে কিনা বাড়িতে বয়ে নিয়ে এলেন উনি! তার উপর চুপচাপ মুখ বুজে দেখে গেলেন স্ত্রীর প্রতি মেয়েটার অন্যায় আচরণ। সত্যি বলতে আমার একটুও কষ্ট হয় না। একেবারে উচিত শাস্তি পেয়েছেন আমায়াস ক্রেল। স্ত্রীর সঙ্গে এমন আচরণ করে কোনও পুরুষেরই অধিকার নেই শাস্তি এড়িয়ে যাবার। মৃত্যুই ওঁর প্রাপ্য।"

"একটু কড়া হয়ে গেল কথাগুলো..." শান্ত কণ্ঠে বলল গোয়েন্দা।

ধূসর চোখজোড়া চকচক করে উঠল ছোটখাটো মহিলার, "বিয়ের ব্যাপারে আমার মতামত খুব দৃঢ়। মেয়েদের সঠিক সম্মান না দেওয়া হলে অসহ্য লাগে। মিসেস ক্রেল সত্যিকার অর্থেই একজন দায়িত্বশীল স্ত্রী ছিলেন। অথচ, তার স্বামী ক্রমাগত বাইরের মেয়েদের টেনে আনতেন বাড়িতে। যেটা বললাম, উচিত শিক্ষা হয়েছে লোকটার। সহ্যের সীমা ভেঙে গেছে ক্যারোলাইন ক্রেলের, আর এজন্য আমি অন্তত তাঁকে কোনও দোষ দিই না।"

কণ্ঠ আরও ধীর হল পোয়ারোর, মেপে মেপে কথা বলছে এখন। "সন্দেহ নেই কাজটা ঠিক করেনি ভদ্রলোক। কিন্তু, আমাদের ভুলে গেলে চলবে না- চমৎকার চিত্রশিল্প ছিল আমায়াস ক্রেল।"

নাক দিয়ে ফ্রোৎ করে শব্দ করল সিসিলিয়া উইলিয়ামস।

"জানি জানি। এসব ছুতোই তো হালের ফ্যাশন। চিত্রশিল্পী! যেন প্রতিভা থাকলেই মাতাল হয়ে যাচ্ছেতাই জীবন কাটানো যায়। মারামারি করা যায়, ধোঁকাবাজ হওয়া যায়। কৃতকর্মগুলো বিচারে নিলে কেমন মানুষ বলে মনে হয়

BanglaBook.org

আঁকিয়ে ক্রেলকে? হয়তো কয়েক বছর চলত তাঁর ছবির গুণগান। তারপর থেমে যেত সব প্রশংসা। বিচ্ছিরি ছবি আঁকতেন লোকটা। বাজে দৃষ্টিভঙ্গি ফুটিয়ে তুলতেন ক্যানভাসে। এমনকী মানুষের দেহের গড়ন পর্যন্ত ঠিকঠাক আঁকতে জানতেন না।" টানা বলে একটু দম নিল ভদ্রমহিলা। "ভাববেন না একেবারে না জেনে ছবির পোস্টমর্টেম করছি। ছবি নিয়ে রীতিমত পড়ালেখা আছে আমার। যারা একটু আর্ট বোঝে, তাদের প্রত্যেকের কাছে হাস্যকর ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না লোকটার ছবি। কোনও গঠন প্রক্রিয়া নেই, সতর্কতা নেই, যেভাবে সেভাবে রঙ ছিটিয়ে ছবি আঁকতেন। নাহ, আমাকে অন্তত মিস্টার ক্রেলের চিত্র প্রতিভার গল্প শোনাতে আসবেন না দয়া করে।"

"দুটো ছবি কিন্তু টেইট গ্যালারির মতো জায়গায় স্থান পেয়েছে," মনে করিয়ে দিল এরকুল পোয়ারো।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে ঠোঁট বাঁকাল মিস উইলিয়ামস, "হবে হয়তো। তাতে কিছুই আসে যায় না। এপস্টাইনের তৈরি কয়েকটা উদ্ভট মূর্তিও তো রাখা আছে ওখানে।"

ভদ্রমহিলার ভাব দেখে বোঝা গেল শিল্পের বিষয়ে আর কথা বাড়াতে মোটেই আগ্রহী নয়।

সুতরাং, প্রসঙ্গ বদলে নিল গোয়েন্দা।

"লাশটা যখন আবিস্কার হয় তখন আপনি মিসেস ক্রেলের সঙ্গে ছিলেন?"

"হ্যাঁ। দুপুরের খাবার পর দু'জনে একত্রেই নেমেছিলাম বাড়ি থেকে। স্নান শেষে সোয়েটারটা লেকের ধারে, অথবা নৌকায় ফেলে এসেছিল অ্যাঞ্জেলা। নিজের জিনিস নিয়ে মোটেই সচেতন ছিল না ও। বাগানে ঢোকার সময় মিসেস ক্রেলকে সেখানে রেখে নিচের পথ ধরি আমি। কিন্তু, একটু যেতেই চিৎকার শুনতে পাই। লাশ দেখে মনে হয়েছিল ভদ্রলোক ঘণ্টাখানেক আগে মারা গেছেন। ছবিটার এক পাশে, বেঞ্চের উপর এলোমেলো ভঙ্গীতে পড়ে ছিলেন আমায়াস ক্রেল।"

"স্বামীর লাশ আবিস্কার করে কি ভেঙে পড়েছিল মিসেস ক্রেল?"

"ঠিক কী বোঝাতে চাইছেন বলুন তো?"

"তখনকার পরিস্থিতির ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাইছি।"

"ও, আচ্ছা। রীতিমত ভারসাম্যহীন মনে হচ্ছিল বেচারিকে। আমাকে তখনই ডাক্তারর কাছে টেলিফোন করতে পাঠায়। কারণ, নিজের তো মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব না। হয়তো মূর্ছা গিয়েছিলেন। ঠিক বোঝা যায়নি নিশ্চিত করে।"

"সম্ভাবনার কথাটা ক্যারোলাইন বলেছিল আপনাকে?"

BanglaBook.org

"ঠিক, মনে নেই।"

"আপনি তাহলে টেলিফোন করতেই গিয়েছিলেন?"

শুষ্ক শোনাল ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর। "যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মাঝপথে পেয়ে গেলাম মেরেডিথ ব্লেককে। তখন ওনাকেই দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে চটপট ফিরে এসেছি মিসেস ক্রেলের কাছে। ভেবেছিলাম যে কোনও সময় জ্ঞান হারাতে পারেন। আর তেমনটা হলে কোনও পুরুষ মানুষ ব্যাপারটা সামাল দিতে পারত না।"

"জ্ঞান হারিয়ে ছিল?"

"নিজের উপর যথেষ্টই নিয়ন্ত্রণ ছিল তাঁর। মিস গ্রিয়ারের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধাঁতে গড়া যেন! ওই মেয়ে তো যাচ্ছেতাই নাটক করেছিল সেসময়।"

"নাটক?"

"মিসেস ক্রেলকে মারতে এসেছিল।"

"অর্থাৎ, এলসা শুরুতেই বুঝে ফেলেছিল আমায়াস ক্রেলের মৃত্যুর জন্য তার স্ত্রী দায়ী?"

কয়েক মুহূর্ত মনোযোগ দিয়ে ভাবল প্রাক্তন গভর্নেস। "না। সে ব্যাপারে তখনই নিশ্চিত হওয়া সম্ভব ছিল না। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে ওই মারাত্মক সন্দেহ তখনও কারও মনে আসেনি। তবে এলসা চেঁচিয়ে দোষ দিচ্ছিল ক্যারোলাইন ক্রেলকে। বলছিল- তাঁর জন্য মারা গেছেন মিস্টার ক্রেল। বলেনি যে, ভদ্রলোককে বিষ দিয়ে মেরেছে। সম্ভবত সন্দেহ করেছিল।"

"মিসেস ক্রেল কী করছিল তখন?"

ভদ্রমহিলাকে দেখে মনে হল প্রশ্নটা দারুণ অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। "এসব নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করে কোনও লাভ আছে? ওই সময় ওনার মনে ঠিক কী চিন্তা চলছিল তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব না। হতে পারে ব্যাপারটা নিখাদ আতঙ্ক থেকে। আসলে যে কাজ করে-"

"আতঙ্কিত ছিল?"

"না, মানে... সেটাই তো স্বাভাবিক।"

অসন্তোষ ফুটল পোয়ারোর কণ্ঠে, "হুম। তাই হবে... কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারে তার বক্তব্য ঠিক কী ছিল?"

"আত্মহত্যা। প্রথম থেকেই দাবি তুলেছিলেন- আত্মহত্যা করেছেন মিস্টার ক্রেল।"

"সবার সামনে বলেছে, নাকি আলাদা করে আপনাকে বলেছিল?"

"না। সবার সামনে বলেননি। আ-আমাকে আলাদা করে বলেছিলেন- আত্মহত্যা করেছেন নিশ্চয়ই।"

BanglaBook.org

ভদ্রমহিলাকে যথেষ্ট লজ্জিত মনে হল পোয়ারোর। তবুও প্রশ্ন থামল না।

"শুনে আপনি কী বলেছিলেন?"

"সেসব জেনে সত্যিই কি কোনও লাভ আছে?"

"আছে, আপনি বলুন।"

"আমি বুঝতে পারছি না, কেন জানতেই হবে-"

কিছু না বলে চুপ থাকার সিদ্ধান্ত নিল পোয়ারো। এক পর্যায়ে নিরবতা অসহ্য লাগল সিসিলিয়া উইলিয়ামস-এর কাছে। বাধ্য হয়ে মুখ খুলল সে।

"বলেছিলাম- আমার কাছেও ব্যাপারটা আত্মহত্যা বলেই মনে হচ্ছে।"

"কথাটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস থেকেই বলেছেন নিশ্চয়ই?"

মাথা উঁচু করল প্রাক্তন গভর্নেস। "না। আপনাকে একটা জিনিস বুঝতে হবে। শেষ সময় আমি মিসেস ক্রেলের পক্ষে ছিলাম। আমার পুরো সহানুভূতিটুকু ছিল তাঁর প্রতি। পুলিশের উপর আস্থা ছিল না।"

"ভদ্রমহিলা ছাড়া পেয়ে গেল আপনার ভাল লাগত? খুশি হতেন?"

"হ্যাঁ, হতাম।" স্পষ্ট জানাল মিস উইলিয়ামস।

"নিশ্চয়ই তার মেয়ের প্রতিও আপনার একই রকম সহানুভূতি আছে?" বলল পোয়ারো।

"অবশ্যই আছে।"

"তাহলে আশাকরি সেদিনের ঘটনার একটা সম্পূর্ণ বিবরণ লিখে দিতে কোনও আপত্তি নেই আপনার?"

"কার্লার জন্য?"

"হুম।"

"না, আপত্তি নেই," ধীরে জবাব দিল মিস উইলিয়ামস। "মেয়েটা নিশ্চয়ই পুরো ঘটনা জানার জন্য অস্থির হয়ে আছে?"

"হ্যাঁ। সত্যিটা পুরো না জানলেই হয়তো ভাল হতো ওর-"

এই পর্যায়ে বাঁধা দিল ভদ্রমহিলা, "না। সত্যির মুখোমুখি হওয়া উচিত। দুঃখ এড়াতে সত্যিকে পাশ কাটানো ঠিক না। মায়ের পরিণতি নিশ্চয়ই খুশি করেনি কার্লাকে, তাই ঘটনাটা ঠিক কীভাবে ঘটেছিল জানতে চাইছে। ওর স্বভাব মেয়েটাকে যথেষ্ট সাহসী বলেই পরিচয় দেয়। সবটা জানলে বরং ভালই হবে। তাহলে অতীত পেছনে ফেলে ভবিষ্যতের দিকে নজর দিতে পারবে।"

"ঠিকই বলেছেন বোধহয়," বলল পোয়ারো।

"আমি নিশ্চিত।"

"কিন্তু, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কেবল সত্যিটা ওর চাওয়া নয়। বরং মা'কে নির্দোষ প্রমাণ করতে চায় কার্লা।"

BanglaBook.org

"আহা, বেচারা," আফসোস করল মিস উইলিয়ামস।

"ব্যাপারটা বুঝেছেন তাহলে?"

"হুম। বুঝেছি। কিন্তু, তবু বলছি, সত্যিটা জানিয়ে দেওয়াই ভাল। কোন মেয়েই না চায় মা'কে নিস্পাপ দেখতে। সত্যিটা হয়তো আঘাত দেবে প্রচুর। তবে আপনার সঙ্গে কথা বলে যেটা বুঝছি আঘাত সামলে নেবার ক্ষমতা আছে কার্লার।"

"সত্যি সম্পর্কে আপনি নিজে নিশ্চিত তো?"

"ঠিক বুঝলাম না?" কপাল কুঁচকে এল ভদ্রমহিলার।

"মিসেস ক্রেলকে নির্দোষ মনে হবার মতো কোনও সূত্রই কি চোখে পড়েনি?"

"ব্যাপারটা নিয়ে খুব বেশি ভাবেনি কেউ।"

"অথচ, ভদ্রমহিলা নিজে কিন্তু ভেবেছিল আত্মহত্যার তত্ত্বটা।"

সহানুভূতি স্পষ্ট হল মিস উইলিয়ামস-এর কণ্ঠে, "তাঁকে তো কিছু বলতেই হতো!"

"আপনি জানেন? মৃত্যুর আগে মেয়েকে চিঠি লিখে মিসেস ক্রেল জানিয়েছে সে নির্দোষ ছিল।"

অবিশ্বাস ফুটল ভদ্রমহিলার চোখে। তবে কেবল এক মুহূর্তের জন্য।

"কাজটা ঠিক করেননি," ছোট্ট করে বলল সে।

"বলছেন?"

"বলছি," বলল সিসিলিয়া উইলিয়ামস। "আপনি তো দেখছি বেশিরভাগ পুরুষের মতোই আবেগপ্রবণ এ-"

বাঁধা দিল পোয়ারো। "আমি আবেগি নই।"

"কিন্তু মৃত্যুর আগে মিথ্যা কথা লিখবেন কেন? অন্তিম সময়ে কি সন্তানের কষ্ট কমাতে চেয়েছিলেন? হ্যাঁ, হতে পারে। তবে, ভদ্রমহিলাকে যতটুকু চিনতাম, যথেষ্ট সাহসী আর স্পষ্টবাদী ছিলেন। সন্তানের কাছে সব কথা স্বীকার করে নিলেই বরং স্বাভাবিক মনে হতো।"

সামান্য বিরক্ত হল পোয়ারো। "তার মানে, আপনি ধরেই নিচ্ছেন ক্যারোলাইন ক্রেল মৃত্যুর আগ মুহূর্তেও সত্য বলে যায়নি?"

"কক্ষনো না।"

"অথচ, দাবি করছেন ওনাকে পছন্দ করতেন।"

"এখনও করি। যথেষ্ট সহানুভূতি আর ভালবাসা ছিল তাঁর জন্য।"

BanglaBook.org

বিরক্তির দৃষ্টিতে পোয়ারোকে দেখেল মিস উইলিয়ামস। "আপনি বুঝতে পারছেন না মসিয়ো পোয়ারো-এতদিন বাদে আর কিছু বলেই কোনও লাভ নেই। তাছাড়া আমি নিশ্চিতভাবেই জানি ক্যারোলাইন ক্রেল-ই খুনি।"

"মানে?"

"সত্যি বলছি। তখন হয়তো সরাসরি সবটা আদালতে বলিনি। নিশ্চিত ছিলাম না, তাই চেপে গেছি। কিন্তু, আপনি যেহেতু চাপাচাপি করছেন, সেহেতু জেনে রাখুন, আমি জানি ক্যারোলাইন-ই প্রকৃত দোষী..."

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১১.
কান্না শূকর করে...

রিজেন্ট পার্ক থেকে অদূরেই অ্যাঞ্জেলা ওয়ারেনের ফ্ল্যাটবাড়ি।

চমৎকার দিন। বসন্তের হাওয়া মৃদুমন্দ বয়ে আসছে খোলা জানালার গলিপথে। বাইরে গাড়িঘোড়ার আওয়াজ না থাকলে দিব্যি শান্তিপূর্ণ একটা পরিবেশ বলে চালিয়ে দেওয়া যেত।

অ্যাঞ্জেলা ওয়ারেন ঘরে ঢুকতেই জানালা থেকে ঘুরে দাঁড়াল এরকুল পোয়ারো।

অবশ্য এটাই দুজনের প্রথম দেখা নয়। ইতিপূর্বে সুযোগ বুঝে একবার ভদ্রমহিলার ক্লাসে যোগ দিয়ে এসেছে সে। চমৎকার ক্লাস ছিল বটে। বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না বর্ণনায়। কণ্ঠও যথেষ্ট সাবলীল আর স্পষ্ট। একের পর এক প্রাসঙ্গিক স্লাইড দেখিয়ে বলে গেছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, আর বিশেষ সব অনুসিদ্ধান্ত।

সবটা দেখে-শুনে তৃপ্ত পোয়ারো। তার মানসিকতা এবং যোগ্যতা নিয়ে দ্বিধা নেই অন্তত।

কাছাকাছি দেখে আরও একটা বিষয় পরিষ্কার হল। অ্যাঞ্জেলাকে খুব সহজেই ফেলে দেওয়া যেতে পারত সুন্দরীদের কাতারে। পুরু ভুরুর নিচে বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, ফর্সা ত্বক- সবমিলে দারুণ। তবে চালচলন সামান্য পুরুষালী ধাঁচের।

ডান গালের কাটা দাগটাই সর্বনাশের মূল কারণ! চামড়ার উপর সেঁটে বসে আছে ক্ষত। যদিও শুকিয়ে গেছে বহুদিন, কিন্তু স্পষ্ট চিহ্ন রেখে গেছে চিরতরে। তাছাড়া ডান চোখটাও একটু গোলমেলে। তবে, এক দেখায় কেউ হুট করে ধরতে পারবে না সমস্যাটা। এটুকু বাদ দিলে নিজের জন্য দুঃখ পাবার মতো তেমন কোনও কারণ নেই মেয়েটার। তাছাড়া এতদিন অক্ষমতা নিয়ে বসবাস করতে করতে অভ্যাস হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। হয়তো অসুবিধাগুলো আলাদা করে আর জ্বালায় না।

হঠাৎ করে পোয়ারোর মনে হল- তদন্তের স্বার্থে যাদের উপর তার নজর পড়েছে তাদের মধ্যে কেউই জীবন থেকে পূর্ণ আনন্দ আর সাফল্য আদায় করতে পারেনি। অথচ শুরুটা ভালই ছিল ওদের। এলসা শুরু করেছিল রূপ, যৌবন আর সম্পদ নিয়ে- অথচ ওর বর্তমান অবস্থা সবচেয়ে করুণ। জীবন্ত

BanglaBook.org

এক ফুলের পাঁপড়ি যেন অকালেই শুকিয়ে গেছে নিষ্ঠুর শীতের ছোঁয়ায়- এখন নিস্পন্দ প্রাণহীন।

অন্যদিকে সিসিলিয়া উইলিয়ামসকে গরীব বলা চলে। তবে তাকে অন্তত ব্যর্থ বলে মনে হয়নি পোয়ারোর। ভদ্রমহিলা এখনও পারিপার্শ্বিক ঘটনা, এবং মানুষের জীবনধারা নিয়ে আগ্রহী। ইদানিং অমন সুশিক্ষিত এবং দৃঢ় মানসিকতার মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। জীবনের প্রতিটি দায়িত্ব গর্বের সঙ্গে পালন করেছে। সেই তৃপ্তিই বর্মের মতো আগলে রেখেছে তাকে। কোনও ঈর্ষা কিংবা হতাশার ইটপাটকেল আছড়ে পড়তে দেয়নি। বরং পুরনো স্মৃতিগুলোকে পুঁজি করে বেঁচে আছে তেজের সঙ্গে।

তবে অতীতের স্মৃতি সবচেয়ে শক্তিশালী করে তুলেছে অ্যাঞ্জেলা ওয়ারেনকে। শারীরিক অসহায় পরিস্থিতি, আর বিকৃত চেহারার জন্য প্রাপ্ত অপমান, তিল তিল করে শক্তি জুগিয়েছে তাকে। দিয়েছে আত্মবিশ্বাস। জীবনকে একহাত দেখে নেবার অনায়াস ক্ষমতা অর্জন করেছে মেয়েটা। আজ সে প্রকৃত নারী। এবং অবশ্যই নিজের সাফল্যে সন্তুষ্ট। জীবনে আনন্দের কোনও কমতি নেই।

যদিও এ ধরণের মেয়েকে ব্যক্তিগতভাবে খুব একটা পছন্দ নয় এরকুল পোয়ারোর। তবে, ওর সোজা-সাপ্টা স্বভাবের প্রশংসা করল মনে মনে। এ ধরণের মানুষের সঙ্গে রাখঢাক করে আলাপের প্রয়োজন নেই। সরাসরি কাজের কথায় চলে গেলেই হয়।

তাই শুরুতেই কার্লা লেমার্চেন্ট-এর প্রসঙ্গ তুলল অভিজ্ঞ গোয়েন্দা।

আনন্দ খেলা করল অ্যাঞ্জেলার চোখে-মুখে। "ছোট্ট কার্লা? ও এখন এখানে? ঈশ! খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।"

"ওর সঙ্গে আপনার কোনও যোগাযোগ নেই?"

"নাহ, অতটা নেই। ওকে কানাডায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। আমি তখন কেবল স্কুলে পড়ি। তবে বুঝেছিলাম এক-দু বছরের মধ্যে আমাদের কথা ভুলে যাবে মেয়েটা। মাঝে মধ্যে ক্রিসমাসে উপহার পাঠাতাম। যোগাযোগ বলতে ওটুকুই! এতদিনে কানাডার পরিবেশের সঙ্গে ওর মিলেমিশে এক হয়ে যাবার কথা। ওখানেই তো ওর ভবিষ্যৎ! এক দিক থেকে দেখতে গেলে সে-ই ভাল।"

"তা মন্দ বলেননি," একমত হল পোয়ারো। "কিন্তু, ব্যাপারটা এত সোজা না। নাম-ধাম বদলে নিলেই জীবনটা এত সহজে পাল্টে যায় না।"

এরপর সবিস্তারে কার্লার প্রস্তাব অ্যাঞ্জেলাকে জানাল পোয়ারো।

BanglaBook.org

একমনে গালে হাত দিয়ে পুরোটা শুনল মেয়েটা। একটুও বাঁধা দিল না। পোয়ারোর কথা শেষ হতে বলল, "ভালই তো।"

চমকে গেল পোয়ারো। এই প্রথম কার্লার প্রস্তাব কেউ সহজভাবে নিয়েছে।

"আপনার তাহলে এতে সম্মতি আছে?" জানতে চাইল।

"অবশ্যই। আশাকরি ওর উদ্দেশ্য সফল হবে। আমিও যথাসম্ভব চেষ্টা করব সাহায্য করার। সত্যি বলতে, এতদিন নিজে থেকে ব্যাপারটা নিয়ে কিছু করতে পারিনি, মনে এক ধরণের অপরাধ বোধ কাজ করে সব সময়।"

"তাহলে, আপনি বলছেন মিস কার্লার দৃষ্টিভঙ্গি মিথ্যা নাও হতে পারে?"

"নিঃসন্দেহে। আমি জানি, ক্যারোলাইন খুনটা করেনি।"

"অবাক করলেন ম্যাডাম। বাকিরা তো সবাই-" বিড়বিড় করল গোয়েন্দা।

মাঝপথে বাঁধ সাধল অ্যাঞ্জেলা। "ওদের কথায় কান দেবেন না। সেসময় পরিস্থিতিই অমন ছিল। সমস্ত প্রমাণ চলে গিয়েছিল ক্যারোলাইনের বিপক্ষে। তবে আমার ধারনার ভিত্তি- খোদ আমার বোন। হাড়ে হাড়ে চিনতাম ওকে। ওর পক্ষে কাউকে খুন করা অসম্ভব।"

"মানুষের স্বপক্ষে এত নিশ্চিত করে কি কিছু বলা যায়?"

"বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয়তো যায় না। এ ব্যাপারে আমিও একমত- মানুষ অদ্ভুত জীব! তবে ক্যারোলাইনের ক্ষেত্রে এমনটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণগুলো হয়তো অনেকেরই জানার সুযোগ হয়নি, কিন্তু আমার হয়েছে।"

গালের কাটা দাগটা স্পর্শ করল অ্যাঞ্জেলা ওয়ারেন।

"দাগটা দেখছেন?" বলল ও। "ঘটনাটাও শুনেছেন নিশ্চয়ই?" মাথা নেড়ে সায় দিল পোয়ারো। "কাজটা ক্যারোলাইনের। আর ঠিক এই ঘটনার জন্যই আমি নিশ্চিত- খুনটা ও করেনি।"

"বেশিরভাগ মানুষই এই দাবিতে পাত্তা দেবে না।" কাটাকাটা ভাবে জানিয়ে দিল এরকুল পোয়ারো।

"তা দেবে না। বরং উল্টোটাই সত্যি বলে মেনে নেবে। নিজের উপর ওর নিয়ন্ত্রণহীনতার কথা প্রমাণ করবে। তথাকথিত বুদ্ধিমানরা ভাববে- যেহেতু আমার মতো একটা ছোট শিশুকে ওই বয়সে আঘাত করতে বাঁধেনি, তাই স্বামীকে খুনও করতেও তেমন একটা অসুবিধা হওয়ার কথা না।"

কথার খেই ধরার চেষ্টা করল পোয়ারো। "আমার কাছে অবশ্য পার্থক্যটা পরিষ্কার। হুট করে কারও মাথা গরম করে ফেলার অভ্যাস থাকলে এত পরিকল্পনা সাজিয়ে কাজ করবে না।"

BanglaBook.org

গোয়েন্দার ধারনা হাত নেড়ে বাতিল করে দিল মেয়েটা। "নাহ, তা বলিনি। আচ্ছা, একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ধরুন আপনি কাউকে ভালবাসেন- আবার একই সাথে ঈর্ষাও আছে তার প্রতি। এরপর কৈশোরের এলোমেলো দিনগুলোতে, যখন নিজেকে সামলানো কিছুটা কঠিন, আপনি রেগেমেগে প্রায় খুনই করে বসলেন তাকে। এবার ভাবুন দেখি, কতটা অপরাধ বোধ আপনাকে গ্রাস করে নেবে?

"নরম মনের মেয়ে ছিল আমার বোন। আতঙ্কটা তাই কখনও ওর পিছু ছাড়েনি। তখনকার দিনে দাঁড়িয়ে হয়তো ব্যাপারটা সেভাবে আমার চোখে ধরা পড়েনি। কিন্তু, পরে বুঝেছি। আমাকে আঘাত করার দুঃখ কখনও ভুলতে পারেনি ক্যারোলাইন। শান্তি পায়নি। আমার প্রতি ওর সব কাজে এই ব্যাপারটার ছাপ ছিল। সব সময় আমাকে বেশি গুরুত্ব দিত। আমায়াস ক্রেলের সঙ্গে অধিকাংশ ঝগড়াই হয়েছে আমাকে নিয়ে। আমিও লোকটাকে ঈর্ষা করতাম। সবসময় লেগে থাকতাম পিছে। নানান ফন্দিফিকির করে যন্ত্রণা দিতাম। একবার বিড়ালের খাবার মিশাতে গিয়েছিলাম পানীয়তে। আরেকবার, সজারু রেখে দিয়েছিলাম বিছানায়। তবে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমার পক্ষে ছিল ক্যারোলাইন।"

সামান্য বিরতি নিল মিস ওয়ারেন। তারপর বলে চলল ফের, "দোষটা আমারই। আদরে পুরোপুরি বাঁদর হয়ে গিয়েছিলাম। সে যাই হোক, কথা হচ্ছিল ক্যারোলাইনের স্বভাব নিয়ে। যেহেতু একবার এরকম বড়সড় একটা ভুল ও করে ফেলেছিল, তাই দ্বিতীয়বার একই অন্যায় করার মতো মানসিকতা ছিল না। বরাবর ভয়ে ভয়ে থাকত, যদি আবার আগের মতো ভুল করে বসে! তাই নিজের মতো করেই চেস্টা করত সতর্ক থাকার। আর সেই পদ্ধতিগুলোর একটা হল- ইচ্ছে মতো মনের ঝাল মিটিয়ে গালমন্দ করার অভ্যাস। ব্যাপারটার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও আছে। আসলে রাগ মনে চেপে না রেখে বকে ফেললে অন্যদিক থেকে হিংস্রতা কমে আসে। ক্যারোলাইন নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিল, এই পদ্ধতি ওর জন্য যথেষ্ট কার্যকর। তাই কিছুটা কাঠখোট্টা ভাবেই বলে বসত- 'আমায়াসকে কুচিকুচি করে কেটে তেলে ভেজে ফেলব', অথবা, স্বামীকে রেগে গেলে বলত 'একদম খুন করে ফেলব'। সেজন্যই ওকে রীতিমত ঝগড়াটে বলে মনে হতো।

স্বাভাবিক। ওর চরিত্রের ভয়াল একটা দিক ছিল স্বভাবতই। আর, আত্মনিয়ন্ত্রণের এর থেকে ভাল উপায় খুঁজে পায়নি ও। তাই আমায়াসের সঙ্গে ওর ঝগড়াও হতো প্রচুর।"

BanglaBook.org

মাথা নেড়ে একমত হল পোয়ারো। "হুম। ঝগড়ার ব্যাপারে শুনেছি। লোকে বলে দা-কুমড়োর মতো কথা কাটাকাটি হতো ওদের।"

"একদম। আদালতে ওটাই হল কাল। ভুল বুঝতে বাধ্য করল জুরিদের। ঝগড়া অবশ্যই হতো দু'জনের, যা খুশি তাই বলত একে-অন্যকে। কিন্তু, কেউ এটা বোঝেনি যে, ঝগড়াটা যথেষ্ট উপভোগ করত ওরা। দু'জনেই! দাম্পত্য জীবনে ওটুকু নাটকীয়তাই ছিল ওদের বিলাসিতা। অধিকাংশ পুরুষই অবশ্য শান্তি চায়, ঝগড়া পছন্দ করে না। এক্ষেত্রে আমায়াস ক্রেল ব্যতিক্রম। চিৎকার করে, হুমকি-ধামকি দিয়ে বাড়ি মাথায় তুলতে ভালবাসত। কথাগুলো অদ্ভুত মনে হতে পারে আপনার। তবে, ওই রকম ঝগড়া এবং পরবর্তীতে মিলমিশ করে ফেলার মধ্যে আনন্দই খুঁজে পেত ক্রেল দম্পতি।"

অধৈর্য শোনাল অ্যাঞ্জেলার কণ্ঠস্বর। "আহা, তখন যদি জোর করে আমাকে দূরে সরিয়ে না দিত, তাহলে সবটা বুঝিয়ে বলতে পারতাম আদালতে।" কথাটা বলেই কাঁধ ঝাঁকাল মেয়েটা। "তাতে বোধহয় লাভ হতো না খুব একটা। কে বিশ্বাস করত আমার কথা? কিন্তু, আজ যেমন ভাবনাগুলো পরিষ্কার, সেদিনও ঠিক তেমনি জানতাম সত্যিটা। কেবল এর আগে কখনও ভাবনাগুলো কথা খুঁজে পায়নি।"

পোয়ারোর দিকে চোখ ঘোরাল মেয়েটা। "কথাগুলো কি দুর্বোধ্য লাগছে, মসিয়ো?"

তড়িঘড়ি মাথা নাড়ল গোয়েন্দা। "নাহ। একেবারে স্পষ্ট আপনার ভাবনা। কিছু কিছু মানুষ আছে এমন। নির্বিবাদ স্বাভাবিক সম্পর্ক একঘেয়ে লাগে তাদের। জীবনকে সাজিয়ে নিতে একটু নাটুকেপনা বড্ড জরুরি হয়ে পড়ে তখন।"

"ঠিক বলেছেন।"

"আচ্ছা, আপনার অনুভূতি কেমন ছিল সেসময়?"

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল অ্যাঞ্জেলার বুক চিরে। "একই সঙ্গে বিস্মিত আর অসহায় হয়ে পড়েছিলাম। পুরো ব্যাপারটা মনে হয়েছিল ভয়ংকর এক দুঃস্বপ্ন। ক্যারোলাইনকে ঘটনার দিন তিনেক পর গ্রেপ্তার করা হয়। এখনও মনে পড়ে সেই দিনটার কথা। মন বার বার বলছিল- যা দেখছি সব ভুল, একটু বাদেই সব ঠিক হয়ে যাবে। রাগ হচ্ছিল খুব। আমাকে নিয়ে চিন্তার শেষ ছিল না ওর, পুরো বিষয়টা থেকে আমাকে যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে। মিস উইলিয়ামসকে দিয়ে তখনই পাঠিয়ে দিয়েছে এক আত্মীয়র বাড়িতে। ব্যাপারটা নিয়ে কোনও অভিযোগ করেনি পুলিশ। এরপর যখন ঠিক হল

BanglaBook.org

আমার সাক্ষীর কোনও প্রয়োজন নেই, সোজা বাইরের এক স্কুলে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হল।

"যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না আমার। তখন বোঝানো হল, ক্যারোলাইনের থেকে দূরে থাকলেই আপাতত ওর উপকার হবে।"

একটু থামল অ্যাঞ্জেলা ওয়ারেন। তারপর বলল, "সুতরাং চলে যেতে হল মিউনিখে। মামলার রায় প্রকাশের সময় ওখানেই ছিলাম। বোনের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে দিল না ওরা। বলল- ওই নাকি আমার সাথে দেখা করতে রাজি না।"

"প্রিয় কাউকে কারাগারে দেখতে খুব একটা আনন্দ হয় না। শিশু মনে বাজে প্রভাব পড়তে পারে। তাই হয়তো রাজি হয়নি," বলল এরকুল পোয়ারো।

"হবে হয়তো," বলে উঠে দাঁড়াল অ্যাঞ্জেলা। "মামলার রায় প্রকাশের পর ক্যারোলাইন একটা চিঠি লিখেছিল আমাকে। এতদিন কাউকে দেখাইনি। হয়তো আপনার কাজে আসবে জিনিসটা। বুঝতে পারবেন কেমন মানুষ ছিল আমার বোন। চাইলে কার্লাকেও দেখাতে পারেন।"

দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল অ্যাঞ্জেলা। পেছন ফিরে বলল, "আসুন আমার সাথে, আমার ঘরে ক্যারোলাইনের একটা ছবি আছে। দেখবেন।"

এই দ্বিতীয়বারের মতো কোনও ছবির দিকে ঠায় তাকিয়ে রইল এরকুল পোয়ারো।

শিল্পীর তুলির শিল্পমান বিচার করতে গেলে ছবিটা বড়জোর মোটামুটি বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। তবুও আগ্রহ ভরে দেখল পোয়ারো। শিল্পমান ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে ছবিতে।

ছবির নারীমুখের রেখাগুলো আলতো করে ধরে রেখেছে বিশেষ অনুভূতি। সেখানে দ্বিধা, আবেগ, বাসা বেঁধেছে। রূপের পর্দা আবাছা হয়ে এসেছে অনেকটাই। কার্লার মতো প্রাণোচ্ছল নয় মোটেই। বোঝাই যাচ্ছে জীবনকে উপভোগ করার শক্তি এবং স্ফূর্তি বাবার থেকে পেয়েছে কার্লা লেমার্চেন্ট।

ছবি দেখে ক্যারোলাইন ক্রেলকে অপেক্ষাকৃত নিরানন্দ মানুষ বলেই মনে হল এরকুল পোয়ারোর। অথচ, কোয়েন্টিন ফগ-এর মতো মানুষ ভুলতে পারেনি তাকে। তার কারণটা সহজেই ধরা দিল গোয়েন্দার কাছে।

চিঠি হাতে পোয়ারোর পাশে দাঁড়াল অ্যাঞ্জেলা। বলল, "ওকে তো দেখলেন, এবার চিঠিটা পড়ুন।"

ষোল বছর আগের চিঠিটা সাবধানে খুলল পোয়ার। চোখ রাখল লেখায়-

BanglaBook.org

সোনামণি অ্যাঞ্জেলা,

অনেক খারাপ কথাই হয়তো শুনেছ এ-ক'দিনে। ওতে কান দিও না। জেনে রাখো- আমি ভাল আছি। জানোই তো, মিথ্যা বলার অভ্যাস নেই আমার। সত্যি বলছি- সুখেই আছি বেশ। এর আগে কখনও এতটা শান্তি পাইনি। সব ঠিক আছে। তাই, স্মৃতির পাতা ঘেঁটে আমার জন্য দুঃখ করো না কখনও। জীবনে এগিয়ে যাও, উন্নতি করো। আমি জানি, তুমি পারবে।

আর বিশেষ কী? আমি চললাম আমায়াসের কাছে। পরপারে দেখা হবে ওর সঙ্গে। ওকে ছাড়া এ জগতে বাঁচা সম্ভব না। তোমার কাছে শুধু একটা অনুরোধ- সুখী হও। আগেই বলেছি- আমিও সুখী। এ জগতে প্রত্যেককে তার হিসাব চুকাতে হবে। তাই বেঁচে থাকার সময়টুকু শান্তিতে কাটানো জরুরি।

ভাল থেকো।

ইতি-
তোমার প্রিয় বোন
ক্যারোলাইন।

দ্বিতীয়বারের মতো পড়া শেষ হতে চিঠিটা ফিরিয়ে দিল পোয়ারো। "চমৎকার চিঠি। সত্যিই, অসাধারণ লেখা," বলল সে।

"অসাধারণ মানুষ ছিল ক্যারোলাইন," একমত হল অ্যাঞ্জেলা ওয়ারেন।

"হুম। সম্পূর্ণ ভিন্ন চিন্তাধারার মানুষ," বলল গোয়েন্দা। "আপনার কি মনে হয়, চিঠিটা তাকে নির্দোষ ইঙ্গিত করে?"

"অবশ্যই!"

"কিন্তু, লেখাতে তো তা স্পষ্ট করে বলা নেই।"

"তার কারণ ও জানত, আমি কখনই ওকে অপরাধী মেনে নিইনি।"

"হয়তো- হয়তো... কিন্তু ব্যাপারটা তো অন্যরকমও হতে পারে। ধরুন দোষটা মেনে নিয়ে মন শান্তি পেয়েছে, সেটারই স্বীকারোক্তি আছে এই চিঠিতে," বলল পোয়ারো।

সম্ভবনা তো আছেই! মনে মনে ভাবল অভিজ্ঞ গোয়েন্দা। অন্তত আদালতের বর্ণনাগুলো থেকে তা-ই মনে হয়। এই কাজে নামার পর থেকে প্রথমবারের মতো কার্লার মতবাদটুকু নিয়ে ভীষণ সন্দেহ হল পোয়ারোর।

BanglaBook.org

এযাবৎ সব প্রমাণ ছিল ক্যারোলাইনের বিপক্ষে। এখন তার নিজের লেখা চিঠিটুকুও কিনা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে!

অন্যদিকে আছে অ্যাঞ্জেলার অগাধ বিশ্বাস। বোনকে ভাল করেই চিনত সে। কিন্তু, তা কি কেবলমাত্র বোনের প্রতি এক নিঃসঙ্গ কিশোরীর শর্তহীন ভালবাসা নয়?

এরকুল পোয়ারোর মনের কথা যেন পড়তে পারল অ্যাঞ্জেলা। জবাবটা দিয়ে দিল প্রশ্ন ছাড়াই, "না, মসিয়ো পোয়ারো- আমি জানি ক্যারোলাইন নির্দোষ।"

পোয়ারো বলল, "আমি কিন্তু আপনার বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন তুলছি না। শুধু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে বলছি। আপনি বলছেন, আপনার বোন নির্দোষ। বেশ তো, ভাল কথা, কিন্তু তাহলে সেদিন সত্যি সত্যি কী ঘটেছিল?"

কথাটা বুঝতে পেরেছে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল অ্যাঞ্জেলা। "বলা মুশকিল। হয়তো ক্যারোলাইনের কথা ঠিক- আত্মহত্যা করেছিল আমায়াস ক্রেল।"

"আপনার কি মনে হয় সেটা ভদ্রলোকের পক্ষে করা সম্ভব ছিল?" ফের প্রশ্ন করল পোয়ারো।

"না করাটাই স্বাভাবিক।"

"আপনি কিন্তু অসম্ভব বলছেন না! অথচ বোনের ব্যাপারে একেবারে না করে দিয়েছিলেন খুনি হবার সম্ভাবনাটুকু।"

"বলছি না তার কারণ, মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক কাজ করা সম্ভব। নিজের স্বভাবের বাইরে চলে যাওয়াও অসম্ভব কিছু না। কিন্তু, কারও সম্পর্কে ঘনিষ্ঠভাবে জানা থাকলে তার স্বপক্ষে কথা বলা যায়।"

"আমায়াস ক্রেলকে আপনি ভাল করে জানতেন না?"

"জানতাম। কিন্তু, নিশ্চয়ই ক্যারোলাইনের মতো অতটা না। তাই একটু অসঙ্গতি হলেও মেনে নিতে পারি আত্মহত্যা করাটা একেবারে অসম্ভব ছিল না। হয়তো করেওছে।"

"এছাড়া আর কোনও ব্যাখ্যা আপনার মনে আসছে না?" বলল পোয়ারো।

সাবধানে চিন্তা করল অ্যাঞ্জেলা। "ওহ! বুঝেছি কী বলতে চাইছেন। আমি আসলে... ওই দিকটা নিয়ে ভেবে দেখিনি কখনও। আপনি বলছেন হয়তো অন্য কেউ খুনি, তাই না? বলতে চাইছেন, ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করে মারা হয়েছে..."

"হতেও পারে। কি বলেন?"

"তা পারে। কিন্তু, তেমনটা হবার সম্ভাবনা খুব কম।"

"আত্মহত্যার থেকেও কম?"

BanglaBook.org

"বলা কঠিন। তখন অন্য কাউকে সন্দেহ করার মতো যথেষ্ট কারণ ছিল না। এখন পুরনো কথা ভাবলে..."

"তবুও, ভেবে দেখুন। সম্ভাবনার কথাটা মাথায় রাখতে হবে। সেসময় ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠদের মধ্যে কাকে সন্দেহ হয়? কার পক্ষে কাজটা করা একেবারে অসম্ভব না?"

"হুম। অন্তত আমি তো খুন করিনি। তাছাড়া এলসার পক্ষেও সম্ভব ছিল না। আমায়াসের মৃত্যুতে রাগে পাগল হয়ে গিয়েছিল এলসা। আর কে আছে? মেরেডিথ ব্লেক? ক্যারোলাইনের প্রতি দুর্বলতা ছিল ওর। হয়তো সেদিক থেকে কিছুটা কারণ তৈরি হয়। আমায়াসের মৃত্যুর পর হয়তোবা ক্যারোলাইনকে বিয়ে করার সুযোগ পেত। কিন্তু, আমায়াসের সঙ্গে এলসার বিয়ে হয়ে গেলে এমনিতেই সুযোগ হাতে চলে আসত ওর। তাছাড়া মেরেডিথের স্বভাবটা ঠিক খুনিদের মতো নয়। এছাড়া কে থাকতে পারে?"

সূত্র ধরিয়ে দিল পোয়ারো, "মিস উইলিয়ামস? ফিলিপ ব্লেক?"

চিন্তার রেখা সরে গেল মেয়েটার চেহারা থেকে। সামান্য হাসল ও। "মিস উইলিয়ামস? ধুর, নিজের গভর্নেসকে কেউ খুনি ভাবতে পারে নাকি! তাছাড়া মিস উইলিয়ামস যথেষ্ট সৎ আর নীতিপ্রেমী মানুষ। ক্যারোলাইনকে মান্য করত অবশ্য। ঘৃণা করত আমায়াসকে। ভদ্রমহিলা নারীবাদি, পুরুষ শ্রেণীটাকেই দু'চোখে দেখতে পারে না। কিন্তু, সেই ঘৃণা কি খুন করার জন্য যথেষ্ট? উঁহু।"

"হুম। সম্ভাবনা কম," একমত হল গোয়েন্দা।

অ্যাঞ্জেলা বলে চলল, "রইল বাকি ফিলিপ।" এক মুহূর্ত গম্ভীর হয়ে সম্ভবনার কথাটা মাথায় নাড়াচাড়া করল ও। তারপর বলল, "আমার মনে হয়, যদি সম্ভাবনার কথা বলেন তবে হয়তো ওকেই কিছুটা সন্দেহ করা যায়।"

ভুরু তুলল পোয়ারো। "এই ধারণার পিছে কোনও সঙ্গত কারণ আছে?"

"নির্দিষ্ট কোনও কারণ নেই। তবে, যতটুকু খেয়াল আছে, ওকেই কিছুটা সীমিত চিন্তাধারার মানুষ বলে মনে পড়ে আমার।"

অবাক হল পোয়ারো। "চিন্তাধারার সীমাবদ্ধতা আপনার চোখে খুনের প্রবণতার অন্যতম কারণ?"

"স্বাধীন ভাবে চিন্তা-ভাবনার ক্ষমতা না থাকলে অপেক্ষাকৃত নিষ্ঠুর প্রক্রিয়াই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ বলে মনে হয়। ওর মতো মানুষেরা সবকিছু সহজে সমাধান করতে পারলেই সুখ পায়। আপনার কি মনে হয় না 'খুন' ঝামেলা থেকে মুক্তি পাবার অন্যতম সহজ উপায়?"

BanglaBook.org

"তা ঠিক। আপনার ভাবনায় কোনও ভুল নেই। কিন্তু, খুনি বলার জন্য আরও বেশি সূত্র প্রয়োজন। খুনি হবার মতো যথেষ্ট কারণ কি ছিল ফিলিপ ব্লেকের?"

চুপ করে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল অ্যাঞ্জেলা।

পোয়ারো বলল, "লোকটা আমায়াস ক্রেলের সেরা বন্ধু ছিল, ঠিক তো?"

মাথা নেড়ে সায় দিল মিস ওয়ারেন।

"কিন্তু আপনার মনে কিছু একটা আছে। কিছু সত্যি গোপন করছেন আপনি। ওদের মধ্যে কি কিছু নিয়ে বিবাদ চলছিল? কোনও নারীঘটিত সমস্যা? এলসা-কে নিয়ে কিছু?"

এবারেও মাথা নাড়ল মেয়েটা। "না না, তেমন কিছু নয়।"

"তাহলে?"

এবারে মুখ খুলল অ্যাঞ্জেলা ওয়ারেন। "হুট করে বহু পুরনো কোনও কথার মানে বুঝতে পারলে কেমন লাগে জানেন? ধরুন বহু বছর আগে শোনা কোনও গল্প, যার অর্থ নিয়ে কখনও কোনও ভাবনাই আসেনি মনে, হুট করে একদিন প্রায় এক যুগ বাদে বুঝে ফেললেন তার মানে!"

পোয়ারো সায় দিল, "বুঝতে পারছি। আপনি বলুন।"

"তাহলে আমার পরের কথাগুলোও বুঝবেন আশাকরি। একবার প্যারিসের এক হোটেলে থাকতে হয়েছিল কিছুদিন। সেখানেই গলিপথ ধরে হাঁটছিলাম। হঠাৎ কাছের দরজা খুলে বেরিয়ে এল একজন পরিচিত ভদ্রমহিলা। ঘরটা তার নিজের ছিল না। ভদ্রমহিলার চেহারাতেই লেখা ছিল সবটা।

"সেদিন এক নিমিষে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল বহু পুরনো স্মৃতির অর্থ। ঠিক ওই ভাষা লেখা ছিল ক্যারোলাইনের চেহারাতেও। অনেকদিন আগে একবার ফিলিপ ব্লেকের বেডরুম থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিলাম ওকে। তখন অবশ্য বিশেষ কিছুই মনে হয়নি। ওইটুকুনি বয়সে আর কি-ই বা ভাবতে পারতাম! কিন্তু সেসময় ওর চেহারাটা দিব্যি মনে আছে। সেই একই ছায়া পড়েছিল প্যারিসের ওই হোটেলে থাকা ভদ্রমহিলার মুখে।"

সাবধানে মুখ খুলল পোয়ারো, "আপনার কথা শুনে অবাক হচ্ছি! ফিলিপ ব্লেক নিজে বলেছে আপনার বোনকে সে সহ্য করতে পারত না।"

"জানি। পুরো বিষয়টা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব আমার পক্ষে," বলল মেয়েটা।

ধীরে মাথা নাড়ল অভিজ্ঞ গোয়েন্দা। ফিলিপের কথা শুনেও কিছুটা সন্দেহ হয়েছিল বটে। ক্যারোলাইনের প্রতি রাগটা একটু বাড়াবাড়ি মনে হয়েছে।

তাছাড়া মেরেডিথ ব্লেকের সঙ্গে আলাপের সময় জানতে পেরেছে আমায়াসের বিয়ের পর প্রায় এক বছর স্বামী-স্ত্রী'র কাছেও যায়নি ফিলিপ

BanglaBook.org

ব্লেক। তবে কি লোকটা শুরুর থেকে মজে ছিল ক্যারোলাইনের প্রেমে? আর প্রত্যাখ্যান পেয়ে প্রেম বদলে গেছে ঘৃণায়?

পোয়ারোর চোখের সামনে ভেসে উঠল ফিলিপের চেহারা- হাসিখুশি সফল একজন মানুষ। নিজের গলফ আর বাড়ি নিয়ে যথেষ্ট সুখী। কেমন ছিল সে ষোল বছর আগে?

অ্যাঞ্জেলা বলে চলল, "সত্যি বলতে এসব আমার মাথায় ঢোকে না। জীবনে কোনও প্রেমের অভিজ্ঞতা নেই বলেই বোধহয়! তবুও আপনাকে জানালাম, যদি কোনও কাজে লাগে তদন্তে।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দ্বিতীয় অঙ্ক

১২.
ফিলিপ ব্লেক-এর কথা

মসিয়ো পোয়ারো,

পূর্বের প্রতিশ্রুতি মতো আমায়াসের মৃত্যুর ব্যাপারে সমস্ত তথ্য লিখে পাঠালাম। বলার অপেক্ষা রাখে না, এতদিন বাদে অনেক কিছুই হুবহু মনে নেই। তবুও, যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি।

ইতি-

ফিলিপ ব্লেক।

[জবানবন্দীর সঙ্গে পাঠানো চিঠি]

[আমায়াস ক্রেলের মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ঘটনাবলি দেওয়া হল।]

একেবারে ছেলেবেলা থেকেই আমায়াস আমার বন্ধু। দু'জনের বাড়ি কাছাকাছি, তাই বন্ধুত্বের শেকড়টা পরিবার পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। বয়সে ও আমার থেকে বছর দুয়েকের বড় হলেও খেলাধুলো করেছি একত্রেই। তবে পড়ালেখা ভিন্ন স্কুলে।

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে ওর চরিত্র এবং স্বভাব সম্পর্কে জানাটা আমার জন্য খুবই স্বাভাবিক। তাই- এক কথায় বলে দিতে পারি- আমায়াসকে ভাল করে যারা চেনে তারা ওর আত্মহত্যার গুজব কিছুতেই মেনে নেবে না। নিজের জীবন নেওয়া ওর পক্ষে অসম্ভব। জীবনকে বড় বেশি ভালবাসত আমার বন্ধু। যদিও শুনানির দিনে আদালতে ঠিক এই দাবিই তোলা হয়েছিল আসামী পক্ষ থেকে। বলেছিল- বিবেকের তাড়নায় বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে ও। অথচ, অমন বিবেকবোধের ধার ও কখনই ধারেনি। তাছাড়া স্ত্রী'র সঙ্গে বিবাদ তো লেগেই ছিল। বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারটাও যথাসম্ভব দ্রুতই ঘটে যেত হয়তো। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে স্ত্রী আর কন্যার আর্থিক দায়িত্ব নেবার মতো মানসিকতা ছিল ওর। প্রতিভার দম্ভে কখনও অন্যকে ছোট করেনি আমায়াস। বন্ধুদের প্রতি যথেষ্ট ভালবাসা ছিল ওর মনে। তেমন কোনও শত্রুও ছিল না।

ক্যারোলাইনকেও চিনতাম আগে থেকেই। বিয়ের আগেই অ্যালডারব্যারিতে যাতায়াত ছিল মেয়েটার। মাথায় গোলমাল ছিল ভালই। হুট

BanglaBook.org

করে খেপে গেলে হিতাহিত জ্ঞান থাকত না তখন। মেয়ে হিসাবে যথেষ্ট আকর্ষণীন ছিল, তবে ওর সঙ্গে সংসার করা সহজ কাজ নয়।

খুব দ্রুতই আমায়াসের প্রতি আকৃষ্ট হয় ক্যারোলাইন। যদিও, ওর প্রতি আমায়াসের তেমন একটা প্রেম ছিল না বোধহয়। ভাগ্যের খেলই বলতে হবে- তাছাড়া মেয়েটার রূপতো ছিলই- দু'জনের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। বিয়েটা অবশ্য আমায়াসের কাছের বন্ধুরা সেভাবে মেনে নিতে পারেনি। তেলে-জলে কি মিশ খায় কখনও? উঁহু!

সুতরাং, বিয়ের পর বছরখানেক ওর স্ত্রী আর প্রিয় বন্ধুদের মধ্যে সম্পর্কের একটা টানাপোড়ন তৈরি হয়েছিল। কিন্তু, আমায়াস বন্ধুবৎসল লোক। তাই স্ত্রী'র কথায় বন্ধুদের ত্যাগ করতে পারেনি। দেখা গেল কয়েক বছর পর আবার পুরনো সম্পর্কে ফিরে গেলাম আমরা। অ্যালডারব্যারিতে যাতায়াতও ছিল নিয়মিত। এমনকী ছোট্ট কার্লার ধর্মপিতা হিসাবে আমাকেই স্থান দেওয়া হল। এ থেকে আশাকরি প্রমাণ হয়- আমাকেই বন্ধুদের মধ্যে সেরার জায়গাটা দিয়েছিল ও। তাই প্রয়াত বন্ধুর কণ্ঠ হতে আজ কোনও দ্বিধা নেই।

এবারে আসি আসল কথায়। অর্থাৎ, মূল ঘটনার বর্ণনায়।

পুরনো এক ডায়েরি ঘেঁটে মনে পড়ল, ঘটনার ঠিক পাঁচ দিন আগে অ্যালডারব্যারিতে হাজির হই আমি। দিনটা ছিল তের-ই সেপ্টেম্বর। ওখানে পৌঁছেই মনে হল, পরিস্থিতি বিশেষ সুবিধার নয়। তখন মিস এলসা গ্রিয়ারও সেখানে উপস্থিত ছিল। আমায়াস একটা ছবি আঁকা শুরু করেছিল মেয়েটার।

ওই এলসার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। যদিও, মেয়েটার সম্পর্কে আগে শুনেছিলাম আমায়াসের মুখে। ঘটনার প্রায় মাসখানেক আগে একবার কথায় কথায় আমায়াস এলসার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল। আমি সাবধান করে বলেছিলাম- "নিজেকে সামলাও বুড়ো খোকা, মাথাটা আবার ঘুরল বলে!" তখন পাত্তা দেয়নি আমায়াস। এমন একটা ভাব করেছিল যে এলসার ছবি আঁকাই ওর একমাত্র লক্ষ্য, অন্য কোনও আগ্রহ নেই। আমি বললাম- "এসব বাজে কথা আগেও শুনেছি বহুবার।" ও বলেছিল- এবারের ব্যাপারটা ভিন্ন।

প্রতিবারই ওর জন্য 'ব্যাপারটা ভিন্ন' থাকে!

আমাকে আশ্বস্ত করতে বাড়তি জোর দিল বন্ধু। বলল, "তুমি বুঝতে পারছ না, একেবারে বাচ্চা মেয়ে।" তারপর জানাল এলসার দৃষ্টিভঙ্গি নাকি বেশ আধুনিক। পুরনো ধ্যান ধারণার একেবারে ধার ধারে না নাকি। সামাজিক দুর্বলতাকে পাত্তা দেয় না এলসা, মাথা উঁচু করে নিজেই বাঁচে।

বুঝলাম অবস্থা সুবিধার না। তবে, মুখে কিছু বলিনি।

BanglaBook.org

এই কথোপকথনের সপ্তাহখানেক বাদে লোকমুখে শুনালাম এলসা প্রেমে পড়েছে। আমায়াসের সঙ্গে বয়সের তফাতটা অনেকের চোখেই খারাপ লাগল। তবে এও শুনলাম শিকারকে বাগে আনতে জুড়ি নেই মেয়েটার। তাছাড়া টাকার অভাব ছিল না ওর। যা চাইত তাই হাসিল করার একটা স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষমতা জন্মে গিয়েছিল ওই ভাগ্যেই। আর এই প্রেমের ব্যাপারটাতে তাগিদও তাই এলসারই ছিল বেশি। সবার কৌতূহল ছিল এ ব্যাপারে আমায়াসের স্ত্রী কী ভাবছে তাই নিয়ে। লোকে ভেবেছিল এতদিনে এসবে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ক্যারোলাইন। কেন না আমায়াসের হুট করে প্রেমে পড়ার ব্যাপারটা নতুন কিছু ছিল না। তাছাড়া, মানুষের এও ধারনা ছিল, স্ত্রী'র জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়েই মাঝে মধ্যে এসব সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ত আমায়াস।

পুরো পরিস্থিতিটা পরিষ্কার করতেই এতকিছু বললাম। নাহলে ঘটনার প্রকৃতি ঠিকঠাক বোঝা যাবে না।

সে যাই হোক। এলসার ব্যাপারে এতকিছু শুনে মনে মনে ইচ্ছা ছিল ওর সঙ্গে দেখা করার।

একেবারে চোখ ধাঁধানো সুন্দরী যাকে বলে, ঠিক তাই ছিল ও।

সেদিন আমায়াসের মনমেজাজ বিশেষ ভাল ছিল না। তবে ওকে ভাল করে না জানলে সেটা বোঝা প্রায় অসম্ভব। আমি অবশ্য সহজেই বুঝে গেলাম ভাব-ভঙ্গী দেখে।

বন্ধু ছবি আঁকছিল তখন। সাধারণত আঁকার সময় অন্য জগতে থাকত ও। তবে যথারীতি ছবিতে মন খারাপের বিন্দুমাত্র ছাপ নেই।

আমাকে দেখে খুশিই হল ক্রেল। আমরা একটু একা হতেই বলল, "এসে ভালই করেছ। চার চারটে মেয়েছেলের সাথে একা থাকা যে কী মুশকিল! ক'দিন পরে না পাগলা গারদে ঘর ভাড়া করতে হয়!"

মোটেই সুবিধার ছিল না পরিবেশ। পুরো বিষয়টা নিয়ে রীতিমত রেগে ছিল ক্যারোলাইন। অদ্ভুত মার্জিত উপায়ে এলসাকে এক হাত দেখে নিচ্ছিল ও। অথচ, একটা খারাপ কথাও বলেনি। অন্যদিকে এলসা সরাসরি ঠেস দিয়ে কথা বলছিল, সংযমের কোনও বালাই রাখেনি। ফলে আমায়াস অবসরের বেশিরভাগটা কাটিয়েছে অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে বিবাদ করে। যদিও দু'জনের সম্পর্ক ভালই থাকত অধিকাংশ সময়, তবে খুনসুটি আর দ্বন্দ্বও নেহাত কম হতো না। সেদিন ওদের সঙ্গে আরও একজন ছিল, অ্যাঞ্জেলার গভর্নেস।

মহিলাকে 'গোমড়ামুখো ডাইনি' বলতো আমায়াস। বলতো, "আমাকে বিষের মতো ঘৃণা করে গোমড়ামুখো ডাইনিটা। এমন সূচলো মুখ করে তাকায়, দেখেই বোঝা যায় আমার কোনও কাজ ওর পছন্দ না।"

BanglaBook.org

আমাকে কাছে পেয়ে আমায়াস বলল, "মেয়েমানুষের নিকুচি করি। জীবনে শান্তি চাইলে, মেয়েদের থেকে দূরে থাকো। বুঝলে?"

"তোমার বিয়ে করা উচিত হয়নি বন্ধু," বললাম। "সংসার ধর্ম শিল্পীদের জন্য নয়।"

আমায়াস ঠোঁট উল্টে নিল। বলল- এতদিন পরে এসব বলে আর লাভ নেই। সেই সঙ্গে বলল- ক্যারোলাইন হয়তো ওকে বিদেয় করতে পারলেই খুশি হবে। ওই কথাটা শুনেই নিশ্চিত হলাম, বাতাস ভুল দিকে বইছে।

"ঘটনা কী?" দ্রুত জানতে চাইলাম। "এলসা সুন্দরীর ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠেছে নাকি?"

"সুন্দরী। বেশ বলেছ। মাঝে মধ্যে মনে হয়, ওর সঙ্গে দেখা না হলেই ভাল হতো।"

আমি বললাম, "আরে আরে, ভেঙে পড়লে নাকি? নিজেকে সামলাও। জীবনে আর কোনও মেয়ের দরকার নেই তোমার।"

কথাটা শুনে হাসল আমায়াস। বলল, "তুমি তো বলেই খালাস। ওদিকে, আমি হলাম নারী সঙ্গের কাঙাল। ওটা ছাড়া চলে না। আর আমি চালাতে চাইলেই তো আর ওরা ছেড়ে দেবে না!" তাচ্ছিল্যের ঢঙ করল ও। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "যাকগে, শেষমেশ সব ঠিক হয়ে যাবে হয়তো। তাছাড়া ছবিটা মন্দ হচ্ছে না, এটা তো মানবে?"

এলসাকে নিয়ে আঁকা ছবিটা বোঝাতে চাইছিল আমায়াস। আমার অবশ্য ছবি সম্পর্কে খুব একটা ধারনা নেই। তবে ওই ছবিটা যে বিশেষ কিছু হচ্ছে তা বুঝেছিলাম।

আগেই বলেছি, ছবি আঁকার সময় সম্পূর্ণ অন্য জগতে চলে যেত আমায়াস। তখন হম্বি-তম্বি করত, গালাগালি দিত, পান থেকে চুন খসলেই ভুরু বাঁকিয়ে নিত বিরক্তিতে। মাঝে মধ্যে রেগেমেগে ছুঁড়ে ফেলত রঙতুলি। কিন্তু, ওসব দেখে ওকে রেগে আছে ভাবলে ভুল হবে। বরং, দারুণ উপভোগ করত কাজটা। মনে মনে আনন্দ পেত প্রচুর।

তবে সেদিন খাবার টেবিলে পৌঁছে মন খারাপ হল ওর। সেদিন মানে সতেরই সেপ্টেম্বর। লজ্জাজনক ব্যাপার হয়েছিল সেদিন। এলসার ওই দিনের আচরণকে 'উদ্ধত' বললেও কম বলা হয়। ইচ্ছা করে ক্যারোলাইনকে পাশ কাটিয়ে আমায়াসের সঙ্গে আলাপ করছিল এলসা। ভাবটা এমন যেন ওরা দু'জন ছাড়া ঘরে আর কেউ নেই। অবশ্য ক্যারোলাইন বাকিদের সঙ্গে ঠাণ্ডা মাথায় আলাপ চালিয়ে যাচ্ছিল। তবে সুযোগ বুঝে এলসাকে সূক্ষ্ম খোঁচা দিতে

BanglaBook.org

ছাড়েনি। আসলে ক্যারোলাইনের মধ্যে এলসার মতো খাপখোলা সততা ছিল না- ওর প্রতিটা কথাই যেন ভিন্ন অর্থে বেশি সত্য, মুখে এক মনে আরেক।

খাওয়া শেষ হতেই কফি নিয়ে বসার ঘরে চলে এলাম আমরা। আমি একটা কাঠের ভাস্কর্য নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই ক্যারোলাইন জানাল সেটা এক নরওয়ের শিল্পীর কীর্তি। বলল, আমায়াস আর ও আসছে গ্রীষ্মে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করার কথা ভাবছে।

কথাটা শুনে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল এলসার। এধরণের খোলা চ্যালেঞ্জ ছেড়ে দেবার মেয়ে নয় সে। মুখ খোলার আগে দু-এক মিনিট অপেক্ষা করল এলসা। তারপর বলল, "এই ঘরটা এমনিতে ভালই, শুধু একটু ঠিক করে গুছিয়ে নিতে হবে। বড্ড বেশি আসবাব দিয়ে বোঝাই। আমি যখন পাকাপাকি থাকব, তখন কেবল দু-একটা রাখব। একগাদা আবর্জনা পুষে তো লাভ নেই! তাছাড়া পর্দাগুলো বদলাতে হবে। ভাবছি তামাটে রঙের পর্দা কিনব কিছু। দক্ষিনের বড় জানালাগুলো দিয়ে ওতে সূর্যের আলো এসে পড়লে বেশ লাগবে দেখতে।" এরপর আমার দিকে ঘুরে বলল, "কি? দারুণ হবে না?"

আমি জবাব দেবার আগেই কথাটা ধরে বসল ক্যারোলাইন। বড্ড শীতল আর ভয়ংকর শোনাল ওর কণ্ঠ। "তুমি কি বাড়িটা কিনে ফেলতে চাইছ?" সোজা এলসাকে প্রশ্ন করল ও।

"নাহ, কেনার প্রয়োজন হবে না," বলল এলসা।

"মানে?" এবার আর শান্ত মনে হল না ক্যারোলাইনের কণ্ঠস্বর।

এলসা বিনা সঙ্কোচে বলল, "ভান করো না তো! আমি কী বলছি, সেটা তো বেশ বুঝতে পারছ।"

"ভুল। কিচ্ছু বুঝতে পারছি না," বলল ক্যারোলাইন।

"এমন একটা ভাব করছ যেন উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে আছো। কিচ্ছুটি জানো না! কিন্তু অভিনয় করে লাভ নেই। আমায়াসের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে," সাফ জানাল এলসা। "তাছাড়া এই বাড়িটা তো তোমার নয়। ওর। আমাদের বিয়ের পর আমি এখানেই উঠব।"

"তুমি পাগল হয়ে গেছ," বলল ক্যারোলাইন।

"উঁহু," পাল্টা জবাব দিল এলসা। "আর তুমিও সেটা খুব ভাল করেই জানো। চোখ বুজে থাকার চেয়ে সত্যিটা মেনে নাও। আমায়াস আর আমি পরস্পরকে ভালবাসি। এখন ওকে মুক্তি দিলেই তোমার জন্য মঙ্গল।"

ক্যারোলাইন কাঁপা গলায় বলল, "তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করি না।" তবে কণ্ঠে আগের জোর নেই। এই প্রথম এলসা ওর সুরক্ষা বর্ম ভেদ করে ভিতরে ঢুকে পড়েছে।

BanglaBook.org

আমায়াস তখনও আমাদের সঙ্গে ছিল না। এবারে ঘরে ঢুকল।

ওকে দেখেই এলসা বলে উঠল, "আমার কথা বিশ্বাস না হলে ওকেই জিজ্ঞেস করো।"

"করবই তো," বলল ক্যারোলাইন। তারপর সোজা ঘাড় ঘুরিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল স্বামীর দিকে, "এলসা বলল, তোমাদের নাকি বিয়ে হচ্ছে? কথাটা কি সত্যি?"

বেচারা বন্ধু আমার। এমন একটা অবস্থায় যে কারও মাথার ঠিক থাকবে না। বড্ড বোকা বোকা লাগবে। লজ্জায় লাল হয়ে গেল আমায়াস। বিরক্ত হয়ে এলসাকে দুষল মুখের লাগাম না থাকার জন্য।

ক্যারোলাইন অবশ্য মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারল না তাতে। প্রশ্নটা আবার করল, "কী হল, ও কি সত্যি বলছে?"

শার্টের কলারে আঙুল দিয়ে টেনে কিছুটা ফাঁকা করল আমায়াস। ছোটবেলার অভ্যাস, বিরক্তিকর পরিস্থিতিতে আটকে গেলে এমনই করত ও। তারপর গুরুগম্ভীর ভঙ্গীতে জবাব দিতে চেষ্টা করল। সফল হল না যদিও!

বলল, "এ বিষয়ে কোনও কথা বলতে চাই না।"

"কথা তো বলতেই হবে!" জোর করল ক্যারোলাইন।

কথার মাঝে নাক গলাল এলসা, "আহা, বেচারিকে আর কষ্ট দিয়ে লাভ নেই, বলেই দাও তো।"

এবারে আরও শান্ত শোনাল ক্যারোলাইনের কণ্ঠ, "সত্যি, না মিথ্যা? বল আমায়াস।"

মেয়েদের কাছে কোণঠাসা হয়ে পড়লে পুরুষদের পক্ষে লজ্জা পাওয়াটাই স্বাভাবিক। আমায়াসের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হল না।

একই অনুরোধ আবার করল ক্যারোলাইন, "দয়া করে বল, আমার জানাটা জরুরি।"

খেপা ষাঁড়ের মতো ঘাড় তুলল আমায়াস। রেগেমেগে বলল, "যথেষ্টই সত্যি। তবে এসব নিয়ে এখন তোমার সাথে কোনও কথা হবে না।"

পাই করে ঘুরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বন্ধু। আমিও ওর সঙ্গে চললাম। ওই ঘরের তখন যা পরিস্থিতি তাতে ওখানে থাকা যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।

অন্যদিকে গালির তুবড়ি ছুড়ছিল আমায়াস, নিজে নিজেই। আমি গতি বাড়িয়ে ওর সঙ্গ ধরলাম।

ও বলল, "মুখটা একটু বন্ধ রাখতে পারল না? কেনরে বাবা, দরকারটা কী ছিল বলার? এখন দ্যাখো, একেবারে আগুনে ঘি পড়েছে! নাহ- ছবিটা তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলতে হচ্ছে এবার। বুঝলে ফিলিপ? জিনিসটা আমার

BanglaBook.org

জীবনের সেরা কাজ হতে যাচ্ছে। কয়েকটা মূর্খ মেয়ের জন্য কাজের ক্ষতি করা চলবে না।"

এটুকু বলেই হঠাৎ চুপ করে গেল আমায়াস। শান্ত হয়ে এল কিছুটা। মেয়েদের কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে দু'একটা বুলি আওড়ে নিল এক ফাঁকে।

আমিও হাসলাম ছোট্ট করে। বললাম, "এর জন্য তুমিই দায়ী।"

"সেটাই তো বড় দুঃখ," মুখ দিয়ে ঘোঁত করে একজাতীয় আওয়াজ করল বন্ধু। "কিন্তু, অমন একটা মেয়েকে দেখলে যে কারও মাথা ঘুরে যাবে- একথা আশাকরি অস্বীকার করবে না। ক্যারোলাইনেরও ব্যাপারটা বোঝা উচিত। শুধু শুধু আমাকে দোষ দিয়ে লাভ কী?"

আমি প্রশ্ন করলাম, ক্যারোলাইন ডিভোর্স না দিলে ও কীভাবে সামলাবে? কথাটা যেন শুনলই না। এর মধ্যেই উল্টোপাল্টা বকতে শুরু করে দিয়েছে আমায়াস। তাই আবার করতে হল প্রশ্নটা।

এবারে জবাব পেলাম। অন্যমনস্ক ভাবে বলল, "ক্যারোলাইনের মধ্যে হিংসা ব্যাপারটা নেই। আসলে, তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না।"

"কিন্তু বাচ্চাটা?"

খপ করে আমার হাতটা ধরল ও। বলল, "বন্ধু, জানি তুমি ভালই চাও। কিন্তু তাই বলে কাকের মতো ক্যা ক্যা করো না তো। আমার ঝামেলা, ও ঠিক বুঝে নেব আমি। দেখবে সময় মতো সব ঠিক হয়ে যাবে।"

এই হল আমার বন্ধু! বাড়াবাড়ি মাত্রার আশাবাদী মানুষ। মুখে প্রশস্ত একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, "মেয়েমানুষ নিপাত যাক। গোল্লায় যাক সবাই।"

এরপর আরও কথা হয়েছিল কি না মনে নেই। তবে একটু বাদে ক্যারোলাইন এসে হাজির হল ওখানে। ওর মাথায় চমৎকার একটা কড়া বাদামি রঙের হ্যাট চাপানো। দারুণ লাগছিল দেখতে।

খুব স্বাভাবিক ভঙ্গীতেই বলল, "আমায়াস, রঙের ছিটে পড়েছে জামায়। বাইরে যাবার আগে বদলে নিও। একটু পর মেরেডিথের ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণ- মনে আছে তো?"

"ওহো! ওই দ্যাখো, ভুলেই গিয়েছিলাম। আ-আচ্ছা যাচ্ছি।"

"তাহলে আর দেরি করো না। একেবারে কাকতাড়ুয়ার মতো দেখাচ্ছে, ভদ্র সভ্য হয়ে এসো," বলল ক্যারোলাইন।

পাশেই বাগান থেকে কিছু ডালিয়া ফুল তুলতে শুরু করল মেয়েটা। ভাবটা এমন, যেন কিছুই ঘটেনি ওদের মধ্যে!

আমায়াস কথা না বাড়িয়ে হাঁটা দিল বাড়ির পথে।

BanglaBook.org

ও চলে যেতেই আমার সঙ্গে আলাপ হল ক্যারোলাইনের। তাও খুব সাধারণ কিছু বিষয় নিয়ে- এই যেমন আবহাওয়া, জলবায়ু, ইত্যাদি। বলল- এমন দিনে আমায়াস, অ্যাঞ্জেলা আর আমি- মানে আমরা সবাই মিলে মাছ ধরতে গেলে মন্দ হয় না।

ও সামলে নিয়েছিল চমৎকার, কিন্তু আমার চোখে ক্যারোলাইনের আসল রূপটা পরিষ্কার ধরা দিয়েছিল। নিজের উপর অনেক ক্ষমতা ওর, ইচ্ছে মতো মনকে শাসন করতে পারে। পোষ মানাতে জানে নিজেকে। হয়তো তখনই ঠিক করেছিল খুনটা করবে, কে জানে! তবে ঠাণ্ডা মাথায় খুনের পরিকল্পনা করা ওর পক্ষে অসম্ভব কিছু ছিল না।

ইশ, তখন যদি বুঝতাম কী ভয়ংকর মেয়ে ও! বোঝা উচিত ছিল আমার। অথচ, বোকার মতো ভেবেছিলাম- মনে মনে হার স্বীকার করে নিয়েছে ক্যারোলাইন। অথবা হয়তো ভেবেছিল শান্ত থাকলে আমায়াস আবার ওর কাছে ফিরে আসবে।

ক্রমশ বাকিরাও বেরিয়ে এল বাইরে। এলসাকে একটু বিরক্ত মনে হচ্ছিল- তবে বিজয়ের আনন্দ তখনও মুছে যায়নি মন থেকে। ক্যারোলাইন অবশ্য পাত্তাই দিল না ওকে। ওখানে অ্যাঞ্জেলা থাকায় কাজটা সহজ হল ওর জন্য। ওই মুহূর্তেই মিস উইলিয়ামসের সঙ্গে ঝগড়া করছিল অ্যাঞ্জেলা। বলছিল- কোনও অবস্থাতেই স্কার্ট বদলে অন্যকিছু পরবে না। পোশাক ভাল না মন্দ সেসব নাকি মেরেডিথের নজরেই পড়বে না। কোনওদিকে খেয়াল রাখে না আমার ভাই।

যাই হোক, আমি আর আমায়াস একত্রে হাঁটা দিলাম। ক্যারোলাইনের সঙ্গে জুটল অ্যাঞ্জেলা। এলসা আপনমনে হাসতে হাসতে একাই হাঁটছিল। অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল ওকে। যদিও ওর মতো একরোখা মেয়ে আমার একেবারেই পছন্দ নয়, তারপরও মনে মনে প্রশংসা না করে পারলাম না।

এরপরের ঘটনা স্পষ্ট মনে নেই। ভাঙা ভাঙা মনে পড়ে, মেরেডিথ এসেছিল সবাইকে ভেতরে নিয়ে যেতে। প্রথমে সম্ভবত বাগানে ঘুরেছিলাম আমরা। অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল অনেকটা সময়, কীভাবে টেরিয়ারদের (এক প্রজাতির কুকুর) ইঁদুর ধরতে শেখানো যায় সেসব নিয়ে। অনেকগুলো আপেল খেয়েছিল মেয়েটা। আমাকেও সেধেছিল খুব করে।

আমরা বাড়ি ফিরে দেখি চা তৈরি। যতদূর মনে আছে, মন খারাপ ছিল মেরেডিথের। হয়তো আমায়াস কিংবা ক্যারোলাইন কিছু বলেছিল ওকে। সন্দেহের চোখে ক্যারোলাইনকে দেখছিল ও, তারপর চট করে তাকাল এলসার দিকে। মেরেডিথকে পুতুলের মতো নাচাতে পছন্দ করতো

BanglaBook.org

ক্যারোলাইন। নরম-সরম মানুষ বলেই হয়তো বন্ধুত্বের ব্যাপারে অনেক নিবেদিত ছিল আমার ভাই। তবে তার থেকে বেশিদূর যাবার সাহস ছিল না ওর। আর সেই দুর্বলতাই কাজে লাগাত ক্যারোলাইন। ওর মতো মেয়েরা আর পারেই বা কী!

চা পর্ব মিটতেই আমাকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেল ভাই। বলল, "নাহ, আমায়াস এমনটা করতে পারে না!"

আমি বললাম, "বোকামিই বটে, কিন্তু কাজটা করেই ছাড়বে যা বুঝছি।"

"এভাবে কেউ স্ত্রী-সন্তানকে ছাড়ে? তাছাড়া দু'জনের বয়সের কত তফাৎ! মেয়েটার বয়স আঠেরো হবে কিনা সন্দেহ আছে।"

এলসার বয়স কুড়ি পেরিয়েছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত করলাম ওকে।

"তা হলই বা! এখনও অনেক কম বয়স। মাথার ঠিক নেই ওর, হুজুগে পড়ে এসব করছে।"

বেচারা মেরেডিথ, সাহেবিয়ানায় পাক্কা। আমি বললাম, "ভেবো না। মেয়েটা হুজুগে পড়েনি। সবকিছু জেনে বুঝেই করছে। সংসার ভেঙে আনন্দও পাচ্ছে প্রচুর।"

এরপর আর কথা বলায় সুযোগ হয়নি আমাদের। ক্যারোলাইনের বিয়ে ভাঙার সম্ভাবনায় খুশি হয়নি মেরেডিথ। হয়তো ডিভোর্সের ঝামেলা মিটে গেলে নিজেই এগিয়ে যেত ওকে বিয়ে করে উদ্ধার করতে। মেয়েটার প্রতি এতটাই দুর্বল ছিল ভাই।

সে যাই হোক। কোনও অদ্ভুত কারণে মেরেডিথের গবেষণা ঘরে যাবার স্মৃতিটুকুর সামান্যই মনে আছে। অন্যদের শখের জিনিস দেখাতে ভালবাসত মেরেডিথ। আমার অবশ্য একঘেয়ে লাগত ওসব দেখতে। তবে ও যখন কোনাইন দেখিয়ে ওদের সঙ্গে বকবক করছিল তখন সম্ভবত সবার সঙ্গেই ছিলাম। যতদূর খেয়াল আছে ক্যারোলাইনকে ও-বস্তুর কাছে যেতে দেখিনি। চালাক মেয়ে! যদিও খেয়াল আছে মেরেডিথ সক্রেটিসের মৃত্যুর বিবরণ দিয়ে লেখা প্লেটোর কিছু কথা পড়ে শোনাচ্ছিল সবাইকে। ক্লাসিক সাহিত্য-ইতিহাস শুনতে ক্লান্ত লাগে আমার, তাই বিরক্তিকর লেগেছে কথাগুলো।

এছাড়া দিনের বিশেষ কোনও স্মৃতি নেই। আমায়াস আর অ্যাঞ্জেলার মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল তুমুল। মেয়েটা অভিশাপ দিচ্ছিল- আমায়াস মরে গেলেই ভাল, ওর কুষ্ঠ হোক, নাকের ফুটোয় সসেজ আটকে দম বন্ধ হয়ে ও মারা যাক, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর রেগেমেগে ঘুমাতে চলে গিয়েছিল।

অ্যাঞ্জেলার গালিগুলো নিয়ে প্রচুর হেসেছিলাম সবাই।

BanglaBook.org

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ক্যারোলাইন ঘুমাতে গেল। মিস উইলিয়ামসও চলে গেল অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে। আমায়াস আর এলসা বাগানের পথ ধরল। বুঝলাম ওদের আপাতত আমাকে প্রয়োজন নেই, তাই আমিও একা ঘুরে বেড়ালাম। চমৎকার রাত ছিল একটা।

পরদিন অ্যালডারব্যারিতে আসতে একটু দেরি হয়ে গেল আমার। এসে দেখি খাবার ঘরে কেউ নেই। এতকিছু থাকতে এই সামান্য স্মৃতিটুকু কেন মনে আছে জানি না। আরও মনে আছে, সেদিন চমৎকার ছিল বেকনের স্বাদ। অন্য খাবার-দাবারও ভালই ছিল।

তারপর খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম বাকিদের। বাইরে গিয়েও দেখি কেউ নেই। অগত্যা সিগারেট ধরালাম। দুটো টান দিয়ে উঠতে পারিনি- অ্যাঞ্জেলাকে খুঁজতে খুঁজতে হন্তদন্ত হয়ে হাজির হল মিস উইলিয়ামস। মেয়েটা কাজে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে। এখন নাকি বসে ছেঁড়া ফ্রক সেলাই করার কথা ছিল।

আমি আবার ভেতরে ফিরে গেলাম। হলঘরের পথ ধরে যেতে যেতেই কানে এল আমায়াস আর ক্যারোলাইনের ঝগড়া। লাইব্রেরীতে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল ওরা।

"তুমি আর তোমার মেয়েমানুষের দল! একদিন তোমাকে খুন করে ফেলব, দেখে নিও," হুমকি দিল ক্যারোলাইন।

আমায়াস বলল, "বোকার মতো কথা বলো না।"

"বোকা, তাই না? আচ্ছা, দেখা যাবে।"

আর রুচি হল না শোনার, তাই বাইরে চলে এলাম ফের। ঘুর পথে যেতে গিয়ে হঠাৎ চোখ পড়ল এলসার উপর। একটা লম্বা বেঞ্চে বসে ছিল এলসা। লাইব্রেরীর জানালার বাইরে পাতা ছিল বেঞ্চটা। জানালা খোলা থাকায় সব কথা কানে এসেছে ওর।

আমাকে দেখে শীতল আচরণ করল এলসা। চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই মনে কী চলছে! উঠে আমার কাছে এল। মুখে একগাল হাসি।

আমার হাতে হাত রেখে বলল, "আজ সকালটা দারুণ না?"

হ্যাঁ, ওর জন্য তো ভালই! কী নিষ্ঠুর মেয়েরে বাবা! নাহ, আসলে নিষ্ঠুর নয়। হয়তো একটু বেশিই ঠোঁটকাটা, অভিনয় করতে জানে না। কেবল যা চায়, তার দিকেই আটকে রাখে চোখ। অন্য কোনও দিকে দেখার দায় নেই।

ওখানে দাঁড়িয়েই আলাপ চলল মিনিট পাঁচেক।

একটু বাদে দড়াম করে আছড়ে পড়ল লাইব্রেরীর দরজা। সেখান দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল আমায়াস। চোখমুখ লাল ওর।

BanglaBook.org

কোনও সৌজন্যতায় না গিয়ে সোজা এলসার কাঁধে হাত রাখল ও। বলল, "চল, ছবিটা শেষ করতে হবে।"

"ঠিক আছে," বলল এলসা। "তুমি যাও, আমি পুলওভারটা (গ্রীষ্মকালীন পোশাক বিশেষ) নিয়ে আসছি। বাতাস ভালই ঠাণ্ডা আছে আজ। শীত শীত করছে।"

এলসা সোয়েটার আনতে চলে গেল বাড়িতে।

আমি কী বলব ভাবছি তখনও। আমায়াস ছোট্ট করে বলল, "মেয়েমানুষ!"

বললাম, "বাদ দাও তো।"

এলসা আসা পর্যন্ত আর কোনও কথা হয়নি আমাদের।

এরপর ওরা দু'জন চলে গেল বাগানে, আর আমি ফিরলাম বাড়ির ভেতর। হলঘরে দাঁড়িয়ে ছিল ক্যারোলাইন। সম্ভবত আমাকে দেখেনি। আনমনে নিজেকেই কিছু বলছিল বোধহয়। তখন এমনটা করত ও প্রায়ই। কয়েকটা কথা কানে এল আমার- "অনেক নিষ্ঠুর..."

ক্যারোলাইন আমাকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি ধরে চলল উপরের তলায়। সম্মোহিত মনে হচ্ছিল ওকে দেখে। কোথায় একটা হারিয়ে গেছে যেন! যদিও বলা ঠিক না, তবুও বলছি- আমার ধারণা তখনই স্থির করে ফেলেছিল কাজটা করবে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেজে উঠল টেলিফোন। অন্য কোনও বাড়ি হলে হয়তো গৃহকর্মীদের জন্য অপেক্ষা করতাম। কিন্তু, অ্যালডারব্যারিতে এতবার যাতায়াত করেছি যে প্রায় নিজের বাড়ির মতো হয়ে গেছে। তাই ফোনটা আমিই তুললাম।

ওপাশ থেকে কথা বলল মেরেডিথ। কথা শুনে বুঝলাম বেচারার মন খারাপ। বলল- গবেষণাগারে রাখা কোনাইন বিষের বোতল থেকে অর্ধেকটা নাকি গায়েব হয়ে গেছে। কথাটা শুনে পায়ের তলার মাটি সরে গেল। মেরেডিথের মানসিক অবস্থাও বিশেষ ভাল বলে মনে হল না।

হঠাৎ শুনতে পেলাম সিঁড়ি দিয়ে কেউ নিচে নামছে। তাই আর কথা না বাড়িয়ে ওকে দ্রুত এ-বাড়িতে চলে আসতে বললাম।

আমিও তক্ষুনি বাইরের পথ ধরলাম। হয়তো ওই এলাকা সম্পর্কে আপনার বিশেষ ধারণা নেই, তাই বলছি- আমাদের বাড়ি থেকে ওদের বাড়ির সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথটা হল ছোট্ট একটা লেক, অর্থাৎ খালের উপর দিয়ে নৌকায় করে। তাই এপারের নৌকা বাঁধা ঘাটটার দিকে চললাম। বাগানের দেওয়ালটার পাশ দিয়ে নিচের দিয়ে নেমে গেছে সেখানে যাবার পথ। যেতে যেতে এলসা আর আমায়াসের কণ্ঠ কানে ভেসে এল। তখন সেপ্টেম্বরের দিন, ভীষণ গরম-

BanglaBook.org

সেটাই বলছিল আমায়াস, ওর নাকি গরম লাগছে। এলসা ওর জন্য নির্ধারিত জায়গায় বসে ছিল, দেওয়ালের সঙ্গে রাখা কামানগুলোর কাছে। দূরের জলরাশি থেকে ভেসে আসছিল ঠাণ্ডা হাওয়া।

তখনই এলসা বলল, "কতক্ষণ ধরে একভাবে বসে আছি বল দেখি! এবারে একটু বিশ্রাম নিতে দেবে তো?"

সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি জানাল আমায়াস, "আরামের কথা ভুলে যাও। কোনও নড়চড় করবে না। আমি জানি ঠিক পারবে তুমি।"

"জালিম," বলে মিঠে তিরস্কার করল এলসা।

ওখান থেকে সরে যাওয়া পর্যন্ত ওর হাসির শব্দ কানে এল।

গিয়ে দেখি একা একা দাঁড় বেয়ে এপাশে আসছে মেরেডিথ। এপাশে পৌঁছে নৌকাটা ঘাটের খুঁটিতে বেঁধে ফেলল ও। তারপর সিঁড়ি ধরে উঠে এল উপরে। চিন্তায় ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বেচারার মুখটা।

আমাকে দেখেই বলল, "তোমার মাথায় তো অনেক বুদ্ধি ফিলিপ, বলতো এখন কী করি? খোয়া যাওয়া জিনিসটা যে ভয়ংকর!"

"তুমি একেবারে নিশ্চিত? ওখানেই ছিল?" জানতে চাইলাম।

মেরেডিথ ব্যক্তিজীবনে যথেষ্ট এলোমেলো। হয়তো সেজন্যই প্রথমে বিষ হারানোর ব্যাপারটাকে অতটা গুরুত্ব দিতে সায় দেয়নি মন। তবে প্রশ্নের জবাবে আমাকে নিশ্চিত করল ও- বোতলটা নাকি গত বিকেলেও ভরা ছিল।

আমি বললাম, "কে নিতে পারে? কাউকে সন্দেহ হয়?"

কোনও সূত্র দিতে পারল না ও। উল্টো জানতে চাইল আমার কী মনে হয়? চাকরদের কেউ কি নিতে পারে নাকি?

আমিও একমত হলাম, নিতেও পারে। তবে নেবার কথা নয়। গবেষণা ঘরের দরজা তো সবসময় বন্ধই করে রাখে ও। তবে জানাল একটা জানালা নাকি নিচের দিকে খানিকটা খোলা অবস্থায় পেয়েছে। হয়তো সেখান দিয়েই ঢুকে পড়েছিল কেউ।

"সুযোগ পেয়েই চুরি?" বললাম। "আমার কিন্তু ভাই ভয়ংকর একটা জিনিস সন্দেহ হচ্ছে।"

ও চেপে ধরল কথাটা বলার জন্য। আমিও বলে দিলাম, যদি ওর নিজের কোনও ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে নির্ঘাত ক্যারোলাইনই ওটা সরিয়েছে এলসাকে মারতে। অথবা এলসাও সরাতে পারে ক্যারোলাইনকে চিরতরে বিদায় দিতে। ভালবাসা মানুষকে অন্ধ করে দেয়।

আমার সন্দেহটা 'নাটুকে' বলে বাতিল করে দিল মেরেডিথ।

আমি বললাম, "জিনিসটা তো নেই! এর আর কী ব্যাখ্যা দেবে তুমি?"

BanglaBook.org

কোনও যৌক্তিক ব্যাখ্যাও দিতে পারল না। সত্যিটা ধারণা করতে পারলেও, মুখোমুখি হতে ভয় করছিল আমারও।

"আমরা এখন করব কী?" অসহায় ভাবে বলল মেরেডিথ।

আমিও তখন বোকার মতো বললাম, "আরও ভাল করে ভাবতে হবে আমাদের। এক পারো তুমি সবাইকে ডেকে জানিয়ে দিতে, জিনিসটা খোয়া গেছে। অথবা ক্যারোলাইন আর এলসাকে আলাদা আলাদা করে নিয়ে কথা বলা যেতে পারে।"

ও আপত্তি তুলল, "ক্যারোলাইনের মতো মেয়ে এ কাজ করবে না।"

"কাউকে সন্দেহের বাইরে রাখা উচিত হবে না," বললাম আমি।

কথা বলতে বলতেই ক্রেলদের বাড়ির পথে হাঁটছিলাম আমরা। কিন্তু, আমার শেষ কথাটার পর আলাপ থেমে গেল।

বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, মনে হল শুনতে পেলাম ক্যারোলাইনের কণ্ঠ।

ভাবলাম, নির্ঘাত তিনজনে মিলে ঝগড়া করছে। কিন্তু না, অ্যাঞ্জেলাকে নিয়ে আলাপ হচ্ছিল ওদের ভেতর। আর বাঁধা দিচ্ছিল ক্যারোলাইন।

"মেয়েটার জন্য জীবন খুব কঠিন হয়ে পড়বে," বলল ক্যারোলাইন।

শুনে অধৈর্য হয়ে কিছু একটা বলল আমায়াস।

বাগানের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম দু'জন। আমাদের দেখে রীতিমত থতমত খেল বন্ধু।

ক্যারোলাইন বেরিয়েই যাচ্ছিল, কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, "তোমাদের বন্ধুর সাথে অ্যাঞ্জেলার স্কুলে যাওয়া নিয়ে আলাপ হচ্ছিল। ওকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠানো ঠিক হচ্ছে কিনা বুঝতে পারছি না।"

আমায়াস বলল, "মেয়েটাকে এত লাই দিও না। ওখানে গেলে ভালই থাকবে।"

এমন সময় প্রায় দৌড়ে বাড়ি থেকে বাগানের দিকে এল এলসা। ওর হাতে একটা লালচে সোয়েটার, সেটা নিয়ে ঢুকে পড়ল দরজা দিয়ে।

"তাড়াতাড়ি আগের মতো গিয়ে বসো, অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে," গজগজ করল আমায়াস।

দ্রুত ক্যানভাসের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। ওর পায়ের টলুনি দেখে মনে হল ড্রিংক করেছে। তখনকার যে পরিস্থিতি তাতে অসময়ে মদ খাবার জন্য ওকে বিশেষ দোষও দেওয়া যায় না!

আবার গজগজ করল বন্ধু, "আগুনের মতো গরম বিয়ার দিয়ে গেছে। এখানে কিছু বরফ রাখা কি যেত না?"

BanglaBook.org

"আমি এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি ঠাণ্ডা বিয়ার," বলল ক্যারোলাইন।

"ধন্যবাদ," তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল আমায়াস।

অতঃপর বাগানের দরজা বন্ধ করে চলে গেল বন্ধুপত্নী। আমরাও চললাম ওর সঙ্গেই।

আমাদের বাইরে রেখে বাড়ির ভেতরে চলে গেল ক্যারোলাইন। প্রায় মিনিট পাঁচেক বাদে উদয় হল অ্যাঞ্জেলা। ওর সাথে আমাদের জন্য কয়েক বোতল বিয়ার আর গ্লাস। ওইরকম একটা তপ্ত দিনে পানীয় দেখে বেশ খুশিই হলাম আমরা।

একটু বাদে ক্যারোলাইন বোতল হাতে বেরিয়ে এল বাইরে। জানাল, আমায়াসের জন্য বিয়ার নিয়ে যাচ্ছে। মেরেডিথ যেতে চাইল ওর সঙ্গে, রাজি হল না মেয়েটা। একাই নাকি যাবে! আমি বোকার মতো ভেবেছিলাম- এক্ষেত্রে ওর হিংসুটে দিকটা কাজ করছে হয়তো- আমায়াস আর এলসাকে একসঙ্গে দেখে মাথার ঠিক নেই। সম্ভবত সেজন্যই আগেরবার ওখানে গিয়েছিল অ্যাঞ্জেলাকে স্কুলে না পাঠানোর বাহানাটা নিয়ে।

আঁকাবাঁকা পথটা ধরে দিব্যি হেঁটে চলে গেল ও। আমরা দুই ভাই চেয়ে দেখলাম কেবল। তখন পুরো সত্যটা বুঝে উঠতে পারিনি। ওদিকে অ্যাঞ্জেলা বায়না ধরল আমাকে ওর সঙ্গে সৈকতে যেতে হবে স্নান করতে। তাই তখনকার মতো মেরেডিথের সঙ্গে একান্তে আলাপ করা সম্ভব ছিল না। আমি ওকে ছোট্ট করে বললাম- "দুপুরের খাওয়ার পর বসব।" মাথা নেড়ে সায় দিল ও।

অগত্যা চললাম অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে। খাঁড়ির পথ ধরে সাঁতার কাটলাম কয়েকবার। তারপর পাথরের উপর শুয়ে পড়লাম রোদ পোহাতে। খুব একটা আলাপ করার তাগিদ ছিল না আমাদের। শুয়ে শুয়েই ভাবলাম লাঞ্চের পর ক্যারোলাইনকে সরাসরি চেপে ধরব বিষের ব্যাপারে। এ বিষয়ে মেরেডিথকে বলে লাভ নেই, ওর সাহসে কুলাবে না। তারচে আমি একাই ভাল। তাহলেই বিষটা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হবে ও। আর যদি নাও দেয়, ব্যবহার করার সাহস পাবে না।

ততক্ষণে ভেবে চিন্তে মোটামুটি ভাবে ধারণা করেছি ওর পক্ষেই জিনিসটা সরানোর সম্ভাবনা সবথেকে বেশি। এলসা মাথাগরম মেয়ে, বিষ দিয়ে হত্যা করার মতো সূক্ষ্ম বুদ্ধি ওর মাথাতে আসবে না। তবে কোথাও একটা খচখচানি থেকেই গিয়েছিল মনে- হয়তো মেরেডিথ ভুল করে থাকতে পারে। হয়তোবা কোনও চাকর-বাকর কৌতূহলী হয়ে দেখতে গিয়ে বিষটা পড়ে গেছে। তারপর আর বীরত্ব দেখিয়ে বলতে পারেনি। এসব ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছিল

BanglaBook.org

ভেতর ভেতর। বুঝতেই পারছেন বিষ বলে কথা- এ বস্তু নিয়ে তো নাটকীয়তার কোনও অভাব নেই।

অন্তত ঘটনা ঘটার আগে পর্যন্ত নিশ্চিত করে কিছুই বলা সম্ভব নয়।

ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি অনেক বাজে। অ্যাঞ্জেলা আর আমি এক প্রকার দৌড়েই ফিরলাম বাড়ি। তখন সবেমাত্র আয়োজন শেষ করে খেতে বসেছে সবাই। কেবল আমায়াস আসেনি। বাগানে বসে ছবি আঁকছিল। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়। বরং মনে মনে ওকে ধন্যবাদ দিলাম। এমন পরিস্থিতিতে একসঙ্গে বসে খাবার খাওয়া কোনও সুখকর অভিজ্ঞতা হতে পারে না।

খাওয়া শেষে বাইরে চলে এলাম কফি নিয়ে। সেসময় ক্যারোলাইনের ভাবভঙ্গী সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্যগুলো মনে নেই। থাকলে ভালই হতো! তবে যতদূর খেয়াল আছে, ওর ভেতর কোনও উত্তেজনা লক্ষ্য করিনি। বরং একটু চুপচাপ আর বিষণ্ন লাগছিল ওকে।

কী ভয়ংকর মেয়েরে বাবা! ঠাণ্ডা মাথায় বিষ দিয়ে খুন করেছে অথচ কোনও হেলদোল নেই! যদি পিস্তল দিয়ে সোজা গুলি করে মারত তাও বুঝতাম রাগের মাথায় করে ফেলেছে। কিন্তু, এ-যে একেবারে চিন্তা ভাবনা করে, পরিকল্পনা সাজিয়ে, বিষ দিয়ে কত বড় খুনি হলে এমনটা পারে!

একটু বাদে উঠে দাঁড়াল ও, বলল আমায়াসের জন্য কফি নিয়ে যাবে। কণ্ঠে বিন্দুমাত্র বিপদের আভাস নেই। অথচ, তখন নিশ্চয়ই জানত ও- একটু হলেও তো বুঝেছিল- ওখানে গিয়ে স্বামীকে মৃত অবস্থায় পাবে।

মিস উইলিয়ামসও ওর সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। হয়তো ক্যারোলাইন-ই বলেছিল যেতে- সঠিক মনে নেই।

এর কিছুক্ষণ পর মেরেডিথও ওই পথ ধরে চলল। আমিও যাব যাব করছি, ঠিক এমন সময়ে ছুটে আসতে দেখলাম ভাইকে। চেহারা থেকে রঙ সরে গেছে ওর, নিঃশ্বাস ঘন।

বলল, "ডাক্তার ডাক, জলদি- আমায়াস-"

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম। "কী হয়েছে ওর? অসুস্থ? মরতে বসেছে?"

"হয়তো, ও আর নেই।" বলল মেরেডিথ।

আমরা এলসার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। কাছেই বসেছিল ও। খবরটা শুনে আর্তনাদ করে উঠল। ঠিক যেন শাকচুন্নির চিৎকার!

মেয়েটা চেঁচিয়ে বলল, "মারা গেছে? বেঁচে নেই?" তারপর সোজা ছুটল বাগানের দিকে। অমন করে কেউ দৌড়াতে পারে আমার ধারণা ছিল না।

মেরেডিথ হাপাতে হাপাতে বলল, "মেয়েটার পিছু নাও। ওখানে গিয়ে কী করে ফেলবে কে জানে! আমি বরং টেলিফোন করছি।"

BanglaBook.org

পিছু নিলাম। এবং ভালই করেছিলাম ওখানে গিয়ে। নাহয় হয়তো খুনই করে ফেলত ক্যারোলাইনকে। ওরকম কষ্ট-রাগ-ঘৃণা আমি আর কারও মাঝে দেখিনি। সমস্ত শিক্ষা আর সভ্যতার লেবাস ছেড়ে যেন বেরিয়ে এসেছিল আসল মানুষটা। বেশ বোঝা যাচ্ছিল মেয়েটার পিতৃ পরিচয়ের নমুনা, প্রথম জীবনে কারখানায় সাধারণ কর্মী ছিলেন ভদ্রলোক।

প্রেমিককে হারিয়ে জংলি নেকড়ের মতো হয়ে উঠেছিল এলসা। আরেকটু হলেই টেনে-খামচে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলতে ক্যারোলাইনের চেহারা, ছিঁড়ে নিত ওর চুল, কিংবা প্রাচীরের উপর থেকে ছুঁড়েই ফেলে দিত নিচে। কোনও কারণে ওর মনে হয়েছিল আমায়াসকে ছুরি মেরেছে ক্যারোলাইন। যদিও ভাবনটা একেবারে ভুল।

আমি জলদি গিয়ে চেপে ধরলাম ওকে। তারপর মিস উইলিয়ামস এসে সামলে নিয়েছিল বাকিটা। কাজটা খুব দক্ষতার সঙ্গেই করেছিল ভদ্রমহিলা, মানতেই হবে। মিনিটখানেকের মধ্যে এলসাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনল মিস উইলিয়ামস।

অন্যদিকে ভালমানুষির মুখোশটা খসে পড়েছিল ক্যারোলাইন-এর চেহারা থেকে। একেবারে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল ও, ভাবলেশহীন। সত্যিটা ভেসে উঠেছিল ওর চোখে। সেখানে ছিল বাড়তি সতর্কতা। সম্ভবত ভয় পেতে শুরু করেছিল।

আমি এগিয়ে গেলাম ওর দিকে। নিচু গলায় বললাম, "আমার বন্ধুকে খুন করেছ তুমি।" বাকি দু'জন শুনতে পায়নি সে কথা।

কেঁপে উঠল ও। পিছিয়ে গেল এক পা। "না। না না- ও- ও আত্মহত্যা করেছে" বলল ক্যারোলাইন।

ওর চোখে চোখ রেখে বললাম, "এই আজগুবি গল্পটা পুলিশকে শুনিও।"

চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু সফল হতে পারেনি।

[ফিলিপ ব্লেকের জবানবন্দী সমাপ্ত]

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১৩.
মেরেডিথ ব্লেক-এর কথা

মসিয়ো এরকুল পোয়ারো,

ষোল বছর আগের সেই ভয়ংকর ইতিহাসের যতটুকু মনে আছে লিখে পাঠালাম। তবে শুরুতেই বলে রাখা ভাল- সেদিন আপনি চলে যাবার পর পুরো বিষয়টা নিয়ে আবার ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেছি। এখন বুঝতে পারছি ক্যারোলাইনের পক্ষে তার স্বামীকে হত্যা করার ব্যাপারটা প্রায় অসম্ভব। আরও আগেই বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু, সেসময় ক্যারোলাইন নিজের পক্ষে তেমন কোনও যুক্তি তুলে ধরতে পারেনি। তাই সবাই যা বিশ্বাস করেছে, আমিও তাই করেছি। তাছাড়া, খুনটা ও না করলে কে করেছে? ভেবে উঠতে পারিনি।

এতদিন বাদে উদয় হলে আপনি। তাই পুরো বিষয়টা নতুন করে দেখার সুযোগ মিলল। এখন মনে হচ্ছে, তখন ক্যারোলাইন সত্যি কথাই বলেছিল। অর্থাৎ, আমায়াস ক্রেল আত্মহত্যা করেছে। যদিও ওকে যারা চিনত তারা সহজে মেনে নিতে পারবে না। আমিও আগে বিশ্বাস করিনি। তাই বলে তো নির্দোষ নিরপরাধ ক্যারোলাইনের কথাও ফেলে দেওয়া যায় না। আমায়াসকে সবথেকে ভাল করে চিনত তার স্ত্রী। সে যদি বিশ্বাস করে মানুষটা নিজেই নিজের জীবন নিয়েছে, তাহলে তাতে কিছু হলেও তো সত্যি আছে!

সুতরাং, সবদিক বিবেচনা করে আমার বিশ্বাস আমায়াসের ভেতর এক ধরণের চাপা অনুশোচনা ছিল। আর সেই অনুশোচনা কিংবা অপরাধবোধ যা-ই বলুন না কেন, ওকে বাধ্য করেছে নিজের প্রাণ নিতে। আর ব্যাপারটা একমাত্র বুঝতে পেরেছিল তার স্ত্রী, ক্যারোলাইন। হয়তো আমাদের কাছে সেই রূপটা কখনই আমায়াস প্রকাশ করেনি, যা স্ত্রীর কাছে করেছে। তবে হ্যাঁ, ওর কথা শুনে কখনও মনে হয়নি আমায়াস আত্মহত্যা করার লোক। তাই অবাক হয়েছে সবাই। ভেবে দেখুন- অনেক কট্টর টাকার কাঙালের মনেও তো থাকে শিল্পের প্রতি গোপন ভালবাসা। আবার ভয়ংকর খুনির হৃদয়েও থাকতে পারে কোনও বিশেষ মানুষের জন্য সহানুভূতি। অন্যদিকে মহৎ কোনও ব্যক্তিও হিংস্রতা লুকিয়ে রাখতে পারে মনের গহীনে।

আমায়াসও সম্ভবত দম্ভ রক্ষা করতে গিয়ে বেছে নিয়েছিল আত্মহননের রাস্তা। স্বাধীনভাবে চলতে না পারার ক্ষোভ থেকে করেছিল এ-কাজ। কথাটা

BanglaBook.org

যৌক্তিক মনে নাও হতে পারে, কিন্তু যেহেতু ক্যারোলাইন তেমনটা বিশ্বাস করেছিল, নিশ্চয়ই এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

এবারে এই নতুন বিশ্বাসের আলোতে আমার স্মৃতিগুলো যাচাই করা যাক।

ঘটনার কয়েক সপ্তাহ আগে আমার কথা হয়েছিল ক্যারোলাইনের সঙ্গে। তখনই প্রথম এলসা গ্রিয়ার হাজির হয়েছিল অ্যালডারব্যারিতে।

বন্ধু হিসাবে আমাকে বিশ্বাস করত ক্যারোলাইন, তাই মনের কথা বলত নির্দ্বিধায়।

ইতিপূর্বে বেশ কিছুদিন ধরেই মনে হচ্ছিল ওর মনটা বিশেষ ভাল নেই। সেদিন আমাকে ধরে জিজ্ঞেস করল- আমায়াস আর এলসার ব্যাপারটা নিয়ে আমার কী মনে হয়? মেয়েটার প্রতি একটু বেশিই দুর্বল কি না ওর স্বামী?

আমি বললাম, "মনে হয় ছবি আঁকাটাই উদ্দেশ্য। ওকে তো চেনই!"

মাথা নাড়ল ক্যারোলাইন। "নাহ, আমার মনে হয় মেয়েটার প্রেমে পড়েছে ও।"

"হুম- তা একটু আধটু থাকতেও পারে প্রেম।"

"একটু না, অনেকটা।"

আমি বললাম, "স্বীকার করতেই হবে অসম্ভব রূপবতী মেয়ে। তাছাড়া আমায়াসের স্বভাব তো আমাদের অজানা নয়। কিন্তু এতদিনে এটুকু নিশ্চয়ই বুঝেছ ও কেবল তোমাকেই ভালবাসে। বাইরে দুই একটা মোহ ওকে পাকড়াও করে ঠিকই, তবে ওসব টেকে না। ওর একমাত্র প্রেম তুমি। মাঝে মধ্যে খারাপ ব্যবহার করে বটে, কিন্তু প্রেমটা খাঁটি।"

"আমিও আগে তাই ভাবতাম," বলল ক্যারোলাইন।

"ভাবনাটা বদলে ফেলার কোনও কারণ হয়নি, বলছি তো।"

"উঁহু! এবারে আমার ভয় লাগছে," বলল ও। "মেয়েটার বয়স কম, আবেগ বড্ড বেশি। আমায়াসকে খুব করে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। ঘটনা এবারে গুরুতর।"

"ওটাই মেয়েটাকে বাঁচাবে। আসলে প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে হলে আমায়াস-এর জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল। যেহেতু মেয়েটার বয়স কম, সুতরাং, এক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু ভিন্ন।"

"ভিন্ন বলেই তো ভয় পাচ্ছি!" ক্যারোলাইন বলে চলল, "আমার বয়স চৌত্রিশ হয়ে গেছে। বিয়েরও পেরিয়ে গেছে দশটা বছর। তাছাড়া এলসার রূপ যদি বড়সড় দাবানল হয়, তাহলে আমি ওর তুলনায় ছোট্ট মোমবাতি মাত্র।"

BanglaBook.org

"কিন্তু তুমি তো জানো- আমায়াস যথেষ্ট পরোয়া করে তোমার। জানো না?"

"পুরুষ মানুষের মর্জির কোনও ঠিক আছে?" বলেই নির্জীব একটা হাসি দিল ক্যারোলাইন। "আমি একটু সেকেলে, বুঝলে? মেয়েটা বিদায় হলেই বেশি ভাল লাগবে।"

বোঝানোর চেষ্টা করলাম- মেয়েটা কী করছে নিজেই জানে না। আমায়াসের গুণে মুগ্ধ হয়ে ভক্ত হয়ে গেছে, হয়তো বোঝেইনি আমায়াস ওর প্রেমে পড়ে যাচ্ছে।

ক্যারোলাইন বলল, "হুম। হবে হয়তো!" তারপর বাগান নিয়ে আলাপ শুরু হল। ভাবলাম, বিষয়টা নিয়ে ও আর চিন্তা না করলেই ভাল।

কিছুদিন বাদে লন্ডনে ফিরে গেল এলসা। আমায়াসেরও পাত্তা পাওয়া গেল না সপ্তাহখানেক। প্রেম-ভালবাসার ওই ব্যাপারটা প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম। হঠাৎ একদিন শুনলাম এলসা আবার ফিরে এসেছে ও-বাড়িতে। ওকে নিয়ে আঁকতে থাকা ছবিটা নাকি শেষ করবে আমায়াস।

খবরটা বিশেষ ভাল লাগল না। কিন্তু, ক্যারোলাইনও দেখলাম এ-নিয়ে কথা বলতে আগ্রহী নয়। অনেকটা নিজের মধ্যেই তখন নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল- চিন্তা বা দুঃখের কোনও ছাপ নেই। ভাবলাম- হয়তো সব ঠিকই আছে।

তাই, আসল পরিস্থিতিটা জানতে পেরে অত চমকে গিয়েছিলাম।

এর আগে এলসা আর আমায়াসের সঙ্গে আলাপের বিষয়ে আপনাকে বলেছি। কিন্তু, ক্যারোলাইনের সঙ্গে সময় নিয়ে আলাদা কথা বলার সুযোগ পাইনি। যে সামান্য আলাপ হয়েছে, সেটা আপনাকে জানিয়েছি।

এখনও ওর মুখটা চোখে ভাসে। গাঢ় কালো দুটো চোখে চাপা আবেগ। ওর কথা বাজে কানে, "সব শেষ।"

মাত্র ওটুকু শব্দেই কত কথা বলে ফেলেছিল! আমায়াসের মতিভ্রমের সঙ্গে সঙ্গেই সব আনন্দ হারিয়ে গেছে ওর জীবন থেকে। সেজন্যই কোনাইনের শিশি থেকে বিষ সরিয়েছিল। এই যন্ত্রণা থেকে পালানোর অন্য কোনও উপায় ছিল না ওর কাছে। আর বোকার মতো বুদ্ধিটা আমিই তুলে দিয়েছি ওর কানে, বাজে বকবক করতে গিয়ে।

আমার ধারণা, বিষ সরিয়েছিল ক্যারোলাইন, আত্মহত্যা করবে বলে। কাজটা করার সময় হয়তো আমায়াস দেখে ফেলেছিল, অথবা, পরে টের পেয়েছে। আর ব্যাপারটা জানতে পেরেই অনুশোচনায় ভুগেছে ক্রেল। ভাবতেই পারেনি ওর হঠকারিতা স্ত্রীকে এতদূর ভাবতে বাধ্য করেছে।

BanglaBook.org

অন্যদিকে এলসাকেও ছাড়া সম্ভব ছিল না ওর পক্ষে। অমনই ছিল এলসা। যে একবার ওর প্রেমে পড়েছে, সে কিছুতেই নিজেকে সরিয়ে নিতে পারবে না।

একদিকে এলসাহীন জীবন অসম্ভব, অন্যদিকে ওকে ছাড়া বাঁচতে পারবে না ক্যারোলাইন। তাই মুক্তির একমাত্র পথটা বেছে নিতে হল আমায়াসকে। ঠিক করল কোনাইন দিয়েই আত্মহত্যার কাজটা সারবে।

কাজটা করেছেও কিন্তু বীরের মতো, তুলি হাতে। ছবি আঁকাই ছিল আমায়াসের জীবনের ধ্যান-জ্ঞান। তাই সেদিক থেকে ওর মৃত্যুটা একেবারে পছন্দের কাছাকাছি বসে হয়েছে। তাছাড়া মরার আগে শেষ দেখেছিল এলসার মুখটা, অর্থাৎ ওর ভালবাসাকে। হয়ত ভেবেছিল মৃত্যুই ওর পক্ষ থেকে এলসার জন্য হবে সেরা উপহার!

যদিও এই ধারণায় কিছু ফাঁক থেকে যায়। যেমন ধরুন, কেন কোনাইনের বোতলে কেবল ক্যারোলাইনের হাতের ছাপ পাওয়া গেল?

আমায়াস বোতলটা ধরার পর রেখেছিল কাপড়-চোপড়ের ভেতর। সম্ভবত, তারই ঘসা লেগে ছাপ মুছে গেছে। আর ক্যারোলাইন বোতলটা জায়গা মতো আছে কিনা দেখতে গিয়েছিল, তাই আঙুলের ছাপ থেকে গেছে ওতে। ব্যাপারটা কি একেবারে অসম্ভব?

আবার ধরুন বিয়ারের বোতলে ছাপের বিষয়টা। আসামী পক্ষের উকিলের মতে, বিষের প্রভাবে হাতটা বেঁকে গিয়েছিল সামান্য, তাই ওভাবে বোতল ধরা সম্ভব হয়েছিল। নাহলে অমন অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে কী আর বোতল ধরা যায়?

একটা বিষয় ব্যাখ্যা করা বাকি থাকে কেবল। সেটা হল, আদালতে ক্যারোলাইনের কোনও প্রতিবাদ না করার ব্যাপারটা। কারণটা এখন আমার কাছে স্পষ্ট। যেহেতু বিষটা ও নিজে সরিয়েছিল, কিন্তু উল্টো সেটা খেয়েই মৃত্যু হয়েছে আমায়াসের, সেহেতু নিজেকেই দুষেছিল মেয়েটা। ভেবেছে, সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে ও-ই এই মৃত্যুর জন্য দায়ী।

মসিয়ো পোয়ারো, ঘটনা যদি আসলেই এমন হয়ে থাকে, তাহলে ছোট্ট কার্লাকে বোঝানো আপনার জন্য সহজ হবে। কি বলেন? আর মেয়েটাও মনে শান্তি নিয়ে বিয়ে করতে পারবে।

তবে এতক্ষণ ধরে যা বললাম সে সম্পর্কে জানার অনুরোধ আপনি করেননি। বরং জানতে চেয়েছিলেন ঘটনার দিনগুলোর কথা। এবার বরং তাই বলি। আমায়াসের মৃত্যু আগের দিন কী ঘটেছিল তা তো বলেইছি। বাকি কেবল মৃত্যুর দিনের ঘটনাগুলো বলা।

ঘটনার আগের দিন রাতে ভাল ঘুম হয়নি আমার। বন্ধুদের জীবনে দুর্যোগ নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত ছিলাম। সারাটা সময় কেবল ভেবে গেছি কোনও উপায়,

BanglaBook.org

যা দিয়ে সমস্যাটা কাটানো যায়। এমনি করে ভোর ছ'টা নাগাদ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকালের চা নিয়ে এল যখন, তখনও ঘুমাচ্ছি। উঠেছি সকাল সাড়ে ন'টার দিকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টের পেলাম নিচের ঘরে কেউ আছে। ওই ঘরে গবেষণার কাজ করি।

ভাবলাম, কোনও বিড়াল হবে হয়তো। গিয়ে দেখি জানালাটা সামান্য তোলা। গতদিন বন্ধ করতে ভুলে গেছি! ওটুকু জায়গা একটা বিড়াল ঢোকার জন্য যথেষ্ট। তবে শব্দ না শুনলে হয়তো তখনই ওখানে যেতাম না। অগত্যা খুঁজে দেখলাম কোনও কিছু খোয়া গেছে কিনা। বিষের শিশিটার দিকে চোখ পড়তেই দেখি সামান্য সরে গেছে ওটা। আর প্রায় অর্ধেকটা ফাঁকা! অথচ আগের দিন পুরো ভরা ছিল।

জানালা বন্ধ করে বাইরে চলে এলাম। যতটা না অবাক হয়েছি, তার চেয়ে মন খারাপ হল বেশি। আমি সাধারণত খুব দ্রুত কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। কিন্তু বিষন্ন ভাবটা কেটে যেতেই রীতিমত আঁতকে উঠলাম। বাড়ির প্রত্যেককে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম ও-ঘরে গিয়েছিল কি না। কেউ যায়নি। এর একটু বাদে সব দিক বিবেচনা করে ফোন দিলাম ফিলিপকে। মজগটা ভাল চলে ওর। আমার কথা শুনে জলদি আমাকে ক্রেলদের বাড়িতে চলে যেতে বলল ফিলিপ। সে সময় ওখানেই ছিল ও।

পথে দেখা হল মিস উইলিয়ামসের সঙ্গে, অ্যাঞ্জেলাকে খুঁজতে বেড়িয়েছে ভদ্রমহিলা। জানালাম, ওখানে দেখিনি মেয়েটাকে।

আমার হন্তদন্ত অবস্থা দেখে সন্দেহ হল তার। তবে তখনও কাউকে কিছু বলার আগ্রহ ছিল না। বরং আমি তাকে বললাম আমাদের রান্নাঘরের ওদিকে বাগানটা খুঁজে দেখতে। অ্যাঞ্জেলার প্রিয় আপেল গাছটা ওখানেই।

কথা না বাড়িয়ে চলে গেলাম নৌকার কাছে। দাঁড় টেনে সোজা পৌঁছলাম অ্যালডারব্যারিতে।

ওখানে আমার ভাই আগে থেকেই দাঁড়িয়ে ছিল।

আপনাকে সেদিন যে পথ দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম, ওখান দিয়েই চললাম দু'জন। বাগানের কাছে যেতেই কথা এল আমাদের কানে। নিজের চোখেই তো দেখেছেন জায়গাটা, বুঝতেই পারছেন, ওখান থেকে শব্দ পাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

তখন ঝগড়া চলছিল ক্যারোলাইন আর আমায়াসের। তবে কী কথা হচ্ছিল তা মনে নেই। কিন্তু, কোনও হুমকি ক্যারোলাইন দেয়নি। সম্ভবত অ্যাঞ্জেলাকে নিয়ে চলছিল তর্ক। ক্যারোলাইন মেয়েটাকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠাতে রাজি ছিল

BanglaBook.org

না। আমায়াস খেপে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল- সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে, মেয়েটাকে ও গোছগাছ করে পাঠিয়ে দেবে।

দরজা খুলতেই ক্যারোলাইন এগিয়ে এল। আমাকে দেখে সামান্য হাসল, জানাল অ্যাঞ্জেলাকে নিয়ে আলাপ চলছিল। ঠিক সে সময় এলসাও হাজির হল বাড়ির পথ ধরে।

আমায়াস চাইছিল তখনই ছবি আঁকতে বসবে। তাই, আমরা আর ওখানে দাঁড়িয়ে বিরক্ত করলাম না। বরং বাড়ির পথ ধরলাম।

পরে অবশ্য ফিলিপ বহুবার নিজেকে দুষেছে তৎক্ষণাৎ কোনও ব্যবস্থা নিতে না পারার জন্য। আমি ওর সঙ্গে একমত না। রাতারাতি খুনের মতো ঘটনা ঘটবে আগে থেকে বোঝা অসম্ভব! (যদিও এখন জানি ব্যাপারটা খুন ছিল না।) তাছাড়া কাউকে শুধু শুধু সন্দেহ করার অধিকার আমাদের নেই। কিছু একটা করার তাগিদ ছিল যদিও। তবে তার আগে ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করাটা জরুরি মনে হয়েছে। দু'একবার তো নিজেকেই সন্দেহ হয়েছে- বোতলটা কি আসলেই ভরা ছিল? ভাইয়ের মতো সবকিছু নিশ্চিত করে বলার ক্ষমতা আমার নেই, যথেষ্ট ভুলো মন। তাই স্মৃতি বিভ্রম হয়। আমাদের মন অনেক সময় আমাদের সঙ্গে ছলনা করে। ধরুন কোথাও কিছু একটা রেখেছেন বলে মনে হল, পরে দেখা গেল অন্য কোথাও আছে। ঠিক তেমনি, ব্যাপারটা নিয়ে যতবার ভেবেছি, সবকিছু আরও গুলিয়ে গেছে। সেজন্যই ফিলিপ উল্টো খেপে গিয়েছিল আমার উপর।

তখনকার মতো থামাতে হল আলাপ। ঠিক হল, দুপুরে খাবার পর কথা হবে। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভাল, ও বাড়িতে দুপুরে খাওয়া আমার জন্য বিশেষ কোনও ব্যাপার ছিল না। গেলেই আপ্যায়ন করত।

পরে অ্যাঞ্জেলা আর ক্যারোলাইন বিয়ার নিয়ে এল আমাদের জন্য। অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে কথা হল। জানালাম মিস উইলিয়ামস ওকে খুঁজতে আমাদের বাড়ি গেছে। ও বলল, স্নান করছিল। আর অভিযোগ করল, শুধু শুধু ওকে দিয়ে পুরনো স্কার্টটা সেলাই করাতে চাচ্ছে। ক'দিন বাদে তো নতুন জামা নিয়েই নতুন স্কুলে যাবে, পুরনো জামার তখন আর প্রয়োজন কী!

ফিলিপের সঙ্গে আলাপ করা সুযোগ না পেয়ে আমি আবার বাগানের দিকে চললাম। সেদিন আপনাকে দেখিয়েছিলাম যে সমতল জায়গাটা, ওখানে, কিছুটা গাছপালা পরিষ্কার করে একটা বেঞ্চ পাতা ছিল। দিব্যি বসে গেলাম। ধূমপান করতে করতে ডুব দিলাম ভাবনায়। চোখ দুটো স্থির রইল এলসার উপর। আমায়াসের ছবির জন্য বিশেষ ভঙ্গীতে বসেছিল ও।

BanglaBook.org

আমার স্পষ্ট মনে আছে ওর সাজ-সজ্জার কথা। ঠায় বসে ছিল মেয়েটা, পরনে হলদে শার্ট, গাঢ় নীল ট্রাউজার। একটা লাল পুলওভার ফেলে রেখেছিল কাঁধের উপর।

দারুণ প্রাণোচ্ছল ছিল এলসা। মুখে আওড়ে চলেছিল ভবিষ্যতের পরিকল্পনা।

কথাগুলো শুনে মনে হতে পারে আড়ি পেতেছি। নাহ, তেমন কিছু নয়। ওদের থেকে আড়ালে ছিলাম না। দু'জনেই জানত আমি ওখানে আছি। আমাকে হাত নেড়ে স্বাগত জানায় এলসা। অভিযোগ তোলে আমায়াস জংলি ভালুকের মতো জুলুম করছে, ওকে বিশ্রাম নিতে দিচ্ছে না। ব্যাথায় শরীর টনটন করছে ওর।

"বাজে কথা, ওর থেকে বেশি ব্যাথা আমার করছে," পাল্টা অভিযোগ জানাল আমায়াস।

এলসা ফোঁড়ন কেটে বলল, "আহারে বুড়ো!"

"এই বুড়োই আছে তোমার কপালে," পাল্টা জবাব দিল ক্রেল।

ওদের মিঠে সম্পর্ক অবাক করল। সংসারে তোলপাড় অথচ কোনও হেলদোল নেই! তবে এলসাকে দোষ দিতে চাইল না মন। প্রেমে পাগল হয়ে গেছে মেয়েটা, বয়সও কম। তাই আত্মবিশ্বাস বেশি। কী করেছে তার সঠিক ধারণা ওর নেই। উল্টো শিশুর মতো ধরেই নিয়েছে পুরো ব্যাপারটাতে ক্যারোলাইনের বিশেষ ক্ষতি হবে না। আমায়াস আর ওর সুখী জীবনের স্বপ্ন পেরিয়ে আর কোনও দৃশ্য ওর চোখে ধরা দেয়নি তখন। আমার কথাগুলো তো আগেই 'সেকেলে' বলে উড়িয়ে দিয়েছে। এমনকী ক্যারোলাইনের জন্য কোনও করুণাও ছিল না এলসার মনে। যদিও, অতটুকু একটা মেয়ের থেকে করুনা আশা করা যায় না। ওসব বিচক্ষণতা বাড়তি বয়সের সঙ্গে আসে।

খুব বেশি কথা হয়নি ওদের দু'জনের। আঁকার সময় বকবকানি পছন্দ করে না শিল্পীরা। প্রায় মিনিট দশেক পরপর কিছু একটা বলছিল এলসা, আর ঝটপট জবাব দিচ্ছিল আমায়াস।

একবার বলল, "ঠিক বলেছ। স্পেনেই প্রথম যাব আমরা। আমাকে কিন্তু বুলফাইট দেখাতে হবে। উফ! দারুণ হবে ব্যাপারটা। তবে আমি চাই ষাঁড়টাই খেলোয়াড়কে মেরে ফেলুক। প্রতিবার তো ষাঁড়দেরই মরতে হয় যুদ্ধে। প্রাচীন রোমে মহিলারা লড়াইয়ে ছেলেদের মরতে দেখলে খুশিই হতো। পুরুষ মানুষের এই দুনিয়ায় খুব একটা দাম নেই, কিন্তু পশুরা চমৎকার।"

এলসাও অনেকটা পশুর মতোই আদিম। পুরুষের থেকে কষ্ট উপহার পায়নি, তাই কোনও দ্বিধা নেই মনে। মাথাটা সম্ভবত কখনও চিন্তা-ভাবনার

BanglaBook.org

কাজে লাগাত না ও, যা ইচ্ছা করত। প্রাণশক্তি ছিল প্রচুর। আমার দেখা সবচেয়ে প্রাণবন্ত মানুষ ছিল এলসা।

ওই শেষবার ওকে অতটা খুশি হতে দেখেছি। ভবিষ্যৎ নিয়ে অতিরিক্ত নিশ্চিত, ভাবনাহীন।

তখনই ঘণ্টা বাজিয়ে খেতে ডাকল। আমি উঠলাম। এলসাও যোগ দিল সঙ্গে। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতেই আলোয় ধাঁধাঁ লাগল চোখে। ক্ষণিকের জন্য অন্ধ মনে হল নিজেকে।

আমায়াস বসে পড়ল চেয়ারে। হাত দুটো ছড়িয়ে পড়ল ওর। ছবির দিকে তাকিয়ে রইল একমনে। ভঙ্গীটা অচেনা নয়, এর আগেও বহুবার ওভাবে নিজের আঁকা ছবি পরখ করে দেখেছে ক্রেল। তাই আমারও সন্দেহ হয়নি যে, ও বিষক্রিয়া ক্লান্ত। শরীরটা অসাড় হয়ে যাচ্ছে বিষের প্রভাবে।

রোগ-শোক ঘৃণা করত আমায়াস। তাই নিজের শরীরে এসবের অস্তিত্ব কখনও স্বীকার করতে চাইত না। হয়তো ভেবেছিল রোদে ঘেমে মাথা ঘুরছে। তাছাড়া বিষের লক্ষণটাও অনেকটা তেমনই। যাই হোক, এ ব্যাপারে আমাদের কিছুই বলল না ও।

এলসা জানাল, "ও এখানেই থাকবে আপাতত। খেতে যাবে না।"

আমার মনে হল কাজটা ঠিকই করেছে আমায়াস। তাই বিদায় জানিয়ে দিলাম তখনকার মতো।

চোখদুটো ছবি থেকে সরিয়ে একবার আমার দিকে তাকিয়েছিল আমায়াস। অদ্ভুত লেগেছিল ওর দৃষ্টি। মনে হচ্ছিল খেপে গেছে খুব।

স্বাভাবিক ভাবেই তখন বুঝিনি এর অর্থ। অনেক সময় ছবি ঠিকঠাক মতো না হলে মাথায় খুন চেপে যেত ওর। ভেবেছিলাম তেমন কিছুই। তাই আমি কিংবা এলসা পাত্তা দিইনি।

আমরা রীতিমত গল্প করতে করতে চললাম বাড়ির পথে। যদি ও জানত আর কখনও আমায়াসকে জীবিত দেখতে পাবে না। তাহলে! যাই হোক, সেটা বোঝেনি। তাই আরও কিছুক্ষণ আনন্দে থাকার সুযোগ পেয়েছিল এলসা।

খাবার টেবিলে যথেষ্ট স্বাভাবিক মনে হল ক্যারোলাইনকে। সুতরাং, এ থেকেও বোঝা যায় খুনের সঙ্গে বিশেষ লেনদেন নেই ওর। অভিনয় বিদ্যা ওর জানা ছিল না।

কিছুক্ষণ বাদে ও আর গভর্নেস দু'জন বাগানে গিয়ে আমায়াসকে মৃত আবিস্কার করে। ওখান থেকে মিস উইলিয়ামসকে ফিরতে দেখি আমি। ভদ্রমহিলা বলে- দ্রুত ফোন করতে হবে ডাক্তারকে। তারপর আবার ফিরে যায় ক্যারোলাইনের কাছে।

BanglaBook.org

বেচারা এলসা! ঠিক শিশুর মতো ভেঙে পড়েছিল খবরটা শুনে। জীবনে এত বড় আঘাত পাওয়া সম্ভব, ওর ধারনাই ছিল না। তবে ক্যারোলাইন শান্তই ছিল। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ছিল ওর, অন্তত এলসার থেকে বেশি। শুধু বলেছিল- ব্যাপারটা আত্মহত্যা। আমরা কেউ বিশ্বাস করিনি তখন। এলসা তো খেপে গিয়ে ওকেই খুনি বলল।

ততক্ষণে ক্যারোলাইন বুঝে গেছে এই খুনের জন্য ওকেই দায়ী করা হবে। তাই হয়তো খুব বেশি আবেগি হয়ে পড়েনি।

ফিলিপও ধরেই নিয়েছিল খুনটা ক্যারোলাইনেরই কীর্তি।

মিস উইলিয়ামস সাহায্য করেছিল অনেক। এলসাকে শান্ত করে ঘুমের ওষুধ দিয়েছিল। অ্যাঞ্জেলাকে পুলিশের থেকে দূরে রেখেছে। দারুণ দৃঢ় ভদ্রমহিলা। শক্ত হাতে সামলেছে সবটা।

এরপর সবকিছু দুঃস্বপ্নের মতো। পুরো বাড়ি তল্লাশি চালাল পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ চলল। পঙ্গপালের মতো হাজির হল সাংবাদিকের দল। ছবি তুলল ঘচাঘচ। সাক্ষাৎকার নিতে চাইল বাড়ির সদস্যদের।

দুঃস্বপ্ন বললেও কম বলা হয় ওই পরিস্থিতি।

আজও ভাবায় সেদিনের স্মৃতি। আঁতকে উঠি ভয়ে!

দয়া করে ছোট্ট কার্লাকে সত্যিটা বুঝিয়ে বলুন। তাহলে আমরা সবকিছু ভুলে যেতে পারব চিরতরে। এসব নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি হবে না।

যতই অস্বাভাবিক মনে হোক না কেন- আমায়াস আত্মহত্যাই করেছে।

[মেরেডিথ ব্লেকের জবানবন্দী সমাপ্ত]

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১৪.
লেডি ডিট্রিশ্যাম-এর বক্তব্য

আমায়াস ক্রেলের সঙ্গে প্রথম দেখা থেকে শুরু করে তার মৃত্যু পর্যন্ত সম্পূর্ণ ঘটনা নিচে দেওয়া হল।

আমায়াসকে প্রথম দেখি এক স্টুডিয়োর পার্টিতে। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। দরজা দিয়ে ঢুকতেই চোখ পড়ল ওর উপর। জানতে চাইলাম লোকটা কে। কেউ একজন বলল, "আমায়াস ক্রেল, বিরাট চিত্রকর।"

আমি ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে বললাম।

সেবার মাত্র দশ মিনিট কথা হল। তাতেই এতটা মুগ্ধ হলাম, ভাষায় বলা যাবে না। মনে হচ্ছিল জগতে ও ছাড়া আর কেউ নেই, আর কিছুর কোনও গুরুত্ব নেই।

সেদিনের পর উঠেপড়ে লাগলাম ওর ছবিগুলোর সন্ধানে। তখন বন্ড স্ট্রিটে একটা চিত্র প্রদর্শনী চলছিল ওর। তাছাড়া ম্যানচেস্টার, লিডস, কিংবা লন্ডনের পাবলিক গ্যালারী- যেখানেই ওর ছবি ছিল, হানা দিলাম।

তারপর একদিন দেখা করতে গেলাম ওর সঙ্গে। বললাম, "তোমার সব ছবি দেখে ফেলেছি। চমৎকার আঁকার হাত তোমার।"

কথাটা শুনে বোধহয় খুশিই হল ও। বলল, "ছবির কী বোঝো তুমি? আমার তো মনে হয়, কিচ্ছু না।"

"হয়তো বুঝি না। তবুও ভাল লেগেছে," জানালাম।

ও দাঁত দেখিয়ে বলল, "বোকার মতো প্রশংসা করা ভাল নয়।"

"বোকা না আমি," বললাম। "ভাবছি তোমাকে দিয়ে আমার একটা ছবি আঁকাব।"

ক্রেল বলল, "সামান্য বুদ্ধি থাকলে বোঝা উচিত ছিল, আমাকে দিয়ে সুন্দরী মেয়েদের ছবি আঁকানো অর্থহীন।"

"অতটাও সুন্দর না আমি," বললাম।

এবারে মনোযোগ দিয়ে আমাকে লক্ষ্য করল ও। বলল, "হুম, ঠিকই বলেছ, হয়তো অতটা সুন্দরী না তুমি।"

"তাহলে? ছবিটা আঁকছ তো?"

একদিকে ঘাড় কাত করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল আমায়াস। "ভারী অদ্ভুত তো তুমি!"

BanglaBook.org

চেষ্টা করলাম কথাটা ঘুরিয়ে দিতে। "টাকার চিন্তা করো না, উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবে।"

"তা, আমাকে দিয়েই আঁকাতে এত আগ্রহী কেন?"

"অতসব বলতে পারব না। ছবিটা আমার চাই।"

"এই চাওয়ার যুক্তি?"

"যুক্তি ফুক্তি বুঝি না, আমি যা চাই, তাই পাই।" সোজাসুজি জানালাম।

"আহারে!" কপট আফসোস করল ক্রেল। "তা তোমার বয়স কত? খুব একটা বেশি বলে তো মনে হচ্ছে না।"

"বাজে কথা ছাড়ো, আঁকবে কি না বল?"

আমার কাঁধ ধরে আলোর দিকে ঘুরিয়ে দিল আমায়াস, তারপর একমনে দেখল কিছুক্ষণ। চুপচাপ অপেক্ষা করলাম।

অবশেষে মুখ খুলল ক্রেল, "সেইন্ট পল'স গির্জার শিখর আলো করে উড়ে যাওয়া বর্ণিল অস্ট্রেলিয়ান ম্যাকাও পাখিদের ছবি আঁকার ইচ্ছা ছিল আমার। মনে হয় তোমার ছবি আঁকতে পারলে তার কাছাকাছি কিছু একটা হবে।

"অর্থাৎ, ছবিটা আঁকবে?"

"তোমার মতো একরোখা, চোখ ধাঁধানো, অদ্ভুত রঙিন মেয়ে দুটো দেখিনি। আঁকতে তো হবেই!" আমায়াস বলে চলল, "তবে সাবধান এলসা, তোমাকে আঁকতে হলে হয়তো তোমাকে ভালও বেসে ফেলতে হবে।"

"আশাকরি যেন তাই হয়," ছোট্ট করে বললাম।

কথাটা শুনে দম সামলে নিল আমায়াস। চোখের দৃষ্টি মুহূর্তে বদলে গেল ওর। হয়তো এভাবেই প্রেম হয়! এক নিমিষে।

ক'দিন বাদে আবার দেখা হল দু'জনের। আমায়াস আমাকে ডেভনশায়ারে যাবার প্রস্তাব দিল। বলল, ওখানে খাসা দৃশ্যপট তৈরি, ছবিটা আঁকার জন্য একেবারে আদর্শ জায়গা। তবে সাবধান করে দিতে ভুলল না।

বলল, "মনে রেখ, আমি বিবাহিত। তাছাড়া স্ত্রীকেও যথেষ্ট ভালবাসি।"

"ভাগ্যবতী বলতে হবে তোমার স্ত্রী। মনে হচ্ছে মানুষ হিসেবেও চমৎকার!" আমি বললাম।

"চমৎকার তো বটেই! দারুণ মেয়ে আমার প্রিয়তমা," বলল ও। "তাই আগেভাগেই ব্যাপারটা বুঝে রাখো, পরে যেন ঝামেলা না হয়।"

"বুঝেছি," বললাম ওকে।

অগত্যা ছবি আঁকার কাজ শুরু হল এক সপ্তাহ পর। ক্যারোলাইনও হাসি মুখেই স্বাগত জানাল বাড়িতে। যদিও, বুঝলাম আমার যাওয়াটা পছন্দ করেনি- করার কথাও না।

BanglaBook.org

পুরোটা সময় যথেষ্ট সতর্ক ছিল আমায়াস। স্ত্রী'র কানে যায়- এমন করেই আমার সঙ্গে কথা বলেছে। আমিও ভদ্রতা ধরে রেখেছি ঠিক মতোই। কিন্তু ভেতরে ভেতরে দু'জনে জানতাম ক্রমশ কোন পথে চলেছি আমরা।

দশ দিন বাদে আমায়াস আমাকে লন্ডনে ফিরে যেতে বলল।

প্রতিবাদ করলাম, "কিন্তু, ছবি তো এখনও শেষ হয়নি।"

ও বলল, "শুরু হয়েছে সবে। সত্যি বলতে কী, তোমার ছবিটা আমি আঁকতে পারব না এলসা।"

অবাক হলাম। "কেন?" জানতে চাইলাম তখনই।

"কারণটা তুমি ভাল করেই জানো," বলল আমায়াস। "আর সেজন্যই চলে যেতে বলছি। তোমাকে আঁকতে গেলে কেবল তোমার কথাই মাথায় ঘোরে- ছবির ব্যাপারে কিচ্ছু মনে থাকে না।"

গ্রীষ্মের খটখটে দিন ছিল সেটা। বাগানে বসেই চলছিল কথা। চারিদিকে পাখি আর মৌমাছির গুঞ্জন। আমার হয়তো খুব খুশি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হতে পারলাম না। উল্টো হতাশ লাগল। হয়তো অবচেতন মন আভাস পেয়েছিল ভবিষ্যৎ দুর্যোগের। কে জানে!

বুঝেছিলাম, লন্ডনে ফিরে গেলেও কোনও লাভ হবে না। তবু বললাম, "আচ্ছা বেশ, চলে যাব।"

খুশি হল আমায়াস।

কথামত ফিরে গেলাম। ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখলাম না কোনও।

দশ দিন নিজেকে সামলে রেখেছিল ও। তারপর ঠিক হাজির হল আমার কাছে। দেখি দ্বিধা আর চিন্তায় শুকিয়ে কাঠ হয়েছে।

এসেই বলে, "আগেই তোমাকে সাবধান করেছিলাম এলসা। এখন আবার অস্বীকার করে বসো না।"

"জানতাম তুমি আসবে। এতদিনে আমার অপেক্ষা শেষ হল," বললাম।

"ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ঘুম, সব ফুরিয়ে গেছে জীবনে। এ মন শুধু তোমাকেই চায়," অসহায় ভাবে বলল ও।

"আমারও, সেই প্রথম যেদিন তোমাকে দেখেছি সেদিন থেকেই!" জানালাম। "হয়তো ভাগ্যই পরস্পরকে কাছে টেনে এনেছে। ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে কী লাভ বল?"

"তুমি তো কোনও লড়াই করোনি এলসা, করেছি আমি," বলল আমায়াস।

"শুরুতেই ভাগ্যকে মেনে নিয়েছিলাম," বললাম ওকে।

"কিন্তু, তুমি যে এখনও কিশোরী, এত অল্প বয়স-"

"ওতে কিছু আসে যায় না।"

BanglaBook.org

এরপরের কয়েক সপ্তাহ খুব সুখে কাটল দু'জনের। নাহ, শুধু সুখ বললেই পুরোটা বলা হয় না। তার থেকেও বেশি কিছু, গভীর কিছু।

আমরা যেন আবিস্কার করলাম একে অপরের জন্যই জন্মেছি এ পৃথিবীতে। একত্রে থাকতেই হবে আমাদের, চিরতরে।

কিছুদিন পর শুরু হল নতুন সমস্যা। অসমাপ্ত ছবিটার জন্য আমায়াসের মনে শুরু হল খচখাচানি। আমাকে বলল, "বোঝো অবস্থা! আগে তোমার কথা ভাবতে গিয়ে ছবি আঁকা হয়নি, কিন্তু এখন কেবল সেটাই আঁকতে ইচ্ছা হয়। তোমার ছবিটাই হবে আমার জীবনের সেরা কাজ। মনে হচ্ছে এখনই হাতে তুলে নিই রঙ তুলি। ওই কামান বাঁধানো বাদামী দেওয়ালের উপর গিয়ে বসবে তুমি। পেছনে থাকবে নীল জলরাশি আর সবুজ গাছের ক্যানভাস। সবকিছুর ভেতরে তুমি যেন এক উল্লাসধ্বনি।"

বলে চলল আমায়াস, "ওভাবেই আঁকতে হবে তোমায়! আর আঁকার সময় বিন্দুমাত্র বিরক্তি সহ্য করব না। কাজটা শেষ হয়ে গেলেই সত্যিটা ক্যারোলাইনকে জানিয়ে পুরো ব্যাপারটা ঠিক করে ফেলা যাবে।"

"ডিভোর্সের ব্যাপারটা নিয়ে আপত্তি করবে না ও?" জানতে চাইলাম।

"করবে না বোধহয়," আশ্বস্ত করল আমায়াস। কিন্তু, নারীর মন, অত নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় কি?

"ও কষ্ট পেলে আমারও খারাপ লাগবে," জানালাম। "কিন্তু, যা হবার তা তো হবেই।"

"তুমি যথেষ্ট বুঝদার, এলসা," প্রশংসার সুর ফুটল ওর মুখে। "ক্যারোলাইন এতটা বুঝতে চায় না। এই ব্যাপারটাও খুশিমনে মানতে পারবে না। আসলে আমাকে অনেক ভালবাসে ও।"

"তা তো বাসবেই। কিন্তু, যদি ভালবাসা থাকে তাহলে প্রিয়তমর সুখটাও নিশ্চয়ই মেনে নেবে। অন্তত স্বাধীনতার পথে বাঁধা হওয়া উচিত না।"

আমায়াস বলল, "জীবনটা গল্প উপন্যাসের মতো সরল না এলসা। মনে রেখো, এর পাতায় পাতায় লুকিয়ে আছে বন্য হিংস্রতা।"

"মানুষ তো এখন আর জংলি নেই," বললাম। "রীতিমত সভ্য সবাই।"

"সভ্য না ছাই!" ধিক্কার জানাল আমায়াস। "তোমাকে কেটে কুচি কুচি করে ফেলতে চাইবে ক্যারোলাইন, হয়তো করেও ফেলতে পারে! বুঝতে পারছ? যন্ত্রণায় বুকটা ফেটে যাবে ওর। যন্ত্রণার মানে বোঝো?"

"তাহলে ওকে বলার দরকার নেই," পরামর্শ দিলাম।

"না, বলতে তো হবেই। বিচ্ছেদ জরুরি, নাহলে তোমাকে পুরোপুরি পাবো কী করে? পুরো পৃথিবীর সামনে তুমি আমার হবে এলসা। শুধুই আমার।"

BanglaBook.org

"আর যদি তোমাকে ডিভোর্স না দেয়?"

"তাতেও ভয় পাই না," বলল ও।

"তাহলে ভয়টা কোথায়?"

প্রশ্নটা শুনে থমকে গেল আমায়স। ভ্রু কুঁচকে বলল, "ঠিক জানি না..."

আসলে ক্যারোলাইনকে হাড়ে হাড়ে চিনত ও। অন্যদিকে, আমার কোনও ধারণাই ছিল না। যদি থাকত...

আমরা আবার গিয়ে হাজির হলাম অ্যালডারব্যারিতে। এবারের পরিস্থিতি আগের মতো সহজ হল না। শুরুতেই সন্দেহ করল ক্যারোলাইন। ব্যাপারটা একদম সহ্য হল না আমার। কোনও বিষয় নিয়ে লুকোছাপা একেবারে ভাল লাগে না। তাই মনে হল ক্যারোলাইনকে বলেই দিই সোজাসুজি। তবে আমায়াস রাজি ছিল না।

মজার ব্যাপার হল এসবকিছু গায়ের মাখার পরিস্থিতিতে ছিল না আমায়াস। ক্যারোলাইনের প্রতি ভালবাসা, দায়িত্ব সব তখন গৌণ। সেসময় ছবিটাই ওর কাছে মুখ্য হয়ে উঠেছিল, বাকি পৃথিবী অর্থহীন। এর আগে ছবি নিয়ে ওকে এতটা মগ্ন হয়ে যেতে দেখিনি। তখনই বুঝলাম কত বড় শিল্পী ও। কাজ নিয়ে তন্ময় হয়ে যাওয়াই ওর পক্ষে স্বাভাবিক। তবে আমার জন্য ভিন্ন ছিল পরিস্থিতি। বিচ্ছিরি গ্যাঁড়াকলে আটকে পড়েছিলাম। স্বাভাবিকভাবেই ক্যারোলাইন সহ্য করতে পারছিল না। তাই নিজের অবস্থান দৃঢ় করার একমাত্র উপায় মনে হয়েছিল সত্যিটা বলে দেওয়া।

অথচ আমায়াস ছবিটা শেষ হবার আগে কোনও গণ্ডগোল চায়নি। আমি বললাম, এসব গায়েই মাখবে না ক্যারোলাইন, ওর আত্মসম্মান অনেক মজবুত। কোনও ঝামেলা করার কথা না।

বললাম, "সততাই সর্বোত্তম পন্থা। আমাদের সৎ থাকতে হবে।"

বাঁধা দিল আমায়াস, "তোমার সততার নিকুচি করি। ছবিটা শেষ করতেই হবে।"

ওর ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু, আমার দিকটা একবারও ভাবেনি ও।

শেষমেশ ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল একদিন।

সেদিন ক্যারোলাইন আমায়াসকে নিয়ে কোথাও ঘুরতে যাবার কথা বলছিল, আসছে শরতে। ওর আত্মবিশ্বাস দেখে আগুন জ্বলে উঠল মনে। মনে হল, বার বার এভাবে নিজেকে অপমান করতে দিচ্ছি কেন? রাগ হয়েছিল, কারণ, খুব কৌশলে কাজটা করে চলেছিল ক্যারোলাইন, দিনের পর দিন।

BanglaBook.org

তাই হুট করে সত্যিটা বেরিয়ে পড়ল পেট থেকে। একদিক থেকে ঠিকই করেছিলাম। কিন্তু এর পরিণতি জানলে কখনই করতাম না এমন।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল যুদ্ধ। খেপে গেল আমায়াস। তবে স্বীকার করে নিল আমার কথাই ঠিক।

ক্যারোলাইনের ভাবভঙ্গী অদ্ভুত লাগল। মেরেডিথ ব্লেকের বাড়িতে চায়ের দাওয়াতে গেলাম সবাই। সেখানে স্বাভাবিক থাকার চমৎকার অভিনয় করল ক্যারোলাইন। আমিও বোকা, ভাবলাম ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে। ও-বাড়ি থেকে চলে যাওয়া সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। কারণ, তাহলে উবে যেত আমায়াসের সব উৎসাহ। তাই আশা করেছিলাম স্বেচ্ছায় সরে যাবে ক্যারোলাইন নিজেই। গেলেই ভাল হতো সবার।

বোতল থেকে ওকে বিষ সরাতে দেখিনি। হয়তো ঠিকই বলেছিল ক্যারোলাইন- বিষটা সরিয়েছিল আত্মহত্যা করতে।

কিন্তু, এক্ষেত্রে ওকে বিশ্বাস হয়নি। উল্টো মনে হয়েছে- ক্যারোলাইন সেই সব হিংসুটে মেয়েদের দলে যারা নিজের সম্পদ অন্যের হাতে তুলে দেবার থেকে ধ্বংস করে ফেলতে বেশি পছন্দ করে। আমায়াসকে নিজের সম্পত্তি ভাবত ও। সম্ভবত সেজন্যই বিষ দিতেও বাঁধেনি। খুনের ধারণটা প্রথম ওর মাথায় এসেছে সেদিন বিষ নিয়ে মেরেডিথের কথাগুলো শুনে। প্রতিশোধ আর প্রতিহিংসায় মোড়ানো একটা মানুষ ছিল ক্যারোলাইন। ওর ভয়ংকর দিকটা চিনত আমায়াস। অন্যদিকে মেয়েটার ব্যাপারে সঠিক কিছুই জানা ছিল না আমার।

পরদিন সকালে শেষবারের মতো তর্ক হল দু'জনের। জানালার ওপাশ থেকে বেশিরভাগ কথাই শুনেছি। শান্ত-ধৈর্যশীল আমায়াস- অনেক চেষ্টা করল স্ত্রীকে বোঝানোর।

আমায়াস বলল, "কার্লা আর তোমাকে অনেক ভালবাসি। দেখো, তোমাদের ভবিষ্যতের সব ব্যবস্থা করব। কোনও অসুবিধা হবে না।" তারপর একটু কঠোর ভাবে বলল, "কিন্তু, এলসার সঙ্গে আমার বিয়েটা হচ্ছেই। ওটা কোনও অবস্থাতেই আটকাতে পারবে না। তাছাড়া, আগেই তো কথা ছিল, পরস্পরকে স্বাধীন থাকতে দেবো আমরা। এধরণের ব্যাপার ঘটতেই পারে জীবনে।"

"তোমার যা ইচ্ছা হয় করো," বলল ক্যারোলাইন। "আমার দায়িত্ব ছিল সাবধান করা, তাই আগেভাগেই করে দিলাম।"

খুব শান্তভাবে কথাগুলো বলল মেয়েটা, অথচ অদ্ভুত একটা ব্যাপার ছিল কণ্ঠে। বুকটা কেঁপে উঠল ভয়ে।

BanglaBook.org

"কী বলতে চাও?" জানতে চাইল আমায়াস।

"তুমি শুধুই আমার। তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না। কিছুতেই না," বলল ক্যারোলাইন। "তোমাকে যদি ছাড়তে হয়, তবে মারতেও হবে।"

ঠিক সে সময়েই জানালার কাছে হাজির হল ফিলিপ ব্লেক। ওর সঙ্গে আলাপ করতে এগিয়ে গেলাম। তাছাড়া, চাইছিলাম না কথাগুলো ওর কানে যাক।

একটু বাদে আমায়াস এসে জানাল ছবি আঁকতে চায়। ওর সঙ্গে চলে গেলাম দেওয়াল ঘেরা বাগানের ওদিকে। খুব বেশি কথা বলল না আমায়াস। শুধু জানাল- ওর স্ত্রী স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছে না পুরো ঘটনাটা। আর নিষেধ করে দিল এ বিষয়ে ওকে কিছু জিজ্ঞেস করতে। আপাতত কাজে ডুব দিতে চাইল ও। বলছিল, আর একদিনের মধ্যেই ছবিটা শেষ হয়ে যাবে।

"আমার করা সেরা কাজ হবে, তুমি দেখে নিও এলসা!" বলল আমায়াস, "যদিও অনেক মূল্য চুকাতে হচ্ছে এর জন্য।"

একটু বাদে বাড়ি গিয়ে পুলওভারটা নিয়ে এলাম। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল ওখানে।

ফিরে এসে দেখি ক্যারোলাইন বাগানে হাজির। সম্ভবত শেষবারের মতো চেষ্টা চালাতে এসেছিল আমায়াসের মন পরিবর্তনের। কে জানে! তবে ফিলিপ আর মেরেডিথ, দুই ভাইকেও পাওয়া গেল ওখানে।

আমায়াস ঠিক তখনই বলল, পিপাসা পেয়েছে, একটা পানীয় প্রয়োজন। আরও বলল, আগে যে বিয়ার দেওয়া হয়েছিল তা যথেষ্ট ঠাণ্ডা ছিল না।

ক্যারোলাইন বলল, ঠাণ্ডা বিয়ার পাঠিয়ে দেবে। তবে কণ্ঠে কোনও বিদ্বেষের ছাপ ছিল না ওর। একেবারে স্বাভাবিকভাবেই বলেছিল কথাটা। উফ! কী ভয়ংকর অভিনয় জানে! তখনও নিশ্চয়ই ভাবনায় ছিল খুনের নকশা।

প্রায় মিনিট দশেক বাদে পানীয় নিয়ে হাজির হল ক্যারোলাইন। বিয়ার গ্লাসে ঢেলে আমায়াসের পাশেই রাখল ও। আমাদের তখন ওর দিকে মনোযোগ নেই- আমায়াস ছবি শেষ করতে ব্যাস্ত, আর আমি বিশেষ ভঙ্গীতে বসে আছি কষ্ট করে।

বরাবরের মতোই এক ঢোঁকে গ্লাস ফাঁকা করে দিল আমায়াস। মুখ বাঁকিয়ে জানাল- "আজ সবকিছুর স্বাদ বিশ্রী লাগছে। তবে পানীয় ঠাণ্ডা ছিল অন্তত।"

ওই অভিযোগ শুনে কোনও সন্দেহ হয়নি আমার। বরং হেসে বলেছিলাম- "লিভারটা গেল তোমার!"

পানীয় খাওয়া শেষ হতেই বিদায় নিল ক্যারোলাইন।

BanglaBook.org

তার প্রায় মিনিট চল্লিশেক বাদে শরীরে ব্যাথা আর জড়তা হচ্ছে জানাল আমায়াস। ভেবেছিল হয়তো পেশীতে টান পড়েছে। শরীর কিংবা অসুখ নিয়ে কোনও বাড়াবাড়ি করার অভ্যাস ছিল না ওর।

বরং মজা করে বলল, "বুড়ো হয়ে গেছি বুঝলে। শেষমেশ একটা বাতের রোগী তোমার সঙ্গী হল এলসা!"

আমিও হেসে ফেললাম। ওর পায়ের জড়তা চোখ পড়ল ঠিক। তবে, অন্য কিছু সন্দেহ করিনি।

আসনটা টেনে বসে পড়ল ও। মাঝেমধ্যে হাত উঁচু করে দু-একটা তুলির আঁচড় টানল ক্যানভাসে। একবার আমাকে দেখল আরেকবার ক্যানভাস, এভাবেই চলল কিছুক্ষণ। সাধারণত, এভাবেই ঘণ্টা-আধঘণ্টা টানা এঁকে যেত ও। তাই ওভাবে বসে থাকাও ব্যতিক্রম লাগেনি।

দুপুরে খাবার ডাক এল ঘণ্টা বাজিয়ে। আমায়াসের মধ্যে ওঠার কোনও তাগিদ দেখা গেল না। জানাল, খিদে নেই। এটাও অস্বাভাবিক নয়। টেবিলে গিয়ে ক্যারোলাইনের সঙ্গে মোলাকাত করার চেয়ে ওখানে কাটানোই বরং বুদ্ধিমানী ছিল।

এবারে অবশ্য কণ্ঠ শুনে কিছুটা অদ্ভুত লাগল। কেমন যেন রেগে রেগে কথা বলছিল আমায়াস। তবে, ছবি আঁকা মন মতো না হলে এভাবেই কথা বলতো ও। তাই পাত্তা দিলাম না।

ততক্ষণে মেরেডিথ ব্লেক এসে হাজির হল আমাকে নিয়ে যেতে। আমায়াসের সঙ্গে কথা বলল ও। আমায়াস গজগজ করল ওর সঙ্গেও।

অগ্যতা আমায়াসকে ওখানেই রেখেই বাড়ি এলাম আমরা দু'জন। ওকে মরতে রেখে এলাম, সম্পূর্ণ একা। এর আগে কখনও ওকে অসুস্থ হতে দেখিনি তাই বোঝা সম্ভব ছিল না কিছুই। ভেবেছি হয়তো শিল্পীদের মেজাজ মর্জিই এমন হয়, কাজে ছন্দ হারিয়ে গেলে মন খারাপ থাকে, মাথা গরম হয়ে যায়। যদি একবার বুঝতাম, তাহলে তখনই ডাক্তার ডেকে পাঠাতাম। হয়তো... হয়তো বাঁচানো যেত ওকে। ঈশ, কেন যে ডাকলাম না! অন্ধ হয়ে গেছিলাম। বড্ড বোকা ছিলাম। নির্বোধ ছিলাম।

এরপর আর বলার মতো বিশেষ কিছু নেই।

ক্যারোলাইন আর মিস উইলিয়ামস দুপুরের খাওয়ার পর চলে গেল বাগানের ওদিকে। মেরেডিথও গেল ওদের পিছে। একটু বাদে ছুটে এল মেরেডিথ। জানাল, আমায়াস আর নেই।

এক মুহূর্তে বুঝে নিলাম যা বোঝার। ক্যারোলাইন মেরেছে ওকে। ভেবেছিলাম গুলি করেছে অথবা ছুরি মেরেছে। বিষ দেবে বুঝিনি।

BanglaBook.org

ইচ্ছে হচ্ছিল ওকে খুন করি- মেরে ফেলি ক্যারোলাইনকে।

কী করে পারল একাজ করতে? পারল কী করে? কত উচ্ছল আর প্রাণবন্ত মানুষ ছিল আমায়াস। সেই সবটুকু উষ্ণতাকে চিরতরে শীতল করে দিল। কেন? শুধুমাত্র যেন ও আমার হতে না পারে সেজন্য?

ডাইনি!

ও একটা ডাইনি, পাষাণ, হিংসুটে মেয়েমানুষ...

আমি ওকে ঘৃণা করি। সমস্ত মনপ্রান দিয়ে ঘৃণা করি এখনও।

আর ওরা কী করল? ফাঁসি পর্যন্ত দিল না!

উচিত ছিল ফাঁসি দেওয়া...

না না, কেবল ফাঁসি দিলেই হতো না। আরও আরও...

আমি ওকে ঘৃণা করি, ঘৃণা, ঘৃণা, ঘৃণা করি...

[লেডি ডিট্রিশ্যাম-এর জবানবন্দী সমাপ্ত]

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১৫.
সিসিলিয়া উইলিয়ামস-এর কথা

জনাব এরকুল পোয়ারো,

আপনার অনুরোধে সেদিনের ঘটনাবলি লিখে পাঠালাম।

যা দেখেছি, তাই লিখলাম। কোনও কিছু লুকাইনি। চাইলে কার্লাকেও দেখাতে পারেন এ চিঠি। হয়তো কষ্ট পাবে পড়ে। আমি সত্যের পুজারি। তাই মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, সত্য স্বীকার করার শক্তি এবং সাহস থাকা উচিত প্রতিটি মানুষের। এটুকু সাহস ছাড়া জীবন অর্থহীন। মিথ্যার মলম আখেরে ক্ষতিই করে। যারা আমাদের সত্যের আলো দেখতে দেয় না, তারাই আমাদের সর্বনাশের জন্য দায়ী।

আস্থা রাখুন।
ইতি-
সিসিলিয়া উইলিয়ামস

আমি সিসিলিয়া উইলিয়ামস। মিসেস ক্রেল তার সৎ বোনের গভর্নেস হিসাবে কাজে রেখেছিলেন আমাকে। আমার বয়স তখন আটচল্লিশ মতো হবে।

ডিভনের পশ্চিমে বিরাট জমির উপর বিস্তৃত অ্যালডারব্যারি। দারুণ সুন্দর। ওখানেই কাজ শুরু হল আমার। জায়গাটা বহু বছর ধরে ক্রেল পরিবারের সম্পত্তি। আমায়াস ক্রেলকে বিখ্যাত চিত্রকর হিসাবে চিনতাম। তবে কাজে যোগ দেবার আগে ওদের সঙ্গে কোনও আলাপ ছিল না।

বাড়ির মূল সদস্য বলতে ক্রেল দম্পতি আর অ্যাঞ্জেলা ওয়েন (তখন বয়স ছিল তের'র মতো)। এছাড়া জনাতিনেক লোক কাজ করত ওখানে। তারা অবশ্য দীর্ঘদিন ধরেই ছিল।

অদ্ভুত মেয়ে অ্যাঞ্জেলা, দারুণ সম্ভাবনাময়। চমৎকার ক্ষমতা ছিল শেখার, তাই ওকে পড়াতেও ভাল লাগত। কিন্তু, একটু দুরন্ত প্রকৃতির ছিল। বেশিই চঞ্চল। তবে, দুরন্তপনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে তাও কাজে লাগানো সম্ভব। ভাল কিছু করা সম্ভব।

BanglaBook.org

নিয়মতন্ত্র একেবারে অপছন্দ ছিল মেয়েটার। মিসেস ক্রেল-এর প্রশ্রয় পেয়ে এই দশা। এ ব্যাপারে মিস্টার ক্রেলের মতামতও খুব একটা উপকারী হয়নি। ভদ্রলোক একেক সময় একেক আবেগে থাকতেন। এই স্ত্রী'র সঙ্গে রাগারগি করছেন, তো পরদিনই আবার আনন্দের সাগর। হয়তো শিল্পীদের এমনই হয়। শিল্পের ভাল মন্দের উপর আবেগ পাল্টে যায়।

শিল্পী প্রতিভা থাকলেই কেন আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যেতে হবে সেটা কখনও বুঝে উঠতে পারিনি। যাই হোক, নিয়ন্ত্রণ ছাড়া পুরুষ মানুষ আমার একেবারেই অপছন্দ। তাছাড়া আমায়াস ক্রেলের আঁকা ছবিও বিশেষ ভাল লাগেনি। ত্রুটিপূর্ণ ছবি আঁকতেন- ছবির বিষয়বস্তু যেমন বিকৃত হতো, রঙও থাকত এলোমেলো। যদিও, এ নিয়ে প্রকাশ্যে মতামত দিতে যাইনি কখনও।

ক্রমশ মিসেস ক্রেলের সঙ্গে একটা ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠল। জীবনের কঠিন মুহূর্তগুলোতেও স্বাভাবিক থাকার দারুণ ক্ষমতা ছিল ভদ্রমহিলার। ওঁর চরিত্রের সেদিকটাই টেনেছিল বেশি। স্বামী হিসাবে খুব একটা আদর্শ বলা যায় না আমায়াস ক্রেলকে। সেটাই ছিল মিসেস ক্রেলের মনকষ্টের প্রধান কারণ। আমায়াস ক্রেলের প্রতি অসম্ভব দুর্বলতা না থাকলে অনেক আগেই তাকে ছেড়ে চলে যেত ক্যারোলাইন ক্রেল। ভালবাসা ছিল বলেই বার বার সহ্য করেছেন লোকটার বিশ্বাসঘাতকতা, ক্ষমা করে দিয়েছেন তাকে। তবে, একেবারে চুপচাপ থেকেছেন তেমনও না, প্রতিবাদ করেছেন যথেষ্টই।

আদালতে বলা হয়েছিল আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক ছিল ক্রেল দম্পতির। আসলে তা নয়। মিসেস ক্রেলের আত্মসম্মানবোধ অতখানি ঝগড়া করতে দিত না কখনই। তবে কথা কাটাকাটি হতো, এবং সেটুকু কোনও অর্থেই অযৌক্তিক নয়।

আমার চাকরির দু'বছর বাদে ও বাড়িতে হাজির হল এলসা। তখন গ্রীষ্মকাল, তারিখটা বোধহয় ১৯... মিসেস ক্রেলের সঙ্গে এর আগে দেখা হয়নি মেয়েটার। আমায়াস ক্রেল তার বন্ধু বলে পরিচয় দিলেন ওকে। বললেন, এলসার একটা ছবি আঁকার জন্য এখানে রাখতে হচ্ছে ওকে।

শুরুতেই বোঝা গেল মেয়েটাকে মনে মনে চাইছেন মিস্টার ক্রেল। আর এলসারও তাকে বাঁধা দেবার বিশেষ তাগিদ নেই। আরও ভাল করে বলতে গেলে মিসেস ক্রেলকে পাত্তাই দিল না এলসা। খোলামেলা খুনসুটি চালিয়ে গেল মিস্টার ক্রেলের সঙ্গে।

আমাকে মুখে কিছু না বললেও বুঝলাম ভাল নেই মিসেস ক্রেল। তাই যথাসম্ভব চেষ্টা চালিয়ে গেলাম তাঁকে ভুলিয়ে রাখতে। অন্যদিকে এলসা রোজ

BanglaBook.org

মিস্টার ক্রেলের সঙ্গে বসলেও ছবি আঁকার কাজে গতি ছিল না বললেই চলে। তবে কথা বলার মতো বিষয়ের অভাব ছিল না দু'জনের।

ভাগ্য ভালই বলতে হয়, এসবের কিছুই খেয়াল করেনি অ্যাঞ্জেলা। বিচার বুদ্ধিতে চটপটে হলেও, পাকামো ছিল না স্বভাবে। ওর বয়সী মেয়েদের এসব নিয়ে আগ্রহ দেখা যায়, বাজে বইও পড়া শুরু করে কেউ কেউ। কিন্তু, অ্যাঞ্জেলা সেসব করেনি।

তাই, আমায়াস ক্রেল আর এলসা গ্রিয়ারের সম্পর্কের গোপন দিকটা দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে ওর। যদিও, মিস গ্রিয়ারকে এমনিতেই অপছন্দ করত অ্যাঞ্জেলা। নির্বোধ ভাবত। ভাবনায় গলদ নেই। এলসা গ্রিয়ার শিক্ষিত হলেও সাহিত্যরসিক ছিল না কখনই। তাই বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনায় পিছিয়ে পড়ত অনায়াসে।

উল্টো ব্যস্ত থাকত সাজপোশাক নিয়ে, প্রসাধণ আর পুরুষের সঙ্গে।

অ্যাঞ্জেলা হয়তো ওর বোনের কষ্টটা টের পায়নি সেভাবে। মেয়েটা আজেবাজে কাজে সময় নষ্ট করত প্রচুর। হয়তো চট করে গাছে চড়ে গেল, কিংবা বেপরোয়া ছুটিয়ে দিল সাইকেল। ভাল অভ্যাসের মধ্যে ছিল বই পড়া। চমৎকার সব বই পড়ত ও।

বোনের সামনে নিজের দুঃখ লুকিয়ে রাখতেন মিসেস ক্রেল। অ্যাঞ্জেলা সামনে এলেই হাসিখুশি থাকতেন আপ্রাণ চেষ্টা করে।

ঘটনাক্রমে লন্ডনে ফিরে গেল এলসা গ্রিয়ার। সবাই বেশ খুশি হলাম। বাড়ির বাকি কর্মীরাও ওকে পছন্দ করতে পারেনি। কারণ, ওদের নানান যন্ত্রণায় ফেললেও কখনও ধন্যবাদ দেবার অভ্যাস ছিল না এলসার।

কিছুদিন বাদে বাড়ি ছাড়লেন আমায়াস ক্রেল। বুঝেছিলাম, ওই মেয়েটার পিছেই গেছেন। ভদ্রলোকের উপর প্রচণ্ড রাগ হল। হওয়াটাই স্বাভাবিক। বাড়িতে এমন বুদ্ধিমতী, বিচক্ষণ আর রূপসী স্ত্রী থাকতে অন্য মেয়ের পিছে ছোটা! ছিঃ!

অবশ্য আমরা ভেবেছিলাম ব্যাপারটা সামলে যাবে। যদিও সরাসরি এ বিষয়ে মিসেস ক্রেল কখনও আলাপ করেননি আমার সঙ্গে। তবে ততদিনে ওঁর মনের কথা বোঝার মতো ক্ষমতা হয়েছিল।

দুর্ভাগ্যজনক ভাবে ক'সপ্তাহ বাদে আবার হাজির হল দু'জন। বলে কিনা ছবিটা শেষ করবে এবার!

এবারে পাগলের মতো ছবি আঁকা চালিয়ে গেলেন মিস্টার ক্রেল। মেয়েটার থেকে ছবিই বেশি গুরুত্ব পেল। সুতরাং, বুঝতে বাকি রইল না এবারে ঘটনা

BanglaBook.org

আগের বারের থেকে আলাদা। এলসার থাবায় পুরোপুরি আটকে গেছেন আমায়াস ক্রেল।

ক্রমশ ঘনিয়ে এল আমায়াস ক্রেলের মৃত্যুদিন। মৃত্যুর আগেরদিন- রীতিমত ভয়ংকর রূপ নিল এলসার মেজাজ মর্জি। সমস্ত ভদ্রতার মুখোশ ফেলে অধিকার আদায়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মিসেস ক্রেল অবশ্য ভদ্রমহিলার মতোই ব্যবহার করলেন ওর সাথে। তবে, কৌশলে বুঝিয়ে ঠিক দিলেন ব্যাপারটা খুব ভাল চোখে দেখেছে না সে।

সেদিনই দুপুরে খাবার পর বসার ঘরে হাজির হলাম সবাই। এলসা গ্রিয়ার হুট করে বলে বসল- কীভাবে ঘরটা ও ঢেলে সাজাবে। বলল- বাড়িতে পাকাপাকি ভাবে থাকতে শুরু করলেই এখানকার ভোল পাল্টে দেবে।

এবারে আর ছেড়ে কথা বললেন না মিসেস ক্রেল। সোজা প্রতিবাদ করলেন। আর এলসাও জোর গলায় ঘোষণা দিল আমায়াস ক্রেলকে বিয়ে করতে চলেছে ও। একজন বিবাহিত লোককে আবার বিয়ে করবে- তাও আবার বলছে তারই স্ত্রীর মুখের উপর! ভাবুন একবার!

ভীষণ রাগ হল আমায়াস ক্রেলের উপর। কীভাবে একটা বাইরের মেয়েকে নিজের ঘরে এনে অপমান করার সুযোগ দেয় নিজের স্ত্রীকে? পালাতে চাইলে পালিয়ে যেত এলসার সঙ্গে, তাতেও ক্ষতি ছিল না। সেসব না করে ভদ্রমহিলার নাকের ডগায় এনে হাজির করেছেন ওকে। প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

ওই অবস্থাতেও আত্মসম্মান বোধ হারাননি মিসেস ক্রেল। স্বামী ঘরে ঢুকতেই জানতে চেয়েছেন ব্যাপারটা সত্যি কিনা?

শুনে আমায়াস ক্রেলও খেপে যান এলসার উপর। কোনও পুরুষই এমন একটা বাজে পরিস্থিতিতে পড়তে ভালবাসে না।

স্কুল পালিয়ে ধরা পড়া শিশুর মতো হয়ে গেলেন বিরাট মানুষটা কিছুক্ষণের জন্য। স্ত্রীর চাপে পড়ে বলতে বাধ্য হলেন কথাটা সত্যি। তবে এভাবে নাকি জানাতে চাননি।

ঠিক ওই মুহূর্তে স্বামীকে ভয়ানক তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখেছিলেন মিসেস ক্রেল। ওই চাহনি চিরকাল মনে থাকবে। মাথা উঁচু করে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তিনি। দারুণ সুন্দরী ছিলেন ভদ্রমহিলা- ওই সাজুগুজু করার মেয়েটার থেকে বেশিই হবে। সমস্ত রূপ সঙ্গী করে সম্রাজ্ঞীর মতো পা ফেলে চলে এসেছিলেন ঘরের বাইরে।

অমন একটা ভালমানুষকে এত যন্ত্রণা দেবার জন্য শাস্তি প্রাপ্য ছিল আমায়াস ক্রেলের। আমি মনেপ্রাণে অভিশাপ দিয়েছিলাম তাকে।

BanglaBook.org

এই প্রথম ইচ্ছে হল মিস্টার ক্রেলের ব্যাপারে নিজের মতামত জানাই ক্যারোলাইন ক্রেলকে। কিন্তু, আমাকে থামালেন তিনি।

বললেন, "একটু পরেই চায়ের নিমন্ত্রণ আছে মেরেডিথের বাড়িতে। এখন আমাদের ভেঙে পড়লে চলবে না। স্বাভাবিক থাকতে হবে।"

"আপনি সত্যিই মহান মিসেস ক্রেল," অবাক হয়ে বললাম।

"বাজে কথা..." বলেই ঘর থেকে বাইরের পথ ধরলেন তিনি। যেতে যেতে বললেন, "তুমি আছো বলে একটু শান্তি পাই।"

হয়তো সেদিন কেঁদেছিলেন মিসেস ক্রেল। মেরেডিথ ব্লেকের বাড়ি যাবার সময় বড় একটা হ্যাট চাপিয়েছিলেন মাথায়, ঢাকা পড়ে গিয়েছিল মুখটা। সাধারণত ওরকম হ্যাট পড়ার অভ্যাস ছিল না ভদ্রমহিলার।

নিজের অস্বস্তি হলেও সামলে নেবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন ক্যারোলাইন ক্রেল। বরাবরের মতো স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করেছিলেন ফিলিপ ব্লেকও। সবচেয়ে খুশি ছিল মিস গ্রিয়ার, একেবার আনন্দে বাকবাকুম।

সবাই ফিরে এল ছ'টার দিকে। এরপর মিসেস ক্রেলের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলার সুযোগ হয়নি। খাবার টেবিলে যথেষ্ট চুপচাপ থাকলেন তিনি। ঘুমাতেও গেলেন আগে আগে। বাকিরা বোধহয় তার কষ্টটা বোঝার চেষ্টাও করেনি।

ওদিকে সন্ধ্যার দিক থেকেই চলছিল আমায়াস ক্রেল আর অ্যাঞ্জেলার রেষারেষি। বিশেষ করে স্কুলের ব্যাপারটা নিয়ে অসন্তোষ। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়েছিল মিস্টার ক্রেলের। অন্যদিকে অ্যাঞ্জেলার সেই এক কথা- যাবে না। যদিও ইতিপূর্বে এসব নিয়ে সব কথা শেষ হয়ে গেছে। কেনা হয়ে গেছে স্কুলের জন্য নতুন পোশাক। তাই এ বিষয়ে ঝগড়া করা অর্থহীন। অথচ, হুট করে বেঁকে বসল মেয়েটা। হয়তো বুঝতে পেরেছিল বাড়ির পরিস্থিতি ঘোলাটে, তাই সুযোগ নিতে চেয়েছিল। তাছাড়া আমিও মিসেস ক্রেলের ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তিত ছিলাম, অ্যাঞ্জেলার খেয়াল রাখতে পারিনি।

যাই হোক। ঘটনা শেষ পর্যন্ত এমন পর্যায়ে গেল যে অ্যাঞ্জেলা রেগেমেগে পেপারওয়েট ছুঁড়ে মারল মিস্টার ক্রেলের দিকে। তারপর ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

ওকে পাকড়াও করে নিন্দা-মন্দ করলাম। বললাম, ওর থেকে এমন শিশুতোষ কাজ আশা করিনি। কিন্তু, তখন কোনও আত্মনিয়ন্ত্রণ ছিল না মেয়েটার। তাই সবদিক বিবেচনা করে ওকে ওর মতোই থাকতে দিলাম।

একবার ভাবলাম মিসেস ক্রেলের ঘরে যাব। পরক্ষনেই বাতিল করে দিলাম সিদ্ধান্ত, ভদ্রমহিলা বিরক্ত হতে পারেন। কিন্তু, কথা বললেই হয়তো

BanglaBook.org

ভাল হতো। মনের কথা জানানোর মতো কেউ ছিল না তাঁর। হ্যাঁ, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল। কিন্তু, অনেক সময় সেটাই কাল হয়ে দাঁড়ায়। আবেগকে নিজের গতিতে চলতে দেওয়া ভাল।

আমার ঘরে যাবার পথে দেখা হল মিস্টার ক্রেলের সঙ্গে। আমাকে শুভরাত্রি জানালেন, কোনও জবাব দিলাম না।

পরদিন যথারীতি সূর্য উঠল আকাশ জুড়ে। ঝকঝকে চমৎকার একটা সকাল। চতুর্দিকের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ দেখে মনে হল, হয়তো আমায়াস ক্রেলের মতো মানুষেরও শুভ বুদ্ধির উদয় হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

প্রথমেই হাজির হলাম অ্যাঞ্জেলার ঘরে। ততক্ষণে উঠে বাইরে চলে গেছে ও। মেঝে থেকে ছেঁড়া স্কার্টটা তুলে নিলাম। ওকে দিয়েই সেলাই করাব ব্রেকফাস্টের পর- ইচ্ছা অনেকটা সেরকম।

রান্নাঘরেও দেখা মিল না ওর। রুটি আর মার্মালেড (কমলালেবুর তৈরি এক ধরণের জেলি) নিয়ে কেটে পড়েছে। অগত্যা নিজেই সেরে নিলাম খাওয়ার পর্ব। তারপর খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম অ্যাঞ্জেলাকে। মিসেস ক্রেলের সঙ্গে কেন সেদিন বেশি সময় কাটাতে পারিনি সেটা বোঝাতে বললাম কথাগুলো। থাকা উচিত ছিল। তবে তখন অ্যাঞ্জেলার খেয়াল রাখাটা মনে হয়েছিল বেশি জরুরি। দুষ্টের শিরোমণি অ্যাঞ্জেলা কিছুতেই কাপড় সেলাই করতে চাইছিল না। ওকে এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ছাড় দেবো না ঠিক করেছিলাম।

অ্যাঞ্জেলার স্নানের পোশাকটা না দেখে ভাবলাম হয়তো লেকের ধারে গেছে স্নান করতে। কিন্তু, ওখানে দেখা মিলল না। তখন মনে হল নিশ্চয়ই চলে গেছে মেরেডিথ ব্লেকের বাড়িতে। ওদের দু'জনের ছিল চমৎকার বন্ধুত্ব। তাই নৌকা চড়ে পৌঁছলাম ওপাড়। দেখা গেল সেখানেও অ্যাঞ্জেলা নেই। অগত্যা ফিরে এলাম বাড়ি।

এসে দেখি বাড়ির চত্বরে বসে আছেন তিন মূর্তি- মিসেস ক্রেল, মেরেডিথ ব্লেক আর তার ভাই ফিলিপ। সেদিন রোদের তাপ ছিল প্রচুর। অবশ্য ছাউনির নিচে বসায় তাপে কষ্ট করতে হয়নি ওদের।

মিসেস ক্রেল সবার জন্য ঠাণ্ডা বিয়ার আনার প্রস্তাব দিলেন।

বাড়ির ভেতর দিকে ছোট একটা কাঁচের ঘর ছিল। ভিক্টোরিয়ান ধাঁচে তৈরি ঘরটা বড় একটা পছন্দ ছিল না মিসেস ক্রেলের। জায়গাটায় গাছ-পালা না রেখে বরং তৈরি করা হয়েছিল ছোট্ট একটা পানশালা। ওখানকার তাকগুলোতে সাজানো থাকত জিন, ভেরমাউথ, লেমনেড, জিঞ্জার-বিয়ার-এর মতো পানীয়। বেঁটে-খাটো ফ্রিজে সবসময় মজুদ রাখা হতো বরফ। সেই সঙ্গে কিছু বিয়ার আর জিঞ্জার-বিয়ারও থাকত ফ্রিজে।

BanglaBook.org

আমিও বিয়ার আনতে গেলাম মিসেস ক্রেলের সাথে। ওখানেই পাওয়া গেল অ্যাঞ্জেলাকে। দেখি ফ্রিজ থেকে একটা বিয়ারের বোতল বের করছে।

মিসেস ক্রেল বললেন, "আমায়াসের জন্য একটা বিয়ার লাগবে।"

তখনই হয়তো সন্দেহ করা উচিত ছিল! অথচ যথেষ্ট শান্ত লেগেছিল কণ্ঠস্বর। আসলে সেসময় তাঁর থেকে অ্যাঞ্জেলার উপর নজর ছিল বেশি। আমাকে দেখে রীতিমত ভড়কে গেল মেয়েটা। ভাবটা এমন যেন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। সকাল থেকে লুকোচুরি খেলছিল, হঠাৎ সামনে পড়ে গেছে, ঘাবড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

কঠোর জেরা করলাম ওকে। অ্যাঞ্জেলা দমে গেল কিছুটা। জানতে চাইলাম- ও কোথায় ছিল? বলল- স্নান করছিল।

আমি বললাম, "কই লেকের ধারে তো দেখিনি?"

কথাটা শুনে ফিক করে হেসে ফেলল অ্যাঞ্জেলা।

ওর সোয়েটারের কথা জানতে চাইলেই বলল- হয়তো ওখানেই ফেলে এসেছে।

এখন বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই, কেন মিসেস ক্রেলকে একা যেতে দিয়েছিলাম আমায়াস ক্রেলের কাছে? তখন অ্যাঞ্জেলাকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম আমি।

এছাড়া সকালের কোনও বিশেষ ঘটনা মনে নেই। সুঁই-সুতো এনে দ্রুতই স্কার্ট সেলাই করতে বসে পড়েছিল অ্যাঞ্জেলা। আমিও ঘরের কিছু কাপড় সেলাইয়ে হাত দিলাম। মিস্টার ক্রেল সেদিন দুপুরের খাবার খেতে আসেননি। অন্তত এই কাজটার জন্য তাঁকে সাধুবাদ দিলাম মনে মনে।

দুপুরের খাওয়ায় শেষ হতেই মিসেস ক্রেল বললেন বাগানের দিকে যাবে। আমিও অ্যাঞ্জেলার সোয়েটারটা আনতে গেলাম একই পথ ধরে। এক পর্যায়ে ওনার চিৎকার এল বাগান থেকে, শুনেই দিলাম ছুট। তারপর তাঁর কথাতেই আবার চলে গেলাম ডাক্তারকে ফোন দিতে। কিন্তু, পথেই দেখা হয়ে গেল মেরেডিথ ব্লেকের সঙ্গে। তাই দায়িত্বটা ওনাকেই বুঝিয়ে দিয়ে ফিরে এলাম ক্যারোলাইন ক্রেলের কাছে।

আগেও আইনি তদন্তের সময় এই কথাগুলোই বলেছি।

তবে এখন যা লিখতে যাচ্ছি, তা আগে কাউকে বলিনি। যেহেতু সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছি, তাই এটুকু তথ্য না জানানোর জন্য আমাকে ঠিক দোষীও বলা চলে না। লোকে আমার নিন্দা করতে পারে। ভয় করি না। পেরিয়ে গেছে অনেকটা সময়, গুরুত্ব কমে গেছে তথ্যের। তাছাড়া ওই স্বীকারোক্তি ছাড়াই শাস্তি পেয়েছিল ক্যারোলাইন ক্রেল।

BanglaBook.org

তবে শুনুন।

মেরেডিথ ব্লেককে ডাক্তার ডাকার দায়িত্ব দিয়ে দ্রুত ফিরলাম আমি। বাগানের দরজা খুলেই দেখলাম মিসেস ক্রেল বিয়ারের বোতলটা রুমাল দিয়ে মুছতে ব্যস্ত। মোছা শেষ হতেই মৃত আমায়াস ক্রেলের আঙুল চেপে ছাপ বসালেন ওতে। পুরোটা সময় কান খাড়া করে রেখেছিলেন, সতর্ক ছিলেন। ওঁর চোখের সেই ভীত চাহনিই সত্যিটা জলের মতো পরিষ্কার করে দিয়েছিল।

অন্তত আমার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না খুনটা করেছেন ক্যারোলাইন ক্রেল। স্বামীকে নিজ হাতে বিষ খাইয়েছেন। তবে এজন্য তাঁকে দোষ দেবো না। লোকটা সহ্যের শেষ সীমায় ঠেলে দিয়েছিল ওঁকে। ভয়ংকর নিষ্ঠুর ভাগ্যের জন্য আমায়াস ক্রেল নিজেই দায়ী।

মিসেস ক্রেলও জানতেন না পুরো ব্যাপারটা আমার চোখে পড়েছে।

আজ মনে হচ্ছে ক্যারোলাইন ক্রেলের সন্তানের অন্তত অধিকার আছে সত্যিটা জানার। তাতে যতই কষ্ট হোক। মিথ্যার উপর নিজের বিশ্বাসের ভিত তৈরি করা অনুচিত।

তাই আপনার কাছে অনুরোধ, ওকে জানাবেন সবটা। আর বলবেন, যেন নিজের মা'কে এই কাজের জন্য বিচার করতে না যায়। শুধু যেন ক্ষমা করে হতভাগিনী মৃত মাকে।

[সিসিলিয়া উইলিয়ামস-এর বক্তব্য ফুরাল]

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১৬.
অ্যাঞ্জেলা ওয়ারেন-এর বক্তব্য

মিস্টার পোয়ারো,

ষোল বছর আগের সেই বিভীষিকাময় সময়টা নিয়ে লিখছি। অথচ, খুব বেশি মনে নেই।

সেবারের গ্রীষ্মের কিছু ভাঙা ভাঙা স্মৃতি আছে। খেয়াল আছে টুকরো কিছু ঘটনা। আমায়াস-এর মৃত্যুটা ছিল বিনা মেঘে বজ্রপাত! আগে থেকে কোনও গোলমালের আভাষ পাইনি- তাই ঠিক কী কারণে অমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল সেসব মনে নেই।

আপনি চলে যাবার পর এ নিয়ে ভেবেছি অনেক। পনের বছর বয়স ছিল তখন আমার। ওই বয়সের একটা মেয়ের পক্ষে এতটা উদাস থাকা কী করে সম্ভব? নাকি এটাই স্বাভাবিক? যতদূর মনে পড়ে বরাবর চালাক চতুর ছিলাম, মানুষের মন বোঝার ক্ষমতা ছিল যথেষ্টই। কিন্তু কী কারণে মন ভাল কিংবা খারাপ হচ্ছে তা বিচার করার আগ্রহ হয়নি কখনও।

তাছাড়া ঠিক ওই সময়টাতেই শব্দরা খেলা শুরু করেছে আমার মনে। তখনকার পড়া ছোট ছোট কবিতা- শেক্সপিয়ারের নাটক- ঘুরপাক খেত চিন্তায়। আনমনে আওড়ে বেড়াতাম বিভিন্ন ছন্দ, কথা। এইসব আবিস্কারের ফাঁকে ফাঁকে পছন্দের কাজগুলি করতাম। সাঁতার কাটতাম, গাছে চড়তাম ফল পাড়তে। আস্তাবলে হানা দিয়ে ওখানের ছেলেটাকে করে তুলতাম নাস্তাবাবুদ।

ক্যারোলাইন আর আমায়াস দু'জনেই ছিল আমার পৃথিবী। অথচ, ওদের জীবন নিয়ে ভাবনা ছিল না বিন্দুমাত্র।

ঠিক সেভাবেই মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করিনি এলসার আগমন। মনে হয়েছিল মাথামোটা একটা মেয়ে। দেখতে ভাল কী মন্দ ভাবিনি। শুধু জানতাম একটা পয়সাওয়ালা মেয়ের ছবি আঁকতে বসেছে আমায়াস।

এরপর একদিন হুট করে কানে এল কথাটা- এলসা বিয়ে করতে চলেছে আমায়াসকে! রীতিমত আকাশ থেকে পড়লাম। সোজা গিয়ে ধরলাম আমায়াসকে।

"এলসা তোমাকে বিয়ে করবে বলছে কেন? উঁহু, অসম্ভব। একজন লোকের দুটো বউ থাকে নাকি? দুটো বিয়ে করলে জেলের ঘানি টানতে হবে, হু!" বললাম ডেকে।

শুনে খেপে গেল আমায়াস। "এসব তোমাকে বলল কে?"

BanglaBook.org

জানালাম- লাইব্রেরীর জানালা দিয়ে শুনেছি।

রাগ দ্বিগুণ হল ওর। বলল, "অনেক হয়েছে। এখানে সেখানে গিয়ে আড়ি পাতার অভ্যাস করেছ দেখছি। তোমাকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়েই মানুষ করতে হবে।"

মন খারাপ হয়েছিল প্রচণ্ড। এতটা পাষাণ হয় কী করে? একেবারে অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত। আমার দিকটা একবারও ভাবল না।

তাই পাত্তাই দিলাম না ওর কথা। উল্টো চাপ দিলাম আবার, "কেন বাজে বকছে এলসা? কী চায় ও?"

আমায়াস বলল, "ধুর, ওসব ঠাট্টা।"

ওই পর্যন্ত শুনেই উচিত ছিল সন্তুষ্ট থাকা। হতে পারলাম না।

উল্টো মেরেডিথের বাড়ি থেকে ফেরার পথে এলসাকে বললাম, "আমায়াস বলেছে, তোমাদের বিয়ে ব্যাপারটা পুরো ধাপ্পা। তেমন কিছু হচ্ছে না।"

ভেবেছিলাম গুমরে যাবে মেয়েটা। উল্টো হেসে উড়িয়ে দিল।

হাসিটা গায়ে লাগল খুব। বাড়ি ফিরে দেখা করলাম ক্যারোলাইনের সঙ্গে। তখন ডিনারের জন্য পোশাক বদলে নিচ্ছিল ও। দুম করে জিজ্ঞেস করে বসলাম, আমায়াসের পক্ষে এলসাকে বিয়ে করা সম্ভব কি না?

এখনও দিনের আলোর মতো পরিষ্কার মনে আছে ওর জবাবটা।

বলেছিল, "আমি না মরা পর্যন্ত ওদের বিয়ের কোনও সম্ভাবনা নেই।"

এইবার আশ্বস্ত হলাম। মৃত্যু, সে তো আমাদের সবার থেকেই অনেক দূরে! সে যাই হোক, বিকেলের কথাগুলো নিয়ে আমায়াসের উপর মেজাজ চড়ে রইল সপ্তমে। সেই রাগ ঝাড়লাম রাতে, খাবার টেবিলে। ছেড়ে কথা বলল না আমায়াসও। রেগেমেগে ওখান থেকে ছুটে চলে গেলাম এক পর্যায়ে। তারপর বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে গজগজ করতে করতে হারিয়ে গেলাম ঘুমের জগতে।

তবে সেদিন মেরেডিথ ব্লেকের বাড়িতে ঠিক কী কী হয়েছিল স্পষ্ট মনে নেই। শুধু খেয়াল আছে সক্রেটিসের মৃত্যু সম্পর্কিত কিছু কথা পড়ে শুনিয়েছিল ও। কথাগুলো চমৎকার। তবে সেটাও যে ঠিক কবে, নির্দিষ্ট করে বলতে পারব না। ওই গ্রীষ্মের যে কোনও সময় শুনে থাকতে পারি।

পরদিন সকালে কী হয়েছিল? কে জানে! স্নান করার বিষয়টা আবাছা খেয়াল আছে। তাছাড়া মনে পড়ে আমাকে বাধ্য করা হয়েছিল কিছু একটা সেলাই করতে।

এরপর যা স্মরণ আছে তা হল, মেরেডিথের হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসার দৃশ্য। মনে আছে কফির কাপটা ভেঙে গিয়েছিল এলসার হাত থেকে পড়ে। প্রাণপণ দৌড় দিয়েছিল এলসা, বাগানের পথে।

BanglaBook.org

আনমনে কয়েকবার আওড়েছিলাম, "আমায়াস আর নেই। আমায়াস আর নেই।" কথাগুলো নিজের কানেই কেমন মিথ্যার মতো শোনাল।

হাজির হল ডক্টর ফসেট, সত্যিটা নিশ্চিত করল। মিস উইলিয়ামস ব্যস্ত হয়ে পড়ল ক্যারোলাইনের যত্ন নিতে। চারিদিকে সবার মন খারাপ। কথা বলতে পারছিলাম না কারও সঙ্গেই। অসুস্থ মনে হল পরিস্থিতি। আমায়াসের কাছেই ঘেঁষতে দেওয়া হল না আমাকে। বারে বারে এল পুলিশ, নোটবুকে টুকে নিল এটা সেটা। তারপর ওর লাশটা একটা স্ট্রেচারে তুলে ফেলল। ঢেকে দিল কাপড় দিয়ে।

একটু বাদে আমাকে ক্যারোলাইনের ঘরে নিয়ে গেল মিস উইলিয়ামস। সোফায় বসে ছিল বোন আমার। শোকে ফ্যাঁকাসে দেখাচ্ছিল সুন্দর মুখটা।

আমাকে চুমু খেয়ে বলল যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে চলে যেতে হবে। চারিদিকে ভয়ংকর সব ঘটনা ঘটছে। আর ও এসবের মধ্যে আমাকে রাখতে চায় না। কার্লার সঙ্গে লেডি ট্রেসিলিয়ানের ওখানে পাঠিয়ে দেবে বলল, কারণ বাড়িটা ফাঁকা রাখতে চায় ক্যারোলাইন।

আমি জড়িয়ে ধরলাম ওকে। যেতে চাইলাম না। রাজি হল না ও। বরং বলল, আমি এসব থেকে দূরে থাকলেই কিছুটা নিশ্চিন্ত হবে।

ওর সঙ্গে জোর করল মিস উইলিয়ামস। বলল, "বোনের কথা শোন অ্যাঞ্জেলা। ঝামেলা করো না।"

অগত্যা রাজি হতেই হল। আমাকে আদর করল ক্যারোলাইন। জড়িয়ে ধরে মানা করল চিন্তা করতে। এসব নিয়ে ভাবতে কিংবা কথা বলতেও নিষেধ করল খুব করে।

যদিও পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে হল। ভালই ছিল লোকটা। জানতে চাইল শেষ কখন দেখা হয়েছিল আমায়াসের সঙ্গে। এছাড়াও আরও অনেকগুলো অহেতুক প্রশ্ন করল। তবে তখন অদ্ভুত মনে হলেও এখন বুঝি ঠিকই ছিল প্রশ্নগুলো। পরে ভদ্রলোক মিস উইলিয়ামসকে বলল, আমার লেডি ট্রেসিলিয়ানের ওখানে থাকা নিয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও আপত্তি নেই।

সুতরাং, চলে এলাম লেডি ট্রেসিলিয়ান-এর বাড়িতে। ভালই খাতির যত্ন করল ভদ্রমহিলা। তবে সত্যিটা ঠিক জানলাম- ক্যারোলাইনকে ধরা হয়েছে স্বামী হত্যার দায়ে। আতঙ্কে-দুঃখে রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়লাম।

আরও পরে জানলাম আমাকে নিয়ে ভীষণ চিন্তা করছে ক্যারোলাইন। ওর নির্দেশেই মামলা নিস্পত্তি হবার আগে আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ইংল্যান্ডে। সেসব তো আপনাকে আগেই বলেছি।

BanglaBook.org

হয়তো খুব বেশি সাহায্য করতে পারলাম না আপনাকে। ওই কষ্টের দিনগুলোর কথা ভাবতে চেষ্টা করেছি খুব করে আপনি যাবার পর। নাহ, কারও চেহারা কিংবা ভাবভঙ্গী দেখে অপরাধী বলে মনে হয়নি আমার। রাগে পাগল হয়ে গিয়েছিল এলসা। চিন্তায় ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল মেরেডিথ। ফিলিপের চেহারাতেও ছিল হতাশা আর ক্ষোভ। সবগুলো অনুভূতিই যৌক্তিক। ওদের কারও পক্ষে কি আসলেই খুন করা সম্ভব? হয়তোবা!

আমি শুধু জানি, ক্যারোলাইন করেনি এ কাজ।

যদিও কোনও প্রমাণ দিতে পারব না, তবে আমি নিশ্চিত। ক্যারোলাইনকে আমার থেকে আর কে-ই বা ভাল চিনবে বলুন? কেউ না।

[অ্যাঞ্জেলা ওয়ারেন-এর কথা এ পর্যন্তই]

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

শেষ অঙ্ক

১৭.
উপসংহার

মুখ তুলল কার্লা লেমার্চেন্ট। দু'চোখে ক্লান্তি আর যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্ট।

"অদ্ভুত, ভারী অদ্ভুত!" কাগজগুলোতে হাত বুলিয়ে বলল ও। "আমার মায়ের স্বভাব প্রত্যেকের চোখে ভিন্ন। কিন্তু মূল প্রমাণগুলোর ব্যাপারে সবাই একমত।"

"লেখাগুলো পড়ে দমে গেলেন মনে হচ্ছে?"

"নিশ্চিত ভাবেই। কেন, আপনি দমে যাননি?"

"নাহ, বরং উল্টো। লেখাগুলো যথেষ্ট তথ্যপূর্ণ আর মূল্যবান মনে হয়েছে," ধীরে সুস্থে বলল পোয়ারো।

"এখন মনে হচ্ছে না পড়লেই ভাল হতো," মুখ গোমড়া করে বলল মেয়েটা।

কার্লার উপর সোজা চোখ রাখল পোয়ারো, "ওহ! তাহলে এই ভাবছেন বসে?"

তেঁতো শোনাল কার্লার কণ্ঠ, "একমাত্র অ্যাঞ্জেলা অ্যান্টি ছাড়া আর সবাই মা-কেই খুনি ভাবছে। তবে ধারণার স্বপক্ষে কোনও যুক্তি দিতে পারেনি আন্টি। কেবল বোনের প্রতি ভালবাসা থেকে একটা দৃঢ় বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে বসে আছে। বার বার বলেছে- মায়ের পক্ষে খুনটা করা সম্ভব না।"

"হুম, তাহলে ব্যাপারটা আপনি এভাবে দেখছেন?"

"আর কীভাবে দেখব বলুন? খুন তো একটা হয়েছে, আর সেটা আমার মা না করলে করেছে এই পাঁচজনের একজন। এর স্বপক্ষে কিছু যুক্তিও ভেবে রেখেছি।"

"আহ! বেশ তো। বলুন শুনি।"

"স্রেফ যুক্তি কিন্তু, কোনও প্রমাণ নেই," আগেই সাফ জানিয়ে দিল কার্লা। "যেমন ধরুন ফিলিপ ব্লেক। লোকটা শেয়ারের ব্যবসায় জড়িত। বাবার সেরা বন্ধু- সুতরাং ধরে নেওয়া যায় তাকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত বাবা। তাছাড়া টাকা-পয়সার ব্যাপারে শিল্পী শ্রেণীর মানুষেরা একটু উদাসী হয়- স্বীকার করবেন নিশ্চয়ই। হয়তো আর্থিক সম্যসায় পড়েছিল ফিলিপ, এবং তা থেকে উদ্ধার করতে সাহায্য করেছিল বাবা। এই লেনদেনের ব্যাপারটা যাতে ফাঁস না হয়ে যায়, তাই প্রয়োজন পড়েছিল বাবার মুখটা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া। সুতরাং, মৃত্যুই সই!"

BanglaBook.org

"ভাবনায় যুক্তি আছে। বাকি চিন্তাগুলো বলে ফেলুন।" স্বাগত জানাল পোয়ারো।

"তারপর ধরুন এলসা'র কথা। ফিলিপ ব্লেকের ধারণা ওরকম মাথা গরম মানুষের পক্ষে বিষ দিয়ে খুন করা সম্ভব নয়। অথচ আমার তা মনে হয় না। হয়তো মা গিয়ে এলসাকে বলেছিল- কিছুতেই ডিভোর্স দেবে না বাবাকে। তখন নিশ্চয়ই এলসার রাগ হয়েছে খুব। কারণ সম্মানের সঙ্গে বিয়ে করার পক্ষপাতি ছিল ও। তাছাড়া বিষ সরানোর সব উপায়ই ছিল ওর কাছে। খুব সম্ভব চেয়েছিল আমার মাকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত চলে গেল বাবার পেটে। বাকিটা ইতিহাস।"

"হুম। হতেও পারে," মুচকি হাসল পোয়ারো।

উৎসাহ পেয়ে বলল চলল কার্লা। "অবশ্য খুনি হিসাবে প্রথমেই মনে হয়েছিল- মেরেডিথ-এর কথা।"

"মেরেডিথ ব্লেক? কেন?"

"হ্যাঁ। লোকটা খুনি হিসাবে আদর্শ। সবাই ওর স্বভাব আর যোগ্যতার বিষয়গুলো দেখত ঠাট্টার চোখে। হয়তো ব্যাপারটা পছন্দ হতো না ওর। আবার, ঘটনাক্রমে তার পছন্দের মেয়েটাকেই বিয়ে করে বসল বাবা। প্রতিভা কিংবা প্রতিপত্তিতে বাবার সঙ্গে এঁটে ওঠার ক্ষমতা ছিল না লোকটার। তাছাড়া বিষ নিয়ে কাজ করত কে? বলুন। হয়তো কাউকে খুন করার ইচ্ছা ছিল দেখেই বিষ সংক্রান্ত গবেষণায় এতটা আগ্রহ ছিল মেরেডিথ ব্লেকের। ধরা যাক বিষ খোয়া যাবার ব্যাপারটা পুরো ভাঁওতা! পুলিশের দৃষ্টি ওর উপর থেকে সরাতে। নিজের গবেষণাগারের বোতল থেকে প্রয়োজন মতো বিষ সরিয়ে নেওয়া যথেষ্ট সহজ। তাছাড়া মায়ের উপর চাপা ক্ষোভও থাকতে পারে তার বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার জন্য। সুতরাং, ক্যারোলাইন ক্রেল ফাঁসিতে ঝুললে আখেরে তাতেও হয়তো খুশি হতো ও। রীতিমত এক ঢিলে দুই পাখি! আমার তো মনে হয় আপনাকে পাঠানো পুরো লেখাটাই নিজের সুবিধা মতো সাজিয়ে নিয়েছে।"

পোয়ারো বলল, "ঠিকই বলেছেন। সাজানো হতেই পারে। হয়তো ভাবনাগুলো বিপথে নিয়ে যাওয়াই মূল উদ্দেশ্য।"

"হুম," ছোট্ট করে বলল কার্লা।

"আর কোনও সূত্র ভেবেছেন?"

"আসলে চিঠিটা পড়ার আগে মিস উইলিয়ামস-এর কথাও মনে হয়েছিল। অ্যাঞ্জেলা আন্টির স্কুলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চাকরি হারাত ভদ্রমহিলা। একমাত্র আমার বাবার মৃত্যুই পারত এই যাত্রা ভঙ্গ করতে। তবে হ্যাঁ, এক্ষেত্রে মৃত্যুটা

BanglaBook.org

স্বাভাবিক দেখানো জরুরি ছিল। আর সেটা সম্ভব হতো মেরেডিথ ব্লেক বিষ হারানোর ব্যাপারটা লক্ষ্য না করলে। কোনাইন নিয়ে সামান্য লেখাপড়া করে দেখেছি। আগে থেকে জানা না থাকলে, পোস্টমর্টেম রিপোর্টে আলাদা করে এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। সবাই ভাবত সূর্যের তাপ সইতে না পেরে হঠাৎ স্ট্রোক করেছে বাবা। জানি, চাকরি হারানোর ভাবনা খুনের কারণ হিসাবে যথেষ্ট নয়। কিন্তু, এমন অনেক ঘটনা আছে যেখানে আরও তুচ্ছ সব কারণে খুন করা হয়েছে।

"যাই হোক। কথাগুলো মনে হয়েছিল ভদ্রমহিলার চিঠি পড়ার আগে পর্যন্ত। এখন তো ভেবেই লজ্জা লাগছে। ওর বিচার বিবেচনা এতটা নিচু বলে মনে হচ্ছে না। এখন ওকে অনেক বিচক্ষণ বলে-"

"অবশ্যই। যথেষ্ট কর্মঠ আর বুদ্ধিমতী নারী মিস উইলিয়ামস।"

"তা বেশ বুঝতে পারছি। তাছাড়া যথার্থ বিশ্বস্ত। আপনি তো আগেই বলে দিয়েছেন সত্য জানাই আপনার মূল উদ্দেশ্য, সত্যের স্বরূপ নিয়ে মাথাব্যাথা নেই। আমার মনে হয় সত্য পর্যন্ত পৌঁছে গেছি আমরা। মিস উইলিয়ামসের কথাই ঠিক। সত্যিকে স্বীকার করে নিতে হবে। কেবল নিজের সুবিধার জন্য মিথ্যা আঁকড়ে ধরে বসে থাকা উচিত না। ঠিক আছে- তবে তাই সই! মেনে নিলাম, আমার মা নির্দোষ নয়। কারাগারের দিনগুলোতে মানসিক ভাবে অসহায় আর দুর্বল হয়ে পড়েছিল সে। আমিও যেন জীবনে এতটা হতাশ না হয়ে পড়ি, তা নিশ্চিত করতেই চিঠিটা পাঠিয়েছিল।

"মা'কে দোষ দিই না। তার জায়গায় আমি থাকলেও হয়তো এ-ই করতাম। খুনের ব্যাপারেও তাকে দায়ী করি না। হয়তো বাবার প্রতি গভীর প্রেম-ই তাকে বাধ্য করেছিল। অন্যদিকে বাবাকেও দুষতে ইচ্ছে নয় না। তার ব্যাপারটাও বুঝি আমি। ওইরকম প্রাণবন্ত একজন মানুষ জীবনে যা খুশি চাইতেই পারে। তাছাড়া বাবা ছিল স্বভাবশিল্পী। এই দিকটাও ভাবতে হবে। তার জীবন যাত্রার ধরনই ছিল ওই! দোষ দিই কী করে?"

দারুণ আবেগগ্রস্থ মনে হল কার্লাকে। পোয়ারো বলল, "আপনি তাহলে তদন্ত এবং তথ্যে সন্তুষ্ট?"

"সন্তুষ্ট?" ভাঙা কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করল কার্লা লেমার্চেন্ট। দু'চোখ ভরে গেল জলে।

সামান্য ঝুঁকে মেয়েটার কাঁধে হাত রাখল পোয়ারো। বলল, "যুদ্ধটা যখন শুরু করতে হবে, তখনই ময়দান ছেড়ে পালাচ্ছেন? যখন আমি, এরকুল পোয়ারো, মোটামুটিভাবে পুরো ব্যাপারটা ধরে ফেলেছি তখন হাত গুটিয়ে নেবার কথা ভাবছেন?"

BanglaBook.org

অবাক হয়ে তাকাল কার্লা। "মা'কে খুব ভালবাসত মিস উইলিয়ামস। ভদ্রমহিলা নিজে দেখেছেন খুনের ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টা করেছে মা। যদি ওর কথা বিশ্বাস করি, তাহলে-"

উঠে দাঁড়াল পোয়ারো, "ম্যাডাম, সিসিলিয়া উইলিয়ামস আপনার মা'কে বিয়ারের বোতলে থাকা আঙুলের ছাপ- কথাটা মনে রাখবেন, 'বিয়ারের বোতল'- সাজাতে দেখেছে বলেই, আমি নিশ্চিত খুনটা সে করেনি।"

বারকয়েক আত্মতৃপ্ত ভঙ্গীতে মাথা ঝাঁকাল পোয়ারো, তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। অদ্ভুত মানুষটার চলে যাওয়া পথের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কার্লা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১৮.
পাঁচটি প্রশ্ন

১

"বলুন।" অধৈর্য শোনাল ফিলিপ ব্লেকের কণ্ঠস্বর।

"ক্রেলদের ঘটনার চমৎকার বিবরণের জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ," বলল পোয়ারো।

"ওহ! আপনাকেও ধন্যবাদ," বলল ফিলিপ। যথেষ্ট আত্মসচেতন বলে মনে হল তাকে। "লেখার সময় অবাক হয়ে গেছি, দেখলাম অনেক কিছুই মনে আছে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ," সায় দিল পোয়ারো। "যথেষ্ট প্রাঞ্জল বর্ণনা। তবে কিছু জিনিস তো বাদ পড়েছে, তাই না?"

"বাদ পড়েছে?" ভুরু তুলল ফিলিপ ব্লেক।

"কিছু সত্যি গোপন করেছেন আপনি," কড়া গলায় জানাল গোয়েন্দা। "শুনেছি গ্রীষ্মের এক রাতে, বেশ আপত্তিজনক একটা সময়ে, মিসেস ক্রেলকে আপনার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গিয়েছিল।"

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল নীরবতা। ঘন হয়ে এল ফিলিপ-এর নিঃশ্বাস।

অবশেষে নীরবতা ভাঙার সিদ্ধান্ত নিল ফিলিপ ব্লেক। "কে বলেছে?"

মাথা নাড়ল এরকুল পোয়ারো।

"কে বলেছে সেটা জরুরি নয়। জরুরি হল, কথাটা সত্যি।"

আবার সবকিছু চুপচাপ।

একটু বাদে মনস্থির করল ফিলিপ। বলল, "মনে হচ্ছে দুর্ঘটনাবশত আমার জীবনের একটা গোপন দিক আপনার সামনে চলে এসেছে। স্বীকার করছি, চিঠিতে যা লিখেছি তার সঙ্গে ব্যাপারটা ঠিক খাপ খায় না। যাই হোক, পুরোটা শুনলে আশাকরি আপনার মনে কোনও সন্দেহ থাকবে না।

"ক্যারোলাইনের প্রতি আমার বিরূপ মনোভাব সত্যিই ছিল। কিন্তু, একই সময় দারুণ ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম ওর প্রতি। হয়তো এই প্রেমই ছিল বিদ্বেষের প্রধাণ কারণ! ওর আকর্ষণ দূরে সরিয়ে রাখার জন্যই ক্যারোলাইনের ত্রুটিগুলো ভেবে ব্যস্ত রাখতাম নিজেকে। বিশ্বাস করুন, দেখতে পারতাম না ওকে। কিন্তু, ভালবাসাতে দ্বিধা ছিল না। ছোটবেলা থেকেই পাগল ছিলাম ওর

BanglaBook.org

জন্য, অথচ মেয়েটা ফিরেও দেখেনি। ওর এই অপরাধ কখনও ক্ষমা করতে পারিনি।

"আমার হাতে প্রথম সুযোগ এল আমায়াস এলসার প্রেমে পাগল হবার পর। আগপিছ না ভেবে ক্যারোলাইনকে বলে ফেললাম ভালবাসার কথা। ক্যারোলাইন বলল, ও আগে থেকেই জানত। ভাবুন দেখি, কত বড় পাষাণ!

"আমিও জানতাম ও আমাকে ভালবাসে না। তবে আমায়াসের নতুন প্রেম নিয়ে যথেষ্ট যন্ত্রণায় ছিল ক্যারোলাইন। এ ধরণের মুহূর্তগুলোতে মেয়েদের জয় করা সহজ। সুতরাং, সে রাতে ওকে আমার ঘরে আসার প্রস্তাব দিলাম। রাজি হয়ে গেল সহজেই। তারপর হাজির হল যথাসময়ে।"

সামান্য বিরতি নিল ব্লেক। কথাগুলো বলতে যথেষ্ট কষ্ট হচ্ছিল তার।

"ক্যারোলাইন আমার কাছে এল। আমি ওকে জড়িয়ে ধরতেই বলল, এসব ঠিক হচ্ছে না। বলল, ও কেবল একজনেরই। আমায়াস-এর। স্বীকার করল আমার সঙ্গে যথেষ্ট অন্যায় করেছে, কিন্তু তার জন্য ক্ষমা চেয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে চাইল।

"এটুকু বলেই ওখান থেকে চলে গেল ক্যারোলাইন। এখন কি আপনার সন্দেহ আছে কেন ওর প্রতি আমার রাগ একশগুণ বেড়ে গেল? বুঝতে পারছেন ওকে কি জন্য কখনও ক্ষমা করতে পারিনি? অপমানের জন্য। আমার প্রাণের বন্ধুকে খুন করার জন্য। নাহ, ওকে ক্ষমা করা আমার পক্ষে অসম্ভব!"

প্রচণ্ড রাগে কেঁপে উঠল ফিলিপ ব্লেকের শরীরটা। "শুনে রাখুন, এ নিয়ে আর একটাও কথা বলতে চাই না আমি। বুঝেছেন? আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আশাকরি? এবারে বিদেয় হোন। দয়া করে ভবিষ্যতে এ নিয়ে কোনও কথা বলতে আসবেন না।"

২

"সেদিন গবেষণাগার থেকে আপনার অতিথিরা কার পরে কে বেরিয়েছিল, বলুন দেখি?" প্রশ্নটা মেরেডিথ ব্লেককে করল গোয়েন্দা পোয়ারো।

প্রতিবাদ করল ভদ্রলোক, "মসিয়ো! ষোল বছর বাদে সে কথা কারও মনে থাকে? তাছাড়া আগেই তো বলেছি সবার শেষে বেরিয়েছিল ক্যারোলাইন।"

"আপনি নিশ্চিত?"

"হ্যাঁ। অন্তত, তাই তো মনে হয়..."

"ওখানে চলুন তো, এই ব্যাপারটা নিয়ে একেবারে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।"

BanglaBook.org

দোনোমনা করতে করতেই মেরেডিথ পোয়ারোকে নিয়ে চলল ঘরটাতে।

"এবারে ভাবুন তো, চোখ বুজে চিন্তা করুন। অতিথিদের আপনার গবেষণা সম্পর্কে বলছিলেন। ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন সবকিছু। তারপর-" রাশভারি কণ্ঠে নির্দেশ দিল পোয়ারো।

বাধ্য ছেলের মতো কথা শুনল মেরেডিথ ব্লেক।

পোয়ারো পকেট থেকে একটা রুমাল উদ্ধার করে নেড়েচেড়ে চলল।

বিড়বিড় করে কথা বলল ব্লেক, নাকটা কুঁচকে গেল সামান্য। "হ্যাঁ, হ্যাঁ- কী অদ্ভুত ভাবেই না ফিরে আসে স্মৃতি! মনে পড়ছে একটা কফি-রঙা পোশাক পরে সেদিন এসেছিল ক্যারোলাইন। ক্লান্তির ছাপ ছিল ফিলিপের চোখেমুখে- ও কখনই আমার শখটাকে গুরুত্ব দেয়নি।"

পোয়ারো বলল, "এইতো। এবারে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন আপনি। লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়ে শোনালেন সক্রেটিসের মৃত্যু বিষয়ে কিছু লেখা। কে প্রথমে বেরিয়েছিল ঘর থেকে। আপনি?"

"এলসা। হ্যাঁ, আমি আর এলসা। আমি ছিলাম ওর পিছে। কিছু একটা নিয়ে কথা হচ্ছিল আমাদের। বাইরে দাঁড়িয়ে গেলাম বাকিদের জন্য, ওরা চলে এলেই দরজা বন্ধ করব বলে। ফিলিপ- হুম, ফিলিপ এসেছিল এরপর। তারপর অ্যাঞ্জেলা, ফিলিপের সঙ্গে আলাপ করছিল ও- ষাঁড় আর ভালুকের ব্যাপারে। আমাকে পেরিয়ে হলঘরের পথ দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল ওরা। আমায়াস এল এরপর, ওদের পিছু নিল। তখনও ক্যারোলাইন আসেনি- তাই দরজার কাছেই ছিলাম আমি।"

"তাহলে আপনি নিশ্চিত, ক্যারোলাইন-ই ছিল ওখানে। ভেতরে কি করছিল জানেন?"

মাথা নাড়ল লোকটা।

"না। দরজার দিকে পিঠ ঘোরানো ছিল। আমার গাছপালার বিদ্যা ঝেড়ে বিরক্ত করছিলাম এলসাকে। বলছিলাম- এক ধরণের বিশেষ গাছ আগেকার দিনে পূর্ণিমার রাতে সংগ্রহ করার নিয়ম ছিল। পুরনো কুসংস্কার বলতে পারেন। ঠিক তখন বাইরে এল ক্যারোলাইন, অনেকটা তড়িঘড়ি করেই। আমি- দরজাটা আটকে দিলাম।"

কথা শেষ হতেই পোয়ারোর দিকে চোখ রাখল মেরেডিথ ব্লেক। দেখে অভিজ্ঞ গোয়েন্দা একটা রুমাল পকেটে রাখতে ব্যস্ত। ভদ্রলোক নাক কুঁচকে ভাবল- 'লোকটা আতর মেখে এসেছে নাকি! বিশ্রী গন্ধ।'

BanglaBook.org

কিন্তু মুখে বলল, "আমি নিশ্চিত। ওভাবেই সবাই বেরিয়েছিল সেদিন। প্রথমে এলসা, তারপর আমি, ফিলিপ, অ্যাঞ্জেলা, আমায়াস এবং শেষমেশ ক্যারোলাইন। কি মসিয়ো, আপনার উপকার হল কিছু?"

"একেবারে খাপে খাপ," বলল পোয়ারো। "আচ্ছা শুনুন। এখানে একটা সভা আয়োজন করতে চাই। আশাকরি আপনার কোনও অসুবিধা হবে না..."

৩

"আজ হঠাৎ কী মনে করে?" শিশুর মতো আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল এলসা ডিট্রিশ্যাম।

"আপনাকে একটা প্রশ্ন করার আছে ম্যাডাম।"

"হ্যাঁ, বলুন?"

"মামলা মোকদ্দমা মিটে যাবার পর মেরেডিথ ব্লেক কি আপনাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল?"

প্রশ্ন শুনে বিরক্ত হল এলসা। দপ করে নিভে গেল আগ্রহের আগুণ।

"হুম দিয়েছিল। হঠাৎ এ কথা জানতে চাইছেন যে?"

জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল গোয়েন্দা। "অবাক হয়েছিলেন?"

"অবাক? নাহ, মনে নেই।"

"কী জবাব দিয়েছিলেন?"

হাসল এলসা। বলল, "কী আর বলব? কোথায় আমায়াস- আর কোথায় মেরেডিথ! ভাবলেও হাসি পায়। দারুণ বোকামি করেছিল আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে।"

সহসা হসির জোর বেড়ে গেল ওর। "বলেছিল, আমাকে নাকি রক্ষা করতে চায়, খেয়াল রাখতে চায় আমার! লোকটা সবার মতোই ভেবে নিয়েছিল বিচার-প্রক্রিয়া ভয়ংকর প্রভাব ফেলেছে আমার মনে। সাংবাদিক, ধিক্কার জানানো জনতা, সবাই মিলে ইচ্ছা মতো কাদা ছুঁড়েছিল তখন।"

সামান্য বিরতি নিল এলসা। তারপর আপনমনে বলল, "বেচারা মেরেডিথ! আস্ত একটা বোকা!" ফের হেসে উঠল ও।

BanglaBook.org

আরও একবার রাশভারী মহিলার সামনে পড়তে হল এরকুল পোয়ারোকে। এবং আবারও মিস উইলিয়ামসের কাছে একটা শিশুর মতো অসহায় মনে হল নিজেকে।

একটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এসেছে, জানাল পোয়ারো।

বিশেষ আগ্রহী মনে হল না ভদ্রমহিলাকে।

পোয়ারো সাবধানে করল প্রশ্নটা। "খুব ছোট বয়সে আঘাত পেয়েছিল অ্যাঞ্জেলা ওয়ারেন। তবে আঘাতের ব্যাপারে দু'ধরণের তথ্য পেয়েছি। একটা সূত্র বলে, মিসেস ক্রেল পেপারওয়েট ছুঁড়ে মেরেছিল। আবার অন্যত্র জেনেছি লোহার রড দিয়ে বাড়ি মারা হয়েছিল। আসলে সত্যি কোনটা?"

"লোহার রডের ঘটনা এই প্রথম শুনলাম। যতদূর জানি পেপারওয়েট ছুঁড়ে মারা হয়েছিল," দ্রুত জানাল ভদ্রমহিলা।

"কে বলেছিল আপনাকে?" জানতে চাইল পোয়ারো।

"অ্যাঞ্জেলা নিজেই। চাকরির শুরুর দিকেই ও নিজে থেকে বলেছিল কথাটা।"

"ঠিক কী বলেছিল মনে আছে?"

"গালে হাত দিয়ে বলেছিল- 'এটা ক্যারোলাইনের কীর্তি। আমি যখন ছোট ছিলাম, একটা পেপারওয়েট ছুঁড়ে মেরেছিল ও। এসব আবার ওকে বলতে যেও না কখনও। শুনলে মন খারাপ করবে।'"

"মিসেস ক্রেল কখনও এ বিষয়ে কিছু বলেছে?"

"সরাসরি বলেনি। ভেবেছিল ঘটনাটা আমি জানি। তবে একবার বলেছিল, 'জানি ভাবছ, অ্যাঞ্জেলাকে একটু বেশিই আস্কারা দিই। কিন্তু, যত যাই করি না কেন ক্ষতিপূরণ হবে না।' আর মাঝে মাঝেই বলত, 'কাউকে চিরতরে আহত করে ফেলার অপরাধবোধ বিরাট এক বোঝা।'"

"আপনাকে ধন্যবাদ। এটুকুই জানার ছিল," বলল পোয়ারো।

এবারে কড়া গলায় কথা বলল মিস উইলিয়ামস। "আপনার রকম-সকম বোঝা দায় মসিয়ো। কার্লাকে আমার চিঠিটা দেখিয়েছেন?"

মাথা নেড়ে সায় দিল এরকুল পোয়ারো।

"তারপরও আবার এসেছেন প্রশ্ন নিয়ে-" কথাটা মাঝপথে থামিয়ে দিল ভদ্রমহিলা।

পোয়ারো বলল, "একবার ভাবুন। আপনি বাজারে এক মাছ বিক্রেতার পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেত দেখলেন পাটাতনে বারোটা মাছ রেখে দিয়েছে সে।

BanglaBook.org

নিশ্চয়ই ভাববেন সব মাছগুলোই আসল? তবে এর মধ্যে একটা কিন্তু নকলও হতে পারে।"

"তা কখনও হয় নাকি! তাছাড়া-"

"এমন হওয়া মোটেই অসম্ভব না। আমার এক বন্ধু একটা নকল মাছ বানিয়েছিল (কাজের স্বার্থে) আসলটার সঙ্গে তুলনা করার জন্য। এবার ধরুন ডিসেম্বর মাসে কারও বাসায় ঢুকে দেখলেন- এক ঝুড়ি জিনিয়া ফুল রেখে দেওয়া আছে টেবিলে। আপনি হয়তো বলবেন অসম্ভব- কিন্তু, এমনও তো হতে পারে সুদূর বাগদাদ থেকে ফুলগুলো সত্যিই নিয়ে আসা হয়েছে।"

"কী সব বাজে বকছেন তখন থেকে!" বিরক্ত হল মিস উইলিয়ামস।

"মনে রাখবেন, চোখের দেখাই শেষ দেখা নয়। অনেক সময় মনের চোখ দিয়ে দেখতে হয়।" রহস্য করল গোয়েন্দা।

৫

রিজেন্ট পার্কের কাছাকাছি পৌঁছেই হাঁটার গতি কমিয়ে দিল পোয়ারো।

সত্যি বলতে আপাতত অ্যাঞ্জেলা ওয়ারেনকে জিজ্ঞেস করার মতো কোনও প্রশ্ন নেই। যেটা আছে সেটা সেটা পরেও করা যায়। কেবল মাত্র গুছিয়ে কাজ করার তাগিদই তাকে টেনে এনেছে এই পর্যন্ত। পাঁচজনকে মাথায় রেখে শুরু হয়েছিল তদন্ত, তাই পাঁচজনকে প্রশ্ন করা উচিত। নাহলে কমতি থেকে যায়।

ধুত্তোর- ও কিছু একটা ভেবে নেবে সে জিজ্ঞেস করার মতো; মনে মনে ভাবল গোয়েন্দা।

এরকুল পোয়ারোকে আগ্রহের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানাল অ্যাঞ্জেলা। বলল, "কোনও সূত্র পেয়েছেন? তদন্তে অগ্রগতি হল কিছু?"

চীনে কমলালেবুর মতো মাথা দোলাল পোয়ারো। বলল, "তা হয়েছে।"

"ফিলিপ ব্লেক?" মন্তব্য এবং প্রশ্নের মাঝামাঝি মনে হল কথাটা।

"উঁহু ম্যাডাম- সেটা বলছি না। সময় হয়নি এখনও। তবে হ্যাঁ, হ্যান্ডক্রস ম্যানরে ইতি টানা হবে রহস্যের। সবাই রাজি হয়েছে আসতে। তাই আপনাকে আমন্ত্রন জানাতে এলাম।"

ভুরু তুলল অ্যাঞ্জেলা। "আপনি কি সেই ষোল বছর আগের ঘটনা আবার নতুন করে মঞ্চস্থ করবেন নাকি? একেবারে ঘটনাস্থলে জড়ো করছেন সবাইকে!"

"না, তা কেন! তবে পুরো ব্যাপারটা একটা পরিষ্কার দৃষ্টিকোন থেকে দেখানোর চেষ্টা করব আর কি। আপনি আসবেন তো?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ, যাব। এতদিন বাদে আবার দেখা হবে সবার সঙ্গে। হয়তো এবার আপনার সাহায্য নিয়ে আরেকটু পরিষ্কার হবে ওদের চেহারা।"

"আমাকে যে চিঠিটা দেখিয়েছিলেন ওটাও আনবেন সঙ্গে।"

কপাল কুঁচকে গেল মেয়েটার।

"চিঠিটা একান্তই ব্যক্তিগত। যথেষ্ট কারণ ছিল বলেই আপনাকে দেখিয়েছি। কিন্তু যারা ক্যারোলাইনকে পছন্দ করে না, কিংবা চেনে না, তাদের কাউকেই চিঠি পড়তে দেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই আমার।"

"কিন্তু, এ ব্যাপারে আমার নির্দেশ মতো চলতে আশাকরি আপনার আপত্তি নেই?" বলল পোয়ারো।

"উঁহু, কারও নির্দেশে চলতে যাব কেন? চিঠিটা সঙ্গে নেব আমি। কিন্তু, কাউকে পড়তে দেওয়া না দেওয়া সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছা।"

হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গীতে হাত ঝাঁকাল পোয়ারো।

অবশেষে উঠে দাঁড়াল গোয়েন্দা। বলল, "একটা ছোট প্রশ্নের উত্তর দিতে আশাকরি আপত্তি করবেন না?"

"বলুন?"

"দুর্ঘটনার সমসাময়িক সময়ে আপনি সমারসেট মম-এর 'দ্য মুন অ্যান্ড সিক্স-পেন্স' বইটা পড়েছিলেন। তাই না?"

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল অ্যাঞ্জেলা। বলল, "পড়েছিলাম। কিন্তু, আপনি জানলেন কী করে?"

"হ্যান্ডক্রস ম্যানরে চলে আসুন ম্যাডাম, দেখবেন ছোট ছোট গুরুত্বহীন ব্যাপারেও আমার ক্ষমতা জাদুকরের মতো। না বললেও অনেক কিছু ঠিকই জানতে পারি।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

১৯.
শেষ থেকে শুরু, শুরু থেকে শেষ

বিকেলের মিঠে রোদ স্পর্শ করল গবেষণাগারের জানালা। কিছু ইজি চেয়ার আর একটা লম্বা সোফা বসানো হয়েছে ঘরটাতে। হ্যান্ডক্রস ম্যানর সেজে উঠেছে বিশেষ এক উদ্দেশ্যে।

গোঁফে তা দিতে দিতে লাজুক ভঙ্গীতে কার্লার সঙ্গে কথা বলছে মেরেডিথ ব্লেক। "তুমি অনেকটা তোমার মায়ের মতো, তবে তোমাদের মধ্যে ফারাকও অনেক!" বলল সে।

"তফাৎটা কী?" জানতে চাইল কার্লা।

"ওর গায়ের রঙ, চলাফেরার ভঙ্গি পেয়েছ, কিন্তু ক্যারোলাইনের থেকে অনেক বেশি আশাবাদী মন তোমার।"

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে চোখ রাখল ফিলিপ ব্লেক। কপালে বিরক্তির ভাঁজ। জানালার ফ্রেমে অধৈর্য আঙুল ঠুকতে ঠুকতে বলল, "এসবের মানে কী? এমন একটা সুন্দর ছুটির বিকেল মাটি হবে শেষ পর্যন্ত!"

খানিক সংকোচ থাকলেও বিরক্তিতে বাঁধ সাধল পোয়ারো। "আমাকে ক্ষমা করবেন। আজকের দিনে আপনার গলফ খেলাটা বাদ পড়ল। কিন্তু ভেবে দেখুন, তার বিনিময়ে আপনার প্রিয় বন্ধুর একমাত্র মেয়ের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ তো পেলেন। তাও কম কী?"

এমন সময় হাজির হল বাটলার। "মিস ওয়ারেন এসেছেন," জানাল সে।

মেরেডিথ এগিয়ে গেল ওকে অভ্যর্থনা জানাতে। "ব্যস্ত সময় থেকে বিরতি নিতে হল তোমায়। এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ অ্যাঞ্জেলা।"

ওকেও জানালার ধারে নিয়ে গেল লোকটা।

"ভাল আছো আন্টি?" অ্যাঞ্জেলাকে দেখেই মুখ খুলল কার্লা। "আজ সকালেই 'দ্য টাইমস' পত্রিকায় তোমার লেখাটা পড়লাম। তাও ভাল এখানে তোমার মতো একজন আত্মীয় এখনও আছে।" কার্লার পাশেই দাঁড়ানো এক যুবক। যুবকের ধূসর দুটো চোখ, চৌকোণা মুখ। কার্লা লম্বা চওড়া যুবককে দেখিয়ে বলল, "ও জন রাটেরি। আমার- হবু স্বামী।"

"ওহ! জানতামই না..." বলল অ্যাঞ্জেলা।

পরবর্তী অতিথিকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে গেল মেরেডিথ।

"আসুন আসুন মিস উইলিয়ামস। কতদিন বাদে দেখা হল বলুন!" বলল সে।

BanglaBook.org

বৃদ্ধ গভর্নেস চলে এল ঘরের ভেতর। বেশ খানিকটা সময় তার দৃষ্টি স্থির রইল পোয়ারোর উপর। তারপর ঘুরে গেল অন্যদিকে।

হাসিমুখে ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ করতে এল অ্যাঞ্জেলা। "মনে হচ্ছে বয়সটা হুট করে কমে গেছে ষোল বছর," বলল ও।

"আমার শিক্ষা ঠিকঠাক কাজে লাগিয়েছ তুমি, দারুণ খুশি হয়েছি," বলল মিস উইলিয়ামস। তারপর অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, "ও নিশ্চয়ই কার্লা? আমাকে হয়তো মনে নেই। তখন ওর বয়সই বা কত!"

রাগে গজগজ করল ফিলিপ। "হচ্ছেটা কী? কেউ বলেনি যে-"

কথা শেষ করতে দিল না পোয়ারো। বলল, "ব্যাপারটাকে অতীতে যাত্রা বলতে পারেন। আসুন সবাই বসে পড়ি। আরও একজন আসা বাকি। সে এলেই শুরু করা যাবে।"

"মামদোবাজি? অ্যাঁ? আমাদের ডেকে এনে নাটক করছেন?" গলা চড়াল ফিলিপ।

"উঁহু। নাটক হতে যাবে কেন? পুরনো কিছু স্মৃতি নিয়ে আলাপ করব আমরা। চেস্টা করব অতীতের ছবিগুলো আরও স্পষ্ট করতে। তাছাড়া কে বলতে পারে- হয়তো আমায়াস আর ক্যারোলাইনের আত্মা এখানে আছে, চুপচাপ শুনছে আমাদের কথা!"

"পাগলের প্রলাপ-" ঠোঁট উল্টাল ফিলিপ। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই বাটলার এসে জানাল লেডি ডিট্রিশ্যাম এসে পড়েছে।

উদাসী এলসা হাজির হল ঘরে। মেরেডিথকে দেখে হাসল সামান্য। কড়া চোখে একবার দেখে নিল অ্যাঞ্জেলা আর ফিলিপকে। তারপর এগিয়ে গেল জানালার দিকে। সবার থেকে তফাতে একটা চেয়ারে বসে পড়ল শেষমেশ।

গলা থেকে পশমি মাফলারটা সরিয়ে রাখল এলসা। সতর্ক চোখে পরখ করল ঘরের চারদিক। এরপর তাকাল কার্লার দিকে। চোখে চোখ রাখল কার্লা। ওর মা-বাবার জীবনে ঝড় তোলা মানুষটাকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করল। তবে সে দৃষ্টিতে রাগ নেই, আছে কৌতূহল।

"দুঃখিত মসিয়ো পোয়ারো, একটু দেরি হয়ে গেল আসতে," বলল এলসা।

"আসার জন্য ধন্যবাদ," পোয়ারো বলল।

নাক দিয়ে ফ্রোৎ করে আওয়াজ তুলল মিস উইলিয়ামস। ওর খেপা দৃষ্টিকে পাত্তাই দিল না এলসা। বরং অন্যদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "তোমাকে চিনতেই পারিনি অ্যাঞ্জেলা। কতগুলো দিন পেরিয়ে গেছে বলো তো? ষোল বছর?"

BanglaBook.org

চট করে কথাটার রেশ ধরল এরকুল পোয়ারো। "হ্যাঁ। ষোল বছর। সেই দুর্ঘটনার পর পেরিয়ে গেছে অনেকটা সময়। তবে শুরুতেই বলে নেওয়া ভাল কেন আজ আপনাদের এখানে হাজির করেছি।"

তারপর খুব সামান্য কথায় কার্লার অনুরোধে তদন্তের দায়িত্ব নেবার ব্যাপারটা জানাল পোয়ারো। ফিলিপের চেহারায় জমতে থাকা মেঘ আর মেরেডিথের অবাক অবিশ্বাস উপেক্ষা করে বলে চলল গোয়েন্দা-

"কাজটা নিয়েছিলাম কেবলমাত্র সত্য উদ্ধারের আগ্রহ থেকে।"

বড় চেয়ারটায় হেলান দিয়ে একমনে অতিথিদের দেখে চলল কার্লা। এদের মধ্যে কে আসল খুনি? আনমনে ভাবল ও। ধনীর দুলালী এলসা, লালমুখো ফিলিপ, দয়ালু মেরেডিথ, কাঠখোট্টা গভর্নেস, নাকি শান্ত-সৌম্য অ্যাঞ্জেলা ওয়ারেন?

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কার্লা। নাহ বৃথাই যাবে ওর চেষ্টা, ভেবে কী লাভ? হয়তো ওদের খুনির আসনে বসানো যাবে, কিন্তু যে খুনটা হয়েছে তাতে আসামী হিসাবে কল্পনা করা কঠিন। যেমন, ফিলিপ ব্লেক- মাথাগরম মানুষ। ওর পক্ষে কাউকে গলা টিপে মারাটাই স্বাভাবিক। আবার ধরা যাক ঘরে চোর ঢুকেছে। সেক্ষেত্রে তাকে পিস্তল দিয়ে ভয় দেখাতে গিয়ে এক ফাঁকে গুলি চলে গেল অজান্তেই- তাতেই মৃত্যু হল আগন্তুকের। এই ধরণের খুন মেরেডিথের সঙ্গে যায় বেশি। গুলি সম্ভবত অ্যাঞ্জেলার পক্ষেও চালান সম্ভব। তবে তাতে দুর্ঘটনার প্রয়োজন নেই। নিজেকে বিপদ থেকে বাঁচাতে হয়তো অনায়াসেই কারও উপর গুলি চালিয়ে দিতে পারবে অ্যাঞ্জেলা।

আর এলসা? ওর জন্য হুকুম দিয়ে খুন করানোটা বেশি বাস্তব। হয়তো বড় কোনও দুর্গের ঘরে বসে হুকুম দেবে- 'যাও, লোকটাকে ফেলে দাও ছাদ থেকে।'

তবে একমাত্র মিস উইলিয়ামসকে অনেক ভেবেও খুনি হিসেবে কল্পনা করত পারল না কার্লা লেমার্চেন্ট। কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পেল সে। ভদ্রমহিলাকে প্রশ্ন করছে, 'আপনি কখনও খুন করেছেন?'। আর জবাবে সে বলছে, 'বাজে না বকে দুটো অঙ্ক কষলে তো পারো কার্লা! খুনখারাপি খুব খারাপ জিনিস, মনে রেখো।'

নিজেকে সামলানর চেষ্টা করল কার্লা। মনে মনে বলল- 'আকাশকুসুম না ভেবে ছোট্ট মানুষটার কথা শোনো। লোকটা বলেছে রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে। দেখো কী বলে!'

কথা বলে চলল এরকুল পোয়ারো। "আমার কাজ ছিল অতীতে ফিরে গিয়ে সত্যিটা আবিস্কার করা।"

BanglaBook.org

গর্জে উঠল ফিলিপ। "সত্যিটা আমরা সবাই জানি। আপনি ধাপ্পা দিয়ে গল্প বানাতে চাইছেন। ভুলভাল বুঝিয়ে টাকা হাতাতে চাইছেন মেয়েটার থেকে।"

রাগ চেপে নিজেকে শান্ত রাখল পোয়ারো। বলে চলল, "আপনি বলছেন, সত্যিটা সবাই জানে। কিন্তু এ কথার কোনও ভিত্তি নেই। নির্দিষ্ট কোনও কথা মানুষ মেনে নিলেই তা সত্যি হয়ে যায় না। যেমন আপনার ব্যাপারটাই ধরুন না! সবাই জানে ক্যারোলাইনকে ঘৃণা করেন আপনি। অথচ, তলে তলে ভয়ংকর ভালবাসতেন। আর ভালবাসা পাননি বলেই খুঁচিয়ে বের করতেন ভদ্রমহিলার ত্রুটিগুলো। আবার যদি মেরেডিথ সাহেবের কথা বলেন, তিনিও নিজেকে শুরু থেকেই ক্যারোলাইন ক্রেলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসাবে উপস্থাপন করে এসেছেন। এমনকী নিজের চিঠিতে লিখেছেন আমায়াস ক্রেলের নতুন প্রেমের বিরোধিতা করেছিলেন ক্যারোলাইনের কথা ভেবেই। অথচ, একটু ভাল করে খেয়াল করলেই জানা যায় ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে এসেছিল বন্ধুত্বের বন্ধন, এবং জায়গাটা দখল করে নিয়েছিল রূপসী এলসা গ্রিয়ারের প্রতি আকর্ষণ।"

কথাটা শুনে বিষম খেল মেরেডিথ। হাসি ফুটল এলসার ঠোঁটে।

বলে চলল পোয়ারো, "এবার আশাকরি বুঝতে পারছেন আজকের আলোচনার গুরুত্ব। বেশ, তবে চলুন ফিরে যাওয়া যাক অতীতে। আমি অনুসন্ধানের শুরুতেই আলাপ করলাম ক্যারোলাইনের উকিলের সঙ্গে। জানলাম বিপক্ষ দলের কথা। ক্রেল পরিবারের নিয়মিত বুড়ো আইনজ্ঞের সঙ্গেও কথা হল। এছাড়া কথা হল এক ক্লার্কের সঙ্গে, লোকটা ক্রেলদের কেসের সময় আদালতে দলিলপত্র লেখার কাজ করত। গেলাম সেসময় ঘটনার তদন্তে থাকা পুলিশ এবং সবশেষে পাঁচ জন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে। আর এদের সবার সঙ্গে আলাপ করেই একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করলাম। ক্যারোলাইন ক্রেলের ছবি। কয়েকটা তথ্য উঠে এল আমার সামনে-

"প্রথমত, ক্যারোলাইন কখনও নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে জোরেশোরে প্রতিবাদ করেনি। কেবলমাত্র একটা ব্যতিক্রম আছে, নিজের মেয়েকে লেখা একটা চিঠিতে বলেছে সে খুনি নয়।

"কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বিন্দুমাত্র ভয় ছিল না তার মনে। নির্বিবাদে মেনে নিয়েছিল বিচারের রায়। জেলেও রীতিমত শান্তশিষ্ট হয়ে ছিল। পরবর্তীতে তার বোনকে লেখা একটা চিঠি থেকে জানা যায়- ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে সে। তবে একজন ছাড়া বাকি সবাই এক বাক্যে বলেছে- ক্যারোলাইন খুনি।"

মাথা দোলাল ফিলিপ ব্লেক। "খুনি তো বটেই।"

পোয়ারো বলল, "কিন্তু অন্যের কথা বিশ্বাস করলে আমার চলবে কেন? তাই নিজেই পুরো ব্যাপারটা যাচাই করার সিদ্ধান্ত নিলাম। সব তথ্য বিচার

BanglaBook.org

করে দেখলাম কেবলমাত্র ঘটনার মনস্তাত্ত্বিক দিকটা পরিনতির সঙ্গে খাপ খায় কিনা নিশ্চিত হতে। সেজন্য প্রথমেই কড়া নজর দিতে হল পুলিশ রিপোর্টের উপর। তাছাড়া ঘটনার সময় প্রত্যক্ষদর্শী পাঁচ জনকে ব্যাপারটা নিয়ে লিখতে রাজি করিয়ে ফেললাম। এই পাঁচজনের কথা অত্যন্ত জরুরি। কারণ, এখান থেকে এমন অনেক কিছুই পাবার সম্ভাবনা ছিল যা পুলিশ রিপোর্টে নেই। বেশ কিছু কথোপকথন যা পুলিশ আমলে নেয়নি, ক্যারোলাইনের সম্পর্কে প্রত্যেকের নিজস্ব মতামত, এবং যেসব তথ্য ইচ্ছে করে পুলিশকে জানানো হয়নি- চলে এল আমার হাতে।

"সুতরাং, পুরো ব্যাপারটা নিজের চোখ থেকে দেখার সুযোগ পেলাম। স্বামীকে খুন করার মতো অজস্র কারণ ছিল ক্যারোলাইন ক্রেলের ঝুলিতে। স্বামীর প্রতি অগাধ প্রেম ছিল তার, আর ভদ্রলোক সেসবের তোয়াক্কা না করেই জড়িয়ে পড়ল অন্য এক মেয়ের সঙ্গে ভালবাসায়। কিছুটা প্রতিহিংসা অবশ্যই ছিল তার মনে।

"অন্যদিকে প্রমাণ হিসাবে একটা খালি শিশি পাওয়া গেল ড্রয়ারে। তাতে একমাত্র ক্যারোলাইনের আঙুলের ছাপ খুঁজে পেল পুলিশ। এবং জেরার সময় ক্যারোলাইন অকপটে স্বীকার করে নিল- আমরা এখন যেখানে বসে আছি- এই ঘর থেকেই বিষটুকু সরিয়েছে সে। এখান থেকেও একটা বোতলে তার আঙুলের ছাপ পাওয়া গেল যথারীতি। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলাম মেরেডিথ সাহেবকে। জানতে চাইলাম- সেদিন অতিথিরা গবেষণাগার থেকে কার পর কে বেরিয়েছিল? কারণ সেদিন বোতলটা থেকে বিষ চুরি করার সুযোগ ছিল প্রত্যেকেরই। জানলাম- প্রথমে এলসা গ্রিয়ার, মেরেডিথ নিজে, এবং এর পর একে একে অ্যাঞ্জেলা ওয়ারেন, ফিলিপ ব্লেক, আমায়াস ক্রেল এবং সবশেষে ক্যারোলাইন ক্রেল এসেছিল ঘরের বাইরে। মেরেডিথ ব্লেক দরজার দিকে পিঠ ফিরিয়ে অপেক্ষা করছিল মিসেস ক্রেলের, তাই ভদ্রমহিলা ভেতরে কি করেছেন সেটা দেখা সম্ভব হয়নি।

"অতএব, ক্যারোলাইন ক্রেলকে সন্দেহ করা যায়। সুযোগ ছিল তার। তাই, নিশ্চিত হলাম বিষ সরানোর কাজটা তারই। তবে এর স্বপক্ষে স্পষ্ট তথ্যও পেয়েছিলাম মিস্টার মেরেডিথ-এর থেকে, তাও অনেকটা তার অজান্তেই। তার সঙ্গে আলাপের এক পর্যায়ে বলেছিল, জুঁই ফুলের গন্ধ তার নাকে এসেছে সেদিন। কিন্তু, সময়টা ছিল সেপ্টেম্বর মাস, জানালার বাইরের গাছে জুঁই ফুল ফোটার কথা নয় তখনও। এই ফুল সাধারণত জুন-জুলাইয়ের দিকে ফোটে। তবে, বিষ রাখা যে শিশিটা মিস ক্রেলের ড্রয়ার থেকে উদ্ধার হয়েছিল তাতে জুঁইয়ের সুবাসে সুবাসিত সুগন্ধি রাখা ছিল। সুতরাং, মিসেস

BanglaBook.org

ক্রেল যখন বিষটা গবেষণাগার থেকে চুরি করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন বোতলটা তার ব্যাগেই ছিল, এবং বোতলের জিনিসটুকু খোলা জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে তারপর বিষ ভরেছিল সেখানে।

"অনুমানটা পরীক্ষা করে দেখলাম দ্বিতীয় বার যখন মিস্টার মেরেডিথ-এর সঙ্গে আলাপ করতে গেলাম, তখন। তাকে চোখ বন্ধ করতে বলে একটা জুঁই ফুলের গন্ধ মাখা রুমাল বের করলাম পকেট থেকে। এবং গন্ধটাই তাকে সাহায্য করল অতীত স্মৃতি মনে করতে। এরকম ছোট খাট অনেক কিছুই আমাদের উপর প্রভাব ফেলে, অথচ আমরা জানিও না।

"এবার আসা যাক ঘটনা যেদিন চরমে উঠল সেদিন সকালে। এ পর্যন্ত যা তথ্য পেয়েছি তাতে- এলসা গ্রিয়ারের হুট করে সত্যিটা ফাঁস করে দেওয়া, তাতে আমায়াস ক্রেলের সায়, আর পরিণতিতে ক্যারোলাইন ক্রেলের ক্ষোভ নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। একাধিক লোক নিশ্চিত করেছে ব্যাপারটা।

"পরদিন, ঝগড়া হল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। ঝগড়ার স্থান, বাড়ির লাইব্রেরী। ক্যারোলাইন হুমকি দিয়েছিল স্বামীকে খুন করে ফেলবে সে। কথাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে শুনল দু'জন- ফিলিপ ব্লেক আর এলসা গ্রিয়ার।

"এর একটু বাদেই বাইরে এল আমায়াস ক্রেল। এলসাকে নিয়ে যেতে চাইল ছবি আঁকার জন্য। ঘর থেকে একটা গরম জামা সঙ্গে নিয়ে মিস এলসা চলে গেল তার সঙ্গে।

"এ পর্যন্ত কোনও তথ্যে ঘাপলা লাগেনি। প্রত্যেকেই পরিস্থিতি অনুয়ায়ী প্রতিক্রিয়াশীল। কিন্তু এর ঠিক পরের ব্যাপারটাতেই খটকা লাগল আমার।

"মেরেডিথ ব্লেক আবিস্কার করল তার শিশিতে অনেকটা বিষ নেই। সে ফোন করে জানাল ভাইকে। তারা লেকের ধারে দেখা করল পরস্পরের সঙ্গে এবং বাগান সংলগ্ন রাস্তা ধরে উঠে এল উপরে। সেখানে তর্ক চলছিল আমায়াস আর ক্যারোলাইনের- অ্যাঞ্জেলার স্কুলে যাওয়া নিয়ে। এই ব্যাপারটাই সন্দেহ হল! মাত্র মিনিট বিশেক আগে যারা বিরাট এক ঝগড়া করে এসেছে- যেখানে স্বামীকে খুন পর্যন্ত করবে বলেছে স্ত্রী, সেখানে কেন সাধারণ একটা পারিবারিক বিষয় নিয়ে আবার তর্ক? এমনটা কেন করবে মিসেস ক্রেল?"

মেরেডিথ ব্লেকের দিকে ঘাড় ঘোরাল এরকুল পোয়ারো।

"চিঠিতে আপনি লিখেছেন- আমায়াস ক্রেল বলেছিল- 'সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে, মেয়েটাকে ও গোছগাছ করে পাঠিয়ে দেবে।' কি, ঠিক তো?"

"হ্যাঁ, তেমনটাই তো মনে পড়ে।" সায় দিল মেরেডিথ।

এবারে ফিলিপের দিক ফিরল অভিজ্ঞ গোয়েন্দা। "আপনিও কি তেমন কিছু শুনেছিলেন?" জানতে চাইল।

BanglaBook.org

ভ্রুকুটি করল লোকটা। "আপনার কথা শুনেই মনে পড়ল। হ্যাঁ, গোছগাছের ব্যাপারে ক্রেল বলছিল কিছু একটা।"

"কোন ক্রেল? মিস্টার ক্রেল, নাকি মিসেস ক্রেল?"

"আমায়াস বলেছিল। ক্যারোলাইন কেবল বলেছিল মেয়েটার প্রতি এত নির্দয় না হতে। সে যাকগে, এখন এসব জেনে লাভ কী? আমরা তো জানিই আর দু'এক দিনের মধ্যেই বোর্ডিং স্কুলে চলে যাবার কথা ছিল অ্যাঞ্জেলার।"

"আমার আপত্তির জায়গাটা আপনার নজরে আসেনি," বলল পোয়ারো। "আমায়াস ক্রেল কেন গোছগাছ করার কথা বলবে? মেয়েটার জন্য গোছগাছ করার কী দায় পড়েছিল তার? সেজন্য মিসেস ক্রেল রয়েছে, মিস উইলিয়ামস ছিল, বাড়ির কাজের লোকও ছিল। তাছাড়া গোছানোর কাজ সাধারণত মেয়েরাই করে- পুরুষেরা না।"

অধৈর্য হয়ে পড়ল ফিলিপ। "তাতে কী? মূল অপরাধের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্কই নেই।"

"সে কথা আপনি বলছেন? তবে আমার জন্য এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা সূত্র। এবং এর থেকেই আরও একটা প্রশ্ন জেগেছে মনে। যে মহিলা মাত্র কিছুক্ষণ আগে স্বামীকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে, যে কিনা আত্মহত্যাও করতে চেয়েছিল, সে হঠাৎ এত ভাল ব্যবহার করা শুরু করল কেন? একেবারে সুশীল স্ত্রী'র মতো ঠাণ্ডা বিয়ার কেন এনে দিতে চাইল আমায়াস ক্রেলকে?"

"স্বামীকে খুন করাই মূল উদ্দেশ্য হলে কাজটা অস্বাভাবিক নয়। তাহলে তো নিজের হাতে বিয়ার এনে দেবেই!" ধীরে বলল মেরেডিথ।

"তাই নাকি? একবার ভাবুন। ভদ্রমহিলা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে স্বামীকে বিষ দেবে। এমনকী বিষও আছে তার কাছেই। তাছাড়া স্বামী বাগানেই বিয়ারের বোতল মজুদ রাখে। যদি কিছুমাত্র বুদ্ধি থেকে থাকে তাহলে ওই বোতলগুলোর একটাতেই গোপনে কিছু বিষ মিশিয়ে দিলে পারত। তাই না?"

এবারেও অভিযোগ করল মেরেডিথ ব্লেক। "উঁহু, তেমন করলে অন্য কেউ বিষাক্ত বিয়ার খেয়ে ফেলার সম্ভাবনা ছিল।"

"অবশ্যই ছিল। এলসা গ্রিয়ারের খেয়ে ফেলার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আপনিই বলুন না, যে মেয়ে তার স্বামীকে খুন করতে প্রস্তুত, সে কি স্বামীর প্রেমিকার জীবনের পরোয়া করবে?" যুক্তি দিল বিচক্ষণ গোয়েন্দা। "যাক, সেসব নিয়ে আপাতত না ভাবি। কেবল মাথায় রাখুন- ক্যারোলাইন ক্রেল বলেছিল স্বামীর জন্য কিছু ঠাণ্ডা বিয়ার পাঠিয়ে দেবে। তারপর চলল বাড়ি। তারপর ফিরে এল বোতল নিয়ে। তারপর বিয়ার গ্লাসে ঢেলে দিল স্বামীর জন্য।

BanglaBook.org

"এক ঢোঁকে বিয়ার গিলে ফেলল আমায়াস ক্রেল, এবং জানাল সেদিন সবকিছুর স্বাদ বিশ্রী লেগেছে তার।

"এরপর বাড়ি ফিরে এল মিসেস ক্রেল। খাবার সময়ও মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল সে। একথাও শুনেছি সামান্য চিন্তিত মনে হয়েছিল তাকে। তবে এই তথ্য কোনও সূত্র দেয় না। খুনি হলেই যে চিন্তিত হতে হবে এমনটা জরুরি না। শান্তশিষ্ট আর ভাবনাহীন হওয়াও খুনিদের পক্ষে অসম্ভব নয়।

"খাওয়া শেষ করে আবার বাগানের পথে হাঁটল ক্যারোলাইন। সেখানেই স্বামীকে মৃত আবিস্কার করে সে এবং এরপর উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তার মধ্যে। ভদ্রমহিলা গভর্নেসকে পাঠায় ডাক্তার ডাকতে। এবার এমন একটা তথ্য বলব, যা আপনারা আগে শোনেননি।" কথাটা বলেই মিস উইলিয়ামস-এর দিকে তাকাল পোয়ারো, "আপনার কোনও আপত্তি নেই তো?"

ফ্যাঁকাসে মনে হল সিসিলিয়া উইলিয়ামসের চেহারা। "সত্যি গোপন রাখার কোনও দোহাই আপনাকে দিয়েছি বলে মনে পড়ে না," বলল সে।

এবারে ধীরে সুস্থে মিস উইলিয়ামসের পূর্বের স্বীকারোক্তি সবার সামনে তুলে ধরল এরকুল পোয়ারো।

চেয়ারে নড়েচড়ে বসল এলসা ডিট্রিশ্যাম। অবাক হয়ে গভর্নেসকে প্রশ্ন করল, "আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?"

ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ল ফিলিপ ব্লেক, "তাহলে তো আর কোনও কথাই রইল না! সব প্রমাণ হয়ে গেল।"

তাচ্ছিল্যের সুর ফুটল গোয়েন্দার কণ্ঠে, "তেমনটা জরুরি না।"

"আমি বিশ্বাস করি না," দ্রুত প্রতিবাদ করল অ্যাঞ্জেলা ওয়ারেন। রেগে আগুণ হয়ে বুড়ো গভর্নেসের দিকে তাকাল ও।

অপ্রস্তুত ভাবে গোঁফ টেনে চলল মেরেডিথ।

পরিবর্তন দেখা গেল না কেবল মিস উইলিয়ামসের মাঝে। সে বলল, "যা দেখেছি, তাই বলেছি।"

পোয়ারো বলল, "তা বটে। কিন্তু এ ব্যাপারে আপনার কথা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও প্রমাণ নেই।"

"ঠিক। আজ পর্যন্ত আমার কথা কেউ অবিশ্বাস করেনি মসিয়ো পোয়ারো," কঠোর ভাবে বলল গভর্নেস। ধূসর চোখ দুটো স্থির করল পোয়ারোর চোখে।

মাথা নুইয়ে দিল পোয়ারো। বলল, "আমিও বিশ্বাস করেছি। আপনি সেদিন যা দেখেছিলেন, ঠিক তা-ই হয়েছিল। আর তাই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে খুনটা ক্যারোলাইন ক্রেল করেনি। সে দোষী হতে পারে না।"

BanglaBook.org

এই প্রথম বারের মতো মুখ খুলল জন রাটেরি। "আপনি কীসের ভিত্তিতে কথাটা বললেন মসিয়ো পোয়ারো? আমাদের খুলে বলুন।" যুবকের চোখে মুখে চিন্তার ছাপ।

কার্লার হবু স্বামীর দিকে ফিরল পোয়ারো। "অবশ্যই বলব। বলতে তো হবেই। মিস উইলিয়ামস দেখল অতি সাবধানে বিয়ারের বোতল থেকে আঙুলের ছাপ মুছছে ক্যারোলাইন ক্রেল। তারপর সেইখানে কষ্ট করে স্বামীর আঙুলের ছাপ বাসানোর চেষ্টাও করেছে সে। খেয়াল রাখবেন- কাজটা করেছে বিয়ারের বোতল নিয়ে। অথচ, বিষ ছিল গ্লাসে, বোতলে না। পুলিশ কিন্তু বোতলে বিষের ছিটেফোঁটাও পায়নি। আর এই সত্যিটা ক্যারোলাইন নিজেও জানত না!

"অর্থাৎ, যে কিনা স্বামীকে বিষ দিয়ে মারার দায়ে শাস্তি পেল, তার ধারণাই ছিল না বিষটা কীভাবে দেওয়া হয়েছে। ক্যারোলাইন ভেবেছিল বিষ আছে বোতলে।"

"কিন্তু কেন?" অভিযোগ করল মেরেডিথ।

দ্রুত কথাটা পাকড়াও করল পোয়ারো। "কেন? হ্যাঁ, কেন এমন ভাবল? কেনই বা এত তোড়জোড় করল ঘটনাটা আত্মহত্যা প্রমাণ করার? উত্তরটা অতি সাধারণ। কারণ, ভদ্রমহিলা জানত বিষটা কে তার স্বামীকে দিয়েছে। আর সেই ব্যক্তিকে বাঁচাতে সব করার জন্য রাজি ছিল ক্যারোলাইন ক্রেল।

"এবার ভাবুন, কে হতে পারে সেই ব্যক্তি? কাকে বাঁচাতে চেয়েছিল ক্যারোলাইন ক্রেল? ফিলিপ ব্লেক? নাকি মেরেডিথ? অথবা এলসা গ্রিয়ার? সিসিলিয়া উইলিয়ামস? নাহ। এদের কেউ নয়। কেবল একজনই আছে যাকে যে কোনও মূল্যে বাঁচাতে চাইবে মিসেস ক্রেল।"

এই পর্যন্ত বলে থামল পোয়ারো। তারপর আচমকা বলল, "মিস ওয়ারেন, আপনি বোনের দেওয়া চিঠিটা এনেছেন নিশ্চয়ই? আমি ওটা সবাইকে পড়ে শোনাতে চাই।"

"না," এক কথায় মানা করে দিল মেয়েটা।

"কিন্তু, মিস ওয়ারেন-"

উঠে দাঁড়াল অ্যাঞ্জেলা। ধাতুর মতো শীতল শোনাল ওর আওয়াজ, "আপনার কথা বেশ বুঝতে পারছি। আপনি বোঝাতে চাইছেন খুনটা আমি করেছি, আর সেটা জেনে ফেলেছিল ক্যারোলাইন। এই অভিযোগ ভুল, মিথ্যা।"

পোয়ারো শান্ত গলায় বলল, "চিঠিটা।"

"চিঠিটা কেবল আমার জন্য ছিল। শুধু আমার জন্য।"

BanglaBook.org

ঘরের সর্বকনিষ্ঠ দু'জনের দিকে দৃষ্টি ফেরাল এরকুল পোয়ারো।

ইশারা বুঝে নিল কার্লা। বলল, "অ্যান্টি, মসিয়ো পোয়ারো যা বলছে করো।"

তেঁতো হয়ে গেল অ্যাঞ্জেলার কণ্ঠ, "একথা তুমি বলছ কার্লা! মায়ের জন্য কি এতটুকু শ্রদ্ধা নেই তোমার মনে? মা ছিল ও তোমার, মা-"

এবারে গর্জে উঠল কার্লা, "জানি। আর সেই অধিকারেই বলছি চিঠিটার কথা জানতে চাই। মায়ের পক্ষ থেকে দাবি করছি আমি।"

কাঁপা হাতে চিঠিটা ব্যাগ থেকে উদ্ধার করল অ্যাঞ্জেলা। ধরিয়ে দিল গোয়েন্দার হাতে। "জিনিসটা আপনাকে দেখানই উচিত হয়নি," ঘৃণার সঙ্গে জানাল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে দিল জানালার দিকে।

চিঠিটা পড়ে চলল পোয়ারো। প্রতিটি শব্দের সঙ্গে যেন ছায়া গাঢ় হল দেওয়ালের ভাঁজে। সহসা কার্লার মনে হল ঘরে আরও কেউ আছে। নীরবে শুনে যাচ্ছে ওদের কথা। চুপচাপ নিঃশ্বাস নিচ্ছে, দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষায়। নিশ্চয়ই ওর মায়ের আত্মা এসেছে এই ঘটনার সাক্ষী হতে- মনে মনে ভাবল কার্লা।

অবশেষে থমকে গেল পোয়ারোর কণ্ঠ। চিঠি পড়া শেষ।

কথাগুলো হজম করার জন্য কিছুটা সময় দিয়ে আবার মুখ খুলল গোয়েন্দা। "দারুণ সাহসী একটা চিঠি। সুন্দর এবং সাহসী। আশাকরি এ ব্যাপারে দ্বিমত করবেন না কেউ। চিঠিটার বিশেষত্ব কি জানেন? এতে নিজেকে নির্দোষ দাবি করে একটা কথাও লেখেনি মিসেস ক্রেল।"

"তার প্রয়োজনও ছিল না," মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে রেখেই বলল অ্যাঞ্জেলা ওয়ারেন।

"একদম ঠিক। কোনও প্রয়োজন ছিল না। কারণ ক্যারোলাইন মনে মনে জানত খুনটা করেছে তার বোন, এবং যে তার চোখে খুনি তাকেই খুনের কথা বলে লাভ কী? কেবল একটাই চিন্তা ছিল তার, যেন অ্যাঞ্জেলা দোষটা স্বীকার না করে ফেলে। লক্ষ্য করুন, চিঠিতে বলেছে- সব ঠিক আছে। বার বার চেষ্টা করেছে বোনকে আশ্বস্ত করতে।"

অধৈর্য হয়ে পড়ল অ্যাঞ্জেলা। বলল, "আপনি বুঝতে পারছেন না- আমাকে সুখী দেখতে চেয়েছিল ও। তাই ওভাবে লিখেছে।"

"একদম ঠিক। অন্তত এ কথাটা শতভাগ পরিষ্কার। নিজের মেয়ের চিন্তা না করে আপনার চিন্তা করেছিল বেশি। পৃথিবীর সবকিছু তার জন্য গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিল, একমাত্র বোন ছাড়া। তার বোনকে আশ্বস্ত করা জরুরি মনে হয়েছিল। আপনি যেন একটা সুখী-সফল জীবন কাটাতে পারেন সেই চিন্তায়

BanglaBook.org

বিভোর ছিল মিসেস ক্রেল। যেন অপরাধের বোঝা বোনের মাথার উপর ভারী হয়ে না দাঁড়ায় তাই লিখেছে- 'এজগতে প্রত্যেককে তার হিসাব চুকাতে হবে। তাই বেঁচে থাকার সময়টুকু শান্তিতে কাটানো জরুরি।'

"কেবলমাত্র এই কথাটুকুই সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যা করে দেয়। শৈশবের সেই অন্যায়, যা বহু বছর ধরে তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়েছিল ভদ্রমহিলাকে, রাগের মাথায় পেপারওয়েট ছুঁড়ে মেরে চিরতরে আহত করে ফেলেছিল বোনকে- চুকিয়ে দেবার সুযোগ এসে পড়ল তার হাতে। আর জেনে খুশিই হবেন, আমার বিশ্বাস সত্যিকারের শান্তি পেয়েছিল মিসেস ক্রেল। কেবলমাত্র একটা বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে বসেছিল শেষ পর্যন্ত- বোনকে রক্ষা করেছে সে। এতদিনের ঋণ শোধ করেছে। আর এই ধারণটাই আদালতে তাকে ভেঙে পড়তে দেয়নি। প্রতিপক্ষের কোনও প্রকার আক্রমণ টলাতে পারেনি তাকে।

"এবার এই আঙ্গিকে ভেবে দেখুন, ক্যারোলাইনের কাজগুলো যথেষ্ট যৌক্তিক মনে হবে। প্রথমেই ঘটনার আগের দিন এমন কিছু হল, যাতে পুরনো স্মৃতি মনে পড়ে গেল তার। অ্যাঞ্জেলা একটা পেপারওয়েট ছুঁড়ে মারল আমায়াস ক্রেলের দিকে। বহু বছর আগে ঠিক একই ভাবে সে নিজে পেপারওয়েট ছুঁড়ে বরাবরের মতো আহত করে ফেলেছিল তার বোনকে। তার উপর অ্যাঞ্জেলা আমায়াস ক্রেলকে শাপ-শাপান্ত করেছিল, বলেছিল- 'সে মরে গেলেই ভাল।'

"এরপর চোখ রাখব পরদিন সকালে। বিয়ার নিতে এসে ক্যারোলাইন ফ্রিজের কাছে আবিস্কার করল অ্যাঞ্জেলাকে। মিস উইলিয়ামসের ভাষ্যমতে তখন ওকে দেখে মনে হয়েছিল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে। তার মনে হল হঠাৎ ধরা পড়ে ঘাবড়ে গেছে মেয়েটা, কিন্তু ক্যারোলাইন মনে কু-ডাকল। সে বুঝে নিল যা বোঝার। এর আগেও আমায়াসের পানীয়তে কিছু মিশিয়ে দেবার মতো কীর্তি করেছে অ্যাঞ্জেলা। এই সহজ দুষ্টুমি অনায়াসেই উঁকি দিত কিশোরী অ্যাঞ্জেলার মনে।

"তারপর অ্যাঞ্জেলার দেওয়া বোতলটা স্বামীর কাছে নিয়ে গেল মিসেস ক্রেল। গ্লাসে ঢেলে দিল আমায়াস ক্রেলকে। ভদ্রলোকও এক ঢোঁকে গিলে ফেলল বরাবরের মতো। এবং বলল- সবকিছুতেই কেমন যেন বিশ্রী স্বাদ পাচ্ছে সে।

"তখন কোনও সন্দেহ জাগেনি ক্যারোলাইনের মনে। পরবর্তীতে, দুপুরের খাবার পর যখন বাগানে গিয়ে দেখল ভদ্রলোক আর বেঁচে নেই- তখন এক ঝটকায় বুঝে ফেলল, মৃত্যু হয়েছে বিষের প্রভাবে। কিন্তু, সে তো বিষ দেয়নি। তাহলে কে? নিমিষে মনে পড়ে গেল সবটা- অ্যাঞ্জেলার হুমকি,

BanglaBook.org

ফ্রিজের কাছে চোরের মতো দাঁড়িয়ে থাকা, নিজ হাতে বোতল এগিয়ে দেওয়া। কেন করল এমন? আমায়সের উপর প্রতিশোধ নিতে? তাকে সামান্য অস্বস্তি দিতে? অসুস্থ করতে? নাকি ক্যারোলাইনকে বিবাহ বিচ্ছেদের হাত থেকে রক্ষা করতে? কল্পনায় আরও অতীতে চলে গেল ক্যারোলাইন, যখন বোনের মতো নিয়ন্ত্রণহীন রাগ ছিল তার। তখন কেবল একটা চিন্তাই আঁকড়ে ধরতে চাইল- কীভাবে বাঁচাবে বোনকে? যেহেতু বোতলটা অ্যাঞ্জেলা হাতে ধরে দিয়েছে, সেখানে নিশ্চয়ই আঙুলের ছাপ বসে গেছে। দ্রুত সেটা মুছে তুলে দেবার চেষ্টা চালাল ক্যারোলাইন ক্রেল। যদি ব্যাপারটাকে আত্মহত্যার রূপ দেওয়া যায়, তবে হয়তো অ্যাঞ্জেলার উপর আঁচ আসবে না। সেটা ভেবেই, আমায়াস ক্রেলের আঙুলের ছাপ বসাতে চেষ্টা করে বোতলে। দ্রুত করতে হল কাজটা। কান খাড়া করে, সতর্ক থেকে। যে কোনও সময় হাজির হতে পারে বাকিরা...

"এভাবে দেখলে পুরো ঘটনাটা খাপেখাপে মিলে যায়। মিসেস ক্রেল পুরোটা সময় অ্যাঞ্জেলাকে নিয়ে যে উদ্বেগে ছিল তারও উপযুক্ত ব্যাখ্যা মেলে। সারাটা সময় চিন্তায় ছিল ভদ্রমহিলা, যদি পুলিশ বাড়াবাড়ি রকমের বিরক্ত করে তার বোনকে! তাই, তোড়জোড় করে ইংল্যান্ডের বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা করল বিচার শেষ হবার আগেই। কারণ, ক্যারোলাইন ক্রেল ভয়ে ভয়ে ছিল, মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ে সবকিছু আবার স্বীকার করে না নেয় তার বোন।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

২০.
সত্যের স্বরূপ

ধীরে জানালা থেকে মুখ ঘোরাল অ্যাঞ্জেলা ওয়ারেন। চোখ দুটো শক্ত হয়ে গেছে তার। চেহারায় প্রচণ্ড রাগ।

"আপানারা বড্ড বোকা- সবাই বোকা," বলল সে। "খুনটা যদি আমিই করে থাকতাম, তাহলে সেটা চেপে রাখার কোনও প্রশ্নই ছিল না। কোনও ভাবেই আমার বোনকে কষ্ট পেতে দিতাম না। কখনও না।"

"কিন্তু, পানীয়তে ঠিকই কিছু মিশিয়েছিলেন ম্যাডাম," মুচকি হেসে বলল পোয়ারো।

"আমি? বিয়ারে কিছু মিশিয়েছি?"

মেরেডিথ ব্লেকের দিকে ফিরল পোয়ারো। "আপনি তো বলেছিলেন রাতে নিচতলায় শব্দ শুনে আপনি গবেষণাগারে খুঁজতে গিয়েছিলেন। ঠিক তো?"

সম্মতিতে মাথা নাড়াল মেরেডিথ ব্লেক। "হ্যাঁ, একটা বিড়াল ঢুকেছিল।"

"বিড়ালই যে বুঝলেন কী করে?"

"তা তো মনে নেই। শুধু মনে আছে বিড়াল ঢুকেছিল। আমি নিশ্চিত। জানালা যতটুকু ফাঁকা ছিল তা দিয়ে বিড়াল ছাড়া অন্যকিছু ঢোকা সম্ভব নয়।"

"কিন্তু, জানালার পাল্লাটা তো স্থির নয়, যে কেউ ইচ্ছা করলেই সেটা উপরে তুলে ভেতরে আসতে পারে। আবার চলেও যেতে পারে।"

"তা পারবে। কিন্তু, আমি জানি, বিড়াল ঢুকেছিল।"

"আপনি দেখেছিলেন বিড়ালটা?"

বিভ্রান্ত শোনাল মেরেডিথের কণ্ঠস্বর, "না দেখিনি, তবে-" সামান্য থামল সে। ভুরু কুঁচকে বলল, "কিন্তু, আমি নিশ্চিত।"

"আপনার এই আত্মবিশ্বাসের কারণটা আমি জানি। অবশ্যই বলব। তবে তার আগে ভাবুন তো- সেদিন সকালে কেউ এসেছিল আপনার বাড়িতে। সে আপনার গবেষণাগারে ঢুকে কিছু একটা সরিয়ে কেটে পড়েছিল। আপনি খেয়াল করেননি ব্যাপারটা। সেই কেউ একজন এসেছিল অ্যালডারব্যারি থেকে। কে হতে পারে? নিশ্চয়ই ফিলিপ কিংবা এলসা নয়, আমায়াস কিংবা ক্যারোলাইনও হতে পারে না। সেসময় ওই চারজন কী করছিল সেসব আমাদের জানা। তাহলে বাকি থাকল মোটে দু'জন- অ্যাঞ্জেলা ওয়ারেন আর মিস উইলিয়ামস। আপনি বাইরে যাবার পথে দেখা হয়েছিল মিস উইলিয়ামসের সঙ্গে। ভদ্রমহিলা আপনাকে বলেছিল- অ্যাঞ্জেলাকে খুঁজতে

BanglaBook.org

এসেছে। অ্যাঞ্জেলা নাকি স্নান করতে গেছে। অথচ লেকের ধারে কাছেও দেখা যায়নি তাকে। সাঁতার কেটে অনায়াসেই এপারে চলে আসা সম্ভব ছিল অ্যাঞ্জেলার পক্ষে। সত্যি বলতে, পরবর্তীতে ফিলিপ ব্লেকের সঙ্গে সাঁতার কেটে লেকের এপার-ওপার করেছে কয়েকবার। তাই ভেবে নেওয়া যেতেই পারে, পানিপথে এদিকে এসে, জানালা দিয়ে ঢুকে আপনার শেলফ থেকে কিছু একটা সরিয়ে নেওয়াও অসম্ভব ছিল না।"

প্রতিবাদ করল অ্যাঞ্জেলা। "এমন কিছুই করিনি আমি- অন্তত সেদিন তো-"

"আহ!" বিজয়ীর মতো বলল পোয়ারো। "মনে পড়ে, আমাকে বলেছিলেন- আমায়াস ক্রেলের পানীয়তে একবার বিড়ালের খাবার মেশাতে গিয়েছিলেন?"

সূত্রটা ধরে ফেলল মেরেডিথ, "ভ্যালেরিয়ান! নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!"

"ঠিক ধরেছেন। ভ্যালেরিয়ান। ঠিক বিড়ালের খাবার নয়। একধরণের গাছ। যার ফুল কিংবা ফুলের নির্যাস বিড়ালকে ভয়ংকর আকৃষ্ট করে। কেবল বিড়ালই না, অন্য অনেক কীট পতঙ্গ কিংবা প্রজাপতিও আকৃষ্ট হয় এতে," বলে চলল এরকুল পোয়ারো, "যেহেতু গন্ধের ব্যাপারে আপনার নাক একেবারে পাক্কা, তাই ঘরে ঢুকেই আপনার মনে হয়েছিল নিশ্চয়ই কোনও বিড়াল এসেছিল জিনিসটার গন্ধ শুঁকে। জিনিসটার স্বাদ অবশ্য জঘন্য। আপনার মুখ থেকেই এর ব্যাপারে জানতে পারে অ্যাঞ্জেলা, তখনই মনে মনে ছক কষে এই বস্তু মেশাবে মিস্টার ক্রেলের বিয়ারে। মিস্টার ক্রেলের এক ঢোঁকে পানীয় গিলে ফেলার স্বভাব কারও অজানা ছিল না। সুতরাং, কিছু বুঝে ওঠার আগেই জিনিসটা গিলে ফেলবে সে, আর টের পাবে মজা- এই ছিল অ্যাঞ্জেলা ওয়ারেন-এর পরিকল্পনা।"

অবাক হল অ্যাঞ্জেলা। "ওই দিনই কি সরিয়েছিলাম? হ্যাঁ, মনে আছে জিনিসটা নিয়েছিলাম। ক্যারোলাইন প্রায় ধরেও ফেলেছিল! হুম, মনে পড়ছে... কিন্তু, সেটা সেদিনই ছিল কিনা তা মনে নেই।"

"খেয়াল না থাকারই কথা। কারণ- তখন এর থেকেও একটা বড় ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। আমায়াস ক্রেলের মৃত্যু। আর এই ঘটনার ধাক্কাই অপেক্ষাকৃত ছোট দুষ্টুমিটাকে সরিয়ে দিয়েছিল স্মৃতি থেকে। তবে আমার নজর এড়ায়নি। আপনি বলেছেন- জিনিসটা মিশাতে নিয়েছিলেন, তবে মিশিয়েছিলেন সেটা বলেননি।"

BanglaBook.org

"তা আর পারলাম কই! বোতলটা খোলার আগেই চলে এসেছিল ক্যারোলাইন। ওহ!" সহসা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আঁতকে উঠল অ্যাঞ্জেলা। "ও- ও তাই ভেবেছিল- আমি বিষ দিয়েছি। আমি-!"

থমকে গিয়ে সবাইকে দেখল অ্যাঞ্জেলা ওয়ারেন। তারপর শীতল কণ্ঠে বলল, "আপনারাও সবাই তাই ভাবছেন নিশ্চয়ই?" তারপর বলল, "আমায়াসের মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী নই। দুষ্টুমি করে কিংবা অন্য কোনও ভাবে ওকে মারার চেষ্টাও করিনি। যদি করতাম, তাহলে এতদিন মুখ বন্ধ করে রাখতাম না।"

ছাত্রীর সাহায্যে এগিয়ে এল মিস উইলিয়ামস, "আমি জানি, কাজটা তোমার না।" পোয়ারোর দিকে কড়া দৃষ্টি হানল ভদ্রমহিলা। "একমাত্র নির্বোধ ছাড়া একথা আর কেউ বিশ্বাস করবে না," কাটাকাটা ভাবে বলল।

"অবশ্যই আমি বোকা নই, এবং খুনটা উনি করেছেন সে কথাও বিশ্বাস করি না। আমি ভাল করেই চিনি আসল খুনিকে।"

একটু বিরতি নিয়ে ফের বলে চলল এরকুল পোয়ারো, "কোনও কিছুকে সত্য বলে ধরে নেওয়াও অনেক সময় বড়সড় বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই যেমন অ্যালডারব্যারির তখনকার পরিস্থিতির কথাই ধরা যাক! চিরায়ত দৃশ্যপট। ত্রিকোণ প্রেম। সবাই ধরেই নিল নতুন প্রেমের জন্য স্ত্রীকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত আমায়াস ক্রেল। কিন্তু আমি বলছি, স্ত্রীকে ছাড়ার কথা কখনও কল্পনাও করেনি ভদ্রলোক।

"ইতিপূর্বে বহুবার মোহগ্রস্থ হবার ইতিহাস আছে মিস্টার ক্রেলের। স্ত্রীলোক আকর্ষণ করত তাকে। আবার, সময়ের সঙ্গে ফুরিয়ে যেত মোহ। আর তার সাথে যারা জড়িয়ে পড়ত তাদের কেউই খুব বাড়াবাড়ি আশা নিয়ে জীবনে আসেনি। এদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম এলসা গ্রিয়ার। সেসময় কতই বা বয়স এলসার! তাকে কোনও অর্থেই একজন পরিপূর্ণ নারী বলা চলে না তখনকার প্রেক্ষাপটে। ব্যাপারটা ঠিক ধরেছিল ক্যারোলাইন ক্রেল। কথায় যতই মাধুর্য থাকুক না কেন, আসলে ছেলেমানুষ এলসা। আর প্রেমের ব্যাপারেও যথেষ্ট অনভিজ্ঞ, একরোখা। নিজের বিচারবোধ দিয়ে আমায়াস ক্রেলকে যাচাই করেছিল এলসা গ্রিয়ার। ধরেই নিয়েছিল, ওর মতো সেও পাগল হয়ে গেছে প্রেমে, এবং এই প্রেম চিরন্তন। তাই ভদ্রলোকের সঙ্গে ঠিক মতো আলোচনা না করেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল স্ত্রী-কে ত্যাগ করবে আমায়াস ক্রেল।

BanglaBook.org

"অথচ সবকিছু জেনেও কেন মিস্টার ক্রেল এলসার ভুল ভাঙার উদ্যোগ নেয়নি? আমার মনে হয় এর মূলে আছে তার ছবি আঁকার আগ্রহ। হ্যাঁ, এলসাকে নিয়ে ছবিটা শেষ করতে চেয়েছিল সে।

"কারও কারও কাছে যুক্তিটা অস্বাভাবিক মনে হতে পারে- কিন্তু যারা শিল্পীদের সম্পর্কে কিছু হলেও ধারণা রাখে তারা অবাক হবে না। এই ক্ষেত্রে প্রমাণও আছে। বিশেষত মেরেডিথ ব্লেকের সঙ্গে আমায়াস ক্রেলের কথোপকথন। মিস্টার ক্রেল বন্ধুকে আশ্বস্ত করেছিল সব ঠিক হয়ে যাবে। লোকটার চোখে সবকিছুই ছিল সহজ সরল। জীবনের সেরা ছবিটা আঁকছিল সে, তাই 'ঝগড়াটে মেয়েমানুষ'-দের পাত্তা দেবার প্রয়োজন বোধ করেনি। সেই মুহূর্তে ছবিটা ছিল তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

"ওই মুহূর্তে এলসাকে সবটা সত্যি বলে দিলে কাজ ভেস্তে যাবার সম্ভাবনা ছিল। হয়তো প্রেমের শুরুতে আবেগের বশে বলে ফেলেছিল ক্যারোলাইনকে ছেড়ে যাবে। প্রেমে পড়লে এমন একটু আধটু বলেই থাকে পুরুষেরা। অথবা বলেনি। তবে, ঠিক সেভাবে বাঁধাও দেয়নি ভাবনায়। যা খুশি ভেবে নিক এলসা, তাতে তার কী? চুপচাপ ছবিটা শেষ হয়ে গেলেই চলে। আর মাত্র কয়েকটা দিনের ভরসায় ছিল মিস্টার ক্রেল। কাজ শেষ হয়ে যেত এর মধ্যেই।

"আর তার পরেই সব সত্যিটা জানিয়ে দেবে ভেবেছিল। সব কিছু শেষ করে দেবে। এলসাকে ঝেড়ে ফেলবে ঘাড় থেকে।

"আমার ধারণা, এলসা গ্রিয়ারের সঙ্গে খুব বেশি ঘনিষ্ঠ না হবার চেষ্টা শুরু থেকেই ছিল আমায়স ক্রেলের। এমনকী তাকে সাবধানও করে দিয়েছিল নিজের চরিত্র সম্পর্কে। কিন্তু, ওপাশ থেকে জোর করে এলসা। আর মিস্টার ক্রেলের মতো একজন পুরুষ কতক্ষণই বা পারত নারী আকর্ষণ উপেক্ষা করতে! নিশ্চয়ই ভদ্রলোককে সরাসরি প্রশ্ন করলে বলে দিত- এলসার বয়স কম- এসব সম্পর্ক ভুলে যেতে ওর সময় লাগবে না। আমায়াস ক্রেল মনস্তাত্ত্বিক ভাবেই এমন।

"যদি কিছুটা হৃদয়ের টান থেকে থাকে, সেটুকু স্ত্রীর প্রতিই ছিল। তবে সেসব নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামাত না সে। বিশেষ করে ক্যারোলাইন ক্রেল আর কয়েকটা দিন ধৈর্য ধরতে পারলেই পুরো দৃশ্যপট পাল্টে যেতে পারত। সেজন্যই এলসার উপর খেপে গিয়েছিল লোকটা। ওভাবে স্ত্রীকে বিয়ের কথাটা বলে ফেলা উচিত হয়নি তার। কিন্তু, তবুও মনে আশাটুকু জিইয়ে রেখেছিল আমায়াস ক্রেল। ইতিপূর্বে এজাতীয় সমস্যায় বহুবার ক্ষমা করেছে তার স্ত্রী। সুতরাং, আবার ক্ষমা পাওয়াটাও অসম্ভব ছিল না। বাকি রইল

BanglaBook.org

এলসার মনোভাব। ওকে ব্যাপারটা মেনেই নিতে হবে শেষতক- অন্তত তেমনটাই ধরে নিয়েছিল শিল্পী। তার মতো মানুষের জন্য জীবনের জটিলতর সমস্যার সমাধাণ এরকম শিশুতোষ ছিল।

"সম্ভবত, ঘটনার আগের দিন, স্ত্রীকে নিয়ে দারুণ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল আমায়াস ক্রেল। এমন হতে পারে, তার সঙ্গে কথা বলতেও অস্বীকার করেছিল মিসেস ক্রেল। সে যাই হোক। সারারাত ব্যাপারটা পীড়া দেয় ভদ্রলোককে। তাই পরদিন সকালে নাশতার পর স্ত্রীকে লাইব্রেরীতে ডেকে সব সত্যিটা খুলে বলে। জানায় মিস এলসার প্রতি যেটুকু মোহ ছিল, কেটে গেছে। ছবিটা শেষ হলেই ওর সঙ্গে সব ধরণের যোগাযোগ ছিন্ন করবে।

"আর তারই জবাবে ক্যারোলাইন বলল- 'তুমি আর তোমার মেয়েমানুষের দল!' ওই একটা মাত্র কথা এলসাকে ফেলে দেয় আমায়াসের পূর্বের সব বাতিল প্রেমিকাদের কাতারে। এরপর রেগেমেগে আরও একটা কথা যোগ করল মিসেস ক্রেল- 'একদিন তোমাকে খুন করে ফেলব, দেখে নিও-'

"তবে এক্ষেত্রে রাগের কারণটা ছিল ভিন্ন। এলসার প্রতি আমায়াসের অন্যায় দেখে খেপে গিয়েছিল ক্যারোলাইন। যার প্রমাণ পাওয়া যায় ফিলিপ ব্লেকের বক্তব্যে। ঘর থেকে মিসেস ক্রেল বেরিয়ে যাবার পর তার মুখ থেকে যে কথাটা মিস্টার ব্লেকের কান পর্যন্ত পৌঁছেছিল তা হল- 'অনেক নিষ্ঠুর'। তখন এলসার পরিনতির কথা ভাবছিল ক্যারোলাইন ক্রেল।

"অন্যদিকে আমায়াস ক্রেল বেরিয়ে এল লাইব্রেরী থেকে। এলসা আর ফিলিপ ব্লেকের সঙ্গে তার দেখা হল বাড়ির চত্বরে। তখনই মিস এলসাকে ছবি আঁকার জন্য বসতে বলল সে। তবে মিস্টার ক্রেলের জানা ছিল না, জানালার ওধারে বসে সব কথাই শুনেছে এলসা গ্রিয়ার। পরবর্তীতে কথোপকথনের যে বর্ণনা সে দিয়েছে, তা মোটেও সত্যি নয়। এখানে মনে রাখা ভাল, এই স্বীকারোক্তি যাচাই করার মতো আর কেউ ছিল না। ক্রেল দম্পতির পুরো আলাপ শুনতে পায়নি ফিলিপ ব্লেকও।

"এবারে মিস এলসার অবস্থাটা কল্পনা করুন। আকাশ থেকে নির্মম বাজ হানল আমায়াস ক্রেলের সত্যি।

"এবং আমায়াসের মৃত্যুর আগেরদিন, অর্থাৎ যেদিন বিষটা চুরি হয়েছিল মেরেডিথ ব্লেকের গবেষণাগার থেকে, সেদিন দরজার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছিল মিস্টার ব্লেক। গল্প করছিল মিস এলসার সঙ্গে। ঠিক তখনই ভেতর থেকে বিষ নিয়েছিল ক্যারোলাইন। ব্যাপারটা দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকা এলসার নজর কাড়ে।

BanglaBook.org

"এ ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় এলসা গ্রিয়ার। কিন্তু, পরদিন জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে, নিজের সম্পর্কে নির্মম কথাগুলো শুনে, প্রথমেই বিষের শিশিটার কথা মাথায় আসে তার।

"একটু বাদে আমায়াস বাইরে আসতেই গরম পোশাক আনার ছুতো দিয়ে ঘরে ঢোকে এলসা। দ্রুত ক্যারোলাইনের ঘরে হানা দেয় সে, বিষ খুঁজতে। একটা মেয়ে কোথায় কিছু লুকাতে পারে, তা অন্য একটা মেয়ের থেকে ভাল আর কেউ জানে না। খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয় না এলসার। সহজেই পেয়ে যায় জিনিসটা। তবে, সাবধানে কাজ করতে হয় তাকে। লক্ষ্য রাখতে হয় যেন শিশি থেকে ক্যারোলাইনের আঙুলের ছাপ মুছে না যায়। শিশি থেকে একটা পিপেটের মধ্যে বিষটুকু এক নিমিষে তুলে আনে এলসা।

"তারপর ফিরে আসে বাগানে। এবং অবলীলায় কিছুটা বিয়ার ঢেলে দেয় আমায়াসের জন্য। বিষটাও কৌশলে মেশায় ওতেই। আমায়াস ক্রেল বরাবরের অভ্যাস মতন এক ঢোঁকে খেয়ে ফেলে পুরোটা।

"এরপর আরও একবার ঘরে যায় এলসা (এবার সত্যি সত্যি সোয়েটার আনতে)। এই ফাঁকে ক্যারোলাইন হাজির হয় বাগানে। স্বামীকে বলে- এলসার সঙ্গে কাজটা ঠিক হচ্ছে না। সে এই পদ্ধতি সমর্থন করে না। ব্যাপারটা যথেষ্ট নির্মম! এসব শুনে খেপে যায় মিস্টার ক্রেল। বলে- 'সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে, মেয়েটাকে ও গোছগাছ করে পাঠিয়ে দেবে।'

"এমন সময় পায়ের শব্দ পাওয়া গেল দরজার বাইরে। হাজির হল ব্লেক ভাইয়েরা। কথাগুলো যেন ফাঁস না হয়ে যায়, তাই ক্যারোলাইন বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু কথা বিড়বিড় করে বলল অ্যাঞ্জেলার স্কুলে যাবার ব্যাপারে। বাকিরা বুঝে নিল স্বামী-স্ত্রী'র তর্ক হয়েছে অ্যাঞ্জেলাকে নিয়ে। এবং 'মেয়েটাকে ও গোছগাছ করে পাঠিয়ে দেবে'- কথাটা খেয়াল না করে ভাবল অ্যাঞ্জেলাকে 'গোছগাছ করে পাঠিয়ে দেবে' -বলেছে আমায়াস ক্রেল।

"আর এলসা? সে সোয়েটার গায়ে চাপিয়ে দিব্যি গিয়ে বসে পড়ল নির্দিষ্ট জায়গায়।

"নিঃসন্দেহে মনে মনে এলসা ধরেই নিয়েছিল পুলিশ এলে সন্দেহ পড়বে ক্যারোলাইনের উপর। এবং তারপর বিষের শিশিটা খুঁজে পাওয়া যাবে ঘরে। অথচ, ক্যারোলাইন পুরোপুরি সুবিধাজনক একটা কাজ করে বসল। ঠাণ্ডা বিয়ার নিয়ে এল স্বামীর জন্য, এবং তা ঢেলে দিল গ্লাসে।

"তরলটুকু গলায় ঢেলেই মুখ বাঁকিয়ে নিল আমায়াস ক্রেল বলল- 'আজ সবকিছুর স্বাদ বিশ্রী লাগছে।'

BanglaBook.org

"দারুণ গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। সবকিছুর স্বাদ বাজে লেগেছে? তার অর্থ মিসেস ক্রেল ঠাণ্ডা বিয়ার দেবার আগেও কিছু খেয়েছিল সে, যার স্বাদ তার ভাল লাগেনি। এবং বিশ্রী স্বাদের রেশ থেকে গিয়েছিল মুখে। এই তথ্য আরও একটা সূত্র থেকে নিশ্চিত হওয়া যায়। ফিলিপ ব্লেক তার চিঠিতে লিখেছে ক্যারোলাইন ক্রেল ঠাণ্ডা বিয়ার এনে দেবার আরও আগে বন্ধুর পায়ের টলুনি দেখে মনে হয়েছিল ড্রিংক করেছে। অথচ ওই টালমাটাল অবস্থা হয়েছিল কোনাইন বিষের প্রভাবে।

"পুরোটা সময় দেয়ালের ওখানে ধৈর্য ধরে বসে ছিল এলসা গ্রিয়ার। কারণ আমায়াস আগেভাগে সন্দেহ করে বসলে প্ল্যান ভেস্তে যেত। সে জন্যই মিস্টার ক্রেলের সঙ্গে খুনসুটি করেছে, মেরেডিথ ব্লেককে হাত নেড়ে স্বাগত জানিয়েছে- পুরো ব্যাপারটায় তার কোনও ভূমিকা নেই বোঝাতে যা যা করা দরকার তাই করেছে।

"অন্যদিকে রোগ-শোক ঘৃণা করা আমায়াস ক্রেল- অসুস্থতার কাছে হার না মেনে এঁকে গেছে ছবি। যতক্ষণ পর্যন্ত শরীরে শক্তি ছিল, কণ্ঠ ভারী হয়ে আসেনি, ততক্ষণ চালিয়ে গেছে কাজ। তারপর অসাড় হয়ে বসে পড়েছে বেঞ্চে। কিন্তু, মগজ তখনও সচল ছিল মানুষটার।

"দুপুরে খাবার ঘণ্টা বাজতেই আসন ছেড়ে উঠে এল মেরেডিথ। আমার মনে হয়, সেই সময়টুকুর মধ্যে শেষ কয়েক ফোঁটা বিষ বিয়ারের গ্লাসে মিশিয়ে দিয়েছিল এলসা। তার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ক্যারোলাইনের আনা নির্দোষ পানীয়টুকুই ছিল তাতে। (বাড়ি ফেরার পথে এক ফাঁকে বিষ নেওয়া পিপেটটা ভেঙে পথেই ফেলে দিয়েছিল। পরে পুলিশ খুঁজে পায় সেটা।) এরপর দরজার কাছে পৌঁছে গেল মিস এলসা।

"চোখ দিয়ে বন্ধুকে ঈশারা করেছিল মিস্টার ক্রেল। সে ইঙ্গিত বুঝতে পারেনি মেরেডিথ ব্লেক। বরং দেখেছিল পরিচিত ভঙ্গীতে বসে থাকা বন্ধুকে। ছবির থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছিল বন্ধু, রাগী দৃষ্টি ছিল সে চোখে।

"ষড়যন্ত্রের কতটা আমায়াস ক্রেল ধরতে পেরেছিল সে কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কিন্তু, হাত আর চোখ বিশ্বাসঘাতকতা করেনি তার সাথে।"

এই পর্যন্ত বলে দেওয়ালে ঝোলানো ছবিটার দিকে নির্দেশ করল এরকুল পোয়ারো।

"ছবিটা প্রথমবার দেখেই বোঝা উচিত ছিল আমার। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ছবি! শিকারের হাতে আঁকা শিকারির চিত্রকলা- এমন এক মেয়ের ছবি যে তার ভালবাসার মানুষের মৃত্যু দেখেছে নির্লিপ্ত চোখে..."

BanglaBook.org

২১.
পরিশেষে

পুরো ঘর জুড়ে নেমে এল কবরের নীরবতা। জানালার কিনার থেকে বিদায় নিল দিনের শেষ আলো। শুরু হল রাতের অন্ধকার।

একটু নড়ে উঠল এলসা ডিট্রিশ্যাম। "সবাইকে অন্য ঘরে নিয়ে যাও মেরেডিথ। মসিয়ো পোয়ারোর সঙ্গে একটু একা কথা বলতে চাই।"

সবাই চলে যাওয়া পর্যন্ত একচুল নড়ল না এলসা। দরজাটা বন্ধ হতেই বলল, "অনেক বুদ্ধি আপনার, তাই না?"

চুপচাপ রইল গোয়েন্দা।

"কি ভেবেছেন, সবটা স্বীকার করে নেব?"

মাথা নাড়ল পোয়ারো।

"কখনও না," বলল এলসা। "একটা কথাও স্বীকার করব না আমি। এখন আমাদের মধ্যে যা কথা হবে, সেগুলো প্রকাশ পেলেও অসুবিধা হবে না। কারণ, আমাদের কারও কথা প্রমাণ করার মতো তৃতীয় ব্যক্তি নেই এখানে।"

"ঠিক।"

"আপনার মতলবটা কী, বলুন তো?"

সোজা-সাপ্টা জবাব দিল পোয়ারো, "ক্যারোলাইন ক্রেলকে যেন মরণোত্তর নির্দোষ স্বীকৃতি দেওয়া হয় তার জন্য যা করা দরকার করব। প্রয়োজনীয় মহলে জানাবো সবটা।"

হাসল এলসা। "বটে! যে দোষ করেইনি তার জন্য ক্ষমা! হাসালেন," বলল ও। "আর আমার কী হবে?"

"যা বললাম, প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের তথ্যগুলো জানানোর পর আমার কাজ শেষ। বাকিটা তাদের ইচ্ছা। চাইলে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে মামলা করবে। তবে, যদি আমার মতামত শুনতে চান তাহলে বলব, এক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রমাণ নেই তাদের হাতে। কিছু সিদ্ধান্তের উপর ভর করে সত্যিটা জানা যায়, কিন্তু প্রমাণ করার জন্য চাই আরও দৃঢ় কিছু। তার উপর আছে আপনার সামাজিক উঁচু অবস্থান। সবদিক বিবেচনা করে ওরা হয়তো নতুন করে মামলা চালানর ঝক্কি করবে না। অন্তত আরও মজবুত কোনও প্রমাণ না পেলে তো নয়ই।"

BanglaBook.org

"করলে করবে। কিচ্ছু যায় আসে না তাতে," বলল এলসা। "কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিজের জীবনের জন্য লড়াই করলে বরং কিছুটা প্রাণবন্ত লাগবে। হয়তো ব্যাপারটা উপভোগ্য হবে।"

"আপনার স্বামী পছন্দ করবে না ব্যাপারটা।"

চোখদুটো গোয়েন্দার উপর স্থির করল এলসা। "আপনার কি মনে হয় স্বামীর মতামতের বিন্দুমাত্র পরোয়া করি আমি?"

"না, করেন না," বলল পোয়ারো। "আমার মনে হয় না জীবনে কারও মতামতের বিন্দুমাত্র পরোয়া আপনি করেছেন। করলে অন্তত সুখী হতে পারতেন।"

"আমার জন্য কষ্ট হচ্ছে নাকি?" কাটাকাটা ভাবে বলল এলসা।

"হচ্ছে ম্যাডাম। তার কারণ, এখনও জীবন থেকে অনেক কিছু শেখা বাকি আপনার।"

"কী আছে শেখার?"

"আবেগ-অনুভূতি- দয়া, মমতা, বোধ," বলল পোয়ারো। "আপনি কেবল ভালবাসা আর ঘৃণার স্বরূপটা নিয়েই থেকেছেন। বাকি মানবিক অনুভূতিগুলো আপনাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি।"

অবশেষে সত্যিটা বলল এলসা, "ক্যারোলাইনকে গবেষণাগার থেকে বিষ সরাতে দেখেছিলাম। ধরেই নিলাম ও আত্মহত্যা করতে চলেছে। তেমনটা হলেই সহজ হয়ে যেত সবকিছু। অথচ, পরদিন সকালেই জানতে পারলাম, আমার জন্য বিন্দুমাত্র পরোয়া করে না আমায়াস। সবটাই নাকি ছিল সাময়িক মোহ, এখন কেটে গেছে। ছবিটা হয়ে গেলেই নাকি আমাকে ও গোছগাছ করে পাঠিয়ে দেবে। ক্যারোলাইনের সব চিন্তা দূর হয়ে যাবে তখন।

"আর ওই মেয়েটা- আমার জন্য করুণা দেখাল... আপনি বুঝতে পারছেন আমার মনের অবস্থা কি হয়েছিল তখন? তাই খুঁজে বের করলাম বিষটুকু। কৌশলে খাইয়ে দিলাম ক্রেলকে। আর ওখানে বসে বসেই দেখলাম মৃত্যু। জীবনে অত আনন্দ আর পাইনি। প্রচণ্ড ক্ষমতাশীল আর জীবন্ত মনে হয়েছিল নিজেকে। নিজের হাতে মৃত্যু উপহার দিয়েছিলাম ওকে..."

হাতদুটো সামনের দিকে ছুঁড়ে দিল এলসা।

"তখন বুঝিনি, ওকে নয়, খুন করেছি নিজেকেই! একটু বাদে আমার জালে আটকে যেতে দেখলাম ক্যারোলাইনকে- তাও ভাল লাগেনি। মেয়েটাকে ঠিকমত আঘাত করতে পারিনি আমি- পুরো সময়টা উদাসীন ছিল ক্যারোলাইন। সমস্ত বিচারকে উপেক্ষা করে চলে গিয়েছিল অনেক ঊর্ধ্বে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই মৃত্যুর কোলে পালিয়ে বাঁচল। চলে গেল ধরাছোঁয়ার

BanglaBook.org

বাইরে। সে পর্যন্ত যাবার ক্ষমতা আমার নেই। অথচ মরেও মরেনি ওরা-মরেছি কেবল আমি।”

উঠে দাঁড়াল এলসা ডিট্রিশ্যাম। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, “আমিই মরেছি...”

হলঘরে নবজীবনের দুই পথিককে পেরিয়ে গেল এলসা।

বাড়ির বাইরে গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে পড়ল ড্রাইভার। লেডি ডিট্রিশ্যাম উঠে বসতেই পশমি মাফলারটা তার কোলের উপর সাজিয়ে দিল লোকটা।

গাড়ি চলতে শুরু করল নির্দিষ্ট গন্তব্যে।

(সমাপ্ত)

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org